বিক্রম শেঠ

অ্যান ইকোয়াল মিউজিক

BanglaBook.org

অনুবাদ ■ প্রমিত হোসেন

মহান, অবিনশ্বর, চিরন্তন এক
প্রেম কাহিনী

এক দিক থেকে An Equal Music একটা ভালোবাসার গল্প; হারিয়ে ফেলে খুঁজে পেয়ে আবার হারিয়ে. ফেলা এক নারীর ভালোবাসা। বহু বছর পর লন্ডনে এক পলক বাসের মধ্যে দেখা, একটা চিঠি যা কখনও পড়া হয় না, এক পিয়ানো বাদিকার গোপন একটা বিষয় যা স্পর্শ করে তার সাঙ্গীতিক অস্তিত্বকে : বহুমাত্রিক বর্ণনার ভিতর দিয়ে বিক্রম শেঠ জীবন্ত করে তুলেছেন এমন একটা জগৎ যা অভিভূত করবে পাঠককে।

‘যেখানে An Equal Music অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, তা এই লেখকের প্রকরণগত মুন্সিয়ানা, সুনিশ্চয় দৃশ্যবিন্যাস, এবং জীবন যাপনের নির্ভুল চিত্রায়ন... অসামান্য এ কাহিনী।’

–দি স্পেক্টেটর

‘বিক্রম শেঠের এ উপন্যাস শিহরণময়, আবেগপূর্ণ।’

–টাইম

বিক্রম শেঠ জন্মগ্রহণ করেন ভারতের কলকাতা শহরে, ১৯৫২ সালে। লেখাপড়া করেন কর্পাস ক্রিস্টি কলেজ, অক্সফোর্ড, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি ও নানজিং ইউনিভার্সিটিতে। তিনি ব্যাপক ভ্রমণ করেন ব্রিটেন, ইউনাইটেড স্টেটস, ভারত ও চীনে। এসব দেশে বসবাসও করেন প্রচুর সময়। এখন থাকেন ব্রিটেনে। তার প্রথম উপন্যাস *দ্য গোল্ডেন গেট* (১৯৮৬) ক্যালিফোর্নিয়ার পটভূমিকায় লেখা। তবে এপিকধর্মী ভারতীয় জীবন নিয়ে রচিত *এ সুইটেবল বয়* (১৯৯৩) তার সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস। *অ্যান ইকোয়াল মিউজিক* (১৯৯৯) তার সর্বশেষ উপন্যাস। বিক্রম শেঠ মূলত কবি। তার প্রথম কবিতার বই *ম্যাপিংস* (১৯৮০)।

প্রমিত হোসেন (জন্ম : ১৬ এপ্রিল ১৯৬১/ঝিনাইদহ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর সাহিত্যিক-প্রজন্মের স্বতন্ত্র ধারার প্রতিনিধি। অসাধারণ গল্প লেখক। প্রচার বিমুখ; তবে বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদক হিসেবে সুপরিচিত। প্রতিভাবান ও মনীষাদীপ্ত এই লেখক চারপাশের বাস্তব জীবনের যে শৈল্পিক গদ্যরূপ নির্মাণ করেন, নিজেই তাকে আখ্যায়িত করেছেন Vulgar Reality বলে। আগেই প্রকাশিত হয়েছে তার বহুমাত্রিক গল্পগ্রন্থ **শয়তান এবং মিশ্রমাধ্যমের কাজ**। কবিতা ও সঙ্গীতের একনিষ্ঠ অনুরাগী এই লেখকের বাবা, ইর্তেজাদ হোসেন (১৯২৭-১৯৮০), ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা। সেই সূত্রে জন্ম থেকেই দেশের নানা প্রান্তে ঘুরেছেন প্রচুর। শিল্প-সাহিত্যের অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন মা, সাহেরা বেগম (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭), এবং বাবাও। অরুন্ধতি রায়ের *দ্য গড অব স্মল থিংস*, ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার *স্নো কান্ট্রি*, ভি. এস. নাইপলের *দ্য এনিগ্মা অব অ্যারাইভাল*, মার্গারেট অ্যাটউডের *দ্য ব্লাইন্ড অ্যাসাসিন*, গাও ঝিংজিয়ানের *সোল মাউন্টেন*, গুন্টার গ্রাসের *দ্য টিন ড্রাম*, আর্নেস্ট হেমিংওয়ের *টু হ্যাভ অ্যান্ড হ্যাভ নট*, চিঙ্গিজ আইৎমাতভের *মাই লিটল পপলার ইন এ রেড কারচিফ*, সালমান রুশদির *মিডনাইট'স চিলড্রেন* ইত্যাদিসহ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার অনূদিত ১৮টি গ্রন্থ। তার পেশা লেখালেখি ও সাংবাদিকতা।

অ্যান ইকোয়াল মিউজিক

মূল

বিক্রম শেঠ

অনুবাদ

প্রমিত হোসেন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অন্যধারা
৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা) ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
মূল © বিক্রম শেঠ

বাংলা অনুবাদ © প্রকাশক ২০০৮

প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোনো প্রকাশনা সংস্থা অথবা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই অনুবাদের কোনো অংশ, কোনো উদ্ধৃতি কিংবা সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশ আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

প্রকাশক ■ মোঃ মনির হোসেন পিন্টু
অন্যধারা ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা) ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১২৩১৬৬, ০১৭১২৮০৭৯০১, ০১৫৫২৩১০৫৮৪
পরিবেশক ■ কৃষ্টি সাহিত্য সংসদ ৩৮/৪ বাংলাবাজার (৫ম তলা) ঢাকা ১১০০
মিশু প্রকাশন ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা) ঢাকা-১১০০
যুক্তরাজ্য পরিবেশক ■ সংগীতা UK. LTD
22 ব্রিকলেন, লন্ডন
Tel : 0044-2072475954
Fax : 0044-2072475941
প্রচ্ছদ ■ জে. এম, টার্নারের 'দ্য মাউথ অফ দ্য গ্রান্ড ক্যানাল ফ্রম ফার অ্যাওয়ে' (১৮৪০) অবলম্বনে
কম্পোজ ■ বিস্‌মিল্লাহ্ কম্পিউটার্স ৪৭/১ বাংলাবাজার ঢাকা ০১৭১১ ৯৫৮১২৩
মুদ্রণ ■ আমানত অফসেট প্রেস, ননীগোপাল লেন ঢাকা ১১০০

মূল্য ঃ তিনশ' টাকা

ISBN 984-833-062-3

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কৃতজ্ঞতা
(মোর্জিনা মতিন কবিতা (গুডি)
এই অনুবাদের কাজে তার সর্বাত্মক
সহযোগিতার জন্য

And into that gate they shall enter, and in that house they shall dwell, where there shall be no cloud nor sun, no darkness nor dazzling, but one equal light, no noise nor silence, but one equal music, no fears nor hopes, but one equal possession, no foes nor friends, but one equal communion and identity, no ends nor beginnings, but one equal eternity.

JOHN DONNE

অনুবাদ উৎসর্গ

জিনাত রেহেনা মুক্তাকে

অ্যান ইকোয়াল মিউজিক অনুবাদ প্রসঙ্গে

'তোমার কাছে কাগজ-কলম আছে?' আমি জিজ্ঞেস করি। 'হ্যাঁ, থাকতে পারে,' মুক্তা বলে। বাইরে বের হলেই একটা ব্যাকপ্যাক সঙ্গে নিয়ে বের হয় সে। ওটার ভিতর যত রাজ্যের টুকিটাকি জিনিস থাকে, এমন কি কাঁচা বাজারের থলিও! আমরা উত্তরা থেকে বাসে উঠেছি। বাস চলছে। সকাল। দিনটা চমৎকার। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি। অচিন গিয়েছে দিনাজপুরে। যাবার আগে বলে গেছে, ফিরেই তার গানের কথাগুলো চাই। আজকালই ফিরবে। কোনও কিছু ভেবে পাইনি। কিন্তু এখন, মুক্তা আর আমি নিউ মার্কেটে যাওয়ার পথে, বাসের মধ্যে, আমি কথাগুলো পেয়ে যাই। মুক্তা একটা কলম আর প্যাড বের করে দেয়। আমি থেমে থেমে লিখি। প্রথম লাইনগুলো লেখা হয়, 'দূরের এক ট্রেনে/কোথায় সে যাবে/আকাশ পারের কোন ঠিকানায়...' তারপর আসে শেষের দিককার দুটো লাইন, 'সেই ট্রেনে নেই আর কোনও যাত্রি/একাই সে যাচ্ছে দিনরাত্রি...' আমি মুক্তাকে দেখাই। মুক্তা মজা করে, 'অতো বড় ট্রেনে উনি একাই যাত্রি, আর কেউ নেই, বললেই হলো, হুঁহ!' আমি ওর কথায় হাসি। এভাবে উত্তরা থেকে নিউ মার্কেট পর্যন্ত গানটা লেখা হয়। একদিন পর অচিন ফিরে এলে ওকে দিই। সেই রাতেই আশ্চর্য অপার্থিব একটা সুর বেঁধে ফেলে গানটাকে অচিন। এখন, একটা বছর পিছনে ফেলে এসে, ওই গান শুনলে আমার বুকটা ছিঁড়ে যায়। ... মার্চের ৪ তারিখে রাত ৯টায় কুয়েত এয়ার লাইন্সের ফ্লাইটে ঢাকা ছেড়ে চলে যায় মুক্তা। পরদিন পৌঁছায় ইতালিতে। ওখানে ভেনিসের কাছেই, উত্তরাঞ্চলীয় কাস্তেল্লো দি গোদেগো শহরে এখন সে থাকে।

একজন মানুষকে যদি একই সময়ে দুটো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে হয়– বাইরে একটা, ভিতরে একটা– তাহলে তার জীবন হয় কঠিন। অন্তরে তাকে মুখোমুখি হতে হয় সার্বক্ষণিক ভাংচুরের, বিষণ্নতার। এই বইটির অনুবাদ করতে গিয়ে, আমি আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করি, এ যেন আমার নিজেরই কাহিনী। আমার পিছনে ফেলে আসা জীবনের দিনগুলো, সেইসব অতীত স্মৃতি বারবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে চোখের সামনে। কোথাও কোথাও হুবহু মিলে গেছে... তখন আমাকে কলম থামাতে হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই আমি কিছু সময়ের জন্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি আর অসহায় ভাবে ভেবেছি : এটা কিভাবে সম্ভব? আমি এর আগে আরও কিছু উপন্যাস অনুবাদ করেছি। কিন্তু বিক্রম শেঠের অ্যান ইকোয়াল মিউজিক অনুবাদ করতে গিয়ে, ব্যক্তিগতভাবে, আমার মধ্যে যে আবেগ কাজ করেছে, তা আগে আর কখনও অনুভব করিনি।

প্রমিত হোসেন
১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮/ঢাকা

অংশ-১

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১.১

গাছের ডালপালাগুলোয় পাতা নেই, আকাশ আজ রাতে দুধেল বেগুনি। জায়গাটা নিরিবিলি নয়, তবে শান্তিময়। কালো রঙের পানির ঢেউ ভেসে আসছিল আমার দিকে বাতাস লেগে।

আশপাশে কেউ ছিল না। পাখিরা নিশ্চুপ। হাইড পার্কের ভিতরে রাস্তার শব্দ বাধা পাচ্ছিল। আমার কানে তা ঠেকছিল শ্বেত কোলাহলের মত।

আমি বেঞ্চটা পরখ করে দেখি, কিন্তু বসি না। গতকালকের মতো, তার আগের দিনের মত, আমি দাঁড়িয়েই থাকি যে পর্যন্ত না আমার ভাবনা হারিয়ে যায়। আমি সার্পেন্টাইনের পানির দিকে তাকাই।

গতকাল পার্কের আড়াআড়িতে হেঁটে আসার সময় ফুটপাথে একটা ফর্কের পাশে আমি থেমে যাই। অনুভব করি আমার পেছনেও দাঁড়িয়ে পড়েছে কেউ। আমি আবার চলতে শুরু করি। পেছনে পায়ের শব্দ আমাকে অনুসরণ করে আসে। তাতে তাড়াহুড়োর ছাপ নেই। মনে হয় যেন আমার সঙ্গে তাল রেখে আসছে। তারপর হঠাৎ যেন মনস্থির করে, গতি বাড়ায়, আর আমাকে অতিক্রম করে যায়। ওই পায়ের শব্দ পুরু কালো ওভারকোট পরা দীর্ঘকায়— প্রায় আমারই সমান— এক তরুণের। তার মুখ না দেখলেও ভাবভঙ্গিতে মনে হয় সে তরুণই। কিছুক্ষণ পর, বেসওয়াটার রোড শীগগিরই অতিক্রম করতে চাইনি বলে. আমি আবারও থামি। এবার শুনতে পাই ক্রমশ মিলিয়ে যাওয়া অশ্বক্ষুরের শব্দ। আমি তাকাই বামে, ডানে। কিছুই চোখে পড়ে না।

আর্খাঙ্গেল কোর্টে পৌছে অনুভব করি আমাকে লক্ষ করা হচ্ছে। আমি হলওয়েতে প্রবেশ করি। এখানে ফুল রাখা আছে। হল পর্যবেক্ষণ করছে একটা ক্যামেরা। প্রহরাধীন ভবন হচ্ছে নিরাপদ ভবন। আর নিরাপদ ভবন হচ্ছে সুখের ভবন।

কয়েক দিন আগে এটিয়েন'স-এর কাউন্টারের তরুণীটা আমাকে বলেছে যে আমি সুখী মানুষ। আমি সাতটা ক্রইস্যান্ট কিনি সেখান থেকে।

আমার ভাংতি ফেরত দেয়ার সময় সে বলেছিল, 'আপনি সুখী মানুষ।'

আমি এমন নিষ্পলক চোখেই তার দিকে তাকিয়েছিলাম যে নিজের দৃষ্টি সে আনত করেছিল।

'আপনি সব সময় গুনগুন করেন,' সে আরও শান্ত কণ্ঠে বলল, হয়তো অনুভব করছিল যে তাকে আবার ব্যাখ্যা করতে হবে।

'এটা আমার কাজ,' আমি বললাম, রূঢ় চাউনির জন্য লজ্জিত। আরেকজন খদ্দের প্রবেশ করল, আর আমি দোকানটা থেকে বেরিয়ে এলাম।

আমার পুরো সপ্তাহের ক্রইস্যান্ট গুলো একটা ছাড়া সব ফ্রিজারে রাখতে রাখতে লক্ষ করি, শুবার্টের শেষ গানগুলোর একটি গুনগুন করছি :

I see a man who stares upwards
And wrings his hands from the force of his pain.
I shudder when I see his face,
The moon reveals myself to me.

আমি কফির জন্য পানি চড়াই এবং জানলা দিয়ে তাকাই বাইরের দিকে। অষ্টম তলা থেকে আমি দেখতে পাই বহু দূরের সেন্ট পল'স, ক্রয়ডন, হাইগেট। বাদামি শাখা-প্রশাখার পার্ক ছাড়িয়ে দূরের ঘরবাড়ির ছাদ, মিনার আর চিমনি দেখতে পাই। লন্ডন আমার চিত্ত অস্থির করে— অতটা উঁচু থেকেও পল্লী প্রকৃতি আসে না দৃষ্টিসীমায়।

কিন্তু এটা ভিয়েনা নয়। এটা ভেনিস নয়। এটা, সেই অর্থে, আমার উত্তরাঞ্চলীয় হোমটাউন নয়।

অবশ্য আমার কাজের জন্য ওই গান আমি গুনগুন করি না। এক মাসেরও বেশি সময় হয়ে গেল আমি শুবার্ট বাজাইনি। আমার বেহালা তাকে মিস করে আমার চেয়েও বেশি। আমি ওটা টিউন করি, তারপর প্রবেশ করি আমার শব্দনিরোধক প্রকোষ্ঠে। বাইরের জগৎ থেকে এখানে কোনও আলো, কোনও শব্দ আসতে পারে না। তামার ভিতর দিয়ে পরমাণুর প্রবাহ, অ্যাক্রিলিকের ওপর ঘোড়ার লোম সৃষ্টি করে আমার ভাবচেতনা।

আমাদের কোয়ার্টেটে যা বাজিয়েছি তার কিছুই আমি বাজাব না। যে কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাম্প্রতিক সঙ্গীত সৃষ্টির কথা মনে করায় এমন কিছুই বাজাব না। আমি তার গান বাজাব।

In a clear brook
With joyful haste
The whimsical trout
Shot past me like an arrow.

BanglaBook.org

আমি গানটার লাইন বাজাই, পিয়ানোর ডান হাতের লিপ আর প্লাঞ্জ বাজাই, আমিই ট্রাউট, মৎস্যশিকারি, ঝরনা, দর্শক। আমি শব্দগুলো গেয়ে যাই। বি. এ. ই ফ্ল্যাটে বাজাই। শুবার্ট আপত্তি করে না। আমি তার স্ট্রিং কোয়ার্টেটের স্বরপরিবর্তন করছি না।

একটা পিয়ানোর নোট যেখানে বেহালার জন্য খুবই নিচু, সেটা চড়া অষ্টমে লাফিয়ে যায়। এটা যেমন, গানের প্রান্তটা সেটার স্ক্রিপ্টের ওপর অষ্টমে উঠে যাচ্ছে। এখন, এটা যদি একটা ভায়োলা হতো ... কিন্তু আমি কয়েক বছর হয়ে গেল ভায়োলা বাজাই না। শেষবার ওটা বাজিয়েছিলাম দশ বছর আগে ভিয়েনায় ছাত্র থাকাকালে। আমি সেখানে বার বার ফিরে যাই আর ভাবি; আমি কি ভুলের মধ্যে ছিলাম? আমি কি দেখতে পাচ্ছিলাম না? আমাদের দুজনের মধ্যে খেলার ভারসাম্যটা ছিল কোথায়? আমি সেখানে যা হারিয়েছিলাম তা আর কখনও উদ্ধার করতে পারিনি।

অতগুলো বছর আগে আমার কী ঘটেছিল? প্রেম অথবা প্রেমহীনতা, যাই হোক না কেন সেই নগরীতে আমি আর থাকতে পারতাম না। আমার ভাবনা জট পাকিয়ে গিয়েছিল, প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসের চাপ অনুভব করতাম। তাকে বলেছিলাম চলে যাচ্ছি, এবং চলে গিয়েছিলাম। দুই মাস কিছুই করতে পারিনি, এমন কি তাকে চিঠিও লিখতে পারিনি। আমি লন্ডনে চলে এসেছিলাম। ধোঁয়া কেটেছিল, তবে দেরিতে। তুমি এখন কোথায় জুলিয়া, আমাকে কি ক্ষমা করতে পারোনি?

১.২

ভার্জিনিয়ে চর্চা করবে না, অথচ এইসব পাঠ সে শিখতে চায়। আমার অনেক খারাপ শিক্ষার্থী আছে— কিন্তু ওর মতো অমন হতাশাজনক কেউ নয়।

আমি হেঁটে পার্ক পার হয়ে ওর ফ্ল্যাটে আসি। এখানে অতিরিক্ত উত্তাপ। আর গোলাপি রঙের বিপুল সমাহার। আমি এতে অভ্যস্ত। বাথরুমে পা দিয়ে এই গোলাপি বেসিন, গোলাপি টয়লেট, গোলাপি বিডেট, গোলাপি টাইলস, গোলাপি ওয়ালপেপার, গোলাপি কম্বল। ব্রাশ, সাবান, টুথব্রাশ, সিল্ক ফ্লাওয়ার্স, টয়লেট পেপার : সব গোলাপি। এমন কি ছোট্ট পাওয়ালা ময়লার পাত্রটা পর্যন্ত গোলাপি। আমি এই ছোট্ট ময়লার পাত্রটাকে ভালো করে চিনি। যতবার এখানে আমি রাত্রিযাপন করি ততবারই বিস্ময়ে ভাবি কী করছি আমার সময় আর তাকে নিয়ে। সে আমার চেয়ে ষোল বছরের ছোট। সে সেই নারী নয় যার সঙ্গে আমি আমার জীবন ভাগাভাগি করে নিতে চাই। কিন্তু তাই হচ্ছে, যা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। সে এটা চায়, আমিও এটার সঙ্গে চলেছি, কাম আর একাকীত্বের ভিতর দিয়ে, আমার মনে হয়; আর অলসতা, মনোযোগের অভাব।

আমাদের পাঠ খুব পরিষ্কার। আজ সেটা বাখের একটা পার্টি টা : ই মেজর। আমি তাকে পুরোটা বাজাতে বলি, কিন্তু গ্যাভোটের পর থামতে বলি।

'কীভাবে শেষ হয় তা জানতে চাও না?' সে প্রফুল্ল কণ্ঠে জানতে চায়।

'তুমি যথেষ্ট অনুশীলন করোনি।'

সে অপরাধীর অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলল মুখে।

'শুরুতে যাও,' আমি বললাম।

'গ্যাভোটে?'

'প্রিলিউডে।'

BanglaBook.org

'অর্থাৎ বার সেভেনটিন? আমি জানি, আমি জানি, ই স্ট্রিঙের জন্য সবসময় আমার কবজি ব্যবহার করা উচিত।'

'আমি বলছি বার ওয়ান।'

ভার্জিনিয়েকে চপল দেখায়। সে বো নামিয়ে রেখেছে নিষ্প্রভ গোলাপি রঙের সিল্ক কুশনের ওপর।

'ভার্জিনিয়ে, তুমি এটা করতে পারো না তা নয়, তুমি এটা আসলে করছো না।'

'কী করছি না?'

'সঙ্গীত নিয়ে চিন্তাভাবনা। প্রথম স্তবকটা গাও, শুধু গাও।'

সে বো তুলে নেয়।

'আমি বলছি, তোমার কণ্ঠ দিয়ে গাও।'

ভার্জিনিয়ে মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে। সুর করে সে গাইতে লাগল, 'মি-রে-মি সি সল সি মি-ফা-মি-রেমি...'

'ওই নির্বোধ সিলেবলগুলো ছাড়া তুমি গাইতে পারো না?'

'আমাকে ওভাবেই শেখানো হয়েছে।' তার চোখের তারা ঝিলিক দেয়।

ভার্জিনিয়ে এসেছে নিওনস থেকে। ওই জায়গাটা সম্পর্কে আমি শুধু এটুকুই জানি যে ওটা অ্যাভিগনের কাছেই কোথাও। বার দুয়েক সে আমাকে ওখানে যাবার কথা বলেছিল তার সঙ্গে, তারপর আর বলেনি।

'ভার্জিনিয়ে, এ কেবল একটা নোটের পর আরেকটা নোট নয়। ওই দ্বিতীয় মি-রে-মি প্রথমটার স্মৃতিবাহী। এই যে এমন।' আমি আমার ফিডল তুলে নিয়ে শোনাই। 'অথবা এমন। অথবা তোমার নিজের মতো কিছু।'

সে আবার বাজায় সুরটা। বেশ ভালোভাবেই বাজায়, আর বাজাতে থাকে। আমি চোখ বন্ধ করি। বিশাল এক বাটি পট-পুরি আমার চেতনাকে আঘাত করে।

সন্ধ্যা হচ্ছে। আমাদের ওপর শীতকাল নেমে এসেছে। সে কত অল্পবয়সী, সে কত অল্প কাজ করে। তার বয়স মাত্র একুশ। আমার মন চলে যায় আরেক শহরে, আরেক নারীর স্মৃতি ভেসে ওঠে, সেও তখন তরুণী ছিল এমন।

'আমি বাজিয়েই যাবো?'

'হ্যাঁ।'

আমি ভার্জিনিয়েকে বলি তার কবজি মুক্ত রাখতে, এখানে তার ইনটোনেশন লক্ষ করতে, ওখানে তার গতি খেয়াল করতে, তার ডেটাশে ছাড়া রাখতে— কিন্তু এসব কিছুই তার জানা। আগামী সপ্তাহে কিছু অগ্রগতি হবে, খুব সামান্য। সে প্রতিভাময়ী, অথচ তা সে প্রয়োগ করবে না। সে পূর্ণকালীন ছাত্রী হলেও সঙ্গীত তার কাছে অনেক কিছুর মধ্যে একটি বিষয় মাত্র। সে কলেজের প্রতিযোগিতা নিয়ে উদ্বিগ্ন যেখানে এই পার্টিটা তাকে পরিবেশন করতে হবে। সে নিজের মিরেমন্ট বিক্রি করে তার বাবাকে দিয়ে নিজের জন্য অগ্রীম ও ইতালিয়ান কিছু কেনার কথা ভাবছে। তার অশিক্ষার্থীসুলভ জীবনযাত্রার ব্যয়ভার বহন করে তার বাবা। সারা ফ্রান্স জুড়েই রয়েছে তার অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব, অসংখ্য আত্মীয়স্বজন, তিনজন সাবেক ছেলেবন্ধু। সে আর আমি একত্র হয়েছি এক বছরেরও বেশি।

BanglaBook.org

আরেকজন যার স্মৃতি মনে পড়ে তাকে দেখি চোখ বন্ধ, আপন মনে বাখ বাজাচ্ছে; একটা ইংলিশ স্যুট। তার আঙুলগুলো মৃদুছন্দে কীবোর্ডের ওপর ঘুরছে। আমি হয়তো অকস্মাৎ নড়ে যাই। প্রিয় চোখ দুটো আমার দিকে ফেরে। আমাকে বিশ্বাস করতে দাও, সে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, এখনও তার অস্তিত্ব আছে, এই সম্ভাবনার কোথাও।

১.৩

একটা রিহার্সালের জন্য ম্যাগিওর কোয়ার্টেট জড়ো হচ্ছে আমাদের আদর্শ ভেন্যু হেলেনের ছোট্ট দোতলা বাড়িতে।

হেলেন কফি বানাচ্ছে। কেবল সে আর আমিই এখানে আছি। অপরাহ্নের রোদ এসে পড়ছে ভিতরে। এক নারীর মখমলী কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে কোল পোর্টারের গান। চারটে গাঢ় নীল হাতলবিহীন চেয়ার ধনুকের মতো করে সাজানো হয়েছে পাইন কাঠের বুকশেল্‌ফের নিচে। মুক্ত-পরিকল্পনার কিচেন-লিভিং-ডাইনিং রুমের কোণে রাখা আছে একটা ভায়োলা কেস ও একজোড়া মিউজিক স্ট্যান্ড।

'এক? দুই?' হেলেন জানতে চায়। 'আমি ভুলে যাচ্ছি। জানি না কেন। কেউ যখন কারও কফির অভ্যাস সম্পর্কে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন তার সেটা ভুলে যাওয়া কিন্তু স্বাভাবিক নয়। তোমার কফিতে চিনি দেওয়ার অভ্যাস নেই, তাই না? কখনও কখনও তুমি একেবারেই চিনি দাও না। ওহ, গতকাল একজনের সঙ্গে দেখা, সে তোমার কথা জিজ্ঞেস করল। নিকোলাস সোয়ার। এমন ভয়ানক লোক। কিন্তু সবাই তার লেখা পড়ে। ওকে আমাদের নিয়ে রিভিউ লিখতে বল, মাইকেল। তোমার ওপর ওর দুর্বলতা আছে, আমি নিশ্চিত। যখনই তোমার কথা বলি তখনই সে বিরাগ হয়।'

'ধন্যবাদ, হেলেন। ওটুকুই আমার প্রয়োজন।'

'আমারও, অবশ্যই।'

'সহকর্মীর ওপর দুর্বলতা নয়।'

'তুমি ওইরকম জবড়জঙ্গ নও।'

'বাগানের নতুন কিছু করেছো?'

'এটা নভেম্বর, মাইকেল,' হেলেন বলে। 'তাছাড়া আমি বাগান করা বন্ধ করেছি। এই নাও তোমার কফি। দেখ তো আমার চুল কেমন?'

হেলেনের চুলের রঙ লাল, আর বছর বছর সে হেয়ারস্টাইল পরিবর্তন করে। এ বছর রিঙের মতো প্যাঁচানো। আমি অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকাই আর কফিতে মন দিই।

দরোজার ঘণ্টা বাজে। হেলেনের ছোট ভাই, আমাদের প্রথম বেহালাবাদক পিয়ার্স এসেছে।

মাথাটা সামান্য নিচু করে সে ভিতরে আসে। সে বোনকে চুমু দেয়— তার থেকে তার বোন লম্বায় মাত্র ইঞ্চি দুয়েক খাটো— আমাকে হ্যালো বলে, জমকাল গ্রেটকোটটা খোলে, বেহালা বের করে এবং বিড়বিড় করে বলে, 'ওটা বন্ধ করবে? আমি টিউন করার চেষ্টা করছি।'

'ওহ, এই ট্র্যাকটা শেষ হলেই,' হেলেন বলে।

পিয়ার্স নিজেই প্লেয়ারটা বন্ধ করে দেয়। হেলেন কিছু বলে না। পিয়ার্স নিজের মতো চলতেই অভ্যস্ত।

'বিলি কোথায়?' সে জিজ্ঞেস করে। 'রিহার্সালে সব সময় সে দেরি করে আসে। ফোন করেছে?'

হেলেন মাথা নাড়ে। 'এটাই ঘটবে যদি তুমি লুটন বা লেইটন বা যেখানেই থাকো।'

'লেইটনস্টোন,' আমি বলি।

'অবশ্যই,' হেলেন বলে। তার কাছে লন্ডনের অর্থ হলো ১ নম্বর অঞ্চল। বিলি ছাড়া আমরা সবাই মধ্যবর্তী এলাকায় বাস করি, বেসওয়াটারে বা কাছেই, হাইড পার্ক ও কেনসিংটন গার্ডেন পায়ে হেঁটে পৌঁছানোর দূরত্বের মধ্যে, যদিও খুব আলাদা আলাদা অবস্থায়। হেলেনের বাসায় আসার পর প্রথম কয়েক মিনিট সাধারণত অস্থির থাকে পিয়ার্স। সে বসবাস করে একটা বেসমেন্ট স্টুডিওতে।

একটু পর হেলেন তাকে জিজ্ঞেস করে গতরাতটা সে কেমন উপভোগ করেছে। পিয়ার্স উঠে গিয়েছিল স্টিফ কোয়ার্টেট শোনার জন্য প্লেয়ার দিতে, যার সে ভক্ত বহু বছর ধরে, কিন্তু সমস্ত- বিটোফেন কনসার্ট বাজিয়ে দিল।

'ওহ, ঠিক আছে,' পিয়ার্স গর গর করে। 'তবে স্টিফ সম্পর্কে তুমি কিছুই বলতে পারো না। হ্যাঁ, গতরাতে ওরা সুরের সৌন্দর্য নিয়ে পড়েছিল— দারুণ আত্মপ্রেমী। আর আমি প্রথম বেহালাবাদকের মুখটা অপছন্দ করতে শুরু করেছি : ওটা প্রত্যেক বছর বেশি বেশি করে চিমটি কাটার মতো লাগে। ওরা Grosse Fuge বাজানো শেষ করার পর এমন লাফিয়ে উঠল যেন সিংহ শিকার করেছে। দর্শকরা অবশ্যই পাগল হয়ে গিয়েছিল... এরিকা ফোন করেছে?'

'না... তাহলে কনসার্ট তোমার ভালো লাগেনি।'

'আমি সে কথা বলিনি,' পিয়ার্স বলে। 'জঘন্য বিলিটা কোথায়? তার প্রত্যেক মিনিট দেরির জন্য একটা করে চকলেট বিস্কুট জরিমানা করা উচিত আমাদের।' টিউন করার পর সে পিজ্জিক্যাটো কোয়ার্টের্টনসে একটা বিদঘুটে কিছু বাজালো।

'কী ওটা?' হেলেন জানতে চায়, তার কফি প্রায় ছলকে ওঠে। 'না, না, না, ওটা আর বাজিও না।'

'আ লা বিলি কম্পোজিশনের একটা চেষ্টা।'

'ওটা শোভন নয়,' হেলেন বলে।

পিয়ার্স বাম-হাতী হাসির মতো হাসে। 'বিলি কেবল একটা অনভিজ্ঞ লোক। আজ থেকে কুড়ি বছর পর এক দিন , সে পরিপূর্ণ দানবে পরিণত হবে, নিদারুণ কিছু লিখবে কভেন্ট গার্ডেনের জন্য— যদি ওটা তখনও ওখানে থাকে— এবং সে জেগে উঠবে স্যার উইলিয়াম কাটলার হিসেবে।'

হেলেন হাসে, তারপর নিজেকে সম্বরণ করে। 'হয়েছে, হয়েছে, একে অন্যের পিছনে কোনও কথা নয়,' সে বলে।

'আমি খানিকটা উদ্বিগ্ন,' পিয়ার্স বলে যায়। 'কী কাজ করছে তা নিয়ে বিলি খুব বেশি কথা বলছে।' সে আমার দিকে ফিরল আমার প্রতিক্রিয়ার আশায়।

'তার লেখা কিছু আমরা বাজাই একথা কি সে বলেছে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'না। ঠিক তা নয়। এখনও না।'

BanglaBook.org

'তাহলে আমরা দেখি না কেন সে কী করে?'

আমি পরামর্শ দিই।

'আমি এর মধ্যে নেই,' হেলেন ধীরে ধীরে বলে। 'আমাদের এটা অপছন্দ করা হবে ভানক— মানে তোমাদের কথা যদি সত্যিই হয়।'

পিয়ার্স আবার হাসে, তবে প্রফুল্ল নয়।

'বেশ তো, এটা পুরোটা পড়ে দেখার মধ্যে দোষের কিছু তো দেখছি না আমি,' আমি বলি।

'আমাদের কারও যদি এটা ভালো লাগে আর কারও যদি ভালো না লাগে, তাহলে?' হেলেন প্রশ্ন করে। 'কোয়ার্টেট হলো কোয়ার্টেট। এটা সব রকম উদ্বেগের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তবে এটা ঠিক যে বিলি যদি সব সময় অমন করে তাহলে তা খুবই খারাপ। এই হলো কথা।'

'হেলেনীয় যুক্তি,' পিয়ার্স বলে।

'কিন্তু আমি বিলিকে পছন্দ করি—' হেলেন শুরু করে।

'আমরাও,' পিয়ার্স বাধা দেয়। 'আমরা সবাই একে অন্যকে ভালোবাসি, সে কথা না বললেও চলে। কিন্তু এই বিষয়ে, আমাদের তিনজনের নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে ভাবা দরকার— আমাদের যৌথ অবস্থান— এবং স্পষ্টভাবে, একজন চতুর্থ রাজুমভক্কির সঙ্গে বিলি আমাদের তিনজনকে উপস্থাপন করার আগেই।'

আমরা আরও কথা বলার আগেই বিলি হাজির হলো। সে নিঃশেষিতভাবে, ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে তার চেলো ধরে আছে, চকলেট বিস্কুট দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠল, ওই বিস্কুট তার প্রিয় হেলেন তা জানে, কয়েকটা বিস্কুট গপগপ করে খেয়ে নিলো, কফি নেওয়ার সময় আবার তাকে কৃতজ্ঞ দেখাল, ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি আবারও, সে টিউনিং শুরু করল।

'লিডিয়া গাড়িটা নিয়ে গেছে— দাঁতের ডাক্তার। প্রচণ্ড রাশ— প্রায় মনেই ছিল না ব্রামসের গানের কথা। সেন্ট্রাল লাইন— ভয়ানক।' তার কপালে ঘাম চিকচিক করছে আর সে হাঁপাচ্ছে। 'আমি দুঃখিত। আমি দুঃখিত। আমি দুঃখিত। আমার আর কখনও দেরি হবে না। আর কখনও না।'

'আরেকটা বিস্কুট খাও বিলি,' হেলেন বলে অনুরাগের সঙ্গে।

'তুমি একটা মোবাইল ফোন নাও, বিলি,' পিয়ার্স বলে।

'কেন?' বিলি জিজ্ঞেস করে। 'কেন নেবো? কেন আমি মোবাইল ফোন নেবো? আমি বেশ্যার দালাল কিংবা জলকলের মিস্ত্রি নই।'

পিয়ার্স মাথা ঝাঁকায় এবং বিষয়টা ছেড়ে দেয়। বিলি খুব বেশি মোটা, আর সব সময় মোটাই রয়ে যাবে। সে সব সময় পরিবার আর টাকা, গাড়ি-বিমা আর কম্পোজিশন নিয়েই উদ্বিগ্ন থাকবে। আমাদের কথা মনে করে সে কখনও ঠিক সময়ে হাজির হবে না। কিন্তু যে মুহূর্তে তার বো নেমে আসে তারের ওপর সেই মুহূর্তেই সে বদলে যায়। সে এক বিস্ময়কর চেলোবাদক : আমাদের সুরলহরির ভিত্তি।

BanglaBook.org

১.৪

ম্যাগিওর কোয়ার্টেটের প্রত্যেক রিহার্সাল শুরু হয় একসঙ্গে চারটে বাদ্যযন্ত্রে অত্যন্ত সমান ও অত্যন্ত ধীর থ্রি-অক্টেভ স্কেলে। কখনও মেজর, কখনও মাইনর, প্রথম যে খণ্ডটা আমরা বাজাবো সেটার কির ওপর নির্ভর করে। গত দুদিনে আমাদের জীবন কেমন কেটেছে অথবা জনগণ ও রাজনীতি নিয়ে আমাদের দ্বন্দ্ব কতটা প্রবল অথবা আমরা কী বাজাবো আর কীভাবে বাজাবো তা নিয়ে আমাদের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু তাতে কিছুই আসে যায় না, আমাদের শুধু স্মরণ থাকে যে যখন এটা ঘটে আমরা তখন এক। এই স্কেল বাজানোর সময় আমরা পরস্পরের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করি; কেউই লিড দেয় না। এমন কি পিয়ার্স প্রথম আপবিট দেয় আলগোছে, তার মাথার নড়াচড়া থেকে কিছুই বোঝা যায় না। আমি এটা বাজানোর সময় কোয়ার্টেটের আত্মার মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করি। আমি স্কেলের সঙ্গীতে পরিণত হই। আমার ইচ্ছা বিলুপ্ত হয়, আমি অহং থেকে মুক্ত হই।

অ্যালেক্স ফলি পাঁচ বছর আগে চলে যাবার পর এবং পিয়ার্স, হেলেন ও বিলি আমাকে সম্ভাব্য দ্বিতীয় বেহালাবাদক হিসেবে বিবেচনা করার পর, আমরা সঙ্গীত নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছি একসঙ্গে, মহড়া দিয়েছি একসঙ্গে, বস্তুত বিভিন্ন কনসার্টে বাজিয়েছি একসঙ্গে, কিন্তু কখনই স্কেল বাজাইনি। আমি এমন কি জানতামও না যে ওদের কাছে এর অস্তিত্ব আছে। আমাদের শেষ কনসার্ট হয়েছিল শেফিল্ডে। সেই কনসার্ট শেষ হয়ে যাওয়ার দুই ঘণ্টা পর, মাঝরাতে, পিয়ার্স আমার হোটেল রুমে আমাকে ফোন করে বলেছিল যে তারা সবাই চাইছে আমি তাদের সঙ্গে যোগ দিই।

'কনসার্টটা ভালো হয়েছে, মাইকেল,' সে বলেছিল। 'হেলেন আশা করছে তুমি আমাদের একজন হবে।'

লন্ডনে ফেরার দুদিন পর আমরা একটা রিহার্সালের জন্য মিলিত হই এবং এবার স্কেল দিয়ে শুরু করি। এর উত্থান, স্থিরতা ও প্রায় কম্পহীনতায় নির্মিত আমার সুখ অনুভব করি। অবরোহনের আগে শীর্ষে এর বিরতিতে আমি চকিতে তাকাই আমার নতুন সহকর্মীদের দিকে, বামে ও ডানে। পিয়ার্স মাথাটা সামান্য নামিয়ে রেখেছে। তাতে আমি অবাক হই। যেসব সঙ্গীতকার স্কেলের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে নীরবে অশ্রুপাত করে তাদের মতো নয় পিয়ার্স। ওই সময় সে কী ভাবছিল ধারণা করতে পারি না। হয়তো, স্কেল আবার বাজাতে গিয়ে, মনে মনে সে অ্যালেক্সকে বিদায় দিচ্ছিল।

আমরা আজ হেইডন কোয়ার্টেট আর ব্রামস বাজাচ্ছি এক জোড়া করে। হেইডন দুটো মহিমান্বিত: তাতে আমরা আনন্দ পাই। যেখানে যেখানে অসুবিধা আছে, আমরা তা বুঝতে পারি— অতঃপর নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নিই। আমরা হেইডন পছন্দ করি, আর তার থেকে পরস্পরকে ভালোবাসতে শিখি। ব্রামস তেমন নয়। আমাদের কোয়ার্টেটের জন্য সে সব সময়ই একটা ক্রস।

ব্রামসের জন্য আমি কোনও জ্ঞাতিত্ব অনুভব করি না। পিয়ার্স তাকে সহ্যই করতে পারে না। হেলেন তাকে ভক্তি করে। বিলির কাছে সে 'গভীরভাবে চিত্তাকর্ষক।'

BanglaBook.org

এডিনবার্গে আমাদের প্রোগ্রাম আছে আর তাতে কিছু ব্রামস যোগ করার কথা বলা হয়েছে। আমাদের প্রোগ্রামার হিসেবে পিয়ার্স তা মেনে নিয়েছে, কেননা এড়ানো সম্ভব ছিল না। তাই সে বেছে নিয়েছে প্রথম স্ট্রিং কোয়ার্টেট, সি মাইনর।

আমরা না থেমে বাজিয়ে যাই।

'চমৎকার টেম্পো,' হেলেন বলে। সে আমাদের লক্ষ না করে সঙ্গীতটাই খেয়াল করে।

'খানিকটা স্ফীত, আমার মনে হয়। আমরা বুশ কোয়ার্টেট নই,' আমি বলি।

'বুশের বিরুদ্ধে কিছু না বললেই ভালো করবে,' হেলেন বলে।

'আমি তা বলছি না। কিন্তু তারা তারাই আর আমরা আমরাই।'

'অজ্ঞের মতো কথা,' হেলেন বলে।

'আচ্ছা, আমরা চালিয়ে যাবো? না ঝেড়ে ফেলবো?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'ঝেড়ে ফেলবো,' পিয়ার্স ঝটপট বলে। 'এ একেবারে বিশৃংখল ব্যাপার।'

'কি হলো প্রিসিশন,' বিলি বলে, অনেকটা নিজেকেই। 'শোপেনবার্গের মতো।'

হেলেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আমরা আবার বাজাতে শুরু করি। পিয়ার্স আমাদের থামায়। সে সরাসরি তাকায় আমার দিকে।

'তুমি, মাইকেল। হঠাৎ কোনও কারণ ছাড়াই উত্তেজিত হয়ে পড়। তুমি বিশেষ কোনও কথা বলবে তা ধারণা করা যায় না।'

'আচ্ছা, সে আমাকে প্রকাশ করতে বলে।'

'কোথায়?' পিয়ার্স যেন কোনও বোকা শিশুর কাছে জানতে চায়। 'ঠিক কোথায়?'

'বার ফিফটিন।'

'আমার ওখানে কিছুই নেই।'

'দুর্ভাগ্য,' আমি সংক্ষেপে বলি। পিয়ার্স অবিশ্বাসের সঙ্গে আমার অংশটার দিকে তাকায়।

'রেবেকা বিয়ে করছে স্টুয়ার্টকে,' হেলেন বলে।

'কী?' মনোযোগ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পিয়ার্স বলে। 'ছেলেমানুষির মতো কথা বলছো।'

'না, ছেলেমানুষি নয়। কথাটা শুনেছি স্যালির কাছ থেকে। আর স্যালি কথাটা শুনেছে সরাসরি রেবেকার মায়ের কাছ থেকে।'

'স্টুয়ার্ট!' পিয়ার্স বলে। 'হায় খোদা। রেবেকার সব বাচ্চাই তাহলে জন্ম নেবে মৃত-মস্তিষ্ক নিয়ে।'

বিলি আর আমি দৃষ্টি বিনিময় করি। রিহার্সালের সময় আমাদের অসংখ্য কথার মধ্যে ঝাঁকি লাগা আর অসংলগ্ন কিছু থাকে। হেলেন সাধারণত প্রথম কথাটা বলে যা তার মাথায় আসে। কখনও কখনও কথার চেয়ে তার ভাবনাই আগে আগে চলে। কখনও বা অন্য রকম কিছু।

'তাহলে বাজানো যাক,' বিলি বলে।

আমরা কয়েক মিনিট বাজাই। ধারাবাহিক ভুল হয় সূচনায়, প্রবাহের কোনও মিল ঘটে না।

'আমার ঠিক আসছে না,' বিলি বলে। 'বি-এর চারটে বার আগে একটা উইম্পের মতো লাগছে আমার।'

BanglaBook.org

'আর একচল্লিশে এসে পিয়ার্সের দশ হয় টার্কির মতো,' হেলেন বলে।

'নোংরা কথা বলো না, হেলেন,' তার ভাই বলে। শেষ পর্যন্ত আমরা আসি পিয়ার্সের হাই ক্রেসেন্ডোতে।

'ওহ না, ওহ না, ওহ না,' চেঁচায় বিলি, হাত সরিয়ে নেয় তার থেকে। দেহভঙ্গি করে।

'এখানে আমরা হৈচৈ করছি,' হেলেন বলে।

'এটা একটু বেশিই পাগলামিপূর্ণ,' আমি বলি।

'কে বেশি পাগলামিপূর্ণ?' জিজ্ঞেস করে পিয়ার্স।

'তুমি।' অন্যরা মাথা নাড়ে।

পিয়ার্সের বড় বড় কান দুটো লাল হয়ে ওঠে।

'তুমি ওই ভাইব্রেটো ঠাণ্ডা করবে,' বিলি বলে। 'এটা হচ্ছে লোনে ভারী নিঃশ্বাস ফেলার মতো।'

'ঠিক আছে,' পিয়ার্স মুখ আঁধার করে বলে। এবং তুমি কি আটের একে একটু গাঢ় হতে পারো, বিলি?'

এটা সাধারণত এমন নয়। আমরা যা বাজাচ্ছি তা আসলে কিছুই হচ্ছে না।

একটা সমগ্র হিসেবে আমরা কোথাও পৌছতে পারছি না,' বিলি বলে চোখে একরকম নির্দোষ প্ররোচনার ভাব নিয়ে। 'ওটা ভয়ানকভাবে সংগঠিত।'

'সংগঠিত ভয়ানকভাবে?' আমি বলি।

'হ্যাঁ। কোনওভাবে এটাকে আমাদের একসঙ্গে মেলাতে হবে। যা হচ্ছে তা কেবল হৈচৈ।'

'এটাকেই বলে ব্রামস, বিলি,' পিয়ার্স বলে।

'তুমি একেবারে সংস্কারাচ্ছন্ন,' বলে হেলেন।

'তোমাকে তার কাছে আসতে হবে।'

'আমার ডটেজে।'

'আমরা টিউন নিয়ে একটা কাঠামোর পরিকল্পনা করছি না কেন?' বিলি পরামর্শ দেয়।

'আচ্ছা, টিউনের অভাব আছে,' আমি বলি।

'ঠিক মেলোডি নয়, তবে মেলোডিসিটি। আমি ঠিক বললাম তো? সঠিক শব্দটা কী?'

'মেলোডিয়াসনেস,' হেলেন বলে। 'এবং, প্রসঙ্গত, এটা টিউনের অভাব নয়।'

'কিন্তু তুমি কী বলতে চাইছো ও কথায়?' পিয়ার্স আমার উদ্দেশ্যে বলে। এর সব টিউন। মানে, আমি বলছি না এটা পছন্দ করি, কিন্তু...

আমি পিয়ার্সের সঙ্গীতের দিকে আমার বো তাক করি। 'ওটা কি টিউন? এমন কি ব্রামস পর্যন্ত ওটাকে টিউন বলে দাবি করবে কি না আমার সন্দেহ।'

'আরে, এটা অর্পেজ্জো নয়, স্কেল নয়, অর্নামেন্ট নয়, কাজেই... ওহ, আমি জানি না। এ সম্পূর্ণ পাগলামি। জঘন্য এডিনবার্গ...'

'বকোয়াস থামাও, পিয়ার্স,' হেলেন বলে। 'শেষ অংশটা তুমি বেশ ভালোই বাজিয়েছো। স্লাইডটা আমার ভালো লেগেছে। ওটা বেশ একটা শক, কিন্তু দারুণ। ওটা তোমাকে ধরে রাখতে হবে।'

BanglaBook.org

এই প্রশংসায় পিয়ার্স চমকিত হয়, তবে দ্রুত কাটিয়ে ওঠে। 'কিন্তু বিলি এখন কথা বলছে পুরোপুরি ভাইব্রেটো বিবর্জিত,' সে বলে।

'আমি আরও গাঢ় রঙ আনার চেষ্টা করছি,' বিলি পাল্টা জবাব দেয়।

'ওটা কবরের মতো শোনাচ্ছে।'

'আমি নতুন একটা চেলো নিতে পারি?' বিলি জানতে চায়। 'আমার মোবাইল ফোন কেনার পর?'

পিয়ার্স গরগর করে। 'তুমি সি-স্ট্রিং বাজাচ্ছো না কেন?'

'এটা খুব জ্বালাতন করছে।'

'আবারও, তাহলে? বিরানব্বই থেকে?' আমি পরামর্শ দিই।

'না। ডাবল-বার থেকে,' বলে হেলেন।

'না, পচাত্তর থেকে,' বলে বিলি।

'ঠিক আছে,' বলে পিয়ার্স।

আরও কয়েক মিনিট পর আমরা আবার থামি।

'এটা বাজানো মানে সব শক্তি নিঃশেষ করা,' বলে হেলেন। 'এই নোটগুলো কাজে লাগাতে হলে তোমাকে প্রত্যেকটাই আলাদাভাবে বের করতে হবে। এটা বেহালার মতো নয়...'

'বেচারা হেলেন,' আমি বলি, হাসি তার দিকে তাকিয়ে। 'তুমি আমার সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রগুলো লেনদেন করো না কেন?'

লম্বা লাফ দিয়ে দৌড় হেলেন,' পিয়ার্স বলে। 'ব্রামস তোমার বাচ্চা।'

হেলেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'ভালো কিছু বলো, বিলি।'

বিলির মনোযোগ এখন তার সঙ্গে আনা ছোট একটা হলুদ স্কোরের দিকে।

'আমার ডিওডোরান্ট নিয়ে পরীক্ষা সফল হয়নি,' হেলেন হঠাৎ বলে, ক্রিম লাগানো একটা বাহু ওঠায় উপরে।

'আমাদের এখনই এটা রপ্ত করা ভালো, নইলে কখনই এটা আমাদের করা হবে না,' বিলি বলে।

শেষ পর্যন্ত, দেড় ঘণ্টা পর আমরা দ্বিতীয় মুভমেন্টে পৌছাই। বাইরে অন্ধকার, আমরা নিঃশেষিত, আমাদের প্রত্যেকের টেম্পেরামেন্ট আর সঙ্গীত কোনওটারই শক্তি অবশিষ্ট নেই। দর্শকরা যারা আমাদের সঙ্গীত শোনে তারা কল্পনা করতে পারে না নিজেদের ছাড়িয়ে কোনও একটা কিছু সৃষ্টি করতে আমরা কতটুকু আন্তরিক যা আমরা কল্পনা করি আমাদের পৃথক আত্মা দিয়ে। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে উজ্জীবনীর বৈচিত্র্য কোথায়? আর কীভাবে তা সঙ্গীতের সুধায় পরিণত হয়? আমাদের কাছে যা সত্য ও প্রকৃত মনে হয় তেমন একটা কাজের জন্য প্রায়ই আমরা শুরু থেকে সমঝোতায় পৌছাই, এবং এর একটা অভিব্যক্তি যা আমাদের মন থেকে উৎসারিত— আর হয়তো, অন্তত কিছু সময়ের জন্য, যারা শোনে তাদের মন থেকেও উৎসারিত— যে কোনও সংস্করণ, যেমন সত্য বা প্রকৃতই হোক, বাজে অন্যদের হাতে।

BanglaBook.org

১.৫

আমার ফ্ল্যাট ঠাণ্ডা। ওপরের ফ্লোরে হিটিং সমস্যার কারণে এই অবস্থা। আর্খাঙ্গেল কোর্টের বহু পুরনো রেডিয়েটর এখন আর কাজ করতে চায় না। প্রত্যেক শীতে নিজের কাছে অঙ্গীকার করি নতুন করে কেনার। কিন্তু প্রত্যেক বসন্তে, যখন দামে ছাড় পাওয়া যায়, আমার সিদ্ধান্ত বদলে যায়। গত বছর এ বাবদ কিছু টাকা আলাদা করে রেখেছিলাম, তা খরচ হয়েছে জংধরা পাইপের কাজে। কিন্তু এ বছর অন্তত আমার বেডরুমের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি বিছানায় শুয়ে, তন্দ্রাচ্ছন্ন। ব্রাস ফ্ল্যাপ ওঠে; কাঠের মেঝেতে পড়ে চিঠি। লিফটের দরোজায় শব্দ হয়। আমি উঠে পড়ি, ড্রেসিং গাউন পরি, সামনের দরোজায় হেঁটে আসি : একটা ফোন বিল, আমার শিক্ষার্থীদের একজনের পোস্টকার্ড, একটা ট্রাভেল ব্রোশিওর, একটা চিঠি।

আমি একটা রুপার লেটার-ওপেনার দিয়ে চিঠির খামটা খুলি। জুলিয়া আমাকে এই ওপেনারটা দিয়েছিল এক বছর আগে গিল্ট-পাইলে, ওখানে ওটা থাকবে এক বা দুই সপ্তাহ। ব্রোশিওরটা যায় ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে। আমি রান্নাঘরে ঢুকি, ঠাণ্ডায় কাঁপছি একটু, কেৎলি ভারি, ওটার সুইচ অন করি এবং চিঠিটা নিয়ে বিছানায় আসি।

আমার পুরনো শিক্ষক কার্ল কেল চিঠিটা পাঠিয়েছেন। অনেক বছর আমাদের যোগাযোগ নেই। খামের ওপর ডাকটিকেট সুইডিশ। খামের ওপর প্রফেসর কেলের হাতের লেখা আড়ষ্ট দেখায়। এটা একটা সংক্ষিপ্ত নোট।

তিনি আর ভিয়েনায় শিক্ষকতা করেন না। গত বছর অবসর নিয়েছেন, ফিরে গেছেন সুইডেনে তার নিজের ছোট শহরে। তিনি লিখেছেন, স্টকহোমে আমাদের অনুষ্ঠান তিনি দেখেছেন। তিনি ছিলেন দর্শকদের মধ্যে, কিন্তু কনসার্ট শেষে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকস্টেজে আসাটা পছন্দ করেননি। আমরা চমৎকার বাজিয়েছি। সুনির্দিষ্টভাবে, তার এই কথা বলার আছে : তিনি সব সময় আমাকে 'টেকসই' হতে বলতেন, আর টেকসই আমি হয়েছি। তার শরীর ভালো যাচ্ছে না। তিনি তার পুরনো কয়েকজন ছাত্রের কথা ভাবছেন। হয়তো তাদের কারও কারও ওপর রুক্ষ হয়েছেন, কিন্তু সেসব অতীত হয়ে গেছে, তা আর সংশোধন করতে পারবেন না, তবে আশা করতে পারেন যে অর্জিত সাফল্য সেটাকে মুছে দেবে। (প্রফেসর কেলের জার্মান ভাষার এই শেষ বাক্যটা বিদঘুটে শোনাচ্ছে, যেন মঙ্গলগ্রহবাসীদের কথার অনুবাদ করছেন।) যাই হোক, তিনি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করেন, আর আশা করেন যে যদি আমি শেখাই, তাহলে তার কাছ থেকে কীভাবে শেখাতে না হয় সে সম্পর্কে কিছু জানতে হবে আমাকে। ইংল্যান্ড সফরের কোনও পরিকল্পনা তার নেই।

কয়েক মিনিট আগে কেৎলি অফ হয়ে গেছে। আমি রান্নাঘরে আসি। টিব্যাগগুলো কোথায় রেখেছি মনে করতে পারি না। চিঠিটার মধ্যে সংকটময় কিছু একটা আছে। কার্ল কেল মারা যাচ্ছে, আমি নিশ্চিতভাবে অনুভব করি।

কেউ ছাদের ওপর স্লেটে ঘা মারছে। কয়েকবার তীক্ষ্ণ ঠোকা, একবার বিরতি, কয়েকবার তীক্ষ্ণ ঠোকা। আমি জানলার ব্লাইন্ড গুটিয়ে দিতেই আলোয় ভরে যায়। পরিষ্কার, ঠাণ্ডা, নীল আকাশময় দিন।

BanglaBook.org

এমন এক দিনে প্রফেসরের কথা মনে পড়ে। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ধূসর এক ক্লাসরুমে আর তাকিয়ে আছেন পাঁচজন শিক্ষার্থীর দিকে। তিনি স্নোজিলের লঞ্চ থেকে ফিরেছেন এবং তার কয়লা রঙের ওভারকোট থেকে ভেসে আসছে রসুন আর তামাকের গন্ধ। 'Und jetzt, meine Herren...' তিনি বলেন, ইউকোকে উপেক্ষা করে, যাকে কখনও কখনও তিনি উল্লেখ করেন 'প্রভাত-ভূমি থেকে আসা আমাদের সহকর্মী' বলে। তিনি তার বো দিয়ে পিয়ানোয় টোকা দেন।

তার সঙ্গে আমার নিজের সেশনের ক্লাস শেষ হওয়ার পর আমি পিছনে অপেক্ষা করি। তারা চলে যাওয়া মাত্র তিনি আমার দিকে ঘোরেন।

'আমি যদি এখানে তোমাকে একজন Gasthorer হিসেবে পেয়ে থাকি, তাহলে নির্দিষ্ট কারণ আছে তার।'

'আমি বুঝতে পারি, প্রফেসর কেল।'

'আমি চেয়েছি ক্রয়েটজার সনাটা; আর তুমি তার বদলে এটা প্রস্তুত করেছো!'

'আমি ঘটনাচক্রে এই পাণ্ডুলিপির একটা ফ্যাক্স পেয়েছি, আর বিটোফেনের হাতের লেখাও ছিল পরিষ্কার, আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আপনি কিছু মনে করবেন না—'

'চমৎকৃত। উত্তেজিতও, কোনও সন্দেহ নেই।'

'হ্যাঁ।'

'চমৎকৃত এবং উত্তেজিত।' মহান কার্ল কেল শব্দগুলো উচ্চারণ করেন। তার খ্যাতির কারণে নয়, বরং তার বাজানোর মধ্যে যে উত্তেজনা থাকে সেই কারণেই প্রথম তার প্রতি আকৃষ্ট হই আমি। আর এই উত্তেজনাটাই সঞ্চারিত হয় তাদের মধ্যে যারা তার সঙ্গীত শুনে অফুরন্ত আনন্দ পায়। এইসব দিনে কতগুলো কনসার্ট দেওয়ার কথা ভাবেন তিনি? বছরে পাঁচটা? ছয়টা?

'আমি ভেবেছিলাম যে আরেকটা সনাটা... ক্রয়েটজারের ঠিক আগে আরেকটা...'

কার্ল কেল মাথা ঝাঁকান। 'ও কথা ভেবে আমি ওটা সুপারিশ করিনি।'

'জুলিয়া ম্যাকনিকোল আর আমি এটা অনুশীলন করেছি দুই সপ্তাহ। আমি ওকে আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলেছি।'

'আজ কী বার?'

'শুক্রবার।'

প্রফেসর কেল কিছু ভাবছেন মনে হলো।

'ওই গাধা ইউকো প্রতি শুক্রবার Zentralfriedhof-এ যায় বিটোফেনের কবরে ফুল দিতে,' তিনি বলেন।

আমি নিঃশব্দে হাসি। অবাক হই না। তরুণ জাপানি নারী শিক্ষার্থীরা যা কিছু করবে বলে আশা করা হয় ইউকো তার সবকিছুই করে : বাধ্যের মতো অনুশীলন করে, ভয়ানক ভোগান্তি সহ্য করে, আর সম্ভব হলে বিটোফেন ও শুবার্টের বাড়ি পরিদর্শন করে। কিন্তু ইউকো আরও যা করে তা আমি জানি আমারও করা উচিত— মানে করতে পারতাম, যদি জানতাম কীভাবে করতে হয়। কার্ল যে তাকে উপেক্ষা করে সেটাকে সে উপেক্ষা করে, কার্লের অপমানকর আচরণ চুপ থেকে আর বাড়তে দেয় না, এবং একজন সঙ্গীতকারের বার্তা বের করে নেয় তার বাদ্যযন্ত্র থেকে, বক্তৃতা থেকে নয়।

BanglaBoi.org

'আমি সোমবার নাগাদ ক্রয়েটজার চাই,' কার্ল কেল শুরু করেন।

'কিন্তু, প্রফেসর—' আমি প্রতিবাদ করি।

'সোমবার নাগাদ।'

'প্রফেসর, আমার পারার কোনও রাস্তা নেই— কিংবা যদি আমি পারিও, যা একজন পিয়ানো বাদক পারে—'

'আমি নিশ্চিত ফ্রাউলিন ম্যাকনিকোল তোমাকে সহযোগিতা করবে।'

'আমাদের ট্রায়োর এই উইকএন্ডে মহড়ার জন্য ঠিক করা আছে। সামনেই আমাদের একটা কনসার্ট।'

'তোমাদের ট্রায়ো তত বেশি অনুশীলন করেনি।'

আমি কয়েক সেকেন্ড কিছুই বললাম না। কার্ল কেল কাশি দেয়।

'এরপর কখন তুমি বাজাচ্ছো?'

'দুই সপ্তাহের মধ্যে— Bosendorfer Saal-এ।'

'এবং কী?'

'আমরা প্রথম দিককার বিটোফেন দিয়ে শুরু করবো—'

'তুমি সুনির্দিষ্টভাবে বলতে অপারগ?'

'না, প্রফেসর।'

'কোনটি?'

'ওপাস ১ নম্বর ৩। সি মাইনরে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ,' কার্ল কেল বলেন। কির কথা উল্লেখ করায় প্ররোচিত। 'কেন?'

'কেন?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'কারণ আমাদের চেলোবাদক এটা ভালোবাসে।'

'কেন? কেন?'

'কারণ এটা তার কাছে চমকপ্রদ ও উত্তেজনাকর মনে হয়।'

কার্ল কেল সতর্ক চোখে তাকান আমার দিকে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নেন। আমি তার প্রিয় ছাত্রদের একজন। ম্যানচেস্টারে রয়াল নর্দার্ন কলেজ অফ মিউজিকে আমার শেষ বর্ষের একটা মাস্টারক্লাসে তার সঙ্গে আমার অল্প সময়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, নিয়মিত কারিকুলামের বাইরে একজন পুরনো ছাত্র হিসেবে আমি তার কাছে অধ্যয়ন করতে পারি ভিয়েনায় এসে। সে কথা শুনে অবিশ্বাস্য আনন্দ হয়েছিল আমার। তিনি ভেবেছিলেন যে সলো ক্যারিয়ার গড়ার সামর্থ্য আমার আছে— আর সেটা আমি চাইবোও। এখন আমার ব্যাপারে তার হয়তো মোহভঙ্গ ঘটেছে, যেমন তার ব্যাপারে আমারও।

'চেম্বার মিউজিকে তোমার সমস্ত সময়টুকু ক্ষয় করছো তুমি,' তিনি বলেন। 'তুমি আরও ভালো ক্যারিয়ার গড়তে পারতে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' আমি বলি, 'ভালো' সম্পর্কে তার ধারণায় বিরক্ত, তবে বিতর্কে যাই না।

'আমার গাইড প্রয়োজন ছিল তোমার। সে জন্যই তো এখানে এসেছো তুমি, তাই না? তুমি অত্যন্ত আত্ম-চালিত। খুব বেশি মাত্রায়।'

BanglaBook.org

কার্লের কণ্ঠস্বর সাময়িকভাবে ঠাণ্ডা। আমি কিছুই বলি না। তিনি ক্রয়েটজার থেকে একটা স্তবক গুণগুণ করেন, ফ্যাক্স করা পাণ্ডুলিপির জন্য হাত বাড়িয়ে দেন, কয়েক মিনিট তাকিয়ে থাকেন সেটার দিকে মোহাচ্ছন্নের মতো।

'সোমবার পর্যন্ত, তাহলে।'

আমার চা বেশি জ্বালানো হয়ে গেছে : তেতো লাগছে, তবে এখনও পানের উপযুক্ত। আমি টেলিভিশন চালু করি এবং বর্তমানে ফিরে আসি। একটা তৃণময় পাহাড়ে লাল, হলুদ, সবুজ ও রক্তবর্ণ চারটে মোটাসোটা মানবসদৃশ প্রাণী বিচরণ করছে। খরগোশ ঘাস চিবোয়। প্রাণীগুলো একে অন্যকে আলিঙ্গন করে। একটা পেরিস্কোপ উঠে আসে একটা গোলাকার টিলা থেকে এবং বলে তাদের অবশ্যই বিদায় নিতে হবে। সামান্য প্রতিবাদের পর তারা বিদায় নেয়, মাটির মধ্যে একটা গর্তে লাফিয়ে পড়ে একটার পরে একটা।

কার্ল কেল, বুড়ো মানুষটা, সেই জাদুকর, নিষ্ঠুর আর ক্ষয়িষ্ণু শক্তিতে পরিপূর্ণ, আমার ভিয়েনা থেকে চলে আসার জন্য দায়ী নন। আমার তারুণ্যের অহংই আমাকে সেখান থেকে তাড়িত করেছে।

আমার যদি তার সঙ্গে দেখা না হতো তাহলে আমার হাতে যে স্বর আছে তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারতাম না। আমি অধ্যয়ন করতে Musikhochschule-এ যেতে পারতাম না। জুলিয়ার সঙ্গে আমার দেখা হতো না। জুলিয়াকে আমি হারিয়ে ফেলতাম না। আমি ভাসমান হয়ে যেতাম না। আমি কীভাবে আর ঘৃণা করতে পারি কার্লকে? এত বছর পর, অবশ্যই বদলে গেছে সবকিছু : বৃষ্টি, বীজগুটি, জাল, অন্ধকার। আমার অহং চাপা দিতে পারলে হয়তো তার কাছ থেকে আমি আরও অনেক শিখতে পারতাম। জুলিয়া অবশ্যই ঠিক ছিল, সে অবশ্যই ঠিক ছিল। কিন্তু এখন আমি ভাবি : কার্ল মারা যাবেন যান, তার সময় হয়ে গেছে, আমি উত্তর দেবো না।

আমি তার কাছ থেকে বেশি শিখতে পারতাম না। জুলিয়া ভাবতো, পারতাম, অথবা আশা করতো পারতাম, অথবা আশা করতো অন্তত তার জন্য হলেও আমি কিছু দিন ভিয়েনায় থেকে যাবো। কিন্তু আমি শিখছিলাম না, ভুলে যাচ্ছিলাম। শেখা থেকে যাচ্ছিল সব। আমি আলাদাভাবে কনসার্টে এসেছিলাম, সেটা এজন্য নয় যে আমি অসুস্থ ছিলাম, কিংবা আমার যা বাজাতে হবে তার জন্য প্রস্তুতি ছিল না। সেটা এই কারণে যে তিনি বলেছিলেন আমি ব্যর্থ হবো, এবং আমি তাকে দর্শকদের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম এবং জানতাম তিনি ওটাই ইচ্ছা করছেন।

১,৬

'আজ রাতে পরস্পরকে আমরা খুব বেশি জ্বালাতন করবো মনে হয়।' ভার্জিনিয়া বলে। বালিশ থেকে নিজেকে না উঠিয়েই আমার দিকে ফেরে সে।

আমি মাথা ঝাঁকাই। সিলিঙের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, কিন্তু এখন চোখ বন্ধ করি।

'আমি তোমার কাঁধে কামড় দেবো।'

'দিও না,' আমি বলি। 'আমি তোমাকে জোরে কামড় দেবো, শেষটা হবে খুবই খারাপ।'

BanglaBook.org

ভার্জিনিয়ে আমার কাঁধে কামড় দেয়।

'থামো, ভার্জিনিয়ে.' আমি বলি। 'দয়া করে থামো, ঠিক আছে? ব্যথা লাগে। আমি ওটার মধ্যে নেই। না, নখ বসিয়েও দিও না। আমি খুনসুটি করতে পারছি না, খুব ক্লান্ত। তোমার বেডরুমটা খুব গরম। আমাদের আজ সত্যিই খুব দীর্ঘ রিহার্সাল ছিল। আর এখন টিভিতে ফরাসি লেট-নাইট মুভি দেখার মেজাজও পাচ্ছি না। তুমি ওটা টেপ করো না কেন?'

ভার্জিনিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'তুমি অত্যন্ত বোরিং। শুক্রবার রাতেই যদি এমন বোরিং হও তাহলে সোমবার রাতে কী অবস্থা হবে যা কল্পনা করতে পারি না।'

'বেশ তো, তোমার জানার দরকার নেই। আমরা সোমবারে যাচ্ছি লিউয়েসে, তারপর ব্রাইটনে।'

'কোয়ার্টেট। কোয়ার্টেট। ফুহ।' ভার্জিনিয়ে আমাকে লাথি মারে।

একটুপর যেন আপন মনেই বলে, 'তোমার বাবার সঙ্গে কখনও আমি দেখা করিনি। আর তুমিও আমার বাবার সঙ্গে কখনও দেখা করতে চাওনি, এমন কি তিনি যখন লন্ডনে এসেছিলেন তখনও।'

'আহ, ভার্জিনিয়ে, প্লিজ, আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'তোমার বাবা কখনও লন্ডনে আসেন না?'

'না।'

'আমি তাহলে তোমার সঙ্গে রচডেলে যাবো।

আমার গাড়িতে করে আমরা ইংলিশ নর্থে যাবো।'

ভার্জিনিয়ের একটা ছোট্ট ফোর্ড কা গাড়ি আছে মেটালিক পেইন্ট করা। রঙটাকে সে বলে 'প্যানথার-ব্ল্যাক'। আমরা ওই গাড়িটা নিয়ে অক্সফোর্ড ও অ্যান্ডেবার্গে গিয়েছি। আমি গাড়ি চালানোর সময় সে বলে, 'ওই দিকে মোড় নাও,' তার 'ওইদিকে' মানে 'এই দিকে'। এতে অনেক ঝামেলা বেঁধে যায়।

ভার্জিনিয়ে এই গাড়িটা নিয়ে বেশ গর্বিত ('নিপ্পি, জিপ্পি, ন্যাট্টি,' বলে আদর করে ওটার বর্ণনা দেয় সে)। সে সমস্ত ফোর-হুইল ড্রাইভ অপছন্দ করে। বিশেষ করে সেগুলোর কোনও একটির পিছনে ঝুলিয়ে রাখা অতিরিক্ত টায়ারে তার দাঁড় করিয়ে রাখা কার বনেটে মৃদু স্পর্শ লাগে। তার বাজনা থেকে আহরিত কল্পনা নিয়ে সে গাড়ি চালায়।

'কোনও দিক থেকেই তোমাকে আমি রচডেলে দেখতে পাচ্ছি না,' আমি খানিকটা দুঃখের সঙ্গে বলি, কারণ সম্ভবত আমি নিজেও আর কখনও সেখানে যাবো না।

'ওহ, কেন?' সে জানতে চায়।

'সেখানে দোকানপাট অভিজাত নয়, ভার্জিনিয়ে। মনোহর স্কার্ফ পাওয়া যায় না। সিমেন্ট কারখানায় হরিণের মতো অবস্থা হবে তোমার।'

ভার্জিনিয়ে বালিশ থেকে অর্ধেক উঁচু হয়। তার প্যানথার-কালো চোখ ছোট ছোট হয়ে আসে, তার কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধের ওপর দিয়ে স্তন পর্যন্ত, তাকে বেশ স্বাদু দেখাচ্ছে। আমি তাকে দুই বাহুর মধ্যে নিই।

'না,' সে বলে, প্রতিরোধ করতে করতে। 'তুমি মনে করো যে আমি শুধু কেনাকাটাতেই আগ্রহী?'

'না, শুধু কেনাকাটাতেই নয়,' আমি বলি।

BanglaBook.org

'আমি ভেবেছিলাম তোমার ঘুম পাচ্ছে,' সে বলে।

'ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু এটা নয়। যাইহোক, দশ মিনিট এখানে-ওখানে হলে কী হয়?'

আমি বেডসাইড ড্রয়ার খুলি।

'তুমি ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল, মাইকেল।'

'ম্‌ম্‌, হ্যাঁ ... না, না, ভার্জিনিয়ে, করো না। করো না। থামো। আরে থামো।'

'রিল্যাক্স, রিল্যাক্স,' সে বলে, হাসছে; 'তুমি যদি পীড়িত হয়ে থাকো এতে উপশম হবে।'

'উপশম? উপশম? তুমি আমাকে কামড়াচ্ছো আর ভাবছো এতে আমার উপশম হবে?'

ভার্জিনিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ে। আমিও ভেসে যাই তাতে।

গোলাপি বাথরুমে গরম পানিতে স্নান করার পর, আমি অ্যালার্ম ঘড়ি সেট করি।

'কেন?' ভার্জিনিয়ে ঘুম ঘুম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

'কাল তো শনিবার। আমরা দুপুরবেলা ঘুম থেকে উঠতে পারি। নাকি তুমি প্র্যাকটিসে যাচ্ছো? আমার জন্য একটা ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য?'

'ওয়াটার সার্পেন্টস।'

'ওহ না,' বিরক্তি ভরা কণ্ঠে ভার্জিনিয়ে বলে। ওই নোংরা জমাট পানিতে। তোমরা ইংরেজরা সব পাগল।'

১.৭

ভার্জিনিয়ের ঘুম না ভাঙিয়ে আমি অন্ধকারের মধ্যে পোশাক পরি, তারপর বাইরে আসি। সে থাকে হাইড পার্কের দক্ষিণ দিকে, আমি উত্তরে। তার বাসা থেকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এক শুক্রবারের সকালে পায়ে হেঁটে আসার সময় লক্ষ করি সার্পেন্টাইনের পানিতে ভাসছে এক জোড়া মাথা। কাছাকাছি যে মাথাটা ছিল তাকে জিজ্ঞেস করি ব্যাপার কী।

'কী ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে?'

'সাঁতার। কিন্তু কেন?'

'কেনই বা নয়? আমাদের সঙ্গে যোগ দাও। ১৮৬০ সাল থেকে এখানে সাঁতার চলছে আমাদের।'

'সেক্ষেত্রে বয়সের তুলনায় তোমাদের অনেক তরুণ দেখাচ্ছে।'

সাঁতুরু হাসলো, পানি থেকে উঠে পাড়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো। কুড়ির মধ্যে বয়স, প্রায় আমার সমান উচ্চতা, তবে পেশীবহুল। তার পরনে একটা কালো রঙের স্পিডো সুইমস্যুট ও একটা হলুদ রঙের ক্যাপ।

'তোমার সাঁতারে বাগড়া দিতে দিও না আমাকে,' আমি বললাম।

'না, না, আমি উঠেই আসছিলাম। এই টেম্পারেচারে তিন বা চার মিনিটই যথেষ্ট।'

সে নিজের শরীর নিজেই চেপে চেপে ধরছিল, ঠাণ্ডায় যা পুরোপুরি লাল হয়ে গেছে— ঝিনুক লাল, ভার্জিনিয়ে হলে বলতো। সে গায়ের পানি শুকিয়ে নেওয়ার ফাঁকে আমি তাকালাম সার্পেন্টাইনের অন্ধকার অগভীর জলমগ্ন চড়ার দিকে।

'ধারণা করি এটা শোধিত?' আমি জিজ্ঞেস করি।

BanglaBook.org

'ওহ, না,' প্রফুল্ল তরুণটি বললো। 'গ্রীষ্মে ওরা এটা ক্লোরিনেট করে, কিন্তু শীতকালে আমরা ওয়াটার সার্পেন্টিসরা ছাড়া আর কেউ এখানে আসে না, আর এখানে আমাদের সাঁতার কাটার অধিকার বজায় রাখতে আমরা লড়াই করেছি পার্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে, পরিষদের সঙ্গে এবং খোদা জানেন কার সঙ্গে নয়। আপনার স্বাস্থ্য রক্ষার অধিকার সংরক্ষণ করতে হলে আপনাকে এই ক্লাবের সদস্য হতে হবে, এবং তারপর বছরের যে কোনও দিন আপনি সাঁতার কাটতে পারবেন সকাল ছয়টা থেকে নয়টার মধ্যে।'

'জটিল শোনাচ্ছে। আর অস্বস্তিকর। একটা অস্বাস্থ্যকর বদ্ধ পুকুরে এইসব কিছু।'

'আরে না, না, না,— এটা বদ্ধ নয়— এটার তলদেশ প্রবাহিত হয়ে টেমসে গিয়ে পড়ে। আমি উদ্বিগ্ন নই। আমরা সবাই কোনও না কোনও সময় মুখভর্তি এই পানি গিলেছি এবং এখনও কেউ মরেনি। সোজা কাল সকাল আটটায় চলে আসো। পুরো দলটাকে তখন এখানে পাবে। শনিবারে আমরা পাল্লা দিয়ে সাঁতরাই। আমি শুক্রবার আর রবিবারেও সাঁতরাই, তবে সেক্ষেত্রে আমি খানিকটা বাতিকগ্রস্ত, ওহ, আমি অ্যান্ডি।'

'মাইকেল।' আমরা করমর্দন করি।

একজোড়া জগার অ্যান্ডির দিকে তাকায় অবিশ্বাস ভরা চোখে এবং নিজেদের পথে চলে যায়।

'তুমি কি পেশাদার সাঁতারু?' আমি জিজ্ঞেস করি। 'মানে, তোমাদের ক্লাবটার সাধারণ মানদণ্ড কী?'

'ওহ, ওটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। আমাদের কয়েকজন চ্যানেলে সাঁতার কেটেছে, কিন্তু অন্যরা ওখানে ওই হলুদ রঙের বয় পর্যন্ত সাঁতার কেটে যেতেই হিমশিম খেয়ে যায়। আমি এখনও ছাত্র। ইউনিভার্সিটি কলেজে আমি আইন পড়ছি। তোমার কাজটা কী?'

'আমি একজন মিউজিশিয়ান।'

'সত্যিই? তুমি কি বাজাও?'

'বেহালা।'

'দারুণ। হাতের জন্য সাঁতার সেরা ব্যায়াম। আচ্ছা, তোমার সঙ্গে কাল দেখা হবে তাহলে।'

'আমি নিশ্চিত নই কাল আমাকে তুমি দেখতে পাবে কি না,' আমি বললাম।

'চেষ্টা করে দেখ,' অ্যান্ডি বলল। 'ভয় পেও না। এ এক নিদারুণ অনুভূতি।'

আমি এসেছিলাম পর দিন। যদিও আমি কোনও অ্যাথলেট নই, তবু লন্ডনের একেবারে হৃৎপিণ্ডে খোলা আকাশের নিচে সাঁতারের বিলাসিতা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। শীতকালের জন্য ব্যাপারটা ছিল ভয়ানক, কিন্তু সপ্তাহ দুয়েক পর বাস্তবিকই এটা আমি উপভোগ করতে শুরু করলাম। বরফ-শীতল পানি আমাকে পরিপূর্ণ জাগ্রত করে দেয় এবং তারও বেশি, সারাদিনের মতো আমাকে জড়িয়ে রাখে। সাঁতারের পর ক্লাবহাউসে পরিবেশন করা হয় কফি আর বিস্কুট, সেখানে প্রধানত পুরুষদেরই দেখা মেলে, নানারকম কথার আদান-প্রদান চলে, শোনা যায় বিভিন্ন রকম উচ্চারণ ভঙ্গি। এসব কিছুই আমাকে এমন এক জগতে নিয়ে যায় যা আর্খাঙ্গেল কোর্ট, ম্যাগিওর কোয়ার্টেট, ভার্জিনিয়ের ফ্ল্যাট, অতীত ও বর্তমান এবং আমার ভাবনার চাপ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

BanglaBook.org

১.৮

আমার নিজের উচ্চারণভঙ্গির ক্ষেত্রে : ব্যাপারটা কী দাঁড়িয়েছে? আমি যখন রচডেলে ফিরে আসি তখন দেখলাম নিজেও ওই রকম করছি যা এক সময় গোপন করতাম। শুরু থেকেই আমার মা বলতো যে আমার 'যথাযথভাবে কথা বলা' উচিত। সে অনুভব করতো, যে শহরটায় আমরা থাকতাম সেখানে আমার জন্য কিছুই নেই। এ থেকে তার একমাত্র সন্তানের নিস্তার পাওয়ার পথ ছিল একটাই— ভালো স্কুলে পড়াশোনা করা, এবং পরে, সম্ভব হলে, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে, আর পেশায় ঢুকে যাওয়া। কিন্তু আমার অন্য রকম আকাঙ্ক্ষা আমার মা-বাবা দুজনের কাছেই অগ্রহণযোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিল, তারা আমার ব্যয়ভার প্রত্যাহার করে নিয়েছিল, তারা আমার জন্য ত্যাগ স্বীকার করলেও আমি তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি বলে বহুবার তারা অভিযোগ করেছে। ছোট একটা রাস্তায় আমার বাবার ছিল একটা কসাইয়ের দোকান। পরিবারের কেউ কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার স্বপ্ন দেখেনি। এখন একজনের সে সুযোগ এসেছিল, অথচ সে ভর্তির চেষ্টা করতেও রাজি নয়।

'কিন্তু বাবা, ফরম পূরণ করে লাভটা কী? আমি ওখানে যেতে চাই না। আমি যা করতে চাই তা হলো সঙ্গীত চর্চা। ম্যানচেস্টারে একটা সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় আছে—'

'তুমি বেহালার বাজনদার হতে চাও?' বাবা ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

'বেহালাবাদক, স্ট্যানলি,' মা ঠিক শব্দটা ঢুকিয়ে দিলো।

বাবা ছাদে আঘাত করলো। 'এটা জঘন্য, বেহালা, এটা তাই, জঘন্য বেহালা বাবা আমার দিকে ফিরলো। 'আমি চলে যাওয়ার পর ওই জঘন্য বেহালা দিয়ে কীভাবে তোমার মায়ের খরচ জোগাবে?'

'বিশ্ববিদ্যালয়েই গানবাজনা করতে পারবে না?' আমার মা পরামর্শ দিলো।

'আমি সেটা পারবো না, মা। আমি সঙ্গীতে এ লেভেল করছি না। যাই হোক, আমি কেবল বাজাতে চাই।'

'বাজনা তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?' বাবা জোর দিয়ে বলল। 'এর থেকে তুমি তো বিশাল পেনশন পাবে না।' সে আরও ধীর কণ্ঠে কথা বলার চেষ্টা করলো। 'তোমাকে সামনের কথা ভাবতে হবে। এই সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় কি বৃত্তি দেবে তোমাকে?'

'এটা 'ইচ্ছার অধীন!'

'ইচ্ছার অধীন! বাবা চিৎকার করে ওঠে।

'ইচ্ছার অধীন! আর তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে নিশ্চিত বৃত্তি পাবে। ভেবো না যে আমি এসব জানি না। তোমার মাথার দিকে তাকানো দরকার। এই গত বছর আমাদের আর দোকানের কী হয়েছে সেটা একবার দেখ। যখন তুমি বেহালা চর্চা করে বেড়াবে তখন তোমার ব্যয়ভার আমরা বইতে পারবো বলে মনে করো তুমি?

'আমি একটা কাজ খুঁজে নেবো। নিজের খরচ নিজেই জোটাবো,' আমি তাদের কারও দিকে না তাকিয়ে বললাম।

'তোমার বেহালাটা স্কুলে ফেরত দিয়ে আসতে হবে তোমাকে,' বাবা বললো। 'আমরা তোমাকে আরেকটা জোগাড় করে দেবো সেটা ভেবো না।'

BanglaBook.org

'মিসেস ফর্মবি একজনকে চেনেন যে আমাকে একটা বেহালা ধার দিতে পারবে—অন্তত কয়েক মাসের জন্য।'

আমার বাবার চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলে উঠলো এবং ঝড়ের বেগে সেখান থেকে চলে গেল। ঘণ্টা দুয়েক পরে আবার ফিরে এলো কিছুটা শান্ত কিন্তু বিক্ষিপ্ত হয়ে।

'আমি স্কুলে গিয়েছিলাম,' বাবা ধীরে ধীরে বললো, একবার মায়ের মুখের দিকে একবার আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। 'আর ওই মিস্টার কব সে আমাকে বললো, আপনার মাইকেল অত্যন্ত মেধাবী, অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে, সে ভাষা অথবা আইন অথবা ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে। সে চাইলে এসব ক্লাসে ভর্তি হতে পারবে আর পড়তে পারবে।' তাহলে এখন কী? তুমি এটা করতে চাও না কেন? আমি সেটাই জানতে চাই। তোমার মা আর আমি, তোমার ভালো ভবিষ্যতের জন্য প্রচুর কাজ করে গেছি—আর তুমি কি না পানশালায় বা নৈশক্লাবে বাজনা বাজিয়ে সেটা শেষ করবে। ওটা কী ধরনের ভবিষ্যৎ?'

আমাদের জন্য অন্যদের মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তি হতে বেশ কয়েক বছর লেগেছিলো। তাদের একজন ছিলো বাবার বোন, জোয়ান ফুফু, সে ছিলো এক ধরনের শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী, সে আমাদের উভয়কেই সংযত করে রাখতো অসহনীয় মুহূর্তেও।

মায়ের মৃত্যুর পর আমরা কিছুদিন একসঙ্গে ছিলাম। বাবা মনে করতো মায়ের স্বপ্নের প্রতি পিঠ ফিরিয়ে তার ন্যায়সঙ্গত সুখ থেকে আমি বঞ্চিত করেছি।

বাবা পরে ম্যানচেস্টারে আমার প্রথম সঙ্গীত অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিল, কিন্তু সন্দিগ্ধ মনে। শেষ মুহূর্তে আসবে না বলে বেঁকেও বসেছিল, তবে বয়স্ক প্রতিবেশী মিসেস ফর্মবি বলতে গেলে বান্ডিলের মতো জোর করেই তাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়েছিল। সেই সন্ধ্যায় সে শুনতে পেয়েছিল তার ঘরের বাইরের এক নাগরিক বিশ্বের করতালি পাচ্ছি আমি, এবং উপলব্ধি করেছিল যে আমার পছন্দের লাইনে কিছু একটা আছে। এখন বাবা আমার জন্য গর্বিত। আর কৌতূহলের বিষয়, সমালোচনাহীন।

আমি ভিয়েনার উদ্দেশ্যে যখন গৃহত্যাগ করি, তখন বাবা আপত্তি করেনি। জোয়ান ফুফুও বলে যে বাবাকে দেখাশোনার জন্য একজনই যথেষ্ট। হয়তো বা জীবনের নানারকম আঘাত বাবাকে আরও কোমল করে তুলেছিল। অস্থিতিশীল কিছু ঘটলে বাবা মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে আমাদের বেড়াল সা-সার ওপর। সেই পুরনো ক্রোধ তার মধ্যে আর ছিল না।

১.৭

আমার সাপ্তাহিক সাঁতার থেকে ফিরে আসতে আসতে, আর্খাঙ্গেল কোর্টে প্রবেশ করার সময় শুবার্টের একটা সুর গুণগুণ করছিলাম। আমি ছোট্ট কালো ইলেকট্রনিক ট্যাব-কি বের করেছি, কিন্তু ওটা সেন্সরের ওপর ধরার আগেই খুট করে কাচের দরোজা খোলার শব্দ শুনতে পাই।

'ধন্যবাদ, রব।'

'এ আর এমন কি, মিস্টার হোম।'

BanglaBook.org

রব, আমাদের তথাকথিত হেড পোর্টার, কখনও কখনও আমার প্রথম নামে ডাকে, আবার কখনও কখনও আমার শেষ নামে ডাকে। এর স্পষ্ট কোনও যুক্তি নেই।

'শোচনীয় দিন,' সে খানিকটা হাপসানো কণ্ঠে বলে।

'হ্যাঁ,' আমি লিফটের বোতাম টিপি।

'আপনি আবার সাঁতার কাটছেন না তো?' সে জিজ্ঞেস করে। আমার শয্যাত্যাগের পর অবিন্যস্ত চুল আর গোটানো তোয়ালে লক্ষ করে।

'তেমনি আশংকা। এটা একটা আসক্তি। এর কথা বলতে, তোমার আজকের লটারির টিকেট সংগ্রহ করেছো?'

'না, না, আমাদের টিকেটগুলো সবসময় পাই বিকেল বেলা। দুপুরে খাওয়ার সময় মিসেস ওয়েন আর আমি নম্বরগুলো নিয়ে আলোচনা করি।'

'বাচ্চাদের কাছ থেকে কোনও ইনপুট?'

'ও, হ্যাঁ। মিস্টার হোম, লিফটের ব্যাপারে— মঙ্গলবার সকালে ওটার সার্ভিসিং আছে, কাজেই আপনার হয়তো নোট রাখতে হবে।'

আমি মাথা নাড়ি। লিফট নেমে এসে থামে। আমি ওটাতে করে আমার ফ্ল্যাটে উঠে আসি।

আমি প্রায়ই ভাবি যে আমি অনেক ভাগ্যবান, কারণ অনেক সঙ্গীতকার যা পায় না আমি তাই পেয়েছি— আমার মাথার ওপর একটা ছাদ, যেটাকে আমি নিজের বলতে পারি। যদিও আমার ওপর মর্টগেজের ভার রয়েছে, তবু ভাড়া বাসার চেয়ে ভালো। নিজের ফ্ল্যাট খুঁজে পাওয়া আমার জন্য ভাগ্যের ব্যাপার। তিনটে ছোট কামরা, সব সময় পানি আর উত্তাপ, প্রচুর আলো— আজকের বাজারে এটা কেনার সামর্থ্য আমার হতো না। আমি এখান থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে ভালোবাসি। আমার উপরে আর কেউ নেই, সুতরাং মাথার ওপর কোনও আওয়াজও শুনতে পাই না, আর এই উচ্চতায় বাইরের কোলাহলও পৌঁছায় না।

এই দালানটার বাইরের দিকে লাল ইটের গাঁথুনি, কিছু দিক থেকে এটা বেশ অদ্ভুত। আমার মনে হয় তিরিশের দশকে নির্মিত। বিভিন্ন আয়তনের ফ্ল্যাট আছে এতে, এক বেডরুম থেকে শুরু করে চার বেডরুম পর্যন্ত। ফলে বাসিন্দারাও বিভিন্ন রকম : তরুণ পেশাজীবী, অবিবাহিত মা, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি, স্থানীয় দোকানী, চিকিৎসক, সাব-লিজিং নিয়ে থাকা পর্যটক, সিটিতে কর্মরত লোকজন। কখনও কখনও কিছু শব্দ ভেসে আসে আমার দেয়াল পর্যন্ত— শিশুর কান্না, স্যাক্সোফোনে 'স্ট্রেঞ্জারস ইন দ্য নাইট'-এর সুর, ড্রিলের শব্দ। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই সব নীরব, শব্দহীন।

আমার টিভি ঠিক করতে এসেছিল যে লোকটা সে বলেছিল, এই দালানের কিছু বাসিন্দা তাদের টিভি সেট সংযুক্ত করে নিয়েছে সিকিউরিটি সিস্টেমের সঙ্গে, যাতে তারা এই দালানে কারা আসা-যাওয়া করছে বা লিফটের জন্য লবিতে দাঁড়িয়ে আছে তা দেখতে পায়। অধিকাংশ সময় আমাদের এই দালানের বাসিন্দাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় লিফটে অথবা লবিতে। আমরা হাসি বিনিময় করি, একে অপরের জন্য দরোজা খুলে ধরি, আর কামনা করি দিনটা ভালো যাক। আমাদের ওপর থাকে স্বেচ্ছাসেবী রব। দক্ষতার সঙ্গে সে ভারসাম্য বজায় রেখে চলে তার বহুবিধ ভূমিকার— টার্মিনাস ম্যানেজার, আবহাওয়া আলোচক, ফুটফরমাশ খাটা ব্যক্তি, মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শদাতা।

BanglaBook.org

ফ্লাটে ফিরে খবরের কাগজ দেখি। আসার সময় নিয়ে এসেছি। কিন্তু খবরে মনোসংযোগ দিতে পারি না। মনের মধ্যে বিদঘুটে একটা অনুভূতি কাজ করে। আমাকে অবশ্যই কিছু করতে হবে, কিন্তু সেটা কী বুঝতে পারি না। সবটা ভাবার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, বাবাকে ফোন করতে হবে অবশ্যই। প্রায় এক মাস হয়ে গেল তার সঙ্গে কথা বলা হয় না।

অনেকবার বাজার পর ফোন ধরলো বাবা। 'হ্যালো? হ্যালো? জোয়ান?'

'বাবা, আমি মাইকেল।'

'কে? মাইকেল? ওহ, হ্যালো, হ্যালো, কেমন আছো, মাইকেল? তুমি ভালো আছো? সব ঠিকমতো চলছে?'

'হ্যাঁ, বাবা। তুমি কেমন আছো জানার জন্য ফোন করলাম।'

'চমৎকার, চমৎকার, খুব ভালো। ফোন করার জন্য ধন্যবাদ। তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে ভালো লাগে।'

'আমার ফোন করা উচিত ঘন ঘন, কিন্তু তুমি তো জানো, বাবা। হঠাৎ খেয়াল হলো যে এক মাস হয়ে গেছে ফোন করিনি। জোয়ান ফুফু কেমন আছে?'

'বেশি ভালো নেই, তুমি জানো, খুব বেশি ভালো নেই। আমাকে আর তোমাকে নিয়ে তার যতো দুশ্চিন্তা। গতকাল গাড়ি পার্কিং নিয়ে তার জরিমানা হয়েছে, কারণ গাড়িটা কোথায় রেখেছিল তা আর মনে ছিল না তার। তোমাকে সত্যি কথা বলতে কি, আর্থ্রাইটস নিয়ে তার গাড়ি চালানোই উচিত নয়। এখন তোমার ফোন মিস করায় সে দুঃখ পাবে। এই একটু আগে কেনাকাটা করতে বেরিয়েছে। আমি তাকে বলবো যে তুমি তার খোঁজ নিয়েছো।'

'আর সা-সা?'

'সা-সা আছে ডগ-হাউসে।' বাবা চাপা হাসির সঙ্গে বললো।

'ওহ। কেন?'

'দুই সপ্তাহ আগে সে খামচি দিয়েছে আমাকে। আমার হাতে। ঠিক হতে অনেক সময় লেগেছে।'

'তুমি কোনওভাবে ওকে জ্বালাতন করেছিলে?'

'না। জোয়ান বাইরে ছিলো। আমি সা-সাকে কোলের ওপর নিয়ে ইন্সপেক্টর মোর্স দেখছিলাম। ওই সময় ফোন বাজলো। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল ওটা বুঝি অনুষ্ঠানেরই একটা অংশ। তারপর বুঝলাম তা নয়। তাই ফোনটা ধরার জন্য লাফিয়ে উঠলাম, আর সা-সা আমাকে আঁচড় কেটে দিলো। তবে ফোনটা আমি ঠিক সময়েই ধরতে পেরেছিলাম।'

'ওহ?'

'ওহ, হ্যাঁ। আমি ঠিক সময়েই ফোনটা ধরতে পেরেছিলাম। রিসিভারে রক্ত লেপ্টে গিয়েছিলো। জোয়ান ফিরে এসে ডাক্তার ডাকলো। সে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলো। সেপটিক হয়ে যেতে পারতো, তুমি জানো। জোয়ান অবশ্যই সা-সার পক্ষ নিয়েছিলো। বলে, আমি না কি ওকে বিরক্ত করেছি।'

'বাবা, আমি দিন পনেরোর মধ্যে উত্তরে আসার চেষ্টা করবো। আর যদি না পারি, বড়দিনে অবশ্যই আসবো। আমরা সফরে যাচ্ছি না।'

BanglaBook.org

'ওহ? ওহ, হ্যাঁ, ভালো, তোমাকে দেখতে পেলে আনন্দিত হবো, মাইকেল। খুবই আনন্দিত হবো।,

'আমরা লাঞ্চ করতে যাবো ওউড বেটসে।'

'হ্যাঁ, খুব ভালো হবে।' বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'গতরাতে কারপার্ক দেখেছি স্বপ্নে।'

'ওটা সামান্য একটা পার্কিং টিকেট, বাবা।'

'না, অন্য একটা কারপার্ক। দোকানটা যেখানে ছিলো।'

'ওহ।'

'ওরা আমাদের জীবন শেষ করে দিয়েছে। ওরা তোমার মাকে হত্যা করেছে।'

'বাবা, বাবা।'

'এটাই সত্যি।'

'আমি জানি, বাবা, কিন্তু এসব এখন অতীত।'

'হ্যাঁ। তোমার কথাই ঠিক।' বাবা এক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে বলে, 'তোমার এবার স্থির হওয়া দরকার, বাছা।'

'আমি তো স্থির হয়েছি।'

'আচ্ছা, স্থির আর স্থির। ইদানীং কোনও প্রীতিকর মেয়ে দেখছো, না কি শুধু তোমার বেহালা নিয়েই পড়ে আছো?'

'আমি একজনকে দেখছি, বাবা, কিন্তু...'

আমি খেই হারিয়ে ফেলি। 'এখন আমাকে রিহার্সালে যেতে হবে, এই বিকেলে আমাদের একটা রিহার্সাল আছে, আর মিউজিকটা আমি এখনও ঠিকমতো দেখে উঠতে পারিনি। আমি শিগগিরই তোমাকে আবার ফোন করবো। তোমার বিরুদ্ধে সা-সা আর জোয়ান ফুফুকে দল পাকাতে দিও না।'

আমার বাবা আবার হাসলো। 'গত সপ্তাহে সে কিছু মাছ রেখে এসেছিলো দরোজায়।'

'সা-সার এখন বয়স কতো?'

'গত অগাস্টে ষোলো হয়েছে।'

'ভালোই চলছে।'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, বিদায়, বাবা।'

'বিদায়।'

ফোনে কথা বলা শেষ করার পর কয়েক মিনিট স্থির হয়ে বসে থাকি, বাবার কথা ভাবি। বাবা যখন তিন বছর আগে লন্ডনে এসেছিলো তখন লিফট অচল ছিলো দুই দিন। বাবা খুব কষ্ট করে ধীরে পায়ে আমার আট তলার ফ্ল্যাটে উঠেছিলো। পরদিন কাছেই একটা ছোট হোটেলে বাবার থাকার ব্যবহার করলাম। কিন্তু তার লন্ডনে আসার একমাত্র কারণ ছিলো সঙ্গে দেখা করা, সুতরাং এ ব্যবস্থায় তা অনেকটাই ব্যর্থ হয়। বাবা এখন রচডেল ছেড়ে কোথাও যায় না বললেই চলে। ম্যানচেস্টারে যায় কালে-ভদ্রে। লন্ডন তাকে বিরক্ত করে। এখানকার অনেক কিছু বাবা অপছন্দ করে, তার মধ্যে একটা হলো পানি।

আমার মায়ের মৃত্যুর পর বাবা ভাসমান হয়ে পড়েছিলো। তার বিধবা বোন ভেবেছিলো, একাকীত্ব থেকে বাবা বাঁচতে পারবে না, তাই সে বাবার কাছে চলে আসে

BanglaBook.org

আর তার বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দেয়। সা-সা হচ্ছে আমার মা-বাবার কুখ্যাত অসামাজিক বেড়াল। সেটার বয়স তখন কম। দ্রুত সেটা অনুগত হয়ে যায় জোয়ান ফুফুর। বাবা সব কিছু মানিয়ে নেয়। কিন্তু আমার মায়ের মৃত্যু শোক কখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

দোকান আর কারপার্কের ব্যাপারটা ছিলো তিক্ত একটা বিষয়। কাউন্সিল একটা প্রধান সড়ক সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়েছিলো, তাই আমাদের দোকান কিনে নেওয়ার আদেশ জারি করেছিলো। দোকানটা পড়েছিল ওই সড়কের ঠিক কিনারা ঘেঁসেই, পাশের একটা ছোট্ট রাস্তায়। ওটা আমাদের কাছে ছিলো দোকানের চেয়েও বেশি; ওটা ছিলো আমাদের বাড়ি। আমাদের কয়েকজন প্রতিবেশীর বাড়িও নিয়ে নেওয়া হয়। ক্ষতিপূরণ ছিলো উপহাসমূলক। আমার মা-বাবা বেশ কয়েক বছর বিষয়টা নিয়ে লড়াই করে, কিন্তু কোনও ফল হয়নি।

এই সময়টায় আমি ছিলাম ম্যানচেস্টারে, এক গুচ্ছ ঠিকে কাজের মাধ্যমে নিজের জীবিকা নির্বাহ আর কলেজে যাওয়ার টাকা জমানোর চেষ্টা করছিলাম। আমি প্রথম দিকে আমার মা-বাবার কোনও উপকারেই লাগলে পারিনি, পরবর্তী সময়ে খুব সামান্যই। তাছাড়া, আমাদের সম্পর্ক তখনও বেশ টানাপোড়েনের মধ্যে ছিলো। দুই বা তিন বছর পর, রয়াল নর্দান কলেজ অফ মিউজিকে আমি যখন ভর্তি হই সেই সময়ে, আমার বাবা শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত সমস্যায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো তার আয়ের উৎস। তার সেবা-যত্ন, মামলা চালানো আর জীবিকার জন্য আমার মা একটা স্কুলে ডিনার লেডি হিসেবে কাজ নেয়। এতেই তার সব শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়। অসুস্থ হয়েছিলো বাবা, কিন্তু মারা গেল মা— একেবারে হঠাৎ, স্ট্রোকে।

আরও কয়েক বছর পর, সড়কটা আর সম্প্রসারণ না করার সিদ্ধান্ত নেয় কাউন্সিল। অধিগ্রহণ করা জমি বিক্রি করে দেয় ডেভলপারদের কাছে। ছোট ছোট দোকান আর বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো। মাংসবিক্রেতা স্ট্যানলি হোম একদা যেখানে ব্যবসা চালাতো, সেখানে এখন শুধুই অ্যাসফল্ট। সেটা এখন কারপার্ক।

১.১০

আমি যখন বলি যে আমি রচডেল থেকে এসেছি, তখন লন্ডনের লোকেরা হাসে, যেন ওই নামটার মধ্যেই মজাদার কিছু আছে। এতে আমি বিমর্ষ বা বিভ্রান্ত হই না। প্রকৃতপক্ষে এখানে যদি বিমর্ষতার কিছু থাকে তবে তা এই শহরটাই। কিন্তু আমাদের যা ঘটেছে তা যে কোনও স্থানেই ঘটতে পারতো, আমি মনে করি।

তাছাড়া, বালক বয়সে রচডেলে আমার সুখের সময় কেটেছে। শহরের প্রান্ত থেকে আমাদের বাড়ি খুব বেশি দূরে ছিল না। সাইকেলে চেপে চলে যেতাম শহরের বাইরে, কখনও কখনও স্কুলের একজন বন্ধু থাকতো সঙ্গে, অধিকাংশ সময় আমি একাই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যেতাম উন্মুক্ত প্রান্তরে। কখনও কখনও পায়ে হেঁটে চড়াইয়ে উঠতাম, কখনও বা ঘাসে ঢাকা গর্তে শুয়ে থাকতাম যেখানে বাতাসের শব্দ শোনা যেতো না। প্রথমবার তো অবাক হয়ে গিয়েছিলাম: অমন নীরবতা তার আগে আর কখনও শুনিনি। এবং এক বা দুই মিনিট পর সেই নীরবতার মধ্যে এসে পড়েছিল একটা লার্ক পাখির গান।

BanglaBook.org

আমি সেখানে কখনও কখনও কয়েক ঘণ্টা শুয়ে থাকতাম। আমার বাইকটা রেখে আসতাম নিচের ওউড বেটস সরাইখানায়। কখনও গান গাইতো একটা লার্ক; কখনও একটার গান উপরে উঠে মিলিয়ে যেতে যেতে শুরু হতো আরেকটার গান। কখনও বা সূর্য মেঘ ফুড়ে বেরিয়ে এসে শোনা যেতো পুরো এক ঝাঁক লার্কের গান।

লন্ডনে, যদিও অনেক উপরে বসবাস করি, সেই প্রাকৃতিক নীরবতা শুনতে পাই না। এমন কি ৬০০ একর আয়তনের পার্কের মাঝখানেও শুনতে পাই চারপাশে নাগরিক কোলাহল, আর মাথার উপরে তো প্রায়ই। তবে কোনও কোনও সকালে একটা ক্যাম্প স্টুল নিয়ে হাঁটা ধরি ওরেঞ্জারির নিকটবর্তী ডুবন্ত বাগানটার দিকে। দীর্ঘ লাইম গাছের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে বসি, আর শান্ত জলাধারের দিকে তাকিয়ে নানারকম রঙের বৈচিত্র্যময় প্রতিচ্ছবি দেখি। জলপদ্মের মধ্যে ঝরনা বয়ে যায়, যে কোনও শব্দ অস্পষ্ট করে দেয় তা। কাঠবেড়াল ছোটাছুটি করে নির্ভয়ে। আমার পায়ের কাছে একটা কবুতর ঘোরাঘুরি করে। এবং— সঠিক ঋতুতে, বছরের এই সময়ের বিপরীত মাসে— ব্ল্যাকবার্ড গান গায়।

আজ আমি ডুবন্ত বাগানের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় জুলিয়ার সঙ্গে আমার কথোপকথন মনে পড়লো। আমাদের পিয়ানো ত্রয়ী লিঞ্জের কাছে একটা কনসার্টে বাজাচ্ছিলো, সেটা শেষ হওয়ার পর আমরা দুজন আমাদের আমন্ত্রণকারীর বাড়ির পিছন দিকে বনের মধ্যে একটু হাঁটতে গিয়েছিলাম। রাতটা ছিলো পূর্ণিমার আর একটা নাইটিঙ্গেল গান গাইছিলো।

'খুব ঝলমলে,' আমি বললাম। 'পাখিদের বিশ্বে এক দোনিজেত্তি।'

'শ্‌শ্‌, মাইকেল,' জুলিয়া বললো। আমার গায়ের সঙ্গে ঠেশ দিয়ে ছিলো সে।

নাইটিঙ্গেল বিরতি দিলো আর জুলিয়া বললো, 'তোমার ভালো লাগে না এটা?'

'এটা আমার প্রিয় পাখি নয়। তোমার প্রিয়?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার অস্ট্রিয়ান রক্তের জন্যই।'

'ওহ, বোকার মতো কথা বলো না। চুমু হবে?'

আমরা চুম্বন বিনিময় করি, এবং হাঁটতে থাকি।

'পাখিটা যদি সত্যিই তোমার প্রিয় হয়, জুলিয়া, তাহলে আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ।' তোমার প্রিয় পাখি কোনটা?'

'লার্ক, অবশ্যই।'

'ও, আচ্ছা। 'The Lark Ascending'?'

'না, না— ওটার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।'

'এটা দেখতে নীরস মেটে রঙের তাই না?'

'তোমার নাইটিঙ্গেলও স্বর্গপক্ষী নয়।'

'আমার মনে হয় সুরকারদের মধ্যে খুব বেশি সুদর্শন নেই,' জুলিয়া একটু পর বললো। 'শুবার্ট দেখতে ছিলেন ব্যাঙের মতো।'

'কিন্তু ব্যাঙকে তুমি চুমু খেতে পারতে?'

'হ্যাঁ,' নির্দ্বিধায় বললো জুলিয়া।

BanglaBook.org

'এমন কি এটা যদি তার সুর সৃষ্টি থেকে তাকে অক্ষম করে ফেলতো, তখনও?'

'না,' জুলিয়া বললো। 'তাহালে না। কিন্তু তা ঘটতো বলে আমি মনে করি না। এটা তাকে অনুপ্রাণিত করতো, আর অসমাপ্ত কাজ তিনি সম্পূর্ণ করতেন।'

'আমি মনে করি তিনি করতেন মাই ডার্লিং! কাজেই ভালোই হয়েছে যে তুমি কখনও তাকে চুমু খাওনি।'

খানিকটা ঠাণ্ডা শুরু হয়েছিলো। আমরা বাড়ির দিকে ফিরেছিলাম।

১.১১

ম্যাগিওর কোয়ার্টেটের জন্য আমাকে বিবেচনার সময় হেলেন জিজ্ঞেস করেছিল জুলিয়া কেমন। তারা পরস্পরকে চিনতো, কারণ আমাদের ট্রায়ো আর তাদের কোয়োর্টেট— দুটোই অতি সম্প্রতি গঠিত— ক্যানাডিয়ান রকিজের ব্যানফে গ্রীষ্মকালীন অনুষ্ঠানে মিলিত হয়েছিলো।

আমি হেলেনকে বলেছিলাম যে আমাদের যোগাযোগ নেই।

'ওহ, দুঃখের কথা,' হেলেন বললো। 'আর মারিয়া কেমন আছে? বিস্ময়কর চেলোবাদক! আমি মনে করি তোমরা তিনজন একসঙ্গে দারুণ বাজাও। তোমরা এক সঙ্গে আছো।'

'মালিয়া ভালো আছে, আমার মনে হয়। সে এখনও ভিয়েনায়।'

'যখন কেউ বন্ধুদের সাহচর্য হারায় তখন আমিও দুঃখ অনুভব করি,' হেলেন সহানুভূতি প্রকাশ করলো। 'আমার একটা স্কুল-বন্ধু ছিলো এক সময়ে। সে আমার উপরের ক্লাসে পড়তো। আমি তাকে ভালোবাসতাম। সে দন্তচিকিৎসক হতে চেয়েছিলো... ওহ, এটা স্পর্শকাতর বিষয় নয়, তাই না?'

'না, একটুও না। কিন্তু হয়তো আমরা রিহার্সালে যেতে পারতাম। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে আমাকে পৌছাতে হবে।'

'অবশ্যই। তুমি আমাকে বলেছিলে যে তোমার তাড়া আছে, আর এই যে আমি, বক বক করে চলেছি। বোকা আমি।'

সংস্পর্শ হারানো মানে কথা শোনা, তার গন্ধ, তাকে দেখতে পাওয়া সবই হারানো। তার কথা চিন্তা না করে একটা সপ্তাহও পার করতে পারি না। দশ বছর পর এই : স্মৃতির মধ্যে একটা চিহ্নের নাছোড় অস্তিত্ব।

আমি ভিয়েনা ছেড়ে আসার পর তাকে চিঠি লিখেছি, হয়তো একটু দেরি হয়েছিলো। কিন্তু সে উত্তর দেয়নি। আমি বার বার চিঠি লিখেছি।

আমি মারিয়া নভোৎনিকে চিঠি লিখেছি, সে জবাব দিয়েছে, তাতে জানিয়েছে জুলিয়া তখনও ভীষণ হতাশ এবং তাকে আমার সময় দেওয়া উচিত। আমার চিঠিগুলো তার শেষবর্ষের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিলো। হয়তো আমার উচিত যোগাযোগ শিথিল করা। মারিয়া আমার চেয়েও বেশি ছিলো জুলিয়ার বন্ধু। আমি দৃশ্যে আসার আগে থেকেই তারা পরস্পরকে চিনতো। তারপরে হঠাৎ করেই তো আমার প্রস্থান। সে কিছুই গোপন করেনি আর আমাকে কোনও আশাও দেয়নি।

জুলিয়ার কোর্স যখন শেষ হয়ে গেল, তখন সে দুনিয়ার মুখ থেকেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

BanglaBook.org

আমি চিঠি লিখেছিলাম Musikhochschule-তে, তাদের বলেছিলাম আমার চিঠিটা ওর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু কখনও ভার তার কাছ থেকে সাড়া পাইনি। অক্সফোর্ডের কাছে তার মা-বাবার বাড়ির ঠিকানায় তাকে চিঠি দিয়েছিলাম, কোনও উত্তর আসেনি। চিঠি লিখেছিলাম ক্লোস্টারনিউবুর্গে তার খালার কাছে, জবাব পাইনি। আমি আবার মারিয়াকে চিঠি দিয়েছিলাম। মারিয়া তার উত্তরে লিখেছিলো যে, সেও জুলিয়ার কোনও খবর জানে না। তবে সে নিশ্চিত, জুলিয়া ভিয়েনায় ছিলো না।

শেষ পর্যন্ত, আমরা বিচ্ছিন্ন হওয়ার এক বছরেরও বেশি সময় পর, আমি ওর মা-বাবাকে ফোন করি। ওর বাবা এক ঐতিহাসিক সম্মেলনে যোগ দিতে ভিয়েনায় এসে আমাদের সঙ্গে একটা দিন কাটিয়েছিলেন। তিনি অডেনের ভক্ত, আর আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন কির্চস্টেটেনের ছোট একটা তীর্থে, এই গ্রামে অডেন তার জীবনের শেষ কয়েকটা বছর কাটিয়েছিলেন। সন্ধ্যা বেলায়, ভিয়েনায় ফিরে, আমরা রাতের খাবার খেতে আর কনসার্টে গিয়েছিলাম। আমরা দ্রুত পরস্পরকে গ্রহণ করেছিলাম।

এক মহিলা ফোন ধরেছিলো। 'হ্যালো,' আমি বললাম। 'আপনি কি মিসেস ম্যাকনিকোল?'

'হ্যাঁ, আমি। জানতে পারি কে কথা বলছেন?' তার অস্ট্রিয়ান উচ্চারণ আমি ধরতে পারছিলাম।

'আমি মাইকেল হোম।'

'ও, আচ্ছা, আচ্ছা। দয়া করে একটু ধরো। আমার হাজব্যান্ডকে ডেকে দিচ্ছি।'

ড. ম্যাকনিকোল ফোন ধরলেন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। তাকে ঠিক অবন্ধুসুলভ শোনালো না, কিন্তু আটকে যাওয়া লিফট থেকে দ্রুত বেরিয়ে যেতে চান এমন মনে হলো।

'হ্যাঁলো, মাইকেল। আমার মনে হয় তুমি জুলিয়ার ব্যাপারে ফোন করেছো। তোমার চিঠিগুলো আমি ওর ঠিকানায় পাঠিয়েছি, কিন্তু উত্তর দেওয়ার ব্যাপারটা ওর।'

'পরীক্ষায় ও কেমন করেছে?' মারিয়া আগেই আমাকে জানিয়েছে পরীক্ষায় সে ভালো করেছে, কিন্তু কথা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে তো কিছু বলতে হবে।

'সে পাস করেছে।'

'সে ভালো আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, ভালো আছে,' তিনি কঠিন সুরে জবাব দিলেন।

'আপনি কি তাকে বলবেন আমি ফোন করেছিলাম? অনুগ্রহ করে।'

একটু বিরতি, তারপর, অনীহার সুরে, 'হ্যাঁ।'

'সে এখন কোথায়? ওখানে— মানে— আপনাদের সঙ্গে অক্সফোর্ডে?'

'খোদার দোহাই, মাইকেল, তুমি কি যথেষ্ট আঘাত দাওনি তাকে?' ড. ম্যাকনিকোলের সৌজন্য উবে গেল, তিনি রিসিভার রেখে দিলেন।

আমিও রিসিভার নামিয়ে রাখলাম, বিষণ্ণতায় কাঁপছিলাম।

BanglaBook.org

১.১২

আমার আজ প্রথম কাজ বারো বছর বয়সী এক বালককে পারস্পরিক উঞ্ছবৃত্তির পাঠ দেওয়া। সে বরং গিটার বাজালেই বেশি ভালো করতো। সে চলে গেলে আমি কোয়ার্টের কাজ করতে সেদিকে ঝুঁকলাম। আমাদের পরবর্তী রিহার্সালের মিউজিকটা দেখি। কিন্তু মনোযোগ বসে না। পরিবর্তে বিটোফেনের সি মাইনরে পিয়ানো ট্রায়ের সিডি বাজাই, অনেক বছর আগে কার্ল কেল যেটা নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন।

কী বিস্ময়কর বস্তু তার প্রথম কাজগুলো, ট্রায়োর ট্রায়ো। তাদের জন্য, এ এক রত্ন : ওপাস ১ নাম্বার ৩। কার্ল অবশ্যই আমার সঙ্গে একমত হননি; তিনি ভাবতেন তিনটের মধ্যে এটা সবচেয়ে দুর্বল।

বিটোফেনের সমস্ত ট্রায়োর মধ্যে এটাই ছিলো জুলিয়ার সবচেয়ে প্রিয়। সে বিশেষভাবে ভালোবাসতো দ্বিতীয় সঞ্চালনের অপ্রধান বৈচিত্র্য। সে যখনই এটা শুনতো অথবা বাজাতো অথবা স্কোরে পড়তো তখনই তার মাথাটা ধীরে ধীরে এপাশ-ওপাশ দোলাতো। আর সে পুরো কাজটার নিবিড়তা পছন্দ করতো।

আমি অধিকাংশ সময় এটা শুনলেও গত দশ বছরের মধ্যে একবারও বাজাইনি। বিচ্ছিন্ন ট্রায়োতে অংশ নিলেও যখন এটা বাজানোর সম্ভাবনা আসে তখন অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিই, এই বলে যে আমি এটার পরোয়া করি না। আর রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে : সে কীভাবে এটা বাজায় তা কেউ আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় না, যদিও তাদের কেউ কেউ আমার হৃদয় জুড়াতে সাহায্য করে।

কিন্তু সে যেভাবে বাজাতো তা সব সময় আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় কিসে? কখনও কখনও একটা কনসার্টে একটা বা দুটো খণ্ড, কখনও বা আরেকটু বেশি, কিন্তু দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কখনই নয়। সে কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তার বাজনায় ছিলো এক ধরনের প্রাকৃতিকতা, কিন্তু এতেও বেশি কিছু বলা হয় না : সর্বোপরি, সবাই নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বাজায়। সে কী প্রকাশ করতে চেয়েছে তা প্রকাশ করার চেষ্টা অর্থহীন। আমি তার বাজনার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারি সামান্যই, ঠিক যেমন তাকে প্রথম দেখার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারি না বেশি। গত কয়েক বছরে কখনও কখনও রেডিও চালু করলে কারও বাজনা শুনতে পেয়েছি আমার মনে হয়েছে সে বুঝি জুলিয়াই। কিন্তু কিছু অংশ শুনে বুঝতাম সে নয়। শেষে নাম ঘোষণা করলে জানা যেতো সে অন্য কেউ।

আমি গত বছর বাখ থেকে একটা অংশ শুনি এক ঝলক একটা ট্যাক্সিতে। আমি ক্যাবে চড়ি খুব কম, ক্যাবে সঙ্গীত বাজে আরও কম, আর যেসব গান-বাজনা তারা বাজায় তার মধ্যে ধ্রুপদী তো দুর্লভ। আমি স্টুডিওতে প্রায় পৌঁছে গেছি, তখন হঠাৎ করে ক্যাব-ড্রাইভার রেডিও চালু করলো। যে বাজনাটা শোনা গেল সেটা ছিলো প্রিলিউডের সমাপ্তি আর fugue-এর সূচনা : আর আশ্চর্যের ব্যাপার, সি মাইনরে। এটা জুলিয়া বাজাচ্ছে, আমি মনে মনে বললাম। জুলিয়া। সবকিছু ওর কথা বলছে। আমরা ততক্ষণে পৌঁছে গেছি; ড্রাইভার রেডিও বন্ধ করে দিলো; আমি তার ভাড়া মিটিয়ে ছুটতে শুরু করলাম। একটা সেশনে আমার দেরি হয়ে গেল। আমি জানতাম, আমার ভুল হয়েছে।

BanglaBook.org

১.১৩

একটা পাঠ বাতিল করার জন্য আমাকে ফোন করে ভার্জিনিয়া। তারিখটা ঠিক করার সময় নিজের দিনপঞ্জিটা দেখতে ভুলে গিয়েছিলো সে। এখন সে দেখছে ডবল-বুক হয়ে গেছে। প্যারিস থেকে সদ্য এক বন্ধু হয়েছে। সে বুঝবে না, কিন্তু আমি বুঝবো, সে ওটা রক্ষা করতে চায়, কাজেই আমি কি খুব বেশি মনে করবো কিছু?

'এই বন্ধুটা কে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'চ্যানটাল। ওর সম্পর্কে তোমাকে আগে বলেছি, না কি? ও হচ্ছে জঁ-মারির বোন।' জঁ-মারি হচ্ছে ভার্জিনিয়ের শেষ বয়ফ্রেন্ড।

'ঠিক আছে, ভার্জিনিয়ে।'

'তাহলে নতুন তারিখ কোনটা হবে?'

'এখন এটা নিয়ে কথা বলতে পারছি না।'

'কেন?'

'আমি ব্যস্ত,' আসল কথা হলো ভার্জিনিয়ের মনোভাবে আমি ক্ষুণ্ন হয়েছি।

'এহ্-ওহ!' ভার্জিনিয়ে হালকা চালে ভেংচি কাটলো।

'এহ্-ওহ তুমি নিজে।'

তোমাকে খুব বদ মেজাজি শোনাচ্ছে, মাইকেল। তুমি আজ তোমার সব জানলা খুলেছো?'

'আজ ঠাণ্ডার দিন। আমি সব সময় তাজা বাতাস চাই না।'

'ওহ্, হ্যাঁ, মহান মেরু অঞ্চলীয় সাঁতারু ঠাণ্ডায় শংকিত।'

'ভার্জিনিয়ে, ফাজলামি বন্ধ করো।'

'তুমি আমার সঙ্গে খারাপ মেজাজ দেখাচ্ছো কেন? তুমি কি কোনও কাজের মাঝখানে রয়েছো?'

'না।'

'মাত্র কোনও কিছু শেষ করেছো?'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

'আমি কিছু মিউজিক শুনছিলাম।'

'কিসের মিউজিক?'

'ভার্জিনিয়ে!'

'আচ্ছা, আমি শুনতে আগ্রহী।'

'তুমি যা বলতে চাও তা হলো তুমি কৌতূহলী— যা সম্পূর্ণ আলাদা।'

'না, একটু আলাদা। তাহলে?'

'তাহলে, কী?'

'তাহলে, এই রহস্যজনক মিউজিক কী?'

'বিটোফেনের ট্রায়ো, সি মাইনরে, দুঃখিত, ut mineur-এ, পিয়ানোফোর্ট, ভায়োলিন, আর ভায়োলিনচেলোর জন্য, ওপাস ১ নাম্বার ৩।'

BanglaBook.org

'একটু ভালো হও, মাইকেল।'

'আমি চেষ্টা করছি।'

'ওই মিউজিকে আমার ওপর তুমি বিরক্ত হবে কেন?'

'ওটার জন্য তোমার ওপর আমি বিরক্ত নই। আমি তোমার ওপর বিরক্ত নই। যদি কারও ওপর বিরক্ত হয়েই থাকি, তবে সে নিজেরই ওপর।'

'আমি ওই ট্রায়ো অত্যন্ত ভালোবাসি,' ভার্জিনিয়ে বলে। 'তুমি কি জানো, তিনি স্বয়ং এটা আয়োজন করেছিলেন একটা তারের পঞ্চকে?'

'কি নির্বোধ, ভার্জিনিয়ে। ওহ, ঠিক আছে, এসো পাঠের একটা তারিখ ঠিক করে ফেলা যাক, আর এ নিয়ে কথা নয়।'

'কিন্তু তিনি ওটা করেছিলেন, মাইকেল। তিনি ওটা স্বরপরিবর্তন করেননি বা অন্য কিছু।'

'ভার্জিনিয়ে, বিশ্বাস করো, বিটোফেন যদি সি মাইনরে তারের quintet করতেন, আমি অবশ্যই তা শুনতে পেতাম। আর খুব সম্ভবত আমি তা বাজাতামও।'

'আমার কাছে যে Guide de la Musique de Chambre আছে, তাতে আমি এ কথা পড়েছি।'

'হতে পারে না!'

'দাঁড়াও। দাঁড়াও। একটু দাঁড়াও।' কয়েক সেকেন্ড পর আবার ফিরে এলো সে ফোনে। আমি তার পৃষ্ঠা ওল্টানোর শব্দ শুনতে পাই। 'এই যে এখানে। ওপাস ১০৪।'

'কী বললে?'

'ওপাস ১০৪।'

'কি পাগলামি। ওটা তার জীবনের শেষ দিকের ভুল। তুমি নিশ্চিত?'

'তুমি খুব বেশি ব্যস্ত নও? তুমি এখন আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও?' ভার্জিনিয়ে জিজ্ঞেস করে, কণ্ঠস্বরেই বোঝা যায় তার ভুরু কপালে উঠে গেছে।

'ওহ, হ্যাঁ। হ্যাঁ। ওখানে কী লেখা আছে?'

'দেখতে দাও,' ভার্জিনিয়ে বলে, বইটা থেকে চমৎকার অনুবাদ করে শোনায়। 'এতে লিখেছে যে, ১৮১৭ সালে তিনি তৃতীয় পিয়ানো ট্রায়ো নতুন করে সাজান ওপাস ১-এ তারের quintet হিসেবে... প্রথমে কোনও অ্যামেচার এটা করে, এবং বিটোফেন লেখেন একটা, কী বলবে তুমি, একটা কৌতুককর প্রশংসা যে অ্যামেচারের ভয়ংকর বিন্যাস ছিলো তিন কণ্ঠস্বরে গাঁথা এক quintet, এবং বিটোফেন সেটাকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করেন পাঁচ কণ্ঠস্বরের সন্নিবেশ ঘটিয়ে, আর সেটাকে বড় ধরনের শোচনীয়তা থেকে উপস্থাপনযোগ্য সুরে, রূপান্তরিত করেন। এবং সেই অ্যামেচারের তিন-কণ্ঠ বিন্যাস এখন নিবেদন করা হয় নরকের দেবতাদের। পরিষ্কার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু কেমন অবিশ্বাস্য! আর কিছু?'

'না। মন্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে ট্রায়োর কথা।'

'তুমি সব সময় কি রেফারেন্স বুক দেখে পড়ো, ভার্জিনিয়ে?'

'না, আমি কেবল ঘষেমেজে নিচ্ছিলাম, তোমরা ইংরেজরা যেমন বলো।'

আমি হাসি। 'এই ইংরেজ ও কথা বলে না।'

'এখন তুমি খুশি?' জিজ্ঞেস করে ভার্জিনিয়ে।

BanglaBook.org

'আমি তাই মনে করি। হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমি খুশি। ধন্যবাদ, ভার্জিনিয়ে। ধন্যবাদ। আগে তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার না করায় আমি দুঃখিত। তুমি কখন পাঠ নিতে চাও?'

'আগামী সপ্তাহের বৃহস্পতিবার তিনটেয়।'

'অনেক লম্বা সময় হয়ে গেল না?'

'ওহ্, না। খুব বেশি না।'

'ঠিক আছে, অনুশীলন চালিয়ে যাও।'

'ওহ, হ্যাঁ, অবশ্যই,' ভার্জিনিয়ে উজ্জ্বলভাবে বলে।

'তুমি এইসব বানাচ্ছো না তো?' আমি জানতে চাই। 'একেবারেই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।'

কিন্তু অতো কিছু খুটিনাটি বানিয়ে বলা তার পক্ষে হয়তো সম্ভব নয়।

'বোকার মতো কথা বলো না, মাইকেল।'

'আর এটা হলো দুটো ভায়োলিন, দুটো ভায়োলা এবং একটা চেলো— কোনও অদ্ভুত কম্বিনেশন নয়, ঠিক?'

'না। ও কথাই তো লেখা আছে।'

'ওপাস ১০৪?'

'ওপাস ১০৪।'

১.১৪

'ওপাস ১০৪?'

'ওপাস ১০৪।'

'অতিশয় অদ্ভুত, স্যার। সি মাইনরে? আচ্ছা, এটা তো সিডির ক্যাটালগে পাচ্ছি না। বিটোফেনের স্ট্রিং কুইন্টেটের মধ্যে ওটা নেই।'

'হয়তো কোনও কারণে ওটা পিয়ানো ট্রায়োর তালিকায় ঢুকে গেছে।'

'আমি দেখছি... না, আমি দুঃখিত, ওকানেও নেই। আচ্ছা কম্পিউটারে চেষ্টা করে দেখি। আমি 'স্ট্রিং কুইন্টেট ইন সি মাইনর' ক্লিক করে দেখি কী আসে। না, এখানেও উত্তর আসছে, 'আপনার চাহিদার সঙ্গে কোনও নথি মিলছে না'... যদি ওপাস ১০৪ দিয়ে চেষ্টা করি তাহলে কী হয় দেখা যাক... দুঃখিত, যা পেলাম তাহলো Dvorak ... আপনি তো Dvorak চাইছেন না?'

'না। আমি Dvorak চাইছি না।'

'আচ্ছা, এর পরিবর্তে কি ট্রায়োর অর্ডার দেবো আপনার জন্য, স্যার?'

'না, ধন্যবাদ।'

চাইমসের মেয়েটির কণ্ঠস্বর খানিকটা অবিশ্বাস্য শোনায়। বিটোফেনের সি মাইনরে একটা স্ট্রিং কুইন্টেট। আপনি নিজে এটা শুনেছেন, স্যার?'

'না, এক বন্ধু এ সম্পর্কে আমাকে বলেছে। এটা নথিপত্রে উল্লেখ আছে।'

BanglaBook.org

'স্যার, আমাদের কাছে ওই ধরনের কিছু নেই। যদি আপনার ফোন নম্বর রেখে যান...'

'দেখুন, আপনাদের কাছে নিশ্চয় বিটোফেনের ওপাস নাম্বারগুলোর তালিকা আছে কোথাও না কোথাও। দয়া করে একশো চার নম্বরে দেখবেন?'

'আচ্ছা।'

সে যখন ফিরে এলো তখন তার কণ্ঠস্বর বিভ্রান্ত শোনালো। 'স্যার, আপনার কথাই ঠিক মনে হচ্ছে।'

'আমার কথা ঠিক মনে হচ্ছে?'

'মানে, আপনি ঠিকই বলেছেন। কী বলবো জানি না। আমি দুঃখিত। আমাদের কাছে ওটা নেই। আর ওটা মুদ্রিত আকারেও নেই।'

'কিন্তু এটা বিটোফেন, এঙ্গেলবার্ট হাম্পারিডঙ্ক নয়। আপনি পুরোপুরি নিশ্চিত ওটা কোনও জায়গা থেকে এনে দিতে পারবেন না?'

এক সেকেন্ড নীরবতা। তারপর সে বললো, 'আমি একটা ব্যাপার ভাবছি। এক মিনিট ধরবেন?'

'যদি প্রয়োজন হয় এক সপ্তাহ।'

সে যখন ফিরে এলো তখন বললো, 'আমি মাইক্রোফিশে দেখছি। আমি জানি না এ ব্যাপারে আপনি কী ভাববেন। ক্ল্যারিনেট কুইন্টেটের জন্য আমারসন এডিশনস এর একটা বিন্যাস করে। স্কোর এবং বিভাগ। আমরা ওটা আপনার জন্য অর্ডার দিতে পারি। সব মিলিয়ে বত্রিশ পাউন্ড। ওদের স্টকে থাকলে মাত্র দুই সপ্তাহ লাগবে বিলি করতে। এছাড়া আর অন্য কিছু নেই।'

'ক্ল্যারিনেট কুইন্টেট? পুরোদস্তুর পাগলামি। আচ্ছা, ঠিক আছে, অর্ডার দেন। আমার মনে হয়। না, না, অর্ডার দেওয়ার দরকার নেই। আমিই আসবো।'

লন্ডনের প্রধান পাবলিক মিউজিক লাইব্রেরি খোলে বেলা একটায়, ভীষণ আশ্চর্যের বিষয়। সুতরাং লন্ডনের পরিবর্তে আমি ম্যানচেস্টারের লাইব্রেরিতে চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিই।

আমি হেনরি ওয়াটসন মিউজিক লাইব্রেরিতে ফোন করি, ম্যানচেস্টারে ছাত্র অবস্থায় এটা ছিলো আমার দ্বিতীয় বাড়ি। সেইসব দিনে স্কোর আর মিউজিক জোগাড় করার সামার্থ্য ছিলো না আমার। এই লাইব্রেরিটা যদি না থাকতো, আমি জানি না তাহলে কীভাবে আমার মিউজিশিয়ান হওয়ার স্বপ্ন সফল হতো। এর কাছে আমার অনেক ঋণ। হয়তো আরও একটু ঋণী হতে দেবে এবারও।

ফোনের লাইনে ভেসে আসে একটা গভীর পুরুষকণ্ঠ। কী চাই ব্যাখ্যা করি।

তার জবাবের মধ্যে শোনা যায় সামান্য বিস্ময়ের ভাব। 'এই বিন্যাস, এটা তার, আপনি বলছেন? হ্যাঁ, অবশ্যই, অবশ্যই, যদি ওটা ওপাস নাম্বার হয়ে থাকে, তাই তো?... একটু ধরুন।'

BanglaBook.org

দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা। দুই, তিন মিনিট। শেষে :

'হ্যাঁ, বিটোফেনের একসেট কুইন্টেট আছে আমাদের কাছে : আপনারটাও আছে ওগুলোর মধ্যে। এখানে আছে : ৪, ২৯, ১০৪ এবং ১৩৭। এই সংস্করণ প্রকাশ করেছে পিটারস। তবে এখনও এর প্রিন্ট আছে কি না বলতে পারছি না। আমাদের কাছে এটা ছিলো ইয়োংকসের জন্য। কুড়ির দশক থেকে, তার আগে নয়। আর আপনি শুনে খুশি হবেন যে, আমাদের কাছে একটা মিনিয়েচার স্কোরও আছে— এউলেনবুর্গসের একটা। অনেক পুরনোও বটে। এটার ওপর '১০ অগাস্ট, ১৯১৬' লেখা আছে। মানুষ প্রতিদিনই কিছু না কিছু শেখে। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আমি কখনও ওপাস ১০৪ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।'

'আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেবো জানি না। এখন একমাত্র সমস্যা হচ্ছে, আমি আছি লন্ডনে।'

'তাতে কোনও সমস্যা হবে না। আমাদের লাইব্রেরিগুলোর মধ্যে ধার দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কাজেই গ্রহণযোগ্য যে কোনও লাইব্রেরি ওটা আমাদের কাছ থেকে ধার নিতে পারে।'

'ওয়েস্টমিনস্টার মিউজিক লাইব্রেরি?'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয়। ওদের অনেক ঝামেলা ছিলো, কিন্তু আমার মনে হয়, ওরা কুইন্টেট থেকে কোনটা ট্রায়ো তা বলতে সক্ষম এখনও।'

আমি হাসি। 'আপনি ঠিক বলেছেন, ওটা এখন ভালো অবস্থায় নেই,' আমি বলি। 'তবে আমি শুনেছি, গত কয়েক বছর আপনাদেরও নানা রকম ঝঞ্ঝাট চলছে। কাউন্সিল গজরাচ্ছে এবং আরও অনেক কিছু।'

'১৯৭৯ সাল থেকেই অনেক বিপর্যয় ঘটেছে। ব্যাপারটা হলো চালিয়ে যাওয়া।'

'আপনাদের লাইব্রেরির প্রতি আমার অনেক কৃতজ্ঞতা জানানো বাকি রয়েছে,' আমি বলি। 'আমি সাত বছর ম্যানচেস্টারে ছিলাম।'

'আহ্।'

কথা বলতে বলতে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে খাঁজকাটা দেয়াল, জানলার ভিতর দিয়ে আসা আলো, মেহগনি কাঠের মজবুত তাক। আর বই, চমৎকার সব স্কোর, আমি যা ধার নিতে পাতাম আরএনসিএম ভর্তির আগেও— যখন আমি টিকে থাকার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করছিলাম, কোনও শিক্ষা বা সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতাও ছিলো না যখন আমার জন্য।

'প্রসঙ্গত,' আমি বলতে থাকি, 'সর্বশেষ যখন ম্যানচেস্টারে ছিলাম, তখন লক্ষ করি আপনারা সুন্দর পুরনো মেহগনি তাকগুলো সরিয়ে সেখানে আধুনিক শেলফ বসিয়েছেন।'

'হ্যাঁ।' সে একটু আত্মরক্ষার সুরে বলে। 'ভবঘুতাকি খুব ভালো, তবে একটু পিছলে। একবার পিছলে ভাব কাটাতে পারলে তা আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে মানিয়ে যায় চমৎকার।'

BanglaBook.org

'সেটা করার পরিকল্পনা আপনার কেমন?'

'টেপ। অথবা স্যান্ডপেপার।'

'স্যান্ডপেপার?'

'হ্যাঁ, স্যান্ডপেপার— এতে খুব ভালো কাজ হয়। হ্যাঁ, আমি নিচে স্যান্ডপেপারের পক্ষে। মসৃণ জিনিস কীভাবে অমসৃণ করতে হয় আর অমসৃণ জিনিস মসৃণ, তা জানে স্যান্ডপেপার। আচ্ছা, আমি তাহলে আর এসব তুলে রাখছি না। এক পাশে সরিয়ে রাখছি একটা নোট লিখে যে, লন্ডন থেকে এগুলো ধার নেওয়ার অনুরোধ আসছে?'

'যদি সম্ভব হয়। ধন্যবাদ। অশেষ ধন্যবাদ।'

আমি বিশ্বাস করতেই পারি না। মিউজিকটা হাতে পাওয়া-মাত্রই এই কুইন্টেট বাজাতে শুরু করবো আমি। ম্যাগিওরের জন্য দ্বিতীয় একজন ভায়োলা বাদককে ওরা ধার করতে পারবে। আমি জানি কোনও কিছুই আমাকে অবরুদ্ধ করতে পারবে না অথবা আমার হৃৎপিণ্ড ও বাহু অসাড় করে দিতে পারবে না। কিন্তু এখন আমি ওটা শোনার জন্য অধীর হয়ে আছি ক্ষুধার্তের মতো। লন্ডনের কোথাও নিশ্চয়ই ওটার রেকর্ডিং হয়ে থাকবে।

আমি বাসে উঠে দোতলার একেবারে সামনের আসনে বসি। হিমশীতল পরিষ্কার দিন। আমার সামনের জানলার কিনারা দিয়ে বাতাস ঢুকছে। শুকনো পাতা পড়ে আছে রাস্তা জুড়ে। আমি পাতাহীন গাছপালার ভিতর দিয়ে সার্পেন্টাইন দেখতে পাই।

শিগগিরই অক্সফোর্ড স্ট্রিটে গাড়িটা পৌঁছাতেই গাছপালা আর পানির দৃশ্য মুছে গেল। লাল রঙের বাস আর কালোর রঙের ক্যাব, দুই শত্রু প্রজাপতির দানব আকৃতির পিঁপড়ের মতো, ট্রাফিক লেন জুড়ে এগোচ্ছে। পেভমেন্টে প্রাক-বড়দিনের কেনাকাটায় উপচে পড়ছে মানুষের ভিড়।

যতোগুলো খুঁজে পাই প্রত্যেকটা দোকানেই যাই— টাওয়ার, এইচ এমভি, ভার্জিন, মিউজিক ডিসকাউন্ট সেন্টার, দি ওয়ার্কস— এবং অসংখ্য বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলি, কিন্তু এই কাজের কোনও সিডি খুঁজে পাই না, কোনও সিডি আগে কখনও ছিলোও না।

হতাশ হয়ে পিয়ার্সকে ফোন করে ওর পরামর্শ চাই। সে জানায়, তার মনে হয় এটা সে শুনেছে, কিন্তু একটা রেকর্ডিং কীভাবে মিলবে সে পরামর্শ দিতে পারছে না। আমি তখন ফোন করি বিলিকে।

'ম্‌ম্‌,' বিলি বলে, 'এটা একটা লং শট, তবে হ্যারল্ড মুর'সে তুমি চেষ্টা করতে পারো। তাদের কাছে গাদা গাদা পুরনো রেকর্ড আছে : ওখানে থাকলে থাকতেও পারে। তুমি এখন তো ওই এলাকাতেই আছো। একটা শট নিলে তো ক্ষতি নেই।'

সে আমাকে পথ-নির্দেশনা দিয়ে যোগ করে, 'অমন কিছু যদি সত্যিই থাকে, তবে তা বাজানোটা হবে বিস্ময়কর।'

'এ ব্যাপারে 'যদি' নেই কোনও, বিলি। কিছু অংশ আর স্কোর কোথায় পাওয়া যাবে সেটা আমি বের করে ফেলেছি।'

BanglaBook.org

'ওহ, আমি ওই স্কোর পরীক্ষা করে দেখতে পেলে খুশি হবো,' বিলি বলে। 'আমি খুশি হবো। মানে, এটা রিসাইক্লিং, তাই না, কিন্তু এটা শুধুই রিসাইক্লিং নয়। তাকে অনেক কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে— মানে সত্যিকারের পরিবর্তন। একটা চেলো ডবল ডিউটি করবে করবে কীভাবে? আর পিয়ানোয় ভাঙা কর্ডের ব্যাপারটাই বা কী? ওটা তো কোনওভাবেই স্ট্রিংয়ের সঙ্গে যাবে না, কী বলো? আর...'

'বিলি, আমি সত্যিই দুঃখিত, আমাকে এখন যেতে হবে। তবে অশেষ ধন্যবাদ। সত্যিই। সন্ধ্যায় দেখা হবে।'

আমি দ্রুত ধাবিত হই নতুন উদ্যমে এবং দোকানটা খুঁজে পাই। অক্সফোর্ড স্ট্রিটের আধুনিকতার জগতে হ্যারল্ড মুর'স যেন ডিকেন্সের আমলের রাজ্য। অল্প কয়েকজন লোক অলসভাবে চলাফেরা করছে। কার্ডবোর্ড বক্সের ভিতর দিয়ে। আমি বেসেমেন্টে আসি। এক বুড়োর সঙ্গে কথা বলি।

'আপনি ওপাস ২৯-এর কথা বলছেন না, নিশ্চিত?'

'না।'

'ঠিক আছে, এই কার্ডে আপনার নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে যান, যদি সন্ধান পাই আমরা আপনাকে জানাবো।'

উপরতলায়, লক্ষ করি, দোকানের পিছন দিকের একটা কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। আমি ফিরেই যাচ্ছি, জানি কোনও লাভ নেই, তবু তার কাছে একবার খোঁজ নিতে পারি।

সে চোখ বন্ধ করে তর্জনি দিয়ে ঠোঁটের ওপর টোকা দেয়। 'দেখুন, এতে একটা ঘণ্টা বাজে। আমি খুব বেশি আশাবাদী নই, তবে আপনি কি আরেকবার নিচের তলায় যাবেন? কিছুদিন ধরে ওখানে পূর্ণ ইউরোপীয় রেকর্ডিংয়ের একটা স্তূপ পড়ে আছে। আমি ওগুলো এখনও সুরকার অনুযায়ী পৃথকভাবে সাজাইনি, তবে আমার আবছাভাবে মনে পড়ে... অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে— ওটা এর মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে একটা রেকর্ড টেনে বের করে, স্লিভের দুটো পিঠ পরীক্ষা করে এবং আমার হাতে তুলে দেয়।

১.১৫

আমি বাড়ি ফেরার বাস ধরি রিজেন্ট স্ট্রিটে। সামনের আসন দখল হয়ে আছে, তাই মাঝামাঝি জায়গায় একটা আসনে বসি জানলার পাশে। আমার পিছনে জনা বারো ফরাসি স্কুলছাত্রী কিচিরমিচির করছে।

আমি মহামূল্যবান রেকর্ডটি দেখি। স্লিভে একটা আলোকচিত্র। তাতে দেখা যায় বড় একটা কামরা, বাদামি আর নিষ্প্রভ সোনালি রঙ, এখানে সেখানে নানা প্রকার পাত্র আর তৈল-চিত্র, একটা বাতির ঝাড় একটা পারস্য দেশীয় কম্বল একটা দরোজা খোলা আরেকটা কামরার দিকে, আর তারপরে আরেকটা কামরা, পুরোটা আলোয় পরিপূর্ণ :

BanglaBook.org

উৎফুল্লতার মধ্যে এক আনন্দময় প্রিলিউড। একমাত্র ছোটখাটো একটা বিসদৃশ বস্তু হলো মেঝের মাঝ বরাবর রাখা একটা কাঠের স্ট্যান্ড, এমন ধরনের যা সাধারণত বাঁধা থাকে লাল দড়িতে আর জনতাকে সরিয়ে রাখে বলে আমি কল্পনা করি। ওটা কি সরানো যেতো না? মেঝের সঙ্গে গেঁথে গেছে? ওটা কি বস্তুত একটা আসবাব : একটা মাত্র হ্যাট রাখার হ্যাট-স্ট্যান্ড?

বাস অক্সফোর্ড স্ট্রিটে পড়তেই ফরাসি স্কুলছাত্রীরা কলরব শুরু করে।

বিটোফেনের দুটো স্ট্রিং কুইন্টেট আছে এলপিতে : আমার সি মাইনর, বহু কাঙ্ক্ষিত, বিস্ময়করভাবে প্রাপ্ত; এবং ই ফ্ল্যাট মেজর। আরেকটা সম্পূর্ণ বিস্ময়, যদিও আমার মনে আছে লাইব্রেরিয়ান উল্লেখ করেছিলো এটার ওপাস নাম্বার, ৪। এগুলো রেকর্ড করেছিলো (একজন অতিরিক্ত ভায়োলা বাদক সহযোগে) সুক কোয়ার্টেট এবং ১৯৭৭ সালে ইসু করা হয়েছিলো চেক সুপ্রাফোন লেবেলে। স্লিভ নোট অনুসারে, কোয়ার্টেটের সদস্যরা, অর্কেস্ট্রায় জড়িত, 'কনসার্টে আবির্ভূত হওয়ার সীমিত সুযোগ পেয়ে থাকে, কিন্তু তারা নিজেদের সবটুকু উজাড় করে দেয়। তারা কম জনপ্রিয় কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করে, যেগুলো অন্যায়ভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে বলে তারা মনে করে। আর অনৈমিত্তিক কম্বিনেশনের জন্য যৌথভাবে কাজ করতে বাইরের বাদ্যযন্ত্রীদেরও আমন্ত্রণ জানায়, যা সর্বসাধারণ খুব কমই অন্যত্র শুনতে পায়।'

সাবাস। সাবাস সুক। সাবাস সুপ্রাফোন। তোমরা না করলে আমি আর কী করতে পারতাম? কুড়ি মিনিটের মধ্যে আমি নিজের ফ্ল্যাটে পৌঁছে যাবো। কিন্তু তখনি আমি এটা শোনার সময় পাবো না। রিহার্সালের পর অনেক রাতে ঘরে ফিরবো, একটা মোমবাতি জ্বালাবো, আমার পালকে তৈরি লেপে গা এলিয়ে দেবো, আর কুইন্টেটে ডুবে যাবো।

অক্সফোর্ড স্ট্রিট দিয়ে বাস এগিয়ে চলে, বাসস্টপগুলোতে থামে, ট্রাফিক বাতি জ্বলে, বিদঘুটে উন্মত্ত পথচারি রাস্তা পার হয়, ফরাসি স্কুল ছাত্রীরা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রসাধন সামগ্রীর মান নিয়ে আলোচনায় মন দিয়েছে। আমি আবার স্লিভের লেখাটা পড়ি।

সুক কোয়ার্টেট প্রতিষ্ঠিত হয় '৬৮ সালে, প্রকৃত নাম ছিলো কোয়ার্টেট '৬৯, এমন এক নাম যা কোনও ভাবনাচিন্তা না করেই রাখা হয়েছিলো বোঝা যায়। যদিও, এক বছর পর, 'বর্তমান নামে এটা নামাঙ্কিত হয়— সুরকার ইওসেফ সুকের এস্টেটের নির্বাহীদের চুক্তি মোতাবেক।'

সুতরাং আমার প্রথম যা মনে হলো, বেহালাবাদক ইওসেফ সুকের সঙ্গে এর নামের অবশ্যই কিছু সম্পর্ক আছে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অথবা হয়তো তা নয়, কারণ আমি লক্ষ করি জার্মান টেক্সটে 'সুরকার' শব্দটির উল্লেখ নেই, আর ফরাসিতেও। তবে এই বেহালাবাদক ছিলেন সুরকারের প্র-পৌত্র... যে নিজে ছিলো Dvorak-এর জামাই, যে ছিলো, আমার মতো, মাংস বিক্রেতার ছেলে। আমার ভাবনা এখন ভীষণভাবে ছোটাছুটি করছিলো, আর রেকর্ড থেকে মাথা তুললাম আমরা নড়াচড়া করছি না কেন দেখতে।

BanglaBook.org

সেল্ফরিজেসের মাঝখানে ট্রাফিক বাতির পর এক সারি বাসের পিছনে আমরা আটকে আছি। আমার প্রিয় ল্যান্ডমার্কগুলোর একটা দেখার জন্য সামান্য পিছনে ফেরার মাথা, জিনিসটা হলো অ্যানজেল অফ সেল্ফরিজ মূর্তি, তার সামনে হাঁটু গেড়ে আছে তার সেবিকা। অক্সফোর্ড স্ট্রিটের এই একটা বস্তুই আমার মুখে হাসি ফোটায়।

আমার দৃষ্টি সেল্ফরিজের পরীর মূর্তি পর্যন্ত গেল না।

জুলিয়া বসে আছে আমার থেকে পাঁচ ফুট দূরে, একটা বই পড়ছে।

১.১৬

সরাসরি বিপরীত দিকের বাসে, সরাসরি বিপরীত দিকের জানলায়, বসে আছে জুলিয়া। ট্রাফিক বাতিতে থেমেছে ওর বাস।

আমি জানালায় শব্দ ... চিৎকার শুরু করলাম,

'জুলিয়া! জুলিয়া! জুলিয়া! জুলিয়া! জুলি...'

সে আমার চিৎকার শুনতে পায় না। আমরা দুজন পৃথক দুই জগতে।

পড়া থামাও, জুলিয়া। তাকাও। জানলা দিয়ে তাকাও। আমার দিকে তাকাও। ওহ খোদা।

আমার আশপাশের যাত্রীরা কথা বলা বন্ধ করেছে। স্কুল ছাত্রীরা দম আটকে রেখেছে। উল্টো দিকের বাসের আরোহীরা কেউই বিষয়টা লক্ষ করেনি।

আমি জানলায় শব্দ করি। যে কোনও মুহূর্তে তার বাস অথবা আমার বাস ছেড়ে যেতে পারে।

বইটার কোনও জায়গায় সে নিঃশব্দে হাসে, আর আমার হৃদয় ডুবে যায়।

তার পিছনে বসা এক লোক আমাকে লক্ষ করে। তাকে বিস্মিত দেখায়, কিন্তু সে চমকে যায়নি। আমি উন্মাদের মতো ইশারা করি— এবং, ভীষণ দ্বিধার সঙ্গে, সে জুলিয়া কাঁধে টোকা দিয়ে আমাকে দেখায়।

জুলিয়া আমার দিকে তাকায়। তার চোখ বিস্ফারিত হয় কিসে? বিস্ময়ে? আতংকে? চিনতে পারায়? আমাকে অবশ্যই খ্যাপারমতো দেখাচ্ছে— মুখটা লাল— চোখ দুটো ভরে গেছে পানিতে— বাতি যে কোনও সময় বদলে যাবে।

আমার থলি হাতড়ে একটা কলম আর এক টুকরো কাগজ বের করি, বড় করে তাতে আমার টেলিফোন নম্বর লেখি, আর চেপে ধরি কাচের সঙ্গে।

সে ওটার দিকে তাকায়, তারপর আমার দিকে, তার চোখে ভরা বিহ্বলতা।

একই সময়ে চলতে শুরু করে দুটো বাসই।

আমার চোখ তাকে অনুসরণ করে। তার চোখ আমাকে।

আমি বাসের পিছনে লেখা নম্বরটা দেখি।

ওটা ৯৪।

আমি রেকর্ডটা মুঠোয় ধরি, সিঁড়ির দিকে আসি। আমাকে যথেষ্ট জায়গা দেওয়া হয়। স্কুলছাত্রীরা বিস্ময়ের সুরে ফিস ফিস করছে : 'Fou.' 'Soul.' 'Non. Fou.' 'Non. Soul.'

কন্ডাক্টর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে। আমি তাকে পাশ কাটাতে পারি না। এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আমার সময় নষ্ট হচ্ছে। সময় নষ্ট হচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত নেমে আসি, একজোড়া মানুষকে ঠেলে সরিয়ে রাস্তা করে এগিয়ে যাই, আর চলন্ত বাস থেকে নেমে আসি লাফ দিয়ে।

এঁকেবেঁকে কশরত করে অন্য পাশটাতে পৌছাই। তার বাসটা চলে গেছে। ওটা সামনের দিকে অনেক দূরে, বেশ কয়েকটা বাস আর ট্যাক্সির পরে। আমি ভিড় ঠেলে এগোনোর চেষ্টা করি, কিন্তু ভিড় অনেক ঘন। আমি বাসটা ধরতে পারবো না কখনই।

একটা ট্যাক্সি থেকে একজন যাত্রী নামছে। এক তরুণী, তার দুই হাতে জিনিসপত্র, ট্যাক্সিটা ধরতে যাবে, এই সময় আমি গিয়ে পড়লাম। 'প্লিজ,' আমি বলি। 'প্লিজ।'

সে এক পা পিছিয়ে যায় এবং আমার দিকে তাকায়।

আমি ট্যাক্সিতে উঠে পড়ি। ড্রাইভারকে বলি, 'সামনের ওই চুরানব্বই নম্বর বাসটা ধরতে চাই।'

সে আধপাক ঘোরে, তারপর মাথা ঝাঁকায়। আমরা সামনের দিকে এগোই। হলুদ বাতি জ্বলে ওঠে। সে গাড়ি থামায়।

'আপনি যেতে পারতেন না?' আমি অনুনয় করি। 'এখনও তো লাল বাতি জ্বলেনি।'

'আমার লাইসেন্স নিয়ে নেবে,' সে বলে, বিরক্ত।

'অতো তাড়া কিসের? আপনি এতে খুব বেশি সময় বাঁচাতে পারবেন না।'

'তা নয়,' আমি অস্থির কণ্ঠে বলি। 'ওই বাসটাতে একজন আছে যার সঙ্গে আমার অনেক বছর দেখা নেই। এ জন্য ওটা আমাকে ধরতে হবে। নইলে সে নেমে যেতে পারে।'

'সহজভাবে নিন বিষয়টা,' ড্রাইভার বলে। কিন্তু সে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালায়। আমাদের সিঙ্গল লেন যেখানে প্রশস্ত হয়ে গেছে বাস চলার জন্য, সেখানে সে একটা বা দুটো বাস অতিক্রম করে। তারপর স্ট্রিট সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং আমাদের করার কিছুই থাকে না। হঠাৎ করেই সবকিছুর গতি আবার ধীর হয়ে যায়। কেবল ট্রাফিক লেনের ভিতর দিয়ে বাইসাইকেলে চাপা কুরিয়ার দ্রুত গতিতে ছুটে চলে।

'অক্সফোর্ড স্ট্রিটে নেমে আবার চেষ্টা করতে পারেন না?'

সে মাথা নাড়ে। 'এখানে আপনি তা পারেন না।'

আরও একবার চেষ্টার পর ড্রাইভার বলে, 'দেখুন, খাঁটি কথা হলো, এটা সম্ভব নয়, অক্সফোর্ড স্ট্রিটে নয়। সাধারণত ধীর গতিতে চলে সব কিছু এ রাস্তায়, কিন্তু এই রকম ধীর গতিতে নয়। আপনার পক্ষে এখন সবচেয়ে ভালো হয় নেমে দৌড়ে ধরার চেষ্টা করা।'

'আপনি ঠিক বলেছেন। ধন্যবাদ।'

'দুই পাউন্ড ষাট।'

আমার ওয়ালেটে আছে কেবল পাঁচ পাউন্ডের একটা নোট এবং ভাংতিটা ফেরত নেওয়ার জন্য এখন আমি অপেক্ষা করতে পারি না। তাকে ওটা রাখতে বলে থলিটা মুঠোয় চেপে ধরি।

BanglaBook.org

'এই! ওই দরোজা নয়,' ডান দিকের দরোজা খুলতেই সে চেঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু আমার উপায় নেই। পেভমেন্টের ভিড় এড়াতে হলে এদিকেই নামতে হবে। আমার একমাত্র আশা, পরস্পর বিপরীত মুখী মানুষ ও যানবাহন প্রবাহের মাঝ দিয়ে দৌড়ানো।

ঘামছি, গাড়ির ধোঁয়ায় সারা শরীর চটচটে হয়ে গেছে, চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না, আমি দৌড়াচ্ছি, হাসফাস করছি, দৌড়াচ্ছি। অন্য পাশের যান চলাচলের গতি বেড়েছে, কিন্তু আমাদের এদিকে অনড় রয়েছে।

অক্সফোর্ড সার্কাসের একটু আগে বাসটা ধরলাম। আড়াআড়ি গিয়ে তাতে উঠে পড়লাম। সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। ধীরে ধীরে উপরে উঠলাম, আশাও আর আশংকার মধ্যে।

জুলিয়া সেখানে নেই। যেখানে সে বসেছিলো সেখানে বসে আছে ছোট্ট একটি ছেলে আর তার বাবা। আমি একেবারে সামনে যাই এবং ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক আরোহীর মুখ দেখি। নিচে নেমে আসি, প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাই। সে কোথাও নেই।

আমি দাঁড়িয়েই থাকি। লোকজন পলকে আমার দিকে তাকায় এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। কন্ডাক্টর ধূসর চুলের এক কৃষ্ণাঙ্গ, মনে হলো কথা বলতে চায়, কিন্তু বলে না। আমার ভাড়া চাওয়া হয় না। বাসটা মোড় ঘোরে রিজেন্ট স্ট্রিটে। পিকাডিলি সার্কাসে অন্য সবার সঙ্গে আমিও নেমে পড়ি। আমি রাস্তার পর রাস্তা পার হই, আমার আশপাশের সবাই যেদিকে যায় আমিও সেদিকে চলি। আবর্জনার টুকরো-টাকরা উড়িয়ে নিয়ে যায় বাতাস। আমার সামনেই দেখতে পাই টাওয়ার রেকর্ডসের সাইন।

স্তম্ভিত হয়ে আমি চোখ বন্ধ করি। আমার থলিটা আছে কাঁধে, কিন্তু হাত দুটো খালি। ট্যাক্সিতে রেকর্ডটা ফেলে এসেছি।

এরোসের তীরের নিচে থপ করে বসে পড়ি এবং কাঁদি।

১.১৭

এরোসের মূর্তির নিচে, পর্যটক মাদক-ব্যবসায়ী আর ভাড়াটে বালকদের মাঝে, আমি বসে থাকি। কেউ একজন আমাকে কিছু বলে, কিন্তু কী বলে আমার তা কানে ঢোকে না।

আমি উঠে পড়ি। পিকাডিলি ধরে হাঁটতে শুরু করি, আন্ডারপাসে ঢুকি যেখানে ঠাণ্ডায় জবুথবু মানুষের ভিড়, হাইড পার্ক পার হই আড়াআড়ি, তারপর পৌছাই সার্পেন্টাইনে। পকেটে যে কটা মুদ্রা নিম্নগামী হয়েছে। বুনো হাঁসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আমি একটা বেঞ্চে বসে দুই হাতের ওপর মাথা রাখি। কিছুক্ষণ পর উঠে হাঁটতে শুরু করি। কীভাবে যেন ঘরে পৌঁছাই।

আমার অ্যানসারিং মেশিনের আলো জ্বলছে। দ্রুত বোতামে চাপ দিই। কিন্তু কিছুই না : বিলির কাছ থেকে একটা বার্তা; চকচকে লোকের কাছ থেকে বার্তা; এমন একজনের কাছ থেকে আসা একটা বার্তা যে মনে করে আমিই বুঝি লন্ডন বেইট কোম্পানি।

BanglaBook.org

কীভাবেই বা ওটা হতে পারতো? একজনের পক্ষে সাত ডিজিটের একটা নম্বর এক ঝলক দেখেই মনে রাখা সম্ভব কীভাবে? কিন্তু ফোন বুকে আমার নাম ও নম্বর আছে। আমাকে দেখার পর নিশ্চয় সে বুঝবে কীভাবে আমাকে খুঁজে বের করা যাবে।

মানুষটা ছিলো সেই। আমি জানি সেই। আমার কানের মতো কি আমার চোখেরও ভুল হতে পারে? যখন অন্য কেউ রেডিওতে বাজাচ্ছিলো আর সবকিছুতেই আমার মনে হচ্ছিলো সেই বাজাচ্ছে। তার স্বর্ণ-বাদামি চুল, এখন দীর্ঘ হয়েছে, তার ধূসর-নীল চোখ, তার ভুরু, তার ঠোঁট, তার পুরো আদুরে মুখ, ওই রকম মুখ জগতে দ্বিতীয়টি নেই।

সে আমার থেকে খুব বেশি দূরে ছিলো না, কিন্তু সে তো ভিয়েনায় থাকতে পারতো। তার অভিব্যক্তি— জুলিয়ার সেই অভিব্যক্তি— এমন কি বইটা পড়ার সময় তার মাথার দুলুনি, তার হাসির ধরন নিবিষ্টতা।

এমন এক দিনে তার কালো কোট, ময়ুর-নীল স্কার্ফ জড়ানো গলায়। লন্ডনে কী করছে সে? কোথায় যাচ্ছিলো তখন? কোথায় গেল? আমাকে খুঁজতেই কি বাস থেকে নেমে পড়েছিলো? আমরা কি পরস্পরকে ক্রস করে গিয়েছিলাম? পেভমেন্টের কোথাও কি সে দাঁড়িয়েছিলো, সবকিছু দেখছিলো খুঁটিয়ে আর কাঁদছিলো?

আমাদের মাঝখানে দুই স্তর কাচ, যেন কারাগারে বহুবছর পর বন্দি প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

বহরে যাওয়ার জন্য বাস কুখ্যাত। যখন আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি তখন কি আরেকটা ৯৪ নম্বর বাস আমার সামনে থাকতে পারতো যেটায় তখনও সে বসে ছিল? এখন কেন এ কথা ভাবা, এ কথা ভেবে কী লাভ?

সে কি গত দশ বছর ধরে লন্ডনেই বসবাস করছে? না, তাহলে নিশ্চয় আমি জানতে পারতাম। ইংল্যান্ডে ফিরলে? এখন সে কী করছে এখানে? কোথায় সে?

আমার পেট মোচড়াচ্ছে। আমি অসুস্থ বোধ করছি। কী এটা? ঘাম ঝরার পর ঠাণ্ডায় হাঁটার ফল? সারা দিন প্রায় কিছুই খাওয়া হয়নি আমার।

তার চোখে কী পড়তে পেরেছি? বিভ্রান্তি— সতর্কতা— বেদনা? আমি ভালোবাসা পড়তে পারতাম? ওই নারীর চোখে আমি ভালোবাসা পড়তে পারতাম?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অংশ ২

২.১

আমি রিহার্সালে ডুবে থাকি। এক দিন যায়, তারপর আরেক দিন। রুটি আর দুধ কিনে আনি। খাই, পান করি, গোসল করি। জেগে থাকতে থাকতে আর পারি না, ঘুমাই। আমি পাঠ শেখাই। রিহার্সালে আসি। খবর শুনি আর শব্দগুলো হজম করি। কুশল বিনিময় করি আমাদের পোর্টার ও দালানের অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে। সেই আগের মতো, ভিয়েনা থেকে চলে আসার পর, আমার মস্তিষ্ক আর দেহ নিজের থেকেই চলে।

জুলিয়া লন্ডনে থাকলেও ফোন নম্বরের তালিকা ওর কাছে নেই। আর যদি লন্ডনে না থাকে তাহলে হয়তো অন্য কোথাও আছে।

হারানো এলপিটার সন্ধান আর কোনওভাবেই করতে পারবো না। ট্যাক্সি-ড্রাইভার ওটা দিয়ে আসতে পারে কোনও থানায়, আর তারা হয়তো ওটা পাঠিয়ে দেবে লন্ডন ক্যারেজ অফিসে। আমি তাদের ফোন করি। ক্যাবের নম্বরটা কি আমার মনে আছে? না। দুই দিনের মধ্যে আবার আমাকে ফোন করতে হবে। দুই দিন পর আমি আবার ফোন করি। তারা আশাবাদী নয়। হয়তো পরের যাত্রী ট্যাক্সি থেকে ওটা নিয়ে গেছে। সব সময় ছাতার ক্ষেত্রে যেমনটা হয়ে থাকে। তারা যদি কিছু জানতে পারে তবে যোগাযোগ করবে। কিন্তু আমি বলতে পারি, ওই রেকর্ডটা আর কখনই দেখতে পাবো না। যা শোনার সুযোগ পেয়েছিলাম তা আর শুনতে পাবো না।

আমাদের এজেন্ট এরিকা কাওয়ানের সঙ্গে কথা বলি। আমার কণ্ঠস্বর শুনে সে অবাক হয়। সাধারণত ওর সঙ্গে কথা বলে থাকে পিয়ার্স। জুলিয়া ম্যাকনিকোলের সন্ধ্যান পেতে আমি ওর পরামর্শ চাই।

সে কিছু প্রশ্ন করে, আরও খুটিনাটি জেনে নেয়, তারপর বলে, 'কিন্তু, মাইকেল, এত বছর পর আবার কেন হঠাৎ তার খোঁজ চাইছো?'

'কারণ ওকে আমি সেদিন লন্ডনে দেখেছি, একটা বাসের মধ্যে. ওকে খুঁজে পেতে হবে আমার। পেতে হবে।'

এরিকা একটু থেমে গম্ভীর ও দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে, 'মাইকেল, তোমার হয়তো ভুল হয়ে থাকতে পারে?'

'না।'

'তুমি নিশ্চিত যে এই বিচ্ছেদের-এর পর তোমার পরিচয়ের সম্পর্ক আবার জাগাতে চাও?'

'হ্যাঁ। এবং, এরিকা— দয়া করে বিষয়টা তোমার মধ্যেই রাখো। মানে, এই ব্যাপারে পিয়ার্স, হেলেন আর বিলিকে আমি কিছু জানাতে চাই না।'

'ঠিক আছে,' এরিকা বলে। 'আমি সবখানে খোঁজ নেবো আর স্যালজবার্গে লোথারের কাছেও জানতে চাইবো কোনও সাহায্য করতে পারে কিনা।'

'তুমি খোঁজ নেবে, এরিকা, সত্যিই খোঁজ নেবে? তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি জানি তুমি কেমন ব্যস্ত। কিন্তু— অস্ট্রিয়ার কথা বলছি— ওখানে একজন চেলোবাদক আছে, নাম মারিয়া নভোৎনি, ভিয়েনার সঙ্গীত জগতে সে খুবই সক্রিয়, আর সে

BanglaBook.org

ছিলো— আছে এখনও, আমার মনে হয়— জুলিয়ার বন্ধু। আমরা তিনজন Musikhochschule-এর শিক্ষার্থী ছিলাম, এক সঙ্গে একটা ট্রায়োতে বাজাতাম। আমি জানি না, তবে মনে হয় এটা একটা সূত্র হতে পারে।'

'হতে পারে,' এরিকা বলে। 'কিন্তু তুমি নিজে ওই সূত্র ধরে এগোতে পারতে না?'

'আমি নিশ্চিত নই,' আমি বলি। 'আমার শুধু মনে হয় যে একজন স্থানীয় এজেন্টের তরফে— সম্ভবত লোথারের মতো স্থানীয় একজন এজেন্টের তরফে খোঁজখবর নিলেই ভালো কাজ হবে।

মুখে এ কথা বললেও আমার মনের ভিতর অস্বস্তি : মারিয়া হয়তো জানে জুলিয়া কোথায়, কিন্তু আমাকে বলতে চায় না।

'তুমি কি মনে করো তোমার বন্ধু জুলিয়া ম্যাকনিকোল এখনও পারফর্ম করে?' এরিকা জিজ্ঞেস করে। 'সে সঙ্গীত চর্চা ছেড়ে দেয়নি?'

'এটা অকল্পনীয়।'

'তার বয়স কতো হতে পারে?'

'তিরিশ। না, একত্রিশ হবে, আমার মনে হয়। না, বত্রিশ।'

'শেষ কবে তাকে দেখেছো? লন্ডনে দেখা পাওয়ার আগে।'

'দশ বছর আগে।'

'মাইকেল, তুমি আবার তার সাথে মিলিত হতে চাও, নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু দশ বছর— একটু বেশি নয়?'

'না।'

একটু বিরতি। এবার বাস্তববাদী হয় এরিকা।

'ম্যাকের বানানে কোনও এ আছে? এল কি একটা না দুটো?'

'এ নেই, দুটো এল। ওহ, সি-এর পর একটা এইচ আছে।'

'সে কি স্কটস? না আইরিশ?'

'আমার মনে হয় ওর বাবার একটা অংশ স্কটস। কিন্তু সবদিক থেকেই ও ইংলিশ। আচ্ছা, ইংলিশ আর অস্ট্রিয়ান, আমার মনে হয়।'

'আমি চেষ্টা করবো, মাইকেল। আমার পুরো একটা নতুন ক্যারিয়ারের সূচনাও হতে পারে এটা।'

এরিকা, আমাদের বিগ হোয়াইট চিফ, তাকে খুঁজে না পায়, তাহলে আর কে পারবে আমি জানি না। কিন্তু আবারও দিনগুলো পেরিয়ে যেতে থাকে, প্রতিদিনই এরিকার অসাফল্যের খবর পাই, আর আমার আশাও নিঃশেষ হতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত ওকে জানাই যে জুলিয়ার মা-বাবা থাকে অক্সফোর্ডে।

'তুমি একথা আগে জানাওনি কেন আমাকে?' এরিকা জিজ্ঞেস করে, বিস্তারিত লিখে নেয়, কণ্ঠস্বরে কিছু বিরক্তি চাপতে পারে না। 'তাহলে সময় বাঁচতো।'

'হ্যাঁ, এরিকা, তুমি ঠিকই বলেছো, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আগে পেশাদার পথে চেষ্টা করাই ভালো হবে। আমি তোমার সময় নষ্ট করতে চাইনি, তবে ওর মা-বাবাকে hassle করাও আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।'

'মাইকেল, বিষয়টা আমি তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।'

BanglaBook.org

'আমি পারবো না। সত্যিই পারবো না। এক বার চেষ্টা করেছিলাম, অনেক বছর আগে, আর মাঝপথেই থামতে হয়েছিল। তুমি অনেক দয়ালু। এটা আমি বিবেচনা করতে বলবো না। আমি নিজে এটা করতে পারবো না কোনওভাবেই।'

এরিকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'এটা কীভাবে রাখবো আমি জানি না। এই ব্যাপারটায় আমি পুরোপুরি স্বস্তি অনুভব করছি না। কিন্তু আমি তোমাকে পছন্দ করি, মাইকেল, তাই শেষ চেষ্টা করে দেখবো। যদি তাকে খুঁজে বের করতে পারি, তাহলে সে কীভাবে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে সেটা নিশ্চিত করবো। শুধু এটুকুই আমি করতে পারবো।'

'হ্যাঁ। ওটুকুই অনেক। আমি মেনে নিচ্ছি।'

এরিকা পরের উইকএন্ডে আমাকে ফোন করে।

'অনুমান করো তো কোত্থেকে আমি ফোন করছি।'

'আমার কোনও ধারণা নেই— না, আমি অনুমান করতে পারি। এরিকা, তোমার অতো ঝামেলায় গিয়ে কাজ নেই।'

'আচ্ছা,' এরিকা বলে। 'অক্সফোর্ড খুব বেশি দূরে নয়। এখানে একজনের সঙ্গে দেখা করার ছিলো আমার,' সে দ্রুত যোগ করে।

'তারপর?'

'মাইকেল, খবর ভালো না,' এরিকা তাড়াহুড়া করে বলে, 'কলেজের লজ থেকে জানলাম, ড. ম্যাকনিকোল পাঁচ-ছয় বছর আগে মারা গেছেন। তাদের ধারণা মিসেস ম্যাকনিকোল অস্ট্রিয়া ফিরে গেছেন, কিন্তু তার ঠিকানা তাদের কাছে নেই। আর জুলিয়ার ব্যাপারে, তারা একেবারে কিছুই জানে না। তুমি আমাকে যে ফোন নম্বর দিয়েছো সেটা এখনও চালু আছে— কিন্তু অন্য লোক ব্যবহার করছে। ব্যানবারি রোডে ওদের বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম। বর্তমান মালিক কারও কাছ থেকে ওটা কিনেছে, সুতরাং অন্তত দুবার ওটা হাতবদল হয়েছে।'

কী বলবো ভাবতে পারি না। এরিকা কথা চালিয়ে যায়।

'শেষটা একেবারে ঠাণ্ডা। আমি অত্যন্ত দুঃখিত। ব্যাপারটা উপভোগ করতে শুরু করেছিলাম, আর কোনও কারণে এই সকালে আমার নিশ্চিত মনে হয়েছিলো যে সফল হবো। আচ্ছা, তো এই। তবে ভাবলাম যে অক্সফোর্ড থেকেই তোমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করি, এই শহরে আর কোথাও চেষ্টা করার মতো জায়গা আছে কি না।'

'তুমি সব রকম চেষ্টাই করেছো,' আমি বলি, নিজের হতাশা আড়াল করে। 'তুমি সত্যিই আসাধারণ।'

'দেখ, মাইকেল,' এরিকা বলে, হঠাৎ একান্ত নিজের কথা, 'একদা একজন আমার জীবন থেকে সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গিয়েছিলো। একেবারে উধাও। অনেক বছর লেগেছিলো আমার— না, বুঝতে নয়, আমি বুঝিনি কখনও— আমার মনে হয় আমি এখনও বুঝি না হঠাৎ কেন বিনা নোটিশেই ওটা ঘটেছিলো— তো আমার অনেক বছর লেগেছিলো নিজেকে ঘটনাটার সঙ্গে মানিয়ে নিতে। কিন্তু এখন আমার স্বামী আর বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে ভাবি, খোদাকে ধন্যবাদ।'

'আচ্ছা—'

BanglaBook.org

'আমরা শিগগিরই কোনও সময়ে রাতের খাবারে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাবো,' এরিকা বলে। 'শুধু তোমাকে। না, অন্যদেরও। না, শুধু তোমাকে। আগামী বৃহস্পতিবার কেমন হয়?'

'এরিকা... আমি পরে জানাবো!'

'অবশ্যই।'

'তুমি ভীষণ ভালো।'

'আরে না। পুরোপুরি নিজের আগ্রহেই সব করেছি। আর, যেমনটা বলেছি, এখানে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিলো। অক্সফোর্ডে এই বিকেলটা খুবই মনোহর, বৃষ্টির পর সবকিছু ঝকমক করছে। কিন্তু পার্কিং একেবারে দোজোখ। সব সময়ই। বা-ইই।'

এরপর দুবার চুমুর শব্দ, এবং এরিকা ফোনের লাইন কেটে দিলো।

২.২

দিন যায়। অন্যদের সাহচার্য ভালো লাগে না। আবার একলা থাকলে স্মৃতিরা আমাকে অসুস্থ করে ফেলে।

আমি একটা রুটিনমাফিক জীবন যাপন করতে থাকি : কোয়ার্টেটের সঙ্গে পারফরম্যান্স, রিহার্সাল, সেশন ওয়ার্ক, ক্যামেরাটা অ্যাংলিকার সঙ্গে এক্সট্রা হিসেবে কাজ করা ইত্যাদি। এর মধ্যে কেবল পাঠ দেয়ার সময়টুকু আলাদাভাবে ম্যানেজ করি।

ভার্জিনিয়েকে আমি শেখাই, কিন্তু কোনও কারণে মন বসে না। সে একটা সমস্যা উপলব্ধি করে। কেনই বা করবে না? সময়ে সময়ে সে আমার দিকে তাকায় ক্রুদ্ধ বিভ্রান্তি আর যন্ত্রণার অভিব্যক্তি মেশানো দৃষ্টিতে॥

সপ্তাহে আমার নির্ধারিত একটা বিষয় হলো শনিবার সকালে সাঁতার। ওটা যদি মিস করি, তাহলে দিনের সবকিছু গড়বড় হয়ে যায়।

আজকের কথা অবশ্য আলাদা। টেলিভিশনের জন্য ওয়াটার সার্পেন্টসের ছবি তোলা হচ্ছে। নিজেদের যথাযথ দেখানোর জন্য আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সেরাটা করছি।

নভেম্বরের এই সকালটা তেমন ঠাণ্ডা নয়, যদিও বড়দিনের দিকে কোনও সময়ে যখন এই প্রোগ্রামটা দেখানো হবে তখন কিন্তু অনেক ঠাণ্ডা পড়বে। স্টুডিওর ভাড়া করা তিনটে সুন্দরী মেয়ের মাধ্যমে অ্যাকশন শুরু হয়। তারা লম্বা ডাইভিং প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়ায়, সুইমসুট পরা অবস্থায় কাঁপছে। ফিল এবং ডেভ হুইশেল বাজায়, ক্যামেরা ক্রু তাদের থামিয়ে দেয়। 'উউউউহ,' একটা মেয়ে বলে, 'বিরতির পর আমরা ফিরে আসবো, এটা করার জন্য আমরা পাগল হয়ে আছি, কিন্তু...' ক্যামেরা চলে যায় পানির ওপর ভেসে থাকা রাজহাঁস ও বেলে হাঁসের ওপর এবং কিনারায় চক্কর দেয়। মনে হয় ফিল তাদের বিস্তর বর্জ্য নিয়ে এসে ফেলেছে পানিতে। 'আর কোথায়?' সে বলে, কাঁধ ঝাঁকায়।

একটা সোনালি কুকুর আবির্ভূত হয় এবং তার মালিকের সঙ্গে সাঁতার কাটে। শট সন্তোষজনক হয় না। জবজবে কুকুর আর জমে যাওয়া মালিককে আবার পানিতে নামানো হয়।

BanglaBook.org

তারপর শুরু হয় আমাদের রেস। আমাদের আগের ফলাফলের ভিত্তিতে হ্যান্ডিক্যাপ assign করে জাইলস। আমরা বোর্ডে উঠি, ঝাঁপ দিই, সবচেয়ে ধীর ব্যক্তি আগে, তারপর অন্যরা একজনের পর একজন। আইনের ছাত্র অ্যান্ডি ঝাঁপ দেয় সবার শেষে। ওর হ্যান্ডিক্যাপ এত ভারি যে ও কোনও সুযোগ পায় না।

প্রত্যেকেই পানি থেকে উঠে আসে কাঁপতে কাঁপতে। ক্লাবহাউসে ক্যামেরা প্রস্তুত।

'তোমরা এখানে আসতে পারবে না, এটা প্রাইভেট।'

'কী ব্যাপার, ফিল, তোমার এমন কিছু আছে না কি যেটা নিয়ে তুমি লজ্জিত?' ডেভ জিজ্ঞেস করে। 'টট্রিদের ভিতরে আসতে দাও। আর তাদের ক্রুদেরও।'

অ্যান্ডি আচমকা উদ্বিগ্ন হয়ে দ্রুত শার্ট পরে আর সুইমসুট খোলার আগে শার্টের নিচের প্রান্তটা নিচের দিকে টেনে রাখে।

'ধর্মযাজিকার কৌতুক! ধর্মযাজিকার কৌতুক!'

গর্ডন চ্যাঁচায়। 'ধর্মযাজিকার কৌতুক বলা হচ্ছে, সবাই চুপ। একদা চারজন ধর্মযাজিকা ছিলো আর তারা এসেছিলো মুক্তাতোরণে...'

'চুপ করো, গর্ডন। এটা একটা ভদ্র ক্লাব,' কেউ একজন হাসে।

'আমার সময়ের আগে,' গর্ডন বলে সগর্বে।

কেৎলি থেকে শিষের আওয়াজ বেরোচ্ছে। ফিল যখন চা বানাচ্ছে, বেন তখন আমাকে আটকে রেখেছে আলাপচারিতায়। অবসর নেয়ার আগে বেন ছিলো একজন মিট ইন্সপেক্টর।

'আমি ডায়েটে আছি। শুধু পিয়ার্স খাচ্ছি,' সে গম্ভীর কণ্ঠে বলে। 'পিয়ার্স আর পানি।'

'কেমন বিস্বাদ শোনাচ্ছে,' আমি বলি।

'ছয় পাউন্ড পিয়ার্স।'

'কেন?' আমি জিজ্ঞেস করি, এটা তার দৈনিক না কি সাপ্তাহিক কোটা, নাকি এটুকুই মোট খাওয়ার অনুমতি আছে তার, তা কল্পনা করি— কিন্তু জানতে চাই না।

'প্রস্টেট।'

'ওহ।' আমি সহানুভূতির সঙ্গে বিড়বিড় করি, তবে উৎসাহ অনুভব করি না। 'আহ, চা। তোমাকে এক মগ এনে দিই, দাঁড়াও।'

সোনালি কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে আবেদন জানাচ্ছে। ফিল তার ওটামিল বিস্কুট চায়ে ডুবিয়ে অর্ধেকটা দেয় কুকুরটাকে।

পোশাক পরে সবাইকে বিদায় জানাই।

'সো লং, মাইক।' 'দেখা হবে আগামী সপ্তাহে।'

'বদমায়েশী করো না, সাথী।'

মাটি ও পানির ওপর বেশ নিচু দিয়ে উড়ে যায় তিনটে রাজহাঁস। দূরের পাড়ে একদল অশ্বারোহী সৈন্যকে দেখা যায়; তাদের শিরোস্ত্রাণ ও বর্ম রোদে ঝিলিক দিচ্ছে। আমার বাম দিকে তিন-ধনুক সেতুর ওপর যানবাহন থামে ও যায়। টিভি ক্রু দাঁড়িয়ে আছে ডাইভিং প্ল্যাটফর্মের ওপর, কিন্তু তিন তরুণীকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

BanglaBook.org

আমি হেঁটে আসি ব্রিজের নিচে, হ্রদ বরাবর। বেসওয়াটার রোডে এসে থামি একটু জল পান করার জন্য। জলের ফোয়ারার নিচে দুটো ভালুকের ছোট আকৃতির ব্রোঞ্জ মূর্তি, তারা খেলার ভঙ্গিতে একজন আরেকজনকে ধরে আছে। আমার মুখে হাসি ফোটে। জলপান করে ধন্যবাদ দেয়ার ভঙ্গিতে আমি তাদের মাথা চাপড়ে দিই, এবং ঘরের দিকে চলতে থাকি।

২.৩

আর্খাঙ্গেল কোর্টের সামনে একটা লন আছে বাক্সের মতো নিচু ঝোপ দিয়ে ঘেরা। কয়েকটা ফ্লাওয়ার-বেড, একটা ছোট জলাধার গোল্ডফিশের, একটা দীর্ঘকায় পবিত্র বৃক্ষ : আমাদের খণ্ডকালীন মালী, রবের এক জ্ঞাতিভাই, এই জায়গার দেখাশোনা করে। কথাবার্তায় সেও রবের মতোই।

আমি এই এক খণ্ড সবুজের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় দেখি ব্লেজার ও ট্রাউজার পরা এক নারী— বেশ দশাসই, পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স— হেঁটে আসছে পথ ধরে। আমি পলকে তার দিকে তাকাই এবং সে আমার দিকে। চিন্তা করি, আমরা বন্ধু সুলভ সম্ভাষণ বিনিময় করবো কিনা।

আমি পথে উঠতেই সে সরাসরি আমার দিকে তাকায়। 'ঘাসের ওপর দিয়ে তোমার হাঁটা উচিত বলে আমি মনে করি না,' সে বিশ্রী কণ্ঠে বলে।

আমি নিজে সামলাতে দু'এক সেকেন্ড সময় নিই। 'আচ্ছা, সব সময় হাঁটি না,' আমি বলি, 'তবে মাঝে মাঝে এটা খুব সুখকর বলে আমার মনে হয়। এ ব্যাপারে আপনার মতামতের জন্য ধন্যবাদ।'

একটু নীরবতা। আমরা পাশাপাশি হাঁটি। আমি তার জন্যে বাইরের কাচের দরোজা খুলে ধরি, কিন্তু আগে যেহেতু তাকে দেখিনি আর বেশি ভদ্রতা দেখাতেও ইচ্ছে করছে না তাই ভিতরের দরোজাটা খুলি না। আমার এক হাতে ব্ল্যাক ট্যাব, তবে তাকে তার ব্যাগ নিয়ে আগে ঢোকার জন্য অপেক্ষা করি। দুই স্তর কাচের মধ্যে স্যান্ডউইচের মতো অবস্থায় হয় আমাদের।

'একটা কথা,' আমি বলি, 'আপনি শুধু ওই কথাটুকু বলার জন্যই আমার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন মনে করলেন কেন?'

সে আগের মতোই কঠিন সুরে বললো, 'আমি ঘাসের কথা ভাবছিলাম কেবল।'

রব লবিতে তার ডেস্কে বসে আছে। সে ডেইলি মেইল থেকে মাথা তোলে, আমাদের দেখে এবং দরোজা খুলে দেয় বোতাম টিপে। মহিলা করিডোর ধরে হেঁটে যায় দূরের লিফটের দিকে। আমি কাছের লিফটার পাশে অপেক্ষা করি।

'বীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন?' রব আমার কাছে জানতে চায়।

আমাদের অদ্ভুত বাক্যবিনিময়ের কথা তাকে বলি, শুনে সে হাসে।

'ওহ, আচ্ছা, হ্যাঁ, বী, সে একটু ধারালো হতে পারে। তারা এখানে নতুন— সাসেক্স থেকে সপ্তাহে একবার এখানে আসে। লোকজন ঘাস মাড়িয়ে গেলে তার স্বামী সইতে পারে না। কয়েক দিন আগে সে আমাকে বলে, 'রব, বাচ্চারা ঘাসের ওপর খেলছে।' 'কী চমৎকার,' আমি বলি। যাই হোক, ঘাস কীসের জন্য?'

BanglaBook.org

কালো লেদার জ্যাকেট পরা একজন ডাকবাহক আসে।

'ছাব্বিশ নম্বরের জন্য একটা প্যাকেজ। আপনি এখানে একটা সই দিয়ে নেবেন পক্ষে?' সে রবকে জিজ্ঞেস করে, বোঝা যায় তার তাড়া আছে।

'ছাব্বিশ নম্বর— মানে মিসেস গোয়েটজ। উনি ভিতরেই আছেন— আপনি নিজে দিয়ে এলেই ভালো হয়। দূরের লিফটটা... ওহ, এতেই মনে পড়লো, মাইকেল। একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভার তোমাকে দেয়ার জন্য এটা রেখে গেছে। তুমি বাইরে ছিলে, তাই সে এখানেই রেখে গেছে।'

সে তার ডেস্কের নিচের তাকে হাত ঢোকায়। তারপর একটা শাদা প্লাস্টিকের ব্যাগ বের করে এনে আমার হাতে দেয়। আমি পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকি।

'তুমি ঠিক আছো তো?' রব জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ— হ্যাঁ,' আমি বলি, বসে পড়ি সোফার ওপর।

'খারাপ কিছু নয়, আশা করি, মাইকেল,' রব বলে। তার ফোন বাজে। সে ধরে না।

'খারাপ কিছুই নয়,' আমি বলি। 'আমি দুঃখিত... আমি বিশ্বাস করতেই পারছি না যে কেউ... সে কোনও চিরকুট বা কিছু রেখে যায়নি? কোনও কিছু বলেনি?'

'না, শুধু জানালো ওটা তুমি তার ট্যাক্সিতে ফেলে গিয়েছিলে, আর তোমার ঠিকানা খুঁজে পেয়ে সে খুবই আনন্দিত।'

'সে দেখতে কেমন?'

'আমি তেমনভাবে লক্ষ করিনি। শাদা। চশমা চোখে। চল্লিশের মতো। খাটো। দাড়ি-গোঁফ কামানো। তুমি চেক করতে চাইলে সিকিউরিটি ভিডিওটেপে তাকে দেখা যাবে। মাত্র কুড়ি মিনিট আগের ঘটনা।'

'না, না— এখন আমি উপরে যাবো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি উপরে যাও। অনেক কিছু তোমার কাছে, ওই রেকর্ডটা?' রব বলে, কিছুটা চমকিত।

আমি মাথা ঝাঁকাই, আর লিফটের বোতাম টিপি।

২.৪

সার্পেন্টাইনের ঘোলা পানি গা থেকে না ধুয়েই আমি স্ট্রিং কোয়ার্টেট চালু করে দিই। কামরাটা ভরে যায় শব্দে : এত পরিচিত, এত প্রিয়তম, এত ব্যতিক্রমী। শুরু থেকে একটা অবিমিশ্রতা দশ বার, সেখানে পিয়ানো উত্তর দিচ্ছে না ভায়োলিনের, ভায়োলিন নিজেই নিজের উত্তর দিচ্ছে, শেষ আলোড়নের শেষ নোটে যেখানে চেলো তৃতীয় বাজনার পরিবর্তে সাপোর্ট দিচ্ছে একেবারে নিচু, সবচেয়ে খোলা নোটে অসাধারণ সুন্দর সি মেজর কর্ডে। সূচনার মুহূর্ত থেকেই আমি এমন এক জগতে চলে যাই যেখানে মনে হয় আমার সব কিছুই চেনা আবার সবকিছুই অচেনা।

আমি কোয়ার্টেটের সঙ্গে সুর মেলাই এবং আমার হাত ঘুরে বেড়ায় সি মাইনর ট্রায়োর স্ট্রিংগুলোয়। বিটোফেন এখানে যা আমার তা লুট করেন, দিয়ে দেন আরেক ভায়োলিনে। ওখানে তিনি আমাকে দায়িত্ব প্রদান করেন আপার রিচে যা বাজাতে অভ্যস্ত

BanglaBook.org

ছিলো জুলিয়া। এ এক ঐন্দ্রজালিক অনুবাদ। আমি আবার এটা শুনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। দ্বিতীয় আন্দোলনে প্রথম ভায়োলিনই পিয়ানোর থিম গেয়ে যায়, আর বিন্যাসের বৈচিত্র্য নিয়ে যায় অদ্ভুত রহস্যময় দূরত্বে, যেন কোনও দিক থেকে বিন্যাসের বৈচিত্র্য এক মাত্রা অপসারিত, বহু রকম সম্মিলিত সুরের বিন্যাস, আবার পরিবর্তনও, সুরলহরির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় যা তাকেও ছাড়িয়ে যায়। ম্যাগিওয়ের সঙ্গে অবশ্যই আমি এটা বাজাবো, অবশ্যই। আমরা যদি একটা বন্ধুসুলভ ভায়োলা দিয়ে এটা বাজাই, পিয়ার্স নিশ্চয়ই আমার প্রথম বেহালা হওয়ায় কিছু মনে করবে না।

আমি এখনও জানি না ক্যাবচালক কীভাবে আমার ঠিকানা পেলো। একটা মাত্র সম্ভাবনার কথা আমি ভাবতে পারি যে, সে ব্যাগটা বা রশিদটা পরীক্ষা করেছিলো— হয়তো ওই দিনই সে হ্যারল্ড মুরসে ফিরে গিয়েছিল— ওখানকার কেউ রেকর্ডটা চিনতে পেরেছিল-- হয়তো নিচতলার বুড়োটার স্মরণ ছিলো যে আমি একটা অ্যাড্রেস কার্ডে ঠিকানা লিখে দিয়ে এসেছি। কিন্তু বেসওয়াটার কি এত দিন বাইরে ছিলো? হয়তো ছুটিতে? এবং সে এমন দয়ালুই বা হলো কিসে? আমি তার নাম জানি না, অথবা তার ট্যাক্সির নম্বর। তাকে খুঁজেও পাবো না আর ধন্যবাদও দিতে পারবো না। কিন্তু এই সঙ্গীতের কোথাও, আমার মনের মধ্যে অসংখ্য সঙ্গীত-বহির্ভূত স্মৃতির সঙ্গে, এই আশ্চর্য ঘটনাটারও একটা জায়গা থাকছে।

২.৫

আমি কার্ল কেলকে চিঠি লিখি : একটা বিদঘুটে চিঠি, তার অবসর গ্রহণে শুভ কামনা করে আর নিজের সম্পর্কে খুব কম কথা বলে। আমি অবশ্য বলি যে স্টকহোমে তিনি আমাদের অনুষ্ঠানে আসায় আর ছাত্রের জন্য লজ্জা না পাওয়ায় আমি খুশি। আমি জানি, যেমন তিনি চেয়েছিলেন সেই রকম ক্যারিয়ার গড়তে পারিনি, কিন্তু আমি সঙ্গীত সৃষ্টি করছি যা আমি ভালোবাসি। ভিয়েনার কথা ভাবলে আমার প্রথম দিনগুলোর কথাই মনে পড়ে। চিঠিতে আরও যোগ করি, আমি নিজের সঙ্গে নিজেকে মেলাই যদি, তবে তার কাছেই সে জন্য ঋণী, এবং তার প্রতি আমার অনুরাগ। বিপুল অংশে এটাই সত্যি।

তিনি ছিলেন একজন রগুড়ে : 'ওহ, তোমরা ইংরেজরা! Finzi! Delins! ওই রকম সঙ্গীতের চেয়ে কোনও সঙ্গীতবিহীন দেশে থাকাও অনেক ভালো।' এবং একজন আমুদে : যখন জুলিয়া আর আমি একবার তার জন্য বাজিয়েছিলাম, তিনি ওর প্রশংসা করেছিলেন যেন খুব কষ্ট হচ্ছে এমন ভঙ্গিতে। জুলিয়া বুঝতে পারতো না তার মধ্যে আমি দোষের কী পেয়েছি, তখন বা তার পরে। সে আমাকে ভালোবাসতো, হ্যাঁ, এটা সে একটা ধূলিকণা হিসেবে দেখতো আমার নিজের চোখে। কেলের সঙ্গে আমার যখন ম্যানচেস্টারে দেখা হয়, তখন তিনি কি একইভাবে আমাকেও উৎফুল্ল করেননি?

আমরা কেন নিজেদের মধ্যে তাকে কার্ল বলে ডাকি' কারণ এভাবেই সবচেয়ে বেশি প্রকাশ করা যেতো অপছন্দ করার বিষয়টা। 'হের প্রফেসর। হের প্রফেসর।' কিন্তু আমার এই বর্তমানে কেন এসব বিস্ময় আবার সামনে নিয়ে আসা?

ডিসেম্বর গভীর হয়। প্রথম দিকের এক সকালে আর্কাঙ্গেলের বাইরের পথে হাঁটছি, এমন সময় হঠাৎ থেমে দাঁড়াই। আমার থেকে দশ গজ সামনে একটা খ্যাকশেয়াল। সেটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাকিয়ে আছে একটা লরেল ঝোপের দিকে। আলো ধূসর,

BanglaBook.org

রাস্তার বাতি তীক্ষ্ণ ছায়া ফেলেছে। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম ওটা নিশ্চয়ই একটা বেড়াল। কিন্তু শুধু এক মুহূর্তের জন্য। আমার দম আটকে গেল। আধ মিনিট ওটাও নড়লো না, আমিও নড়লাম না। তারপর, কোনও কারণে, খ্যাকশেয়ালটা মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালো। কয়েক সেকেন্ড আমার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকলো। তারপর শান্তভাবে রাস্তা পার হয়ে পার্কের দিকে চলে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়াশার মধ্যে।

ভার্জিনিয়ে কয়েক সপ্তাহের জন্য নিওনসে যাচ্ছে পরিবারের সঙ্গে বড়দিন কাটাতে, কিছু সময় স্কুলের পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে কাটানোর জন্যে যাবে কয়েকটা জায়গায় : মন্টপেলিয়ার, প্যারিস, সেন্ট-মালো। আমি উপলব্ধি করি যে এটা একটা স্বস্তি।

তার ছোট কালো রঙের কা গাড়িতে সে যাচ্ছে এমন কল্পনা করি। আমার নিজের গাড়ি নেই। পিয়ার্স, হেলেন অথবা বিলি— আমাকে নিজেদের গাড়িতে করে পৌঁছে দেয় যখন শহরের বাইরে আমরা বাজাই। আমার ড্রাইভিং ভালো লাগে; হয়তো আমার একটা সেকেন্ডহ্যান্ড হলেও কেনা উচিত। কিন্তু বেশি টাকা বাঁচাতে পারি না বলে তেমন জমাও নেই, অনেক খরচ আছে যা নিয়ে আমাকে ভাবতে হয় : আমার মর্টগেজের মতো। আমার টনোনি ধার করা— কেতামাফিক ধার নিয়েছি, অনেক বছর ওটা আমার কাছে আছে, কিন্তু এই কাঠের টুকরোটার অধিকার আমাকে ফিরিয়ে দিতে কোনও কাগজ নেই। আমি এটা ভালোবাসি, আর এটা আমার প্রতি সাড়া দেয়, কিন্তু এটা মিসেস ফর্মবির, এবং তার ইচ্ছা অনুযায়ী, এটা আমার কাছ থেকে নিয়ে একটা কাবার্ডের মধ্যে রেখে দেওয়া যেতো, যেখানে ওটা পড়ে থাকতো বছরের পর বছর, কেউ বাজাতো না, কেউ ভালোবাসতো না, কেউ কথা বলতো না। অথবা তিনি শিগগিরই মারা যেতেন, আর ভায়োলিনটা চাপা পড়ে যেতো তার এস্টেটের মধ্যে। গত দুই শো সত্তুর বছর ধরে কী হয়েছে এটার? আমার পর কাদের হাতে যাবে এটা?

চার্চের ঘণ্টা বাজে আটটার সময়। আমি শুয়ে আছি বিছানায়। আমার শয়নকক্ষের দেয়াল ফাঁকা : কোনও তৈলচিত্র নেই, ঝোলানো নেই কিছু, নকশা তোলা ওয়ালপেপারও নেই : কেবল রং করা, শাদা ও ম্যাগনোলিয়া, আর একটা ছোট জানলা যেটা দিয়ে এভাবে শুয়ে আমি শুধু আকাশ দেখতে পাই।

২.৬

জীবন স্থির হয় এক রকম বহনযোগ্য নিঃসঙ্গতার মধ্যে। ওই রেকর্ড থেকে যা পাওয়া গেছে তাতে অনেক কিছু বদলে গেছে। আমি সোনাটা ও ট্রায়ো শুনি যা শোনা হয়নি ভিয়েনা ছেড়ে আসার পর। আমি বাখের ইংরেজি সুটস শুনি। আমার ভালো ঘুম হয়।

সার্পেন্টাইনে পানি জমে বরফের আকার নিতে শুরু করেছে, তা সত্ত্বেও ওয়াটার সার্পেন্টস সদস্যরা সাঁতার চালিয়ে যায়। আসল সমস্যা ঠাণ্ডা নয়, তা কোনওভাবেই শূন্যের নিচে নামতে পারে না, সমস্যা হলো তীক্ষ্ণধার ছোট ছোট বরফখণ্ড আর ভাসমান ছুঁচালো বরফ।

BanglaBook.org

সঙ্গীত সমালোচক নিকোলাস স্পেয়ার আমাকে আর পিয়ার্সকে দাওয়াত করে তার প্রাক-বড়দিনের পার্টিতে; মিন্স-পাই, কড়া পাঞ্চ আর নানা-প্রকার মুখরোচক গালগল্প মিলেমিশে যায় স্বয়ং নিকোলাসের বেসুরে বাজানো গ্র্যান্ড পিয়ানোর তালে গাওয়া ক্যারোলের সঙ্গে।

নিকোলাস আমাকে জ্বালাতন করে; তাহলে কেন আমি যাই তার বার্ষিক পার্টিতে? সেই বা কেন আমাকে দাওয়াত করে?

'ওহে প্রিয় বালক, আমি তোমার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ,' সে আমাকে বলে, তার চেয়ে মাত্র বছর দুয়েকের ছোট আমি, সুতরাং খুব স্বচ্ছন্দে তার প্রিয় বালক হতে পারি না। তাছাড়া, নিকোলাস সবার ব্যাপারেই আচ্ছন্ন সে পিয়ার্সের দিকে তাকায় কামনামদির চোখে।

'বার্বিকানে গতরাতে আমি মিলিত হয়েছিলাম এরিকা কাওয়ানের সঙ্গে,' নিকোলাস বলে। 'সে আমাকে বললো তোমাদের কোয়ার্টেট ক্রমশ উপরে উঠছে, তোমরা অনুষ্ঠান করছো সবখানে— লেইপজিগ, ভিয়েনা, শিকাগো, সে একজন ট্রাভেল এজেন্টের মতো নামগুলো বলে গেল। 'কী ভয়ানক,' আমি বললাম। 'আর ওদের এত চমৎকার সব ভেনু জোগাড় করে দাও তুমি কীভাবে?' 'ওহ,' সে বললো, 'সঙ্গীতে দুই ধরনের মাফিয়া আছে, ইহুদি মাফিয়া এবং গে মাফিয়া, আর ওই দুই শিবিরের মধ্যেই আমার ও পিয়ার্সের ঘাঁটি আছে।' সে এ কথা বললো।'

নিকোলাস এক রকম ঘোঁৎঘোঁতে হাসি হাসলো, তারপর লক্ষ করলো, পিয়ার্স মোটেও আমোদিত না হয়ে একটা মিন্স-পাইতে কামড় দিচ্ছে।

'এরিকা অতিরঞ্জিত করছে' আমি বলি। 'অধিকাংশ কোয়ার্টেটের মতো আমাদেরও সবকিছু অত্যন্ত অনিশ্চিত।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি,' নিকোলাস বলে। 'থ্রি টেনোর আর নিজেল কেনেডি ছাড়া আর সবার জন্য সবকিছু যন্ত্রণাদায়ক। আমাকে বলো না। ওটা যদি আবারও শুনি, আমি চিৎকার করবো।' তার চোখ রুমের মধ্যে ঘোরে। 'কোনও সময়ে আবার আমি তোমার বাজনা শুনবো। অবশ্যই শুনবো। দুঃখের কথা তোমার কোনও রেকর্ডিং নেই। সামনের মাসে তুমি উইগমোরে বাজাবে না?'

'তুমি আমাদের নিয়ে কিছু লেখ না কেন?' আমি বলি। 'আমি নিশ্চিত এরিকা তোমাকে অবশ্যই এটা বলেছে। আমি জানি না আমরা কেমন করে সুপরিচিত হচ্ছি। কেউ কখনও আমাদের নিয়ে রিভিউ করেনি।'

'এই সম্পাদকরা,' নিকোলাস বলে, 'তারা সবাই চায় আমরা অপেরা আর আধুনিক সঙ্গীত নিয়ে লিখি। তারা মনে করে চেম্বার মিউজিক হচ্ছে এক ধরনের ব্যাকওয়াটার। সত্যিকারের ভালো কোনও সুরকারের কাছ থেকে তোমার কোনও কাজ নেওয়া দরকার। রিভিউ পাওয়ার পন্থা ওটাই। তোমার সঙ্গে জেনসাইন চার্চের পরিচয় করিয়ে দেবো। ওই যে ওখানে সে। ব্যারিটোন আর ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের জন্য সে বিস্ময়কর একটা রচনা লিখেছে।'

'সম্পাদকরা?' পিয়ার্স তর্কে নামে। 'সম্পাদকরা নয় মোটেও। তোমার মতো লোকেরাই। যারা কেবল জাঁকজমক অথবা চলতি হাওয়াতেই আগ্রহী। তুমি কোনও ওছা মালের ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারে যাবে, তবু কোনও মহান কীর্তির কাছে যাবে না বিরক্তির কারণে কেননা সেটা ভালো।'

BanglaBook.org

নিকোলাস স্পেয়ার এই আক্রমণে তিরস্কার করে। 'তুমি যখন প্রেমকাতর হও তখন সেটা আমি খুব ভালোবাসি, পিয়ার্স,' সে উস্কানিমূলকভাবে বলে। 'আমি যদি উইগে আসি আর তোমার রিভিউ করি তাহলে কী বলবে তুমি? আর যদি ভবিষ্যৎ কনসার্টের ওপর আমার সাপ্তাহিক আলোকপাতে সেটার স্থান দিই?'

'আমি বোবা হয়ে যাবো,' পিয়ার্স বলে।

'আচ্ছা, আমি অঙ্গীকার করছি। আমার ওটা এক কথা। তুমি কী বাজাচ্ছো?'

'মোজার্ট, হেইড্ন, বিটোফেন,' পিয়ার্স বলে। 'আর তাদের মধ্যে একটা থিমগত যোগাযোগ আছে, তোমার কাছে যা চিত্তাকর্ষক লাগতে পারে। প্রত্যেক কোয়ার্টেটে আছে একটা fugal আন্দোলন।'

'fugal? বিস্ময়কর.' নিকোলাস বলে, তার মনোযোগ ঘুরছে। 'আর ভিয়েনায়?'

'সমস্ত শুবার্ট : Quartettsatz, Trout Quintet, স্ট্রিং কুইন্টেট।'

'ওহ, Trout,' নিকোলাস লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে। 'কী মিষ্টি। আমি Trout অপছন্দ করি। খুব বেশি কাউন্টি।'

'ফাক ইউ, নিকোলাস,' পিয়ার্স বলে।

'হ্যাঁ!' নিকোলাস উজ্জ্বল হয়ে বলে। 'আমি অপছন্দ করি। আমি অতিশয় অপছন্দ করি। ওটা আমাকে অসুস্থ করে ফেলে। এত বেশি kitsch. ওটা জানে সঠিক গতি কোনটা, আর সেগুলোই করে। আমি বিস্মিত যে কেউ এখনও ওটা বাজায়। না, দ্বিতীয়বার চিন্তা করলে, আমি বিস্মিত নই। লোকজনের কানের পরীক্ষা করানো উচিত। প্রকৃতপক্ষে, পিয়ার্স, তুমি কি জানো, তোমার কান দুটো অনেক বেশি বড়। আচ্ছা, যা বলছিলাম, আমি স্নব নই— আমি প্রচুর লঘু সঙ্গীত পছন্দ করি— কিন্তু...'

পিয়ার্স, প্রচন্ড ক্রুদ্ধ, এক গ্লাস গরম পাঞ্চ ঢেলে দেয় তার আমন্ত্রণকারীর মাথার ওপর।

২.৭

হেলেনের বাড়িতে পর দিন আমাদের একটা রিহার্সেল আছে। ভাই আর বোন দুজনকেই হতোদ্যম দেখাচ্ছে। পিয়ার্সের আচরণে এ অবস্থা তৈরি হয়েছে। নিকোলাস স্পেয়ারকে অপদস্থ করার জন্য পিয়ার্সকে তিরস্কার করছে হেলেন, বিশেষ করে নিকোলাস আমাদের নিয়ে রিভিউ করার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর ওই রকম আচরণ করা। কিন্তু, পিয়ার্স বলে, নিকোলাস অতীতেও অনেকবার একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু তা পূরণ করেনি, সবসময় সে পিঠ বাঁচিয়ে চলে নিজের পবিত্র সম্মানের মাধ্যমে, রিভিউ না করা কনসার্টের পর এক-দুই মাস পিয়ার্সকে সে এড়িয়ে গেছে, তারপর এমন ভাব করেছে যেন কিছুই ঘটেনি।

'তুমি Trout এত পছন্দ করো আমি জানতাম না,' আমি ওকে বলি।

'হ্যাঁ, করি,' পিয়ার্স বলে। 'সবাই মনে করে এটা যেন এক রকম ডাইভারটিমেন্টো— কিংবা তার চেয়েও বাজে।'

'আমিও অনুভব করি এটা বেশ দীর্ঘ এক আলোড়ন,' আমি বলি।

'হেলেন, আমি কি এক কাপ চা পেতে পারি, দয়া করে,' পিয়ার্স বিড়বিড় করে বলে। 'যতো বেশি গরম হবে ততো বেশি ভালো।'

BanglaBook.org

'আমি এনে দিচ্ছি,' আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠি। 'মনে হচ্ছে বিলি বরাবরের মতোই দেরিতে আসবে। এবার তার অজুহাত কী? বউ, বাচ্চা, না কি সেন্ট্রাল লাইন?'

'সে ফোন করেছিলো,' হেলেন বলে। 'চেলো ঢোকাতে পারছিলো না বাক্সের মধ্যে। কাঁটার জন্য সমস্যা হচ্ছিলো। কিন্তু এখন সে রাস্তায়। যে কোনও মুহূর্তে এখানে এসে পড়বে।'

'ওটা আসল একটা,' পিয়ার্স বলে।

বিলি এসেই জোর গলায় ক্ষমা চাইলো আর ঘোষণা করলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে তার আলোচনা করার আছে। আমাদের উইগমোর হলের অনুষ্ঠানে কাঠামোগত কিছু করতে হবে। সে সারা দিন এ নিয়ে ভাবছে। তাকে অত্যন্ত সমস্যাপীড়িত দেখাচ্ছে।

'আমাদের বলো, বিলি,' পিয়ার্স ধৈর্যশীল কণ্ঠে বলে। 'একটা ভালো কাঠামোগত বিষয় নিয়ে আলোচনার চেয়ে উপভোগ্য আর কিছুই নেই আমার কাছে।'

'দেখ, পিয়ার্স, তুমি সন্দেহ প্রবণ হওয়ার জন্য স্থিরচিত্ত।'

'কাজের কথায় এসো, বিলি,' আমি বলি।

'আচ্ছা, তোমরা জানো,' বিলি বলে, 'পর্যায়ক্রমে হেইডন, মোজার্ট আর বিটোফেন বাজানোর ফলে আমরা নবগুলোর কি রিলেশন একাকার করে ফেলছি। এটা পুরোপুরি বিভ্রান্তি। প্রথমে তিনটে শার্প, তারপর একটা, তারপর চারটে। এতে অগ্রগমন নেই, একেবারেই নেই, এতে দর্শক-শ্রোতারা কাঠামোগত অবসাদ অনুভব করতে বাধ্য।'

'ওহ, না!' পিয়ার্স বলে। 'কী ভয়ানক। এখন যদি একটা সাড়ে তিন শার্প আমাদের লিখে দেন মোজার্ট...'

হেলেন আর আমি হাসি। বিলি যোগ দেয় দুর্বলভাবে।

'আচ্ছা?' বলে পিয়ার্স।

'কেবল মোজার্ট আর হেইডনের অবস্থানটা বদলে দিতে হবে,' বিলি বলে। 'তাতেই সমস্যা মিটবে।'

'কিন্তু, বিলি, মোজার্টের ওটা লেখা হয়েছিলো হেইডনের পর,' হেলেন বলে।

'হ্যাঁ,' পিয়ার্স বলে। 'দর্শক-শ্রোতাদের কালপঞ্জিগত অবসাদের ব্যাপারটা কী, অ্যাঁ?'

'আম জানতাম তোমরা এ কথা বলবে,' বিলি বলে। 'তাই আমি এর সমাধানও বের করেছি। হেইডন এ মেজর বদলে দাও। পরের একটা হেইডন বাজাও, যেটা মোজার্টের পরে লেখা।'

'না,' আমি বলি।

'কোনটা?' হেলেন বলে। 'কৌতূহল থেকে জানতে চাইছি।'

'ওপাস ৫০-এর মধ্যে, ওটা এফ শার্প মাইনরে আছে,' বিলি বলে। 'এতে তিনটে শার্পও আছে, কাজেই কিছুই বদলাতে হবে না। এটা ভীষণ চিত্তাকর্ষক। এতে আছে সবরকম— ওহ, হ্যাঁ, এতেও আছে একটা শেষ fugal আলোড়ন, সুতরাং কোনওভাবেই কনসার্টের সার্বিক থিমের বিচ্যুতি ঘটবে না।'

'না, না, না!' আমি বলি। 'সত্যিই, বিলি, শার্পের পর্যায়ক্রম নিয়ে দর্শকদের আদৌ মাথাব্যথা নেই।'

BanglaBook.org

'কিন্তু আমার আছে,' বিলি বলে। 'আমাদের সবার তা থাকা উচিত।'

'এতে কি একটা আলোড়ন আছে যা ছয় শার্পে যায়?' পিয়ার্স জিজ্ঞেস করে। 'ছাত্র হিসেবে একবার এটা বাজানোর কথা আমার মনে পড়ে। সেটা ছিলো এক দুঃস্বপ্ন।'

'যে কোনও দিক থেকেই আমি নিশ্চিত এখন আর উইগমোরের অনুষ্ঠানে পরিবর্তন আনার সময় নেই,' আমি তাড়াতাড়ি করে বলি। 'সম্ভবত সব ছাপা হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা, ওদের ফোন করে খবর নেয়া যাক,' বিলি বলে।

'না, না!' আমি বলি। 'না। রিহার্সাল শুরু করা যাক। এর পুরোটা খামোখাই সময় নষ্ট।'

অন্য তিনজন আমার দিকে তাকায়। বিস্মিত।

'আমি এ মেজর পছন্দ করি,' আমি বলি। 'আমি ওটা বাদ দেবো না।'

'উহ,' বিলি বলে।

'ওহ,' পিয়ার্স বলে।

'আহ,' হেলেন বলে।

'না, আমি বাদ দেবো না। আমি যতোদূর জানি, হেইডন এই কনসার্টের হাইলাইট। বস্তুত এটা আমার সর্বকালের প্রিয় স্ট্রিং কোয়ার্টেট।'

'ওহ, ঠিক আছে, ব্যাপারটা কেবল একটা আইডিয়া মাত্র,' বিলি বলে, ভদ্রভাবে পিছু হটে, উন্মাদের কাছ থেকে যেমন সরে যায় লোকজন।

'সত্যিই, মাইকেল?' হেলেন বলে। 'সত্যিই?'

'সর্বকালের?' জানতে চায় পিয়ার্স। 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্ট্রিং কোয়ার্টেট?'

'আমি দাবি করিনি এটা সর্বশ্রেষ্ঠ,' আমি বলি। 'তুমি জানো এটা সর্বশ্রেষ্ঠ নয়— সর্বশ্রেষ্ঠ বলতে যাই বোঝাক না কেন, আমি তার পরোয়া করি না। এটা আমার প্রিয়, আর আমার কাছে সেটাই সব। কাজেই মোজার্ট আর বিটোফেনের থেকে রেহাই নেয়া যাক যদি তোমরা পছন্দ করো। আর হেইডন বাজানো যাক তিনবার। তাহলে আর কোনও রকম কাঠামোগত অথবা কালপঞ্জিগত অবসাদ ঘটবে না আদৌ— এবং এঙ্কোরেরও দরকার হবে না।'

কয়েক সেকেন্ড নীরবতা।

'ওহ,' বিলি আবার বলে।

'আচ্ছা,' পিয়ার্স বলে। 'পেয়েছি আমরা। অনুষ্ঠানে পরিবর্তন নয়— ভেটো দিয়েছে মাইকেল। দুঃখিত, বিলি। অবশ্য, প্রকৃতপ্রস্তাবে, আমি অতোটা দুঃখিত নই।'

'এঙ্কোরের কথা বলছো,' হেলেন বলে। 'আমরা কি আমাদের রহস্যজনক পরিকল্পনায় সেঁটে থাকবো? অডিয়েন্সের জন্য এটা বেশ হতভম্বের হবে, কিন্তু, বিলি, ওটা তোমার আইডিয়াগুলোর একটা যা সত্যিই বুদ্ধিদীপ্ত।'

'হ্যাঁ, বুদ্ধিদীপ্ত, বিলি,' আমি বলি। 'অমন এক কনসার্টের পর, আর ভালো কী হতে পারতো?'

BanglaBook.org

বিলি চুপ করে যায়।

'আচ্ছা,' পিয়ার্স বলে, 'একমাত্র মাইকেলই ওই এঙ্কোরের কঠিনতম কাজটা পাচ্ছে, আর সে যদি এ আইডিয়া পছন্দ করে, তাহলে চলো এগোনো যাক। কিন্তু এটা সত্যিই আমরা আনতে পারবো কি না আমি জানি না।' একটু থেমে দম নেয় সে। 'ওটা নিয়ে কাজ করেই আজ শুরু করা যাক। মাইকেলের ওই একটা নোট ছাড়া, যেটাই সমস্যা রয়েছে। এভাবে আমরা ওর ভার নামিয়ে দেয়ার আগে আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা ধারণা পাবো।'

বিলির চেহারা দেখে মনে হয় সে যেন কিছু বলবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না বলে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানায়।

সুতরাং সুর বেঁধে নিয়ে আমরা আধ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চার-মিনিটের এঙ্কার অনুশীলন করি। আমরা এর অদ্ভুত, মর্মস্পর্শী, অপার্থিব সৌন্দর্যে মগ্ন হয়ে যাই। সময়ে সময়ে আমি শ্বাস নিতেও ভুলে যাই। কোয়ার্টেট হিসেবে এমন কিছু আগে কখনও আমরা বাজাইনি।

২.৮

বড়দিনের আর তিনদিন বাকি। আমি উত্তরে যাচ্ছি।

ট্রেন যাত্রীতে পূর্ণ। ইউস্টন স্টেশনের বাইরে রেলের কি একটা ত্রুটির জন্য আধ ঘণ্টা বিলম্ব। যাত্রীরা ধৈর্য সহকারে বসে আছে, পড়ছে, কথা বলছে, জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে ওপাশের দেয়ালের দিকে।

ট্রেন ছাড়ে। ক্রসওয়ার্ডের ঘরগুলো ভর্তি হয়। চায়ের কাপ। একটা শিশু চিৎকার করে কাঁদে। মোবাইল ফোনের বিপ। পেপার ন্যাপকিনের শব্দ। জানলার বাইরে ধূসর দিন কালো হয়ে আসে।

স্টোক-অন-ট্রেন্ট, ম্যাকল্‌সফিল্ড, স্টকপোর্ট; এবং অবশেষে, ম্যানচেস্টার। বাতাসবিহীন হিসেল দিন। আমি এখানে। গড়িমসি করছি না। রচডেলে যাওয়ার জন্য বুক করে রাখা গাড়িটা নিই। এটা বাড়তি খরচ, কিন্তু মুরস এলাকায় যখনই চাই ঘোরার এবং মিসেস ফর্মবিকে গাড়িতে নিয়ে একটু বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ পাবো এতে।

'আমাদের সব গাড়ি অ্যালার্মড,' মেয়েটা বললো প্রশস্ত ম্যানকুনিয়ানে। সে গাড়ির চাবি দিতে দিতে আমার ঠিকানাটা এক নজর দেখে নিলো। এর মধ্যেই অনুভব করি আমার নিজের উচ্চারণ ভঙ্গি ফিরে আসছে।

আমি গাড়ি চালিয়ে অতিক্রম করে যাই পিকাডিলি স্কয়ার, একটা কাচের ও কালো রঙের দালান যেখানে এক সময়ে অফিস ছিলো ডেইলি এক্সপ্রেস পত্রিকার, অতিক্রম করে যাই হাবিব ব্যাংক ও অ্যালাইড ব্যাংক অফ পাকিস্তান, কাপড়চোপড়ের অয়্যারহাউস, একটা ইহুদি জাদুঘর, একটা মসজিদ, একটা গির্জা, একটা ম্যাকডোনাল্ডস, সনা, সলিসিটর, পাব, ভিডিও শপ, বুট, বেকারি, স্যান্ডউইচ বার, কাবাব হাউস... অতিক্রম করে যাই ট্রান্সমিটার ও রিসিভারের যন্ত্রপাতি লাগানো ধূসর রঙের একটা টেলিকম টাওয়ার। আমি গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে যেতে থাকি যতক্ষণ না ম্যানচেস্টারের প্রান্ত ছাড়িয়ে এসে চোখে পড়ে সবুজের সীমা, এবং অন্ধকার হয়ে আসা মাঠের মধ্যে দেখতে পাই একটা ঘোড়া, দুই-একটা খামারবাড়ি, পাতাঝরা চেস্টনাট ও প্লেন গাছ, অন্ধকার পেনাইন শৈলশাখা যা আশ্রয় দেয় আমার জন্মশহরকে।

BanglaBook.org

আমার রচডেলের স্কুলবন্ধুরা সবাই বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছে। এখানে রয়ে গেছে আমার বাবা, জোয়ান ফুফু, মিসেস ফর্মবি আর একজন বৃদ্ধ জার্মান শিক্ষক ড. স্পার্স। এরা ছাড়া এই শহরে আমার আর কোনও বন্ধন নেই। তা সত্ত্বেও এই শহরের ধীর অবক্ষয় আর মৃত্যুতে আমি শীতল বিমর্ষতা অনুভব করি।

বাতাসে মেঘ সরিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যেতে পারতো। খুবই শান্ত একটা দিন। তবে তুষারপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। আমরা তিনজন আগামীকাল দুপুরের খাবার খেতে যাবো ওউড বেটসে। ক্রিসমাস ইভে যাবো গির্জায়। বক্সিং ডেতে মিসেস ফর্মবিকে গাড়িতে করে নিয়ে যাবো ব্ল্যাকস্টোন এজে। কবরখানা দেখতে যাবার ইচ্ছা আমার নেই। আমি কিছু সময় এই অ্যালার্মড ও সেন্ট্রালি-লক্‌ড শাদা রঙের টয়োটার মধ্যে বসে থাকবো কারপার্কে যেখানে একদা আমরা বাস করতাম এবং সমতল ও, আশা করি, তুষারাবৃত আমার মায়ের জীবনের এই স্থানটায়— তার প্রিয় ফুল— একটা শাদা গোলাপ রেখে যাবো।

২.৯

আমার বাবা সা-সাকে কোলে নিয়ে বসে আছে আর ঝিমুচ্ছে। গত দুদিন সে আবহাওয়ার চাপে আছে। আমাদের ওউড বেটসে যাওয়ার পরিকল্পনা বড়দিনের পর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। বাবা এই সন্ধ্যায় গির্জা পর্যন্ত যেতেও অনিচ্ছুক, জোয়ান ফুফুর ধারণা সে অলসতা করছে।

সামনের ছোট রুমটা হোলি ও মিসলটো দিয়ে সাজানো হয়েছে। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর থেকে ক্রিসম্যাস ট্রি রাখা হয় না। বাড়ি ভর্তি শুধু কার্ড।

অল্প কিছু মানুষ দেখা করতে আসে : আমার মা-বাবার অথবা জোয়ান ফুফুর পুরনো বন্ধুবান্ধব, আমাদের যখন দোকান ছিলো সেই সময় থেকে যারা আমাদের চিনতো সেইসব মানুষ, আমাদের প্রতিবেশীরা। আমার ভাবনা ঘুরে বেড়ায়। আমাদের পাশের প্রতিবেশী মারা গেছে লিভার ক্যানসারে। ইরেন জ্যাকসন বিয়ে করেছে এক ক্যানাডিয়ানকে কিন্তু বিয়েটা টিকবে না। মিসেস ডেইজির ভাইয়ের মেয়ের চার মাসের মাথায় গর্ভপাত হয়েছে। সুসি প্রেনটিসের দোকানের সামনের অংশে গত মাসে একটা গাড়ি আঘাত করেছিলো, কিন্তু সেটাও যেন যথেষ্ট ছিলো না, তার বান্ধবীকে নিয়ে ভেগে গেছে তার স্বামী, ওই বান্ধবীটা একেবারেই শাদামাটা, আর তাদের সন্ধান পাওয়া যায় স্কানথর্পের একটা হোটেলে।

'স্কানথর্প!' জোয়ান ফুফু চেঁচিয়ে ওঠে, সজীব হয়ে, আবার নিরানন্দে।

সা-সা আর আমি স্থির থাকি না। বাইরে হেঁটে বেড়াই। দেয়ালের নিচে একটা রবিন পাখি ঘুরছে। তীব্র বাতাসে আমার মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়। সা-সা মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকে রবিনটার দিকে।

জুনিয়র স্কুলে থাকার সময় আমি দুটো শাদা ইঁদুর কিনেছিলাম। আমার মা ওগুলো দেখে আতংকিত হয়ে পড়েছিলো, ওগুলো বাড়িতে রাখতে দেয়নি। তাই বাইরে

BanglaBook.org

ডাস্টবিনের কাছে পুরনো একটা টয়লেটে জায়গা হয়েছিলো ইঁদুর দুটোর। এক সকালে আমি আতংকজক একটা দৃশ্য দেখতে পাই। একটা ইঁদুর মারা গেছে। অন্যটা তখন ওটার মাথা খেয়ে ফেলেছে।

সা-সা ঘাড় নিচু করে এবং গুড়ি মেরে সামনে এগোয়। প্রতিবেশীর বামন ভূত হাসে অবিচলিত ভাবে।

২.১০

আমাদের দোকানটা যখন ছিলো, তখন বড়দিন ছিলো জটিল আর ব্যস্ত একটা সময়। প্রায় সবাই শেষ মুহূর্তে নিজ নিজ টার্কি সংগ্রহ করতে চাইতো— কিংবা তাদের তা ডেলিভারি দিতে হতো। টিনেজার হিসেবে ডেলিভারির কাজটা করতে হতো আমাকেই। আমি বাইকে এক একবারে দুটো করে নিতে পারতাম (একটার চেয়ে দুটোয় ভারসাম্য বজায় রাখা সবসময় বেশি সহজ হতো), সামনে তারের ঝুড়ি লাগানোর জন্য বাবা প্রায়ই পরামর্শ দিলেও আমি তা শুনতাম না। আমি যখন কোনওভাবে আমার কাজ করতে পারছি, তখন আমার বাইকের সৌন্দর্য নষ্ট করবো কেন, আমার রেডিওটার পরেই যা আমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ?

বিশাল কাঠের রিফ্রিজারেটর— একটা ফ্রিজের চেয়ে সেটা বেশি মনে হতো ওয়ার্ডরোব, সেলারের পুরো একটা দেয়াল জুড়ে ছিলো ওটা— ডিসেম্বর মাসে পূর্ণ থাকতো গোলাপি রঙের কার্কাস ফলে। ওটা বন্ধ করার সময় বিপুল যান্ত্রিক শব্দ হতো। আর বাম দিকের নিচে মটর পূর্ণোদ্যমে চলতো তখন যে শব্দ হতো তা উপরের শোবার ঘরে পর্যন্ত চলে আসতো।

আমার ষষ্ঠ জন্মদিনে, যখন আমি বন্ধুদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিলাম, তখন স্থির করি যে ফ্রিজটা হলো পালিয়ে থাকার উপযুক্ত জায়গা। আমি দুটো সোয়েটার গায়ে চাপাই, হামাগুড়ি দিয়ে ওটার মধ্যে ঢুকি, আর একটু চেষ্টার পর ভিতর থেকে টেনে দরোজাটা বন্ধ করি। অন্ধকার ও বরফ হয়ে আসা জায়গাটায় কয়েক সেকেন্ড থাকার পর আর সহ্য করতে পারি না। আমি বেরিয়ে আসতে চাই। কিন্তু আমার জানা ছিলো না যে, দরোজাটা একবার আটকে গেলে ভিতর থেকে খোলা যাবে না।

আমার করাঘাত আর চিৎকার প্রায় চাপা পড়ে যাচ্ছিলো মটরের গর্জন আর খেলার হৈচৈয়ের মধ্যে। তবে দুই মিনিটের মধ্যে উপরের কামরার কেউ আমার চিৎকার শুনতে পেয়েছিলো এবং আমাকে উদ্ধার করেছিলো। আমাকে ফ্রিজ থেকে বের করে আনার পরও আতংকে চিৎকার করছিলাম, কোনও কথা বলতে পারছিলাম না। পরবর্তী কয়েক মাস এ ঘটনা নিয়ে ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখতাম, ঘুম ভেঙে যেতো, ঘামতো সারা শরীর।

খাদ্য নিয়ে আমার প্রথম বড় ধরনের বিদ্রোহেও এই ফ্রিজের একটা ভূমিকা ছিলো। তখন আমার বয়স দশ বা ওইরকম, বাবা আর আমি ভ্যান নিয়ে চলে যেতাম একটা টার্কি খামারে কিছু টার্কি সংগ্রহ করতে। সেখানে দেখলাম কয়েকটা টার্কির মাথা কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে, কয়েকটার পালক উপড়ে ফেলা হয়েছে, কয়েকটা তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখিগুলো প্রাণহীন মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে আমাদের ফ্রিজে জমা

BanglaBook.org

হবে— এই চিন্তায় আমি এতটা বিমর্ষ হয়ে পড়ি যে আমি প্রতিজ্ঞা করি আমার বড়দিনে টার্কি খাবো না, তখন এবং আর কোনও দিন। এক বড়দিনে আমি সে প্রতিজ্ঞা রাখি।

জোয়ান ফুফুর আমলে আমার মায়ের আপেল সসের জায়গা নিয়েছে ক্র্যানবেরি সস। বাবা এ নিয়ে অভিযোগ করে। আপেল সস ছাড়া কখনও বড়দিন হয় না, ক্র্যানবেরি সস আমেরিকান আমদানি, এটা খুব বেশি কটু, তার হজমে গোলমাল হয়।

এ বছর বড়দিন একেবারে শাদামাটা হচ্ছে না যাহোক, মোটামুটি যে রকম হয়। তবে শাদা রাম সসের সঙ্গে ক্রিসম্যাস পুডিং দিয়ে প্রচুর পরিমাণে খাওয়ার পর আমি উজ্জীবিত হয়ে উঠি। জোয়ান ফুফু কয়েক বছর আগে চেষ্টা করেছিলো এটার ব্র্যান্ডি বাটার চালু করতে, কিন্তু সফল হয়নি। আমি এক বোতল শ্যাম্পেন এনেছি, বাবা তার থেকে বেশ কয়েক গ্লাস খেয়ে ফেলেছে।

'একটু যা তুমি ভালো বলে কল্পনা করো তাতে তোমার ভালোই হয়,' বাবা বলে।

'হ্যাঁ,' জোয়ান ফুফু বলে, 'আর আমি মনে করি, যতো বেশি ভালো চিন্তা করবে ততো বেশি তোমার ভালো হবে।'

'আমার হার্টের জন্য এটা ভালো,' আমার বাবা বলে। 'ওটা তোমার সার্পেন্টিস নয়?' বাবা জিজ্ঞেস করে টিভির দিকে আঙুল তুলে।

হ্যাঁ, খবরে এসেছে ওয়াটার সার্পেন্টিস, বাৎসরিক শত-গজ বড়দিনের সাঁতারে তাদের দেখা যাচ্ছে। পুরনোদের প্রায় অর্ধেকই সেখানে আছে, কিন্তু ডাইভিং বোর্ডে পুরো ওয়ান-টাইমাররা জড়ো হয়েছে। সেখানে ভিড় জমেছে, লোকজন চিৎকার করে উৎসাহ জোগাচ্ছে। এ সময় এখানে থাকতে পারায় আমি খুশি, সা-সার কানের পিছনে টোকা মারছি সেই আনন্দে। আমি অলসভাবে কল্পনা করি, আমাদের অংশটা কখন দেখাবে। হয়তো এরই মধ্যে দেখানো হয়ে গেছে।

'ম্যাগি রাইসকে আমি কখনও ক্ষমা করিনি,' জোয়ান ফুফু বলে, তার চোখ টিভির ওপর।

'কী বললে, ফুফু?'

'ম্যাগি রাইস। আমি কখনও তাকে ক্ষমা করিনি।'

'তার কী ক্ষমা করতে পারোনি?'

'হুইট ফ্রাইডে প্রতিযোগিতায় সে আমাকে ধোঁকা দিয়েছিলো।'

'না!'

'তার অজুহাত ছিলো যে আমি আগে দুইবার জিতেছি। এরপর আমি আর কখনও তার সঙ্গে কথা বলিনি।'

'তখন তোমার বয়স কতো ছিলো?'

'সাত।'

'ওহ।'

'কখনও ভুলিনি, কখনও ক্ষমা করিনি,' জোয়ান ফুফু তৃপ্তির সঙ্গে বলে।

'তারপর তার কী হয়েছে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'জানি না। জানি না। হয়তো সে মারা গেছে। খুব সুন্দর একটা মেয়ে, সত্যিই।'

'সত্যিই সুন্দর ছিলো?' আমি জিজ্ঞেস করি। ভীষণ ঝিমুনি অনুভব করছি।

জোয়ান ফুফু বাবার দিকে তাকায়, মুখে তৃপ্তির অভিব্যক্তি নিয়ে বাবা মাথা নামিয়ে রেখেছে।

BanglaBook.org

'ওর বাবার একটা দোকান ছিলো ড্রেক স্ট্রিটে,' জোয়ান ফুফু কথা চালিয়ে যায়। 'কিন্তু ড্রেক স্ট্রিটের চিহ্ন আর নেই। আর ওরা চ্যাম্পনেস হলটাও বিক্রি করে দিয়েছে।'

'আমি একটু হেঁটে আসি,' আমি বলি। 'আমি হয়তো এ বছর রানীর বক্তৃতা শুনবো না।'

'ওহ, ঠিক আছে,' জোয়ান ফুফু আমাকে অবাক করে বলে।

'আমি হয়তো তোমার বড়দিনের পুডিং থেকে কিছুটা নিয়ে দেখা করতে যাবো মিসেস ফর্মবির সঙ্গে।'

'তার স্বামী কাউন্সিলের সঙ্গে ছিলো,' আমার বাবা বলে, তার চোখ তখনও বন্ধ।

'আমি এক বা দুই ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবো,' আমি বলি।

২.১১

দরোজায় আমাকে দেখে মিসেস ফর্মবির মুখে খুশির হাসি ফোটে। সে অতিশয় সচ্ছল আর কদাকার এক নারী। চোখে পুড়িকাচের চশমা। তার স্বামী কয়েক বছর আগে মারা গেছে, সেও ছিলো ভীষণ কদাকার, তবে ছোটবেলায় তাকে খুব কমই আমি দেখেছি। আমার কাছে তারা ছিলো ভীষণ আকর্ষনীয় এক জুটি। ভদ্রলোক তার যৌবনে ছিলো একজন রোলার-স্কেটিং চ্যাম্পিয়ন, আর ভদ্রমহিলা ছিলো একটা অর্কেস্ট্রার বেহালাবাদিকা, যদিও তারা কখনও তরুণ ছিলো এমন কল্পনা করাও কঠিন, সেই ছোটবেলা থেকেই তাদের আমি বৃদ্ধ দেখছি। উজ্জ্বল পুষ্পশোভিত বড় একটা বাগানওয়ালা বিশাল স্টোন হাউসে তারা থাকতো, সেটা ছিলো আমাদের ছোট ছোট বাড়ি আর দোকানযুক্ত মহল্লাটার খুব কাছেই। কীভাবে তাদের মিলন হয়েছিলো, কোত্থেকে তাদের সম্পদ এসেছিলো, কিংবা ভদ্রমহিলার স্বামী কীভাবে কাউন্সিলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো, এসব সম্পর্কে এখনও কোনও ধারণা নেই আমার।

'হ্যালো, মাইকেল, আজ তোমাকে দেখে ভীষণ খুশি হলাম। আমি তো ভেবেছিলাম তুমি কাল আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'লাঞ্চের পর হাঁটতে বেরিয়েছি।'

'কী ওটা? আমার জন্য এনেছো?'

'আমার ফুফুর বানানো একটু ক্রিসম্যাস পুডিং। কতো সপ্তাহ জুড়ে প্রস্তুতি, আর কয়েক সেকেন্ডেই শেষ। একেবারে মিউজিকের মতো।'

ফর্মবিদের কোনও সন্তান নেই। নিজেদের পরিবারে আমি একমাত্র সন্তান হওয়ায় সেখানেও আমার বয়সী সঙ্গীসাথী কেউ ছিলো না। মিসেস ফর্মবি আমাকে তার সন্তানের মতো নিয়েছিলো। সেই আমাকে রোলার-স্কেট শিখিয়েছিলো এবং আমার বয়স তখন নয়, বেল ভুর 'মেসিয়াহ' শুনতে নিয়ে গিয়েছিলো আমাকে।

'আমার ভাইপো আর ওর পরিবারের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে? আমরা মাত্র ডিনার শেষ করলাম। কিন্তু আমাদের পুডিংটা এম অ্যান্ড এসের। তুমি আমাদের সঙ্গে কিছু পান করে যাও কেন?'

'আমি একটু হেঁটে বেড়াতে বেরিয়েছি, মিসেস ফর্মবি।'

'ও, না, না, না, মাইকেল, ও কিছু নয়, তুমি ভিতরে এসো তো এখন।'

BanglaBook.org

ভাইপো লোকটা টেকো, থলথলে, বয়স প্রায় পঞ্চাশ, চেশায়ারের একজন চার্টার্ড সার্ভেয়ার, আমার সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময়ের সময় বললো, 'ওহ, হ্যাঁ, সেই বেহালাবাদক।' মনে হলো সে আমাকে ঠিক মেনে নিতে পারেনি। বউটা তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, তার দুই হাত জুড়ে তিনটে মেয়ে-শিশু যারা কোন চ্যানেল দেখা হবে তা নিয়ে চুল ধরে টানাটানি করছে।

আমার হাতে এক গ্লাস ওয়াইন দেয়া হয়েছে। মিসেস ফর্মবি একটা আরামদায়ক হাতলওয়ালা চেয়ারে গুছিয়ে বসে, হৈচৈয়ের মধ্যেও সে শান্ত। ভদ্রতা বজায় রেখে যতোটা দ্রুত সম্ভব আমি ওয়াইন পান করে বিদায় নিই।

আমি এখন আমাদের পুরনো মহল্লার খুব কাছেই এসে পড়েছি। পথে মানুষজন খুব কম। যেখানে আমাদের দোকানটা ছিলো সেই কারপার্কের দিকে চলতে লাগলো আমার পা। আজ ওটা খালি থাকারই কথা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কোনও কিছু আমাকে থামিয়ে দেয়, আর আমি অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি, উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দিহান, অশান্তিময় ভাবনারঅবরোহণে শংকিত।

আমার মনের ভিতর শুনতে পাই এক অনন্যসাধারণ সুন্দর শব্দ। আমার বয়স নয়। আমি বসে আছি মিস্টার ও মিসেস ফর্মবির মাঝখানে সমঝদারের মতো। আমাদের চারপাশের সব আসনে লোকজন কথা বলছে। সার্কাস রিঙে প্রবেশ করে হাতি বা সিংহ নয়, এক দল নারী-পুরুষ, তাদের অনেকের হাতে চমকপ্রদ বাদ্যযন্ত্র, আলোয় চকচক করছে। একজন ক্ষুদ্রকায়, ভঙ্গুর মানুষ সেখানে প্রবেশ করে। সে একটা ছড়ি নাড়ায় আর বিপুল মনোহর সুরঝংকারে দুনিয়া ভরে যায়। আর কোনও কিছুর চেয়ে আমার বেশি ইচ্ছা করে ওই ঝংকারের অংশ হতে।

২.১২

বক্সিং ডে'তে আমি গাড়িতে করে মিসেস ফর্মবিকে নিয়ে যাই ব্ল্যাকস্টোন এজের রাস্তা দিয়ে। আমি যে সময়ে বাড়ি ছেড়েছিলাম আর ম্যানচেস্টারে বাস করতাম, সে সময় তার এক পুরনো বন্ধু আমাকে একটা বেহালা ধার দিয়েছিলো। কিন্তু আমি ভিয়েনায় যাচ্ছি স্বয়ং কার্ল কেলের অধীনে সঙ্গীত অধ্যয়ন করতে, এ কথা শোনার পর সে বলেছিলো তার নিজের টনোনিটা যেন আমি সঙ্গে নিই। সেই থেকে ওটা আমার সঙ্গে আছে। সে আনন্দিত যে ওটা বাজানো হয়, আর আমিই ওটা বাজাই। রচডেলে এলেই ওটা আমি নিয়ে আসি। সে বলে, গাড়িতে চড়ে বার্ষিক এই বেড়ানোটা হচ্ছে তার বেহালার ভাড়া।

সামান্য কিছু মেঘ থাকলেও আকাশ বেশির ভাগটা পরিষ্কার। ব্ল্যাকস্টোন এজের কাছে আলো আমার ভালো লাগে। আমাদের দেখতে পাওয়া উচিত বহুদূর পর্যন্ত, পুরো সমতল পেরিয়ে, রচডেল ও মিডলটন ছাড়িয়ে ম্যানচেস্টার, এমনকি চেশায়ার পর্যন্ত।

'বাড়িতে সব ঠিক আছে তো?' সে জিজ্ঞেস করে। আমাদের পরিবারের সঙ্গে মিসেস ফর্মবির সম্পর্ক বিন্দুতে পৌঁছে গেছে। সে সব সময়ই ছিলো আমাদের দোকানের অন্যতম সেরা ক্রেতা, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে আমার বিমুখতার জন্য এক সময় পর্যন্ত তাকেই দায়ী বলে মনে করা হতো।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' আমি বলি। 'সব ঠিক আছে। বাবা একটু কেমন, কিন্তু, হ্যাঁ, চলছে—'

'আর লন্ডনে?'

'সেখানেও সব ভালোই চলছে।'

'তুমি উইন্ডো বক্স জোগাড় করোনি এখনও?'

আমি যে ফুল ছাড়াই জীবনযাপন করি, তা নিয়ে মিসেস ফর্মবি প্রায়ই অনুযোগ করেন। শৈশবে তার বাগানে টুকিটাকি কাজ করতে গিয়ে উদ্ভিদ সম্পর্কে তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। কিন্তু আমি বেশ অলস, প্রচুর ঘোরাঘুরি করতে হয়, ফলে ফুলগাছের যত্ন নেয়ার সময় নেই। তাছাড়া পার্কটা আমার বাসস্থানের খুব কাছেই। অন্যদিকে আর্খাঙ্গেল কোর্টের নিয়ম অনুযায়ী ফুলগাছের উইন্ডো বক্স বসানো নিষেধ আছে। আমি এ কথা তাকে বলি, আগেও দুই-একবার বলেছি।

'তুমি অনেক ভ্রমণ করছো?'

'মোটামুটি। আগামী মে মাসে ভিয়েনায় একটা কনসার্ট আছে আমাদের। এ হলো উপভোগ্য বিষয়। আর কিছু নয়, শুবার্ট।'

'হ্যাঁ,' মিসেস ফর্মবি বলে, তার মুখটা আলোকিত হয়ে ওঠে। 'শুবার্ট! তরুণ বয়সে আমরা সন্ধ্যাবেলায় শুবার্ট শুনতাম। আমার এক বন্ধু কোন এক শুমানকে ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলো। আমি ওটা পাত্তা দিইনি। আমি তাকে ডাকতাম ভুল শু!... এতেই আমার মনে পড়লো, মাইকেল। আমাদের স্থানীয় মিউজিক সোসাইটি ভাবছে, এই রচডেলের গ্রেসি ফিল্ডস থিয়েটারে তোমাদের কোয়ার্টেট অনুষ্ঠান করতে রাজি হবে কিনা। আমি বলেছি যে আমার তার মনে হয় না, তবে তোমাকে জিজ্ঞেস করে দেখবো বলে ওদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। বিশ্বাস করো, আমি কেবল একটা অনুরোধ পৌছে দিলাম, কাজেই কোনও দিক থেকে তোমার চাপ অনুভব করার দরকার নেই।'

'আপনি কেন ভেবেছেন যে আমি রাজি হবো না, মিসেস ফর্মবি?'

'আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থেকে মনে হয়েছে। যাই হোক, এখানে মিউজিক সোসাইটি এখনও বেশ সক্রিয়। এটা আমাদের এক উজ্জ্বল স্থান, সাংস্কৃতিকভাবে বললে আমার মতামত এটাই। অবশ্য শহরের একমাত্র অডিটরিয়ামে সাধারণ যানবাহনে যাওয়া যায় না এটা বিশ্রী একটা ব্যাপার... আচ্ছা, তুমি তাহলে কী ভাবছো?'

'আমি এ মুহূর্তে কিছু বলতে পারছি না, মিসেস ফর্মবি,' অবশেষে আমি বলি। 'আমি এটা করতে চাই— মানে, আমরা সবাই। কিন্তু আমার মনে হয় না এখানে যা বাজাবো তার প্রতি সুবিচার করতে পারবো। আমি বিষয়টা ঠিক ব্যাখ্যা করতেও পারছি না। বোকার মতো শোনাচ্ছে, আমি জানি। এমন কি সংকীর্ণ চিত্তও।'

'কোনওটাই শোনাচ্ছে না, মাইকেল,' মিসেস ফর্মবি বলে। 'তুমি প্রস্তুত হয়ে এসেই এখানে বাজাবে। আর, খোলামেলা বলছি, যদি আমার জীবদ্দশায় না হয় তাতে আমি কিছু মনে করবো না। কিছু বিষয়ের ওপর জোর খাটানো যায় না। আর কোনও ভাবে জোর খাটালে তার থেকে ভালো কিছু আসেও না... যাক গে, আমার ফুফুকে অবশ্যই আমার ধন্যবাদ দেবে। বড়দিনের পুডিংটা দারুণ সুস্বাদু হয়েছিলো।'

'আপনি একটু খেয়েছিলেন, নাকি সবটাই ভাইপোর বাচ্চাদের দিয়েছেন?' 'আচ্ছা,' মিসেস ফর্মবি হাসে। 'আমি একটু খেয়েছিলাম। আমাদের বেহালাটার কী অবস্থা?'

'ওটা চমৎকার কাজ করছে। এ বছর একটু ঠিকঠাক করেছি। কেমন একটু ভনভন মতো আওয়াজ হচ্ছিলো, কিন্তু এখন লার্ক পাখির মতো গান গাইছে।'

banglabook.org

আমি রাস্তার পাশে গাড়ি থামাই এবং দূরের সবুজ তীক্ষ্ণ ঢালের দিকে তাকাই। আমি এই রাস্তায় সাইকেল চালাতাম ছোটবেলায়, বাতাসে আমার চুল উড়তো। শীতকালে লার্ক পাখিগুলো কোথায় যায়?

'আমি চাই তুমি ওই বাদ্যযন্ত্রটা বাজাও, মাইকেল,' মিসেস ফর্মবি কুণ্ঠিত স্বরে বলেন।

'আমি জানি। আর ওটাকে আমি ভালোবাসি, মিসেস ফর্মবি,' আমি আকস্মিক উদ্বেগের সঙ্গে বলি। 'আমি মনে হয় আপনাকে বলিনি যে ভিয়েনার পর আমরা ভেনিসে যাচ্ছি? সুতরাং আমি ওটাকে একটা সফরে নিয়ে যাচ্ছি ওটার জন্মস্থানে। এতে ওটা খুশি হবে। আপনি ওটাকে ফিরিয়ে নেয়ার কথা ভাবছেন কি?'

'না, না, একটুও না,' মিসেস ফর্মবি বলেন।

'কিন্তু আমার ভাইপোর বাচ্চাদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য একটা তহবিল খোলার জন্য আর একটা উইল করার জন্য আমার ভাইপো আমাকে ঠেলছে। আমি বুঝতে পারছি না কী করবো। সে সবকিছুর তত্ত্বতালাস নিচ্ছে। আমাকে বলে, ওটা এখন অতিশয় মূল্যবান— ওই বেহালাটা।'

'হ্যাঁ, তাই, আমার মনে হয়,' আমি দুঃখিত কণ্ঠে বলি।

'অনেক বছর আগে যখন কিনেছিলাম তখন আমার খুব বেশি টাকা খরচ হয়নি,' মিসেস ফর্মবি বলতে থাকে। 'এখন এটার এতো মূল্য হয়েছে টাকার দামে, ভাবতেই আমার বিরক্তি লাগছে। আমার ভাইপোকে পছন্দ করি না, তবে ওর বাচ্চাদের ভালোবাসি।'

আপনি যদি ওটা আমাকে ধার না দিতেন, তাহলে অমন একটা বাদ্যযন্ত্র আমি কখনই কিনতে পারতাম না,' আমি বলি। 'আপনি অত্যন্ত উদার।'

আমরা দুজনেই জানি, তার সহযোগিতা না পেলে আমি আদৌ মিউজিশিয়ান হতে পারতাম না।

'অচেনা লোকে এটা বাজাতে আমি তা সইতে পারবো না,' মিসেস ফর্মবি বলে।

ওটা তাহলে আমাকে দিয়েই দিন, মিসেস ফর্মবি, আমি বলতে চাইলাম। আমি ওটাকে ভালোবাসি আর ওটা আমাকে ভালোবাসে। এত বছর যে জিনিসটা আমার হাতে রয়েছে সেটা অচেনা লোক কীভাবে ধরবে আর বাজাবে? বারো বছর ওটা আছে আমার সঙ্গে। ওটার শব্দই আমার শব্দ। ওটার সঙ্গে বিচ্ছেদ আমি সইতে পারবো না।

কিন্তু কথাগুলো বলতে পারলাম না। আমি একেবারে কিছুই বলি না। তাকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করি। আর আমরা কিছু সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকি রচডেলকে চিহ্নিত করা টাওয়ার ব্লকগুলো ছাড়িয়ে ঝাপসা হয়ে আসা বহুদূরের সমতল ভূমি অতিক্রম করে আরও দূরের দিকে তাকিয়ে।

BanglaBook.org

২.১৩

আমার বয়স যখন নয় বছর তখন স্কুলে আমাদের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা কাগজের উড়োজাহাজ বানাতো, মিষ্টির মোড়ক ছেঁড়ার শব্দ শোনা যেতো হামেশা, আর হৈচৈ তো ছিলোই। আমাদের এই ক্লাবটাকে একবার নিয়ে যাওয়া হয় বিদ্যালয়সমূহের কনসার্টে। আমার সরাসরি সঙ্গীতের অভিজ্ঞতা সেটাই প্রথম। পরদিন মিসেস ফর্মবির সঙ্গে দেখা

করতে গেলে সবকিছু তাকে জানালাম। বিশেষ করে আমার যেটা স্মৃতিতে গেঁথে গিয়েছিলো সেটা ছিলো লার্ক নিয়ে একটা খণ্ড— 'দি লার্ক ইন দ্য ক্লিয়ার এয়ার' ছিলো সেটার শিরোনাম, আমার মনে হয়।

মিনেন ফর্মবি মৃদু হাসলো, সে গ্রামোফোনের কাছে গেল আর একটা রেকর্ড বাজিয়ে দিয়ে বললো ওটাও লার্ক নিয়ে গাওয়া। 'দি লার্ক অ্যাসেন্ডিং' শিরোনামের ওই গানটির প্রথম নোটেই আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি লক্ষ করেছিলাম বাড়িটার অসংখ্য চমকপ্রদ জিনিসের মধ্যে দুটো বেহালাও পড়ে আছে এবং আমি জানতাম মিসেস ফর্মবি বেহালা বাজাতো, কিন্তু যখন সে বললো এই গানটা সেও বাজাতে পারে তখন আমি বিশ্বাস করতেই পারছিলাম না। 'আমি এখন আর সব সময় বেহালা ধরি না,' সে বললো, 'কিন্তু আমি তোমাকে কবিতাটা শোনাবো যেটা থেকে ওই গান তৈরি হয়েছে।' তারপর সে আমাকে জর্জ মেরেডিথের পংক্তিগুলো শোনালো যা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ভন উইলিয়ামস। নয় বছরের একটা মানুষের কাছে সেটা ছিলো আশ্চর্যজনক, মিসেস ফর্মবির মুখমণ্ডলে যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিলো সেটা ছিলো আরও আশ্চর্যজনক।

He rises and begins to round,
He drops the silver chain of sound,
Of many links without a break,
In chirrup, whistle, slur and shake...

For singing till his heaven fills,
'Tis love of earth that he instils,
And ever winging up and up,
Our valley is his golden cup
And he the wine which overflows
To lift us with him as he goes...

Till lost on his aerial wings
In light, and then the fancy sings.

মিসেস ফর্মবি কবিতাটার ব্যাখ্যা করেনি। বরং আমাকে বলেছিলো যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তারা হ্যান্ডেলের 'মেসিয়াহ' শুনতে যেতে চায়— শেফিল্ডে ওদের এক ভ্রাতুষ্পুত্রী সে সময় এটা গাইছিলো— আর আমার মা-বাবা রাজি হলে তারা আমাকেও নিয়ে যাবে তাদের সঙ্গে। এভাবেই আমার দেখা ও শোনা হয়েছিলো বেল ভুর কিংস লে পুনর্নির্মিত বার্বিরল্লি। সেই শব্দ অনেক দিন পর্যন্ত আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছিলো। বেহালা বাজানো শেখানোর জন্য আমি মিসেস ফর্মবিকে অনুনয় করেছিলাম।

ছোটবেলায় একটা বেহালা বাজাতো সে, ছোট্ট আয়তনের সেই বেহালাটা সে আমাকে বাজাতে শেখালো কিছুদিন। আমি জুনিয়র স্কুলে পড়ার সময় সে আমাকে একজন ভালো শিক্ষক জুটিয়ে দিলো। আমার মা-বাবা এতে খুব যে খুশি হয়েছিলো তা

BanglaBook.org

নয়, তবে এটা বুঝেছিলো যে এর মধ্যে সামাজিক মর্যাদার একটা ব্যাপার আছে, তাছাড়া বিষয়টা অন্তত কয়েক ঘণ্টা আমাকে দুষ্টুমি থেকে সরিয়ে রাখছে। তারা এর খরচ দিয়েছিলো, যেমনভাবে তারা খরচ জোগাতো আমার স্কুলে যাতায়াতের, আমার অতিরিক্ত পাঠ-চর্চার, আমার বই সংগ্রহের, সেই সমস্ত কিছু যা তারা মনে করতো আমার মানসিকতা বড় করবে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে এগিয়ে যেতে আমাকে সাহায্য করবে। সঙ্গীতের জন্য তাদের নির্দিষ্ট কোনও অনুরাগ ছিলো না। আমার দাদা-দাদীর পার্লারে একটা পিয়ানো ছিলো, সেটাকে ঘিরে সাজানো ছিলো আসবাবপত্র, এখনকার দিনে যেমন সাজানো হয় টিভি ঘিরে। ব্যতিক্রমী অতিথি কেউ হঠাৎ এলে ওটা বাজানো হতো। তা না হলে কখনই বাজানো হতো না।

আমি পুরনো গ্রামার স্কুলে ভর্তি হতে চেয়েছিলাম, তার কারণ ওখানে সঙ্গীতের একটা ঐতিহ্য ছিলো। আর স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ওখানে সঙ্গীত শিক্ষক নিয়োগ করতো। সেখানে একটা পদ্ধতি ছিলো, কারও সামর্থ্যে না কুলালে তাকে বাদ্যযন্ত্র ধার দেয়া হতো, এজন্য কোনও টাকা-পয়সা লাগতো না বা লাগলেও তার পরিমাণ ছিলো খুবই সামান্য। এলাকার তরুণ সঙ্গীতকাররা মিউজিক সেন্টারে শনিবারগুলোয় একত্র হয়ে একটা অর্কেস্ট্রায় বাজাতো। কিন্তু এসব কিছু এখন আর নেই। সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। বাজেটে বারবার শিক্ষা খাতে ব্যয় সংকোচ করার ফলে স্কুলে সঙ্গীতের পাট চুকে গেছে। মিউজিক সেন্টারের পাশ দিয়ে গতকাল যাওয়ার সময় দেখি, জানলাগুলো ভাঙা; অনেক বছর আগেই ওটা ধ্বংস হয়েছে। আমি যদি পাঁচ বছর পর রচডেলে জন্মাতাম, তাহলে বেহালার প্রতি আমার ভালোবাসা কীভাবে ধরে রাখতাম জানি না—যে পারিবারিক পটভূমি থেকে আমি এসেছি সে দিক থেকে, আর আমাদের চেয়েও দরিদ্র আরও অনেকে ছিলো।

সুশোভিত টাউন হল দাঁড়িয়ে আছে চারপাশে ধ্বংসস্তূপ নিয়ে— এটা হলো সেই শহর যার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। সব কিছুতে ধরছে অবক্ষয়। এক শতাব্দীর প্রবাহে ক্ষয় হয়ে গেছে এর শিল্প-কারখানা, উধাও হয়েছে এর কাজ আর সম্পদ। তারপর মানব বস্তির বদলে গড়ে তোলা হয়েছে অমানবিক বস্তি, যেখানে এক সময়ে দোকানপাট ছিলো সেখানে এখন অট্টালিকার চার পাশ ঘেরা জমি। শেষে লন্ডন সরকারের দুই দশক পাঁসি পরানোর আয়োজন, আর সামাজিক সবকিছু চলে যায় তহবিলের অধীনে : স্কুল, গ্রন্থাগার, হাসপাতাল, পরিবহন। সমবায় আন্দোলনের আবাসভূমি এই শহর হারিয়ে ফেলে তার একতার চেতনা।

থিয়েটারগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। প্রতি পাঁচটা সিনেমাহলের একটা বন্ধ হয়ে গেছে। সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সমিতিগুলো অস্তমিত অথবা অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমাদের বইয়ের দোকানটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শুনে খুব খারাপ লেগেছিলো। এখন ডব্লিউ.এইচ. স্মিথ'সের পিছন দিকে সামান্য কয়েকটা তাক অবশিষ্ট রয়েছে।

আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমার বাবা মারা যাবে, জোয়ান ফুফু মারা যাবে, মিসেস ফর্মবি মারা যাবে। তার পর আমি রচডেলে আসবো কিনা সন্দেহ। আমি নিজেই যদি এই শহরের সঙ্গে আমার সম্পর্কচ্ছেদ ঘটাতে দৃঢ় হয়ে থাকি, তাহলে এমন ক্ষোভের সঙ্গে এর জন্য শোক করার কোন অধিকার আছে আমার?

BanglaBook.org

২.১৪

লন্ডনে ফেরার পথে কয়েক ঘণ্টা ম্যানচেস্টারে ঘোরাঘুরি করলাম।

দুপুরের দিকে নিজেকে আবিষ্কার করলাম ব্রিজওয়াটার হলে। এর বাইরের দিককার বিপুল ও মসৃণ খাঁজকাটা টাচস্টোন নিয়ে আলাপ করতে এসেছি। আজ এর ওপর দিয়ে হাত নিয়ে যাওয়ার সময় মনে শান্তির বোধ আসে; কিন্তু এর শীতল হৃদয়ের কোনওখান থেকে বিপদের বিলম্বিত ধ্বনিও আমি শুনতে পাই।

হেনরি ওয়াটসন মিউজিক লাইব্রেরিতে ঘোরাঘুরি করি। লন্ডন থেকে আমি বিটোফেনের স্ট্রিং কুইন্টেটের স্কোর ও অংশ এখনও অর্ডার দিইনি। আমি ওটা বাজাতে উদগ্রিব, আবার অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত। তবে এখন আমি সেই জায়গায় যেখানে ওই মিউজিকের সংগ্রহটা আছে। গ্রন্থাগারিক আমার কাগজপত্র পরীক্ষা করে আমার পুরনো কার্ডটা ব্যবহারের অনুমতি দেয়।

ট্রেনে লন্ডনের পথে স্কোরটা দেখি। রাতের বেলা লন্ডনে পৌঁছেই ফোন করি পিয়ার্সকে।

'আচ্ছা,' পিয়ার্স বলে, 'বড়দিন কেমন কাটলো?'

'ভালো। তোমার?'

'সব সময় যেমন হয়। আমি বেশ উপভোগ করেছি। শুধু একটা ব্যাপার হলো, মা পুরোপুরি অ্যালকোহলিক হয়ে গেছে। মা-বাবা শেষ পর্যন্ত আমার ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছে। হেলেন এখন বিয়ে করছে-বাচ্চা নিচ্ছে। এর কোনও একটাও কি হয়েছে তোমার?'

'না। বাবা এবার এ নিয়ে বেশি কিছু বলেনি।'

'আচ্ছা, তো কী ব্যাপার?' পিয়ার্স জিজ্ঞেস করে।

'তোমার মনে আছে বিটোফেন কুইন্টেট নিয়ে আমরা একবার কথা বলেছিলাম?'

'হ্যাঁ, ট্রায়োর বেজ সি মাইনর, তাই না? তুমি মিউজিকটা খুঁজে পেয়েছো বলেছিলে। তুমি কি একটা রেকর্ডিং জোগাড় করতে পেরেছো?'

'হ্যাঁ। আর আমি ম্যানচেস্টারের মিউজিক লাইব্রেরি থেকে ওটা ধার করে এনেছি।'

'দারুণ! আচ্ছা, একজন ভায়োলা বাদককে জোগাড় করে এসো লেগে পড়া যাক। কাকে আমরা নিতে পারি? এম্মা?'

'নিশ্চয়— নয় কেন? আমার চেয়ে তুমিই ওকে ভালো চেনো। ফোন করবে ওকে?'

'ঠিক তাই।'

'আরেকটা বিষয়, পিয়ার্স। প্রথম বেহালা এই একবার যদি আমি বাজাই, তাহলে তুমি কি ভীষণভাবে কিছু মনে করবে?'

এক সেকেন্ড নীরবতা। 'এটা আমার মনে করা-করির প্রশ্ন নয়,' পিয়ার্স বলে।

'বেশ, আমরা কি অন্যদের জিজ্ঞেস করবো?'

'না, মাইকেল,' একটু বিরক্তির ভাবে পিয়ার্স বলে।

'ওরা যাই বলুক, আমি মনে করি না এটা একটা ভালো আইডিয়া। যখন অ্যালেক্স আর আমি নিজেদের মধ্যে প্রথম আর দ্বিতীয় বেহালা অদলবদল করতাম, তখন তা

BanglaBook.org

আমাদের মতো হেলেনকেও পাগল করে তুলতো। সে বলতো অন্য অংশের সঙ্গে সে খাপ খাওয়াতে পারছে না, নির্দিষ্টভাবে দ্বিতীয় বেহালার সঙ্গে। এবং বিলিও বলতো, প্রতিবার পৃথক কোয়ার্টেটের সঙ্গে বাজানোর মতো লাগতো সেটা।'

'কিন্তু এটা শুধুই একবারের একটা বিষয়। আমরা পেশাদারিভাবে তো বাজাচ্ছি না।'

'আমরা যেভাবে বাজাই সেভাবেই যদি পছন্দ করি তাহলে কী হবে? আমরা যদি পেশাদারিভাবেই বাজাতে চাই?'

'পিয়ার্স, এটা আমার কাছে অনেক কিছু।'

'বেশ, তাহলে, অ্যাড হক ভিত্তিতে ক্যামেরাটা অ্যাংলিকার কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে বাজালেই তো চলে?'

'আমাদের কোয়ার্টেট ছাড়া আমার কাজ হবে না।'

'আচ্ছা, আমাদের কোয়ার্টেট দিয়ে আমার কাজ হবে না।'

'একটুখানি ভাবো, পিয়ার্স।'

'মাইকেল, আমি দুঃখিত, আমি আগেই এ নিয়ে ভেবেছি।'

'অবশ্যই তুমি ভাবোনি,' আমি চিৎকার করি, পিয়ার্সের আচরণ মনে হয় চশমখোরের মতো।

'ভেবেছি। আমি আগেভাগেই বিষয়টা ভেবেছি। মাথার মধ্যে কয়েকশো বার এ চিন্তা এসেছে। অ্যালেক্স যখন চলে যায়,' একটু কাঁপাভাবে পিয়ার্স বলে, 'আমি অবিরাম নিজেকে প্রশ্ন করেছি কোথায় আমাদের ভুল হয়েছিলো। আরও অন্য বিষয়ও ছিলো, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে এটাই ছিলো মূল কারণ।'

'বেশ, তুমিই ভালো জানো,' আমি বলি, সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য হতাশও। এবং অবশ্যই বিমর্ষতার সঙ্গে অ্যালেক্সের কথা উল্লেখ করায় আমি খুশি নই : তার ও পিয়ার্সের মধ্যে ছাড়াছাড়ি না হলে আমি আদৌ কোয়ার্টেটে যুক্ত হতে পারতাম না।

'মাইকেল,' পিয়ার্স বলে, 'সে চলে যাওয়ার পর আমি দোজখে পড়েছিলাম। আমি জানি এখন একজন দ্বিতীয় বেহালাবাদক হিসেবে আমি ভালো নই, যদি আগে ভালো থেকেও থাকি।' সে একটু থামে, তারপর আবার বলে, 'আমি যদি ওই অংশটা করি আমাদের কোয়ার্টেটের সঙ্গে, তাহলে সেইসব সময়ের কথা মনে পড়বে তাতে এবং আমার বাজনায় প্রভাব ফেলবে। এটা আমাদের কারোর জন্যই ভালো হবে না।'

আমি চুপ করে থাকি।

'আচ্ছা,' সে বলে, 'হেলেনের ওখানে আমাদের রিহার্সাল আছে পরশু দিন পাঁচটায়। সেটা তোমার ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ। কেন থাকবে না?'

'বেশ, দেখা হবে তাহলে।

'হ্যাঁ। দেখা হবে।'

BanglaBook.org

২.১৫

অ্যালেক্সকে আমি কখনও ভালো করে চিনতাম না, যদিও ব্যানফে যে কয়েকটা সপ্তাহ আমরা ছিলাম তখন তার সঙ্গে আমার দেখা হতো। হেলেন গুজব করতে ভালোবাসে। সেই হেলেনও অ্যালেক্সকে নিয়ে অথবা তাদের ওপর অ্যালেক্সের প্রভাব নিয়ে কোনও কথা বলে না। আর আমার আগে এদের মধ্যে কী ঘটেছে তা জানতে চাওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত নয় বলেই আমি সব সময় মনে করি। প্রথমে আমার মনে হয়েছে অন্য তিনজন তাদের সাবেক অংশীদার সম্পর্কে কথাবার্তা এড়িয়ে যেতে চায়; এবং পরে যখন তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সহজ হয়ে এসেছে তখন মনে হয়েছে এ নিয়ে কথা বলা অর্থহীন।

তার গানটা আসতো খুবই কম। যখন আসতো তখন পিয়ার্স আপন ভাবনার মধ্যে ডুবে যেতো। কোনও কোনও সময় হেলেন যদি উল্লেখ করতো, পিয়ার্স ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো আহত পশুর মতো।

আমার যদি জানা থাকতো যে ছয় বছর পর তার শূন্য স্থানটা আমি পূরণ করবো, তাহলে তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময়েই আমি অনেক বেশি কৌতূহল বোধ করতাম অ্যালেক্স সম্পর্কে। উপর থেকে যা দেখা যেতো, সে ছিলো একজন প্রফুল্ল মানুষ, উদ্দীপনায় ভরপুর, সহজ, মনোযোগপ্রিয়, তাৎক্ষণিক কৌতুক কিংবা মজাদার পংক্তি আবৃত্তি করতে পারতো, নারীদের প্রতি অত্যন্ত শোভন, তাদের প্রতি সম্ভবত আকৃষ্টও। জুলিয়া ভীষণ পছন্দ করতো তাকে। যখন তারা অনুষ্ঠান করেছিলো (ক্যানাডায় এবং পরে লন্ডনের সেই বিদঘুটে কনসার্টেও যেটাতে আমি গিয়েছিলাম) তখন তার কখনও প্রথম এবং কখনও দ্বিতীয় বেহালা বাজানো শুনে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো যে, সে শুধু অতিশয় চমৎকার বাজিয়েই নয় বরং প্রচণ্ড ধারণ ক্ষমতা সম্পন্নও-- পিয়ার্সের চেয়েও বেশি। অ্যালেক্স যদি শুধু দ্বিতীয় বেহালাই বাজাতো, তাহলে হয়তো তারা এক সঙ্গেই যুক্ত থাকতো, আমি কখনই যোগ দিতে পারতাম না ম্যাগিওরে। কিন্তু একই সঙ্গে প্রেমিক ও সহ-বেহালাবাদক হওয়ায় ভাগ্য হয়তো তাদের বিড়ম্বিত করেছে। সম্পর্কের মধ্যে উৎকণ্ঠা প্রবেশ করায় অন্য বিষয়টিও পীড়িত হয়েছে। আর পিয়ার্স এমন কোনও সহজ মানুষ নয় যার সঙ্গে থাকা যায়।

অ্যালেক্স ছেড়ে গিয়েছিলো পিয়ার্সকে, কোয়ার্টেটকে এবং অবশ্যই লন্ডনকে। সে যোগ দিয়েছিলো স্কটিশ চেম্বার অর্কেস্ট্রায়। পিয়ার্স তখন বিক্ষিপ্ত। আমি কোয়ার্টেটে যোগ দেয়ার পর এক বছরেরও বেশি সময় তার কোনও পার্টনার ছিলো না। তারপর টোরিয়াস প্রবেশ করলো দৃশ্যে— সঠিকভাবে বললে বলতে হয়, ভেঙেচুরে ঢুকে পড়লো ফ্রেমের মধ্যে।

টোরিয়াস কান ছিলো অত্যন্ত ক্ষমতাবান, একাগ্রচিত্ত, সিরিয়াস বেহালাবাদক। সঙ্গীতই ছিলো তার জীবন— আর কিছুতেই তার আগ্রহ ছিলো না— সে সম্পূর্ণ আস্থার সঙ্গে বিশ্বাস করতো যে সঙ্গীত সৃষ্টির একটা পথ আছে ঠিক, আরেকটা আছে ভুল। সে ছিলো আরেকটা স্ট্রিং কোয়ার্টেটের সদস্য। পিয়ার্স পড়লো তার প্রভাবে।

BanglaBook.org

পিয়ার্স ও অ্যালেক্স ছিলো সমান। কিন্তু টোরিয়াসের ক্ষেত্রে পিয়ার্স যেন নির্দেশনা নিচ্ছিলো একজন উর্ধ্বতনের কাছ থেকে, একজন অদৃশ্য পঞ্চম ব্যক্তির কাছ থেকে যে কিনা স্থায়ীভাবে উপস্থিত আমাদের মধ্যে। ব্যাপারটা ছিলো অদ্ভুত আর অমীমাংসিত।

পিয়ার্স সব সময়ই ছিলো স্বভাবগত মিউজিশিয়ান : সে অত্যন্ত মনোযোগী আর সুশৃংখল। সে কোনও কিছু বাজানোর সময় নিজেকে সপে দেয় সেই সময়টুকুর কাছে। টোরিয়াসের প্রভাবে সে তত্ত্বের পবিত্রতা নিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো : কী একটা খণ্ড এটা, কী এটা হতে পারতো, কী এটাকে হতেই হবে, কী এটা হতে পারবে না। একটা বার কিংবা ফ্রেজ কিংবা প্যাসেজের থাকে নির্দিষ্ট একটা টেম্পো; সেটার সঙ্গেই লেগে থাকতে হয়, যাই বেরিয়ে আসুক না কেন। আমাদের কাজ হলো স্কোরের পুনরুৎপাদন। এছ অন্য কিছু হচ্ছে বাজে ব্যাপার। আমাদের সঙ্গীতের প্রতি 'আহ!' বলার কিছু নেই।

পিয়ার্স সম্পূর্ণ তার বুনপের বিরুদ্ধে বাজাচ্ছিলো, আর সেটা আমাদের পক্ষে ছিলো দোজখতুল্য। মিনিটে মিনেটে স্পন্দনের কাজ করতো যে বিষয়গুলো তা উধাও হয়েছিলো— প্রথমে সেসব কেটে ফেলা করা হয়, পরে এমন কি চেষ্টাও করা হয়নি। সময়ে সময়ে পিয়ার্স নয় যেন টোবিয়াসই বাজাচ্ছিলো আর তর্ক করছিলো। এটা নিরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা করা সত্যিই মুশকিল, কালান্তরেও।

হেলেন বুঝতে পারতো না তার ভাইয়ের কী হয়েছে। টোবিয়াস ছিলো বিদঘুটে টাইপের একটা লোক— তার ব্যক্তিত্ব বলতে প্রায় কিছুই ছিলো না, শুধু শক্তিশালী ও সিরিয়াস আইডিয়াযুক্ত একটা মন ছিলো— তার মধ্যে পিয়ার্স যা দেখেছিলো তা হেলেন দেখতে পায়নি। টোবিয়াস ছিলো অ্যালেক্সের অ্যান্টিথিসিস। যে বিলি তত্ত্ব নিয়ে প্রচণ্ড কৌতূহলী সেই বিলি পর্যন্ত নাখোশ ছিলো টোবিয়াসের ব্যাপারটায়। এদিকে রিহার্সালে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। কখনও কখনও আমরা তিন ঘণ্টা ধরে শুধু কথাই বলে যেতাম, একটা নোটও বাজাতাম না। আমাদের জীবনও ক্ষয়ে যাচ্ছিলো ওইভাবে। আমরা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলাম, এবং বিচ্ছিন্নই হয়ে যেতাম আরও কিছুদিন ওভাবে চললে। ভাইকে হারানোর আগেই দল ছাড়তে চেয়েছিলো হেলেন। আমরা যখন অনুষ্ঠানের জন্য জাপানে অবস্থান করছি, সেই সময় সে বলেছিলো সফর শেষ হওয়া মাত্রই সে দল ছাড়বে। কিন্তু এক বছরেরও বেশি সময় পর ভূত নেমে গেল। পিয়ার্স কোনওভাবে টোবিয়াসকে ঝেড়ে ফেলেছিলো। তাতে শুধু সে একাই নয়, আমরাও ক্রমান্বয়ে আবারও ফিরে পাই নিজেদের।

আমরা কখনই টোবিয়াসের নাম নিই না যদি এড়াতে পারি। বিষয়টার আশপাশ দিয়ে গেলেও স্পর্শ করি না। সেই বছরের অভিজ্ঞতা, সেটার যন্ত্রণা এমন এক ব্যাপার যা আমরা কেউই ভুলতে পারি না।

অর্কেস্ট্রার বাদক অথবা স্বাধীন বাদকদের মতো অসংখ্য মিউজিশিয়ান কোয়ার্টেট বাদকদের মনে করে আচ্ছন্ন, বিদঘুটে, বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রজাতি, যারা নিয়ত ভ্রমণ করে কামদ গন্তব্যে আর ফুল দিয়ে সাজায় হীন প্রশংসা যেন বা অধিকারবলেই। যদি তারা ওই অতি-অনিশ্চিত হীন প্রশংসার কী মূল্য দিতে হয় জানতো তাহলে আর আমাদের নিয়ে ওই রকম ভাবতো না। আমাদের কম্পমান আর্থিক অবস্থা এবং বুকিং পাওয়ার

BanglaBook.org

ব্যাপারে অবিরত উদ্বেগের বাইরে, পরস্পরের প্রতি আমাদের নৈকট্য আমরা যতটুকু স্বীকার করি তার চেয়েও বেশি আমাদের আত্মাকে সংকুচিত করে এবং বাস্তবে যতটুকু তার চেয়ে বেশি আমাদের অচেনা করে তোলে।

আমার অ্যানসারিং মেশিনে অনেকগুলো বার্তা এসেছে ভার্জিনিয়ের কাছ থেকে। আমি তাকে ফোন করি এবং তার অ্যানসারিং মেশিনে বার্তা দিয়ে রাখি। গভীর রাতে, যখন প্রায় ঘুমে তলিয়ে গেছি। ফোন বেজে ওঠে।

'তুমি বড়দিনে আমাকে ফোন করোনি কেন?' কৈফিয়ত চায় ভার্জিনিয়ে।

'ভার্জিনিয়ে, আমি যে পারবো না আগেই তো তোমাকে বলেছিলাম। আমি ছিলাম উত্তরে।'

'আর আমি ছিলাম দক্ষিণে। সে জন্যই ফোন করার ব্যাপার ছিলো।'

'আমি পারবো না তোমাকে বলেছিলাম— আমি নিজের মধ্যে থাকতে চেয়েছিলাম।'

'তুমি অমন ভয়ানক হবে তা কী করে বুঝবো?'

'তুমি কী ভালো সময় কাটিয়েছো— বড়দিনে ছিলে কোথায়? মন্টপেলিয়ার? সেইন্ট-মালো?'

'নিওনসে, পরিবারের সঙ্গে, তুমি ভালো করেই জানো, মাইকেল। হ্যাঁ, আমার সময় ভালো কেটেছে। খুব ভালো কেটেছে। ভালো সময় কাটানোর জন্য তোমাকে প্রয়োজন নেই আমার।'

'হ্যাঁ, আমি জানি, ভার্জিনিয়ে।'

'যত ভালো সময় কাটাই, তত তোমাকে কম বুঝি আমি।'

'ভার্জিনিয়ে, আমি অর্ধেক ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'ওহ, মাইকেল, তুমি এমন একঘেয়ে,' ভার্জিনিয়ে বলে। 'তুমি সব সময়ই অর্ধেক ঘুমিয়ে পড়ো। এমন একঘেয়ে বুড়ো অপদার্থ,' সে গর্বের সঙ্গে যোগ করে।

'ভার্জিনিয়ে, হ্যাঁ, ওটা নিয়ে আমি ভাবছি। আমি তোমার চেয়ে ষোলো বছরের বড়ো।'

'তাতে কী? তাতে কী? কেন তুমি সবসময় আমাকে বলো তুমি আমার প্রেমে পড়োনি?'

'আমি ও-কথা বলিনি।'

'না, কিন্তু ওটাই বোঝাতে চাও। তুমি কি আমাকে শেখাতে চাও?'

'বেশ, তুমি যখন বলবে।'

'এবং তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও?'

'বেশ, হ্যাঁ, খুব বেশি দেরি হয়ে যাবে না যখন।'

'এবং তুমি কি আমার সঙ্গে ভালোবাসা করতে চাও?'

'কী?... হ্যাঁ।'

'আমি তাতে পূর্ণ। ফ্রান্সে থাকতে প্রতিদিন দুই ঘণ্টা চর্চা করতাম।'

'ভালোবাসা?'

ভার্জিনিয়ে খিকখিক করে হাসে। 'না, বোকা মাইকেল, বেহালা।'

BanglaBook.org

'ভালো মেয়ে।'

'আগামীকাল আমাদের একটা পাঠ আছে, আর আমার কী উন্নতি হয়েছে সেটা তুমি দেখবে।'

'আগামীকাল? দেখ, ভার্জিনিয়ে, আগামীকাল— যদি দুদিনের জন্য স্থগিত রাখা যেতো।'

'কেন?'

'তুমি আমাকে বিটোফেনের স্ট্রিং কুইন্টেট সম্পর্কে বলেছিলে, মনে আছে? আমি ওই মিউজিকটা পেয়েছি। পরশু সারাদিন ওটা আমরা বাজাবো। প্রথমে ওটা আমি একটু ভালো করে দেখে নিতে চাই।'

'ওহ, চমৎকার, মাইকেল। ওটা বাজানোর জন্য আমি কেন তোমার সঙ্গে যোগ দেবো না?'

'এখন, ভার্জিনিয়ে, এক সেকেন্ড—'

'না, শোনো। তুমি যেহেতু সব সময় বলো যে ভায়োলা বাজানোর সুযোগ পাও না, তাই তুমি বাজাবে দ্বিতীয় ভায়োলা, এবং আমি বাজাবো দ্বিতীয় বেহালা।'

'না, না, না, না—' আমি চিৎকার করি।

'তুমি অমন সহিংস হয়ে উঠছো কেন, মাইকেল?'

'ব্যাপারটা হলো... পিয়ার্স এরই মধ্যে অন্য কাউকে বলে ফেলেছে।'

'আমি তো কেবল প্রস্তাব দিচ্ছি।'

কি নিষ্ঠুর বোকা আমি। কিন্তু বিষয়টা আরও খারাপ করবো না কথা বাড়িয়ে।

'মাইকেল,' ভার্জিনিয়ে বলে। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি ওটা পাওয়ার যোগ্য নও, কিন্তু তবুও আমি তোমাকে ভালোবাসি। এবং আমি তোমাকে আগামীকাল দেখতে চাই না। আমি তোমাকে দেখতে চাই না বা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না যতক্ষণ না তোমার ওই স্টুপিড মিউজিক বাজানো শেষ হয়। ওটার ব্যাপারে আমিই তোমাকে বলেছিলাম। তুমি এমন কি বিশ্বাস করতেও পারছিলে না যে ওটার অস্তিত্ব আছে।'

'আমি জানি। আমি জানি।'

শুভরাত বা বিদায় না বলেই ফোন নামিয়ে রাখলো ভার্জিনিয়ে।

২.১৭

বিটোফেনের কুইন্টেট বাজাতে আমরা একত্র হই হেলেনের বাসায়। আমার অংশ আর স্কোর অনুশীলন করেছি আগের দিন।

আমাদের আলাপের কথা আমিও উল্লেখ করি না, পিয়ার্সও উল্লেখ করে না। এই মিউজিকটার জন্য আমি দ্বিতীয় বেহালার দায়িত্বও মেনে নিই। কুইন্টেটের বাকি অংশগুলো অন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। আমরা টিউন করেছি। এম্মা মার্শকে পিয়ার্স চেনে সেই রয়াল কলেজ অফ মিউজিকে পড়ার দিনগুলো থেকে। এম্মা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে দ্বিতীয় ভায়োলা হিসেবে। সে লম্বায় খাটো, চমৎকার, মনোহর তরুণী। নিজের একটা কোয়ার্টেটে সে ভায়োলা বাজায়। সুতরাং সহজেই আমাদের সঙ্গে মিশে যায়। বিলি আর হেলেন পরস্পরের দিকে তাকায় আর পৃথক করার ভঙ্গি করে।

BanglaBook.org

'পুরোটার পুনরাবৃত্তি?' হেলেন জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ,' আমি জবাব দিই।

বিলি গভীর আগ্রহের সঙ্গে তার অংশটা পরীক্ষা করে এবং স্টোরটা দেখতে বলে। সে কুইন্টেটে বাজাবে প্রায় বিরতিহীন, যা ঠিক ট্রায়োর মতো নয়, কিন্তু তার কয়েকটা উঁচু গীতিময় পংক্তি চলে গেছে হেলেনের কাছে।

পিয়ার্সকে দেখে মনে হয় সে অস্বস্তিতে আছে। ভালো।

আমি দ্বিতীয় বেহালাবাদক হিসেবে আমার অবস্থান নিয়ে এর আগে কখনও এমন অসুখী বোধ করিনি। দ্বিতীয় না বলে এটাকে যদি কেউ 'অন্য বেহালাবাদক' বলে, তা খুব অন্যায় হবে না। এটার ভূমিকা আলাদা, কম নয় : অনেক চিত্তাকর্ষক, কারণ অনেক বৈচিত্রপূর্ণ ভায়োলার মতো কখনও কখনও এটা কোর্টেটের বুননকেন্দ্র; অন্য ক্ষেত্রে প্রথম বেহালার সমান্তরালে এটা বেজে ওঠে গীতিময়তায়, কিন্তু আরও প্রগাঢ় ও অসুবিধাজনক নিবন্ধন।

তবু আজ আমি খুশি নই। নিজের বলে যে অংশটা বাজাতে এসেছিলাম সেই প্রত্যাশা থেকে নিজেকে আমার মুক্ত করতে হয়েছে। কীভাবে আমার বোয়ের বিষমাখানো মাথা দিয়ে তাকে বিদ্ধ করবো তা পিয়ার্স কল্পনাও করতে পারে না। তাকে অতোটা অনুদার হিসেবে কখনও আশা করিনি।

কিন্তু এখন সে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে একটা কিউ ধরেছে, আমরা থেমে গেছি, অ্যালেগ্রো কন, অসংখ্য ব্রায়ো।

আমি এক মিনিটের মধ্যেই ভুলে গেছি সব জ্বালা, সব অধিকার ও আনন্দ। এই জীবন্ত, অনন্যসাধারণ সঙ্গীতলহরির কাছে ওসব অপ্রাসঙ্গিক। আমরা না থেমেই প্রথম স্পন্দন পর্যন্ত বাজাই। শেষ হয় পিয়ার্সের আরোহন ও অবরোহনের বিপুল স্কেল বাজানোর ভিতর দিয়ে, আমাদের পাঁচজনেরই সম্মিলিত কর্ড সহযোগে, তিনটে কোমল কর্ড দ্রুত অপসৃত হয়।

আমরা পরস্পরের দিকে তাকাই, সবার মুখ জ্বলজ্বল করছে।

হেলেন মাথা ঝাঁকায়। 'এ জিনিস কখনও শুনিনি, সেটা কীভাবে সম্ভব? কেউই এটা জানতো না, কেমন করে?'

'চমৎকার,' এম্মা শুধু এটুকুই বলতে পারে।

'ধন্যবাদ, মাইকেল,' পিয়ার্স বলে, তার মুখ জ্বলছে। 'এটা সত্যিকারের একটা আবিষ্কার। কিন্তু এতে ঘাম ঝরিয়ে দেয়।'

'দ্বিতীয় স্পন্দনের পর তুমি আরও বেশি করে আমাকে ধন্যবাদ দেবে,' আমি বলি। 'ওটা একটা সৌন্দর্য্য।'

'তবে এটা নিশ্চয়ই রচিত হয়েছে ট্রায়োর কুড়ি বছর পর,' বিলি বলে। 'সে সময় উনি আর কি কম্পোজ করছিলেন?'

'বেশি কিছু নয়,' আমি বলি। 'তোমার কি মনে হয়? আভ্রান্তি?'

'আভ্রান্তি,' সবাই চিৎকার করে। এবং আমাদের যন্ত্রগুলো আবারও টিউন করে নিয়ে আমরা থিম-অ্যান্ড-ভেরিয়েশন্স স্পন্দনে প্রবেশ করি।

কী চমৎকার এই কুইন্টেট বাজানো, বাজানো, এ নিয়ে কাজ করা নয়— নিজেদের আনন্দের জন্য বাজানো, আমাদের বৃত্তের বাইরের কারও কাছে কিছু পৌছে দেয়ার প্রয়োজন নেই যাতে, ভবিষ্যৎ পর্যায়ের প্রত্যাশা নেই যাতে, অতি তাড়াতাড়ি প্রশংসার

BanglaBook.org

হাত তালিরও যাতে প্রয়োজন নেই। আমাদের ছাড়াই কুইন্টেটের অস্তিত্ব আছে, আবার আমাদের না হলে কুইন্টেটের অস্তিত্ব নেই। ওটা আমাদের গান শোনায়, আমরা ওটাকে গান শোনাই, এবং কোনও প্রকারে বহুবছর আগে সেই মানুষটা পাঁচটা চিকন রেখার ভিতর দিয়ে যে কথা বলে গেছেন তা সাগর-পাহাড় ও দশ প্রজন্ম পেরিয়ে চলে এসেছে আমাদের কাছে এবং আমাদের পূর্ণ করে দিয়েছে বিষণ্ণতায়, চমৎকৃত আনন্দে।

আমার জন্য এই সঙ্গীতে আছে আরও একজনের উপস্থিতি। তার চিন্তা হয়তো আমার চোখের তারায় প্রতিচ্ছবি ফেলতে পারে। দুটো চলমান বাসের কাচ লাগানো জানলার ভিতর দিয়ে দেখা সেই ছবি। আমাদের হাতের ছোঁয়ায় কম্পনে রূপান্তরিত সুরলহরির মধ্যে তাকে আবারও আমি অনুভব করি। আমার হাতে তার শক্তি, আমার ধমনিতে তার প্রাণস্পন্দন। কিন্তু সে কোথায় আমি জানি না, আশা করারও কিছু নেই।

২.১৮

আমি ভিয়েনায় পৌঁছানোর দুই মাস পর আমার সঙ্গে জুলিয়ার সাক্ষাৎ হয়, শীতকালের প্রথম দিকে। শিক্ষার্থীদের এক কনসার্টে। সে বাজিয়েছিলো মোজার্টের একটা সনাটা। আমি তার বাজানো শুনে কতোটা মুগ্ধ সে কথা পরে তাকে বলেছিলাম। এরপর আমরা নিজেদের নিয়ে কথা বলি এবং জানতে পারি আমরা দুজনেই এসেছি ইংল্যান্ড থেকে— পৃথক ইংল্যান্ড যদিও, যেহেতু ওর বাবা ইতিহাস পড়াতেন অক্সফোর্ডে। যুদ্ধের পর ওর মা-বাবার দেখা হয়েছিলো : আমাদের মতো, ভিয়েনায়। কয়েক সপ্তাহ জার্মান ভাষায় কথা বলার প্রাণপণ চেষ্টার পর আবারও ইংরেজিতে কথা বলতে পেরে ভীষণ আনন্দ ও স্বস্তি পেয়েছিলাম। আমি রচডেল থেকে এসেছি বলার পর সে হসেছিলো— কিন্তু তারপর আমার শহর সম্পর্কে কথা বলতে আমাকে এমনভাবে উৎসাহিত করেছিলো যা আগে আর ঘটেনি। আমি ওকে ডিনারে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। রাতটা ছিলো ঠাণ্ডা। হালকা তুষার ঝরছিলো। ভিয়েনা একেবারে নিষ্প্রাণ আর ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছিলো। আমরা হাঁটতে হাঁটতে রেস্তোরাঁয় এসেছিলাম। পথে আমার পা পিছলে যায়, সে আমাকে ধরে ফেলে আমার পতন ঠেকায়। আমি সহজভাবে তাকে চুমু খাই— নিজেই বিস্মিত হই এতে— সে এতই অবাক হয়েছিলো যে আপত্তি করতেও সময় পায়নি। তার চুল ঢাকা ছিলো একটা ধূসর রেশমি স্কার্ফে— সে সব সময়ই ছিলো স্কার্ফের অনুরাগী। আমি তার চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম, এবং উপলব্ধি করেছিলাম, যেমনটা সেও উপলব্ধি করেছিলো, যে আমি অনেকদূর চলে গেছি।

আমাদের প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্ত থেকে আমি তাকে ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারতাম না। আমি জানি না তার প্রতি আমার তীব্র ব্যাকুলতা ছাড়া আমার মধ্যে আর কী সে দেখতে পেতো, কিন্তু সাক্ষাতের এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা প্রেমিক-প্রেমিকায় পরিণত হই। এক রাতে শারীরিক মিলনের পর সকালে আমরা একসঙ্গে সঙ্গীত করার চেষ্টা চালাই। সেটা ভালোভাবে হয়নি, কারণ দুজনেই ছিলাম উদ্বিগ্ন। সপ্তাহের শেষ দিকে আমরা আবারও চেষ্টা করি এবং এমন স্বাভাবিকভাবে নিজেদের মিলিয়ে বাজাচ্ছিলো যা ছিলো রীতিমতো বিস্ময়কর। জুলিয়ার বন্ধু ও সহপাঠী ছিলো মারিয়া। সে চেলো বাজাতো। তার সঙ্গে মিলে আমরা একটা ট্রায়ো গঠন করি, আর অনুষ্ঠান করতে

থাকি যেখানেই সুযোগ পেতাম, ভিয়েনায় ও ভিয়েনার বাইরে। এক বন্ধুর পরামর্শে আমরা একটা টেপ আর একটা আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলাম ব্যানফের সামার স্কুলে। সেই স্কুল আমাদের আবেদনপত্রে সাড়া দিয়েছিলো। সেই শীতে, সেই বসন্তে, সেই গ্রীষ্মে জাগ্রত এক স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম আমি।

ও তখন ছিলো আমার পাঁচ বছরের ছোট— নিয়মিত শিক্ষার্থী। বিভিন্ন দিক থেকে যদিও ওকে আমার চেয়ে বেশি বয়সের মনে হতো। আমাদের ওই ভাগ করে নেয়া শহরে সে স্বচ্ছন্দেই চলতো, প্রায় তিন বছর ধরে সেখানে বসবাস করছিলো। ভিয়েনায় অধ্যয়ন করতে আসার আগে জীবনের পুরোটা সময় কেটেছিলো তার ইংল্যান্ডে, কিন্তু বড়ো হয়ে উঠেছিলো জার্মান ও ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে বলতে। সে এমন এক জগতে বেড়ে উঠেছিলো যেটা ছিলো আমার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং ধরাছোঁয়ার বাইরে। তার সেই জগতে শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত আত্মস্থ হতো কোনও প্রয়াস বা ব্যাখ্যা ছাড়াই— বক্তৃতা ও ভ্রমণ থেকে, বই ও রেকর্ড থেকে, নির্ধারিত দেয়াল ও তাক থেকে। সে আমার সেরা শিক্ষকে পরিণত হয়েছিলো, আর সবকিছুর মতো এজন্যও আমার হৃদয় আমি তুলে দিয়েছিলাম তার হাতে।

সে আমাকে শিখিয়েছিলো কীভাবে শিল্পকে উপভোগ করতে হয়, সে আমার জার্মান ভাষা আরও ভালো করে শিখতে বিশাল ভূমিকা রেখেছিলো, সে এমন কি আমাকে ব্রিজও শিখিয়েছিলো। সে সিজের বাজনার ভিতর দিয়ে সঙ্গীতের অনেক কিছু দেখিয়েছিলো আমাকে; তার সঙ্গে সঙ্গীত সৃষ্টির যে আনন্দ আমি পেয়েছিলাম, তা ছিলো সেই আনন্দের মতোই বিপুল যা আমাকে দিয়েছে কোয়ার্টেট। আমি পরবর্তী সময়ে উপলব্ধি করেছিলাম যে, এমন কি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও অন্য কারও চেয়ে তার কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি শিখেছিলাম আমি।

সে কখনও কখনও চার্চে যেতো, প্রতি রবিবারে নয়, তবে সময়ে সময়ে সাধারণত যখন কৃতজ্ঞতার ভাব জাগতো মনে অথবা কোনও ঝামেলায় পড়তো। ওই জগৎটা আমার কাছে ছিলো অস্পষ্ট, কারণ এমন কি স্কুলে পড়ার সময়ও আমি প্রথামাফিক অনুষ্ঠিত কোনও প্রার্থনায় যোগ দিতাম না। সন্দেহ নেই এটা ছিলো তার আত্মবিশ্বাসের জায়গাগুলোর একটা, কিন্তু এটার ব্যাপারে আমি নিজে বিব্রত বোধ করতাম এবং সেও এ নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতো না। তার এমন এক নম্রতা ছিলো যার সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম না। সে হয়তো আমার মধ্যে লক্ষনীয় অদ্ভুত বিষয়সমূহ দেখেছিলো— এক পরিবর্তনশীলতা প্রতিরোধের চেতনা, সংশয়বাদিতার রূঢ়তা, আবেগপূর্ণ এমন কি কোনও কোনও সময় তমসাক্রান্ত যন্ত্রণা, প্রায় মস্তিষ্কের অসুস্থতা। কিন্তু এসবের কোনও একটিও কেমন করে আকর্ষণীয় হতে পারে? সে বলতো, যেহেতু উপার্জনের জন্য আমাকে কাজ করতে হতো, তাই তার পরিচিত অন্য ছাত্রদের চেয়ে আমি আলাদা। সে বলতো, আমার মেজাজ কেমন হবে না বুঝতে পারলেও সে আমার সঙ্গ ভালোবাসে। সে অবশ্যই অনুভব করতো তাকে আমার কতোটা প্রয়োজন হতো যখন আমি ক্রমশ ডুবে যেতাম বিষণ্নতায়। সর্বোপরি সে অবশ্যই জানতো তাকে আমি কতোটুকু ভালোবাসতাম।

দ্বিতীয় আরেকটা শীতকাল এলো। বছরের শুরুর দিকে আমার তৃতীয় আঙুলটায় সমস্যা শুরু হলো। ওটায় সাড়া পেতাম খুব ধীরে ধীরে, তাও অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া

করার পর। কার্ল এতে বিভ্রান্ত ও অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলো : আমার আলগা কম্পমান ধ্বনিসহকারে বাজানো ছিলো তার কাছে আরেকটা অপমান, এবং আমার উদ্বিগ্নতায় প্রতিফলিত হয়েছিলো আমার অসহায়কার ব্যাপারটা ছিলো এমন যেন তার মুকুটের একটা মূল্যবান হীরা স্রেফ কার্বন হিসেবে প্রমাণিত হতে যাচ্ছে, সেটাকে আদর্শ রূপে পরিবর্তিত করা যাবে শুধু অব্যাহত চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে। সে ওটা প্রয়োগ করেছিলো, এবং আমি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছিলাম।

শীতকাল ও বসন্তকাল জুড়ে জুলিয়া আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলো, সাহস জোগাতে চেয়েছিলো. বছরের বাকি সময়টুকু যেখানে থাকতে চেয়েছিলাম সেখানেই যাতে থাকতে পারি সেই প্রেরণা দিতে চেয়েছিলো, যদি অন্য আর কিছুর জন্যও না হয়ে থাকে, অন্তত ভালোবাসার জন্য। কিন্তু আমার মনের পীড়িত অবস্থায় আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না। সে আমাকে বলেছিলো আমার শিক্ষক সম্পর্কে যেন খারাপ কথা না বলি। আর বার বার করে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলো, কার্লের মধ্যে প্রথমে আমি কী দেখেছিলাম, যা আমি প্রথম দর্শনে দেখেছিলাম কার্লের মধ্যে তা এখনও সে দেখতে পায় : এমন একজন যার বাজনা তার আঙ্গিকে দক্ষতার চেয়েও গভীরে প্রবেশ করে, যার সঙ্গীত সমস্ত দিক থেকে আত্মার স্ফূরণ বহন করে। কিন্তু কার্লের ব্যাপারে আমার দ্বন্দ্ব এমনভাবে মাথায় সেঁটে গিয়েছিলো যে তার পক্ষে জুলিয়ার কথা বলাটা আমার সঙ্গে অসহনীয় বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে হয়েছিলো।

আমি ভিয়েনা ছাড়লাম। লন্ডনে এসে ছন্নছাড়ায় পরিণত হলাম, কারণ বাড়িতে ফিরে যাওয়াও সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি চিঠি লিখিনি বা ফোনও করিনি জুলিয়াকে। পরে ধীরে ধীরে আমার দৃষ্টির আহত ও অন্ধ ভাব কাটলে সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পেলাম, বুঝতে পারলাম সে যা করেছে তার মধ্যে সততাই ছিলো, এবং কোন ভালোবাসায়, এবং আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে আমার আকস্মিক প্রস্থান ও নীরবতায় তাকে হারিয়েও ফেলতে পারি। সেটাই ঘটলো। দুই মাস পেরিয়ে গিয়েছিলো। যখন শেষ পর্যন্ত তাকে চিঠি লিখলাম, তখন তার আর সাড়া মিললো না।

আমি ফোন করার চেষ্টা করেছিলাম। শিক্ষার্থীদের হোস্টেলের কমন টেলিফোনটা যারাই ধরেছে, প্রতিবার এক-দুই মিনিট পর ফিরে এসে জানিয়েছে সে নেই। আমার চিঠিগুলোরও জবাব আসেনি। দুই-একবার আমি ভিয়েনায় যাওয়ার কথা ভেবেছি, কিন্তু টাকা ছিলো অতি সামান্য, আর তখনও আমার ভেঙে পড়ার স্মৃতিতে শংকিত, তারপর কার্ল কেলের উপস্থিতি, তাছাড়া আমার যে-কোনও ব্যাখ্যা কীভাবে নেবে জুলিয়া। অন্যদিকে, ততদিনে সামারের ছুটি শুরু হয়েছে, সে হয়তো অন্য কোথাও চলে গেছে। অনেকগুলো মাস অতিক্রান্ত হয়। অক্টোবরে শুরু হয় পরবর্তী টার্ম, কিন্তু তখনও তার কাছ থেকে কোনও সাড়া আসে না।

তাকে হারানোর তীক্ষ্ণ চেতনা আমাকে আত্ম সংরক্ষণের দিকে ঠেলে দেয়। কিছুদিন পর আমি আশাও হারিয়ে ফেলি। আমার জীবনের তখনও দুই তৃতীয়াংশ সময় বেঁচে থাকার সম্ভাবনা। আমি একটা ডায়রি সার্ভিসে নাম নিবন্ধন করি, তারা আমাকে কাজের ব্যবস্থা করে দেয়। এক বছর বা ওই রকম সময় পর ক্যামেরাটা অ্যাংলিকার জন্য আমি অডিশন দিই, এবং সেখানে সুযোগ পাই কাজ করার। আমি বাজাই; আমি টিকে থাকি; এমন কি কিছু টাকাও বাঁচাতে সক্ষম হই, যেহেতু কারও জন্য খরচ করতে পারি এমন

BanglaBook.org

কেউ ছিলো না। আমি দেখে বেড়াই জাদুঘর, চিত্রশালা, গ্রন্থাগার। সবখানে হেঁটে বেড়াই। লন্ডনের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিই, কিন্তু একটুও নিজেকে লন্ডনার হিসেবে অনুভব করি না। আমার অন্তর থাকে অন্যখানে, উত্তরে ও দক্ষিণে। তৈলচিত্রে দেখি, বইতে পড়ি শুধু তাকেই, তারই কথা স্মরণ করি সর্বক্ষণ, কেননা বিভিন্নভাবে আমাকে সেই তৈরি করেছিলো।

আমি যখন সঙ্গীত শুনি, তখন প্রায়ই তা হয় বাখ।

জুলিয়া বাখ বাজিয়ে শোনাতো। সুতরাং ভালোবাসা থেকেই বাখের সঙ্গীতের প্রতি আমার অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিলো। জুলিয়া ও মারিয়া কখনও কখনও গাম্বা সনাটা বাজাতো, জুলিয়া আর আমি কখনও কখনও বাখের বেহালা ও কিবোর্ড মিউজিক বাজাতাম, কিছু সময় তার জন্য পিয়ানোর একেবারে বাম প্রান্তে একটা অর্গান ওয়ার্কের পেডাল পার্টেও আঙুলের টোকা মারতে হতো আমাকে। সেখানে একটা কোরাল প্রিলিউড ছিলো 'An Wasserflussen Babylon,' যা আমরা বাজানোর পরেও আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। কিন্তু সে নিজেই যখন বাজাতো, নিজের জন্য, তখন আমি পুরোপুরি আমার সত্তা সপে দিতাম বাখের কাছে, এবং তার কাছে।

আমি অন্য নারীদের সঙ্গেও শুয়েছি আগে, এবং এক সময়ে তারও একজন বয়ফ্রেন্ড ছিলো, কিন্তু আমি ছিলাম তার প্রথম ভালোবাসা, এবং সে আমার। সেই থেকে আর কারও প্রেমেও পড়িনি।

এখন সে কী, এখন সে কে? আমি কি এমন একজনের প্রতি নিজেকে সপে দিয়েছি যে সম্পূর্ণ বদলে গেছে? (কিন্তু সে কি বদলাতে পারে? সে কি সত্যিই অতোটা বদলাতে পারে?) ছেড়ে এসেছি বলে তার মধ্যে ঘৃণা তৈরি হতে পারে? যে আমাকে বিস্মৃত হয়েছে, ভাবনা থেকে আমাকে কীভাবে মুছে ফেলতে হবে তা শিখেছে। আমাকে ওই বাসের মধ্যে দেখার পর কত সেকেন্ড অথবা কত সপ্তাহ তার ভাবনার মধ্যে আমি বেঁচে থাকবো?

আমি নিজেই যখন নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না, তখন সে আমাকে ক্ষমা করবে কেমন করে? আমি বাখ শোনার সময় তার কথা ভাবি। আমি হেইডন কিংবা মোজার্ট কিংবা বিটোফেন কিংবা শুবার্ট বাজানোর সময় তাদের নগরীর কথা ভাবি। সে আমাকে সেই নগরী দেখিয়েছিলো, প্রত্যেক পদক্ষেপ আর পাথর, যা তার স্মৃতি নিয়ে আসে আমার কাছে। আমি সেখানে যাইনি দশ বছর। কিন্তু সেখানেই আমাদের যাওয়ার কথা আগামী বসন্তে, আমি জানি সেখানে যাওয়া থেকে আমাকে রুখতে পারবে না কিছুই।

২.১৯

শেষের তিন মাস অদ্ভুত এক মানুষ আমাদের অনুসরণ করেছিলো সবখানে : আঠার মতো লেগে থাকা ভক্ত। প্রথমে তাকে আমরা অক্ষতিকর হিসেবেই নিয়েছিলাম : টাই, সুতোয় বাধা চশমা, শিক্ষাবিদদের মতো জ্যাকেট। সে আমাদের অনুসরণ করতো এখানে-সেখানে, গ্রিন রুমে সম্ভাষণ জানাতো, পানে আপ্যায়ন করতো, আমরা যা বাজাই তা নিয়ে জ্ঞানীর মতো কথা বলতো, আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে দেয়ার সুযোগ চাইতো। আমরা এসবের অধিকাংশই এড়িয়ে যেতাম। হেলেন তার ব্যাপারে বেশ মারমুখী ছিলো, এবং— স্বাভাবিক আচরণের বিপরীতে— বার দুয়েক কড়া ব্যবহারও

BanglaBook.org

করেছিলো তার সঙ্গে। কখনও কখনও তাকে ভীষণ উত্তেজিত মনে হতো, কিন্তু যা সে বলতো তা পুরোপুরি বাতিল করে দেয়া যেতো না। যখন সে বলেছিলো আমরা কেমন করে আমাদের নাম অর্জন করেছি তা সে জানে, তখন পিয়ার্সকে হতাশ ও ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিলো। কেননা এটা কোয়ার্টেটের একটা গোপন বিষয় বলে মনে করা হতো।

ইয়র্কে গত মাসে এই আঠালো ভক্ত একটা পার্টি ছিনতাই করেছিলো। আমন্ত্রণকারী স্থানীয় মিউজিক সোসাইটিতে কিছু একটা করতো। সে কনসার্টের পর তার বাড়িতে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছিলো কিছু লোকজনকে। আঠালো ভক্ত আমাদের অনুসরণ করে সেই উত্তর পর্যন্ত গিয়েছিলো। আমাদের বন্ধু মনে করে তাকেও ওই দাওয়াতে স্বাগত জানানো হয়েছিলো। আমাদের আমন্ত্রণকারী স্বামী-স্ত্রীকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিয়ে কোত্থেকে আবির্ভূত হলো পাচকের দল, খাবার ও পানীয় সরবরাহ করতে লাগলো। ততক্ষণে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে, কোয়ার্টেট যাকে দয়া করে নিয়ে এসেছে এই লোক তেমন কেউ নয়, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। সে উৎসবের মনিবে পরিণত হলো, লোকজনকে এখানে-সেখানে নিয়ে যেতে লাগলো, পরিচালকদের নির্দেশ দিতে শুরু করলো, বাতি নিষ্প্রভ করতে বললো। সে কথা বললো, গান গাইলো, নাচলো। সে হাঁটু গেড়ে বসলো। এ পর্যায়ে আমাদের আমন্ত্রণকারী আবিষ্কার করলো যে, আগামীকাল খুব সকালে তাকে একটা ফ্লাইট ধরতে হবে, এবং নিজে আতিথেয়তা প্রদর্শন করতে না পারায় বারবার ক্ষমা চাইলো আর সবাইকে বাড়ির বাইরে বিদায় করে দিলো। ভক্ত কিছুক্ষণ রাস্তায় নাচলো, তারপর পাচকদের ভ্যানে বসে গান ধরলো। সে ঘন ঘন বেদম কাশছিলো।

তার প্রদর্শিত এটাই ছিলো চরমতম আচরণ, আর আমরা বুঝতে পারছিলাম না কি করা উচিত।

'সে ঠিক আছে কিনা আমাদের নিশ্চিত হওয়া উচিত নয়?' বিলি জিজ্ঞেস করলো. সে গাড়িতে স্টার্ট দিচ্ছে।

'না,' পিয়ার্স বললো। 'তার দায়িত্ব আমাদের নয়। নিজেই সে নিজের যত্ন নিতে পারবে। খোদার কাছে কামনা করি, এই বেজন্মার সঙ্গে আর কখনও আমাদের যেন দেখা না হয়।'

'ওহ, শান্ত হও, পিয়ার্স। সে ক্ষতিকর নয়,' বিলি বললো। 'কিন্তু, আচ্ছা, আমাদের আমন্ত্রণকারীর জন্য খারাপ লাগছে আমার।'

'কিছু সহানুভূতি নিজের জন্যে রেখে দিও। এখানে আমাদের আর কখনও আমন্ত্রণ জানানো হবে কি না তাতে আমার সন্দেহ আছে।'

'ওহ, পিয়ার্স,' হেলেন বললো।

'এই সমস্ত কাণ্ডকীর্তির ব্যাপারে কতটুকু জানো তুমি?' কৈফিয়ত তলবের সুরে পিয়ার্স বললো, সামনের আসন থেকে মাথা ঘুরিয়ে হেলেনের দিকে তাকালো চোখ গরম করে। 'কী ঘটেছে তা একা আমাকেই বলতে হবে এরিকাকে, আর ক্ষতি সামলানোর জন্য তাকে ধরতে হবে। এমন নয় যে এ ব্যাপারে সে খুব দক্ষ। আর আমাদের পরবর্তী কনসার্টেও লোকটা যদি আবির্ভূত হয়?'

হেলেন যেন এ ভাবনায় একটু কেঁপে উঠলো। আমি আশ্বস্ত করার জন্য তার কাঁধে হাত রাখলাম। অদ্ভুত ব্যাপার, হেলেনের বিমর্ষতায় যেন পিয়ার্সের ক্রোধ আরও বেড়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

'লিডসের দর্শকদের মধ্যে তাকে যদি দেখা যায়,' হেলেন বললো, 'আমি বাজনা বন্ধ করে দেবো। না, তোমার হাতটা ওখানে রাখো, মাইকেল।' সে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'আজ রাতে আমি ভীষণ ক্লান্ত। একটা প্রশ্ন : স্ট্রিং কোয়ার্টেটের বাজিয়ে হিসেবে দশ লাখ পাউন্ড নিয়ে কীভাবে তুমি শেষ করবে?'

'শুরু করবো এক কোটি দিয়ে,' বিলি বললো।

'বিলি, তুমি প্রতারক, আগেও ওটা তুমি শুনেছো,' হেলেন বললো।

'তোমার খালার কাছ থেকে পেয়েছো উত্তরাধিকার সূত্রে,' পিয়ার্স বিড়বিড় করে বললো, এবার আর পিছন দিকে তাকায়নি। হেলেন কিছু বললো না, কিন্তু আমি অনুভব করলাম ওপর কাঁধ শক্ত হয়ে উঠলো।

'পিয়ার্স,' আমি বললাম। 'যথেষ্ট হয়েছে।'

'আমি তোমাকে একটা পরামর্শ দেবো, মাইকেল? পিয়ার্স বললো। 'পারিবারিক বিষয়ে নাক গলাতে এসো না।'

'ওহ, পিয়ার্স,' হেলেন বললো।

'ওহ পিয়ার্স, ওহ পিয়ার্স, ওহ পিয়ার্স!' পিয়ার্স বললো। 'যথেষ্ট হয়েছে আমার। আমাকে গাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দাও। হেঁটেই যেতে পারবো হোটেলে।'

'কিন্তু এর মধ্যেই আমরা হোটেলে পৌছে গেছি,' বিলি বললো। 'দেখ— ওই যে।'

পিয়ার্স গরগর করলো এবং গাড়িটা হোটেল পর্যন্ত যেতে দিলো।

২.২০

এক ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা। দর্শকদের মাথার ওপর স্কাইলাইট অন্ধকার। আমাদের চেয়ারগুলোর দিকে হেঁটে যেতে যেতে আমার চোখ চলে যায় যেখানে ভার্জিনিয়ে বসে আছে সেখানে। আমাদের পিছনে ক্রিসের মতো সোনালি খাঁজকাটা দেয়াল আর উপরে চমৎকার সাজের রিলিক। আমরা বসি। হাততালি থেমে আসে। আমরা টিউন করি। শুরু করতে প্রস্তুত। পিয়ার্স প্রথম নোট বাজাতে তার বো তোলে। ঠিক সেই সময় হাঁচি দেয় বিলি, অত্যন্ত জোরে। কনসার্ট শুরুর আগে সে প্রায়ই হাঁচি দেয়, কিন্তু কনসার্টের মধ্যে কখনও নয়। দর্শকদের মধ্যে চকিতে অবাক হওয়ার গুঞ্জন ওঠে, তবে তা সহানুভূতিমূলক। আমরা বিলির দিকে তাকাই, সে একেবারে লাল হয়ে গেছে, রুমালের জন্য পকেট হাতড়াচ্ছে। পিয়ার্স কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে, নিশ্চিত হয়ে নেয় যে আমরা সবাই প্রস্তুত, বিলির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে, বো নামিয়ে আনে, আর আমরা শুরু করি।

চেম্বার মিউজিকের পবিত্র জুতোর বাক্স হিসেবে পরিচিত উইগমোর হলে এক শীতকালীন সন্ধ্যা। এই রাতের জন্য গত মাসে আমরা নিবিড় অনুশীলন করেছি। সূচি খুব সাদামাটা— তিনটে ধ্রুপদী কোয়ার্টেট। এ মেজরে হেইডনের ওপাস ২০ নম্বর ৬, আমার সবচেয়ে প্রিয় কোয়ার্টেট; তারপর মোজার্ট স্বয়ং হেইডনকে উৎসর্গ করেছিলেন যে ছয়টি কোয়ার্টেট তার প্রথমটি, জি মেজরে; শেষে, ইন্টারভ্যালের পর, বিটোফেনের বিরতিহীন কোয়ার্টেট, সি শার্প মাইনরে। মৃত্যুর এক বছর আগে সেটা তিনি কম্পোজ

BanglaBook.org

করেছিলেন। তার মৃত্যুশয্যায় যেমন 'মেসিয়াহ' তাকে বিষণ্ণ ও প্রফুল্ল করেছিলো। অনুরূপভাবে এক বছর পর একই নগরীতে তার এই কোয়ার্টেটও স্তবটিকে মৃত্যুশয্যায় বিষন্ন ও প্রফুল্ল করেছিলো।

নিভে যাচ্ছে, আবার জ্বলে উঠছে, নিচে নামছে, উপরে উঠছে : আমাদের চার পাশে শব্দের ঢেউ। হেলেন আর আমি মাঝখানে, দুই পাশে পিয়ার্স ও বিলি। আমাদের চোখ সঙ্গীতের ওপর; পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছি না, কিন্তু আমরা এমনভাবে বাজিয়ে যাই যেন হেইডন নিজেই আমাদের কন্ডাক্টর। এক অদ্ভুত বিপরীত সত্তা আমরা, নিজেদের মধ্যে নেই আর, মিলিয়ে গেছি ম্যাগিওরে। কতসব বস্তুর সমন্বয়ে যা গঠিত : চেয়ার, স্ট্যান্ড, মিউজিক, বো, যন্ত্রপাতি, মিউজিশিয়ান— বসে, দাঁড়িয়ে, বদলে, শব্দ করে— সবকিছু মিলে উৎপন্ন করছে এই জটিল কম্পন যা ভিতরের কানে সুর তুলছে, সেখান থেকে মস্তিষ্কে পৌঁছে কয়েকটা কথা জাগিয়ে তুলছে : আনন্দ; ভালোবাসা; দুঃখ; সৌন্দর্য্য। আমাদের সামনে ৫৪০ জন মানুষ, তাদের ৫৪০ প্রকার উদ্দীপনা ও আবেগে নাড়া দিচ্ছে এই সঙ্গীত। ১৭৭২ সালে একটা পাখির পালক দিয়ে এক মানুষ যা রচনা করে গেছেন তার আত্মা দিয়ে, এবং সেটা আমাদের মাধ্যমে প্রবিষ্ট হচ্ছে এই দর্শকদের মধ্যে।

হেইডনের প্রতিটা অংশটা আমার ভালো লাগে। এটা সেই কোয়ার্টেট যা আমি শুনতে পারি যে কোনও মেজাজে, বাজাতে পারি যে কোনও মেজাজে। অ্যালেগ্রোর দীর্ঘ সুখ; চমৎকার অ্যাডাজিও যেখানে পিয়ার্সের গানের কাছে আমার ছোট ছোট ফিগার হচ্ছে কাউন্টার-লিরিকের মতো; মিন্যুয়েট ও ট্রায়োর বৈপরীত্যের ঐক্য; এবং সুরেলা ও বৈচিত্র্যে ভরা fugue— সবকিছুই আমাকে উৎফুল্ল করে। কিন্তু যে অংশটা আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি সেটা আমি একেবারেই বাজাই না। ট্রায়ো বাস্তবিকই ট্রায়ো। পিয়ার্স, হেলেন ও বিলি তাদের শব্দ নিচুতে নামিয়ে এনে থেমে যায়— অন্যদিকে আমি বিশ্রাম নিই। আমার টনোনি স্থির। আমার বো পড়ে আছে কোলের ওপর। আমার চোখ বন্ধ। আমি এখানে, আবার এখানে নই। হয়তো উড়ছি গ্যালাক্সির শেষ প্রান্তে, হয়তো আরও দুই বিলিয়ন আলোকর্ষ দূরে? আমার অতি-উপস্থিত সহকর্মীদের উপস্থিতি থেকে, যতো সংক্ষিপ্তই হোক, আমার এটাই অবকাশ? সুর মিলিয়ে যায়, এখন মিন্যুয়েট শুরু হয় আবার। কিন্তু আমাকে এটা বাজাতে হবে উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবি। এ হলো মিন্যুয়েট। অন্যদের সঙ্গে আমাকেও যোগ দিতে হবে। আমাকে আবার বাজাতে হবে। আর শুনতে পাই আমি বাজাচ্ছি। এবং হ্যাঁ, ফিডল আমার থুথনির নিচে, বো আমার হাতে, আমি বাজাচ্ছি।

২.২১

আমরা নিখুঁতভাবেই হেইডনের শেষ দুটো কর্ড ধরি : কোনও মানবীয় ধ্বস্তাধ্বস্তির প্রয়োজন হয় না। বিটোফেনের শেষে তিনটে বিপুল বারো-নোর্ট কর্ডের জন্য ওটা আমরা রেখে দেবো। কিন্তু এখন এটা প্রাণবন্ত, হালকা তবে সামান্য নয়।

আমরা কয়েকবার হাততালির কারণে বিরতি দিয়েছি, এবং আবার স্টেজে ফিরেছি। হেলেন আর আমি কানে কানে দেঁতো হাসি হেসেছি, পিয়ার্স ভাবলেশহীন থাকার চেষ্টা করেছে, আর বিলি বার দুয়েক হাঁচি দিয়েছে সেই অবসরে।

BanglaBook.org

এরপর শুরু হয় মোজার্ট। হেইডনের চেয়ে এর পিছনেই বেশি গলদঘর্ম হয়েছি আমরা রিহার্সালের সময়। যদিও আমাদের বাদ্যযন্ত্রের পক্ষে এটা অনেক স্বাভাবিক। অন্যরাও এটা পছন্দ করে। তবে হেলেনের দুই-একটা রিজার্ভেশন রয়েছে। বিলির কাছে এ এক মোহনীয় ব্যাপার। তবে কম্পোজিশনের দিক থেকে আমি যা মোহনীয় বলে আবিষ্কার করেছি, বিলি তা করতে পারেনি।

আমি এটার ব্যাপারে পাগল নই। পিয়ার্সের দাবি, রিহার্সালের সময় এটা নিয়ে আমি নাকি পাগল হয়েছিলাম। অথচ সব ব্যাপারে পাগল হওয়া পিয়ার্সেরই বৈশিষ্ট্য। আমি নিজের বিষয়টা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, গতিশীল বৈপরীত্যের প্রাদুর্ভাব আমার পছন্দ নয়। আমরা নিজেরাই কেন ওপেনিং বারের গঠন তৈরি করতে পারবো না? আমি অতিমাত্রায় ক্রোম্যাটিসিজমও পছন্দ করি না। মনে হয় ওটা বিদঘুটে রকমের শ্রমসাধ্য, তা এমন কি মোজার্টের মতোও নয়। পিয়ার্স ভেবেছিলো আমি পাগল হয়ে গেছি। যাই হোক, এখানে আমরা বেশ চমৎকার বাজাচ্ছি ওটা। সৌভাগ্যবশত, এটা নিয়ে আমার যা ভাবনা তা অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি। তাদের উদ্দীপনা আমার নিজের বাজনাটাকে প্রাণ দিয়েছে। ট্রায়ো আমার প্রিয়, যদিও এবার আমাকেও বাজাতে হবে নিজের আনন্দের জন্য। ফিউগালে শেষ স্পন্দন সেটাই করে যেটা করার কথা— তা একেবারে জীবন্ত হয়ে ওঠে— সেটা বিশেষ করে খুবই দ্রুত ঘটে— তারপর উঁচুতে উঠে যায়। আমরা অনুপ্রাণিত হই আর না হই, আনন্দের সঙ্গেই হাততালি গ্রহণ করি।

ইনটারভ্যালের সময় আমরা গ্রিন রুমে বসি, আশ্বস্ত আর উদ্বিগ্ন। আমি আমার বেহালায় উদ্বেগের সঙ্গে টোকা মারি। কোনও কোনও সময় এটা মেজাজী পশু, তখন এটা পুনরায় টিউন করতে হিমশিম খেতে হয় : বিটোফেনের সাত স্পন্দনের মধ্যে কোনও ফাঁক নেই।

বিলি একটু দূরে পিয়ানোয় বসে টোকা মারছে। তাতে আমি আরও নার্ভাস হয়ে পড়ি। সে কয়েকটা এনকোরের বার বাজাচ্ছে, সেগুলো খুব সাবধানে আমরা প্রস্তুত করেছি, আর বিভিন্ন অংশ গুন গুন করে গাইছে, ফলে আগেভাগেই সব ধরনের যন্ত্রণায় আমি ভুগতে লাগলাম। সেরা সময়ে আমার ইন্টারভ্যাল ভালো লাগে না।

'প্লিজ, বিলি!' আমি বলি।

'কী? ওহ— ওহ, বুঝেছি,' বিলি বলে, এবং থামে। 'আমাকে বলো,' সে বলে, 'একটা স্পন্দন শেষ হলেই লোকজন কাশতে শুরু করে কেন? তারা যদি দশ মিনিট অপেক্ষা করতে পারে, তবে আর দুই সেকেন্ড অপেক্ষা করতে সমস্যা কী?'

'দর্শক!' পিয়ার্স বলে, যেন ওই একটা শব্দেই সব ব্যাখ্যা করা হয়ে যায়।

হেলেন ওর ব্যাগ থেকে ছোট একটা ফ্লাস্ক বের করে ওটা থেকে এক চুমুক হুইস্কি পান করতে দেয় আমাকে।

'ওকে মাতাল হতে দিও না,' পিয়ার্স গরগর করে।

'একটু ওষুধ হিসেবে দিলাম,' হেলেন বলে। 'স্নায়ুর চাপে আছে। দেখ, বেচারা মাইকেল, ও কাঁপছে।'

'আমি কাঁপছি না। স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি নয়।'

'সব ঠিকমতোই চলছে,' হেলেন কোমল স্বরে বলে। 'খুব ভালোভাবে অবশ্যই। তারা সবাই পছন্দ করছে বলে মনে হয়।'

BanglaBook.org

'ওরা আসলে যেটা পছন্দ করছে, হেলেন,' পিয়ার্স বলে; 'সেটা হলো তোমার লাল পোশাক আর উন্মুক্ত কাঁধ।'

'বিলি, আমাদের একটু ব্রামস শোনাও,' হেলেন বলে।

'না, না—' পিয়ার্স চিৎকার করে।

'বেশ, তাহলে চুপ থাকলে হয় না?' হেলেন জিজ্ঞেস করে। 'কোনও অস্বস্তিকর মন্তব্য নয়, কোনও খোঁচাখুঁচি নয়, প্রচুর প্রেম আর সহানুভূতি।'

'খুব ভালো কথা,' পিয়ার্স এগিয়ে এসে বোনের কাঁধে চাপড় মেরে বলে।

'আমি বাস্তবিকই সামনে এটার দিকে তাকিয়ে আছি,' আমি বলি।

'ওটাই প্রাণশক্তি,' পিয়ার্স বলে।

'ওই ফিউগের ধীর সূচনা, ওটা আমাকে কাঁপিয়ে দেয়,' বিলি নিজের মনে বলে।

'তোমরা ছেলেরা বড় বেশি ভেজা,' হেলেন বলে। 'মিউজিক সম্পর্কে আরেকটু কম সিক্ত হতে পারো না? তাহলে তো নার্ভাসও হতে কম।'

আমরা কিছু সময় নীরব থাকি। আমি উঠে গিয়ে জানলার বাইরে তাকাই। রেডিয়েটরের ওপর হাত রাখি।

'আমার ফিডলের টিউন আছে কি না তা নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন,' আমি খুব নিচু স্বরে বলি।

'ওটা চমৎকার থাকবে,' হেলেন বলে। 'চমৎকার থাকবে।'

২.২২

চল্লিশ মিনিট পর আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি। বিলির শার্ট ঘামে চুপসে গেছে। সে একবার সি শার্প মাইনর কোয়ার্টেট সম্পর্কে বলেছিলো : 'তোমার যা কিছু আছে তার সবই তুমি দাও প্রথম চার বারে, এবং পরিণতিতে সেখান থেকে কোথায় যাও?' কিন্তু সে এবং আমরাও এর জবাব দিয়েছি নিজেদের মতো করে।

এই খণ্ডটার পর আর কোনও এনকোর হতে পারে না, উচিতও নয়। চতুর্থবার আমরা স্টেজে ফিরে আসি। আমাদের বাদ্যযন্ত্রগুলো রেখে যেতে পারতাম। কিন্তু সেগুলো নিয়ে এসেছি, আগের মতোই, আর এবার আমরা বসি। হাততালি থামে। প্রত্যাশার মৃদু গুঞ্জন ভেসে ওঠে, তারপর নীরবতা। এখন আমরা পরস্পরের দিকে তাকাই, পুরোপুরি মনোযোগ দিই পরস্পরের প্রতি। যা বাজাবো তার জন্য মিউজিক দরকার নেই। ওটা আমাদের কোষের মধ্যেই আছে।

টনোনি সামান্য ঠিকঠাক করে নিয়েছি ব্যাকস্টেজে। এখন আলগোছে পরীক্ষা করে দেখি, আর আমাকে হতাশ না করতে বলি ওটাকে। স্বাভাবিকভাবে পিয়ার্স ঘোষণা দেবে এনকোরের। তার পরিবর্তে সে এবং অন্যরাও আমার দিকে তাকায় আর সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। আমি বাজানো শুরু করি। প্রথম দুটো নোট বাজাই মুক্ত স্ট্রিংয়ে, যেন টিউনিং থেকে মিউজিকে স্থানান্তর।

প্রথম কয়েকটা ধীর নোট বাজানোর সময় আমি অন্ধকার হলের বিভিন্ন দিক থেকে স্বীকৃতির বিস্মিত নিচু ধ্বনি শুনতে পাই। আমার চার নিঃসঙ্গ বারের পর পিয়ার্স যোগ দেয় আমার সঙ্গে, তারপর বিলি, তারপর হেলেন।

BanglaBook.org

আমরা বাজাচ্ছি বাখের 'আর্ট অফ ফিউগ'-এর প্রথম contrapunctus.

আমরা প্রায় ভাইব্রেটো ছাড়াই বাজাচ্ছি, বো ধরে রেখেছি স্ট্রিংয়ের ওপর, মুক্ত স্ট্রিং ধরছি যেখানেই তা পড়ুক স্বাভাবিকভাবে। আমাদের ফ্রেজ হুবহু পরস্পরের সঙ্গে না মিললেও কিছু আসে যায় না। আমরা সেইরকম নিবিড়তা আর স্থিরতা নিয়ে বাজাই, যা পারবো বলে কখনও কল্পনা করিনি। ফিউগ বেজে চলে, আমাদের চলমান বো সেই প্রবাহ অনুসরণ করে, দিকনির্দেশনা নিয়ে এবং দিকনির্দেশনা দিয়েও।

আমি ক্ষুদ্র কোয়েভারে আসি, এই নোটটাই আমার সব উদ্বেগের উৎস। হেলেনের এ জায়গায় একটু বিরতি। সে মাথা সামান্য ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকায়। আমি বলতে পারি সে নিঃশব্দে হাসছে। এটা মধ্য সি-এর নিচে এফ। এটা বাজানোর জন্য আমার সবচেয়ে নিচের স্ট্রিংয়ে টিউন করতে হয়েছে একটা টোন।

আমরা প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে বাজাই। এই সাড়ে চার মিনিট হতে পারতো অসংখ্য ঘণ্টা অথবা সেকেন্ড। মনের চোখে আমি আসল স্কোরের সামান্য-ব্যবহৃত ক্লেফ দেখতে পাই, এবং পতন ও উত্থান, দ্রুত ও ধীর, সমান্তরাল ও বিপরীত, আমাদের কয়েকটি কণ্ঠস্বর— এবং আমার মনের কানে আমি শুনতে পাই কী শব্দ হয়েছে, কী শব্দ হচ্ছে এবং কী শব্দ হবে। আমাকে শুধু উপলব্ধি করতে হবে স্ট্রিংয়ে যা রয়েছে তা এরই মধ্যে আমার কাছে বাস্তব; আর বিলি, হেলেন ও পিয়ার্সকেও তা উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের সম্মিলিত দৃশ্য ভেসে ওঠে, আর আমরা এক হয়ে যাই : পরস্পরের সঙ্গে, জগতের সঙ্গে, আর দীর্ঘকাল আগে গত হওয়া সেই সত্তার সঙ্গে যার শক্তি আমরা গ্রহণ করি তার দর্শণের নোটকৃত আকারের ভিতর দিয়ে এবং তার নামের ভিতর দিয়ে।

২.২৩

পিয়ার্স আর আমি ডিনার জ্যাকেট বদলে সহজ পোশাক পরেছি। আমরা নব্বই সেকেন্ড ফ্ল্যাট বাজিয়েছি। লোকজন গ্রিন রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আর সিঁড়িতেও।

আমরা দরোজা খুললে দুই হাত অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে প্রসারিত করে এগিয়ে আসে এরিকা কাওয়ান। তার পিছন পিছন আসে কুড়ি-তিরিশজন মানুষ।

'মার্ভেলাস, মার্ভেলাস, মার্ভেলাস, মোয়া, মোয়া, মোয়া!' আক্ষরিকভাবেই চুমু দিতে থাকে এরিকা। 'বিলি কোথায়?'

'শাওয়ারে,' পিয়ার্স বলে।

জনতার আগমনের আগেই করিডোর দিয়ে ধাবিত হয়েছিল বিলি। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে আমাদের কাছে ফিরে আসবে, ঘামহীন এবং উপস্থাপনযোগ্য। তার বউ লিডিয়া কথা বলছে ভার্জিনিয়ের সঙ্গে। পিয়ার্সের চোখ দুটো আধ-বোজা, ঠেশ দিয়ে আছে কোট-স্ট্যান্ডের গায়ে। অনুরাগী ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ দর্শকরা অভিনন্দন জানাচ্ছে চারপাশ থেকে। 'ধন্যবাদ, হ্যাঁ, ধন্যবাদ, আনন্দিত, আনন্দিত যে আপনারা এটা উপভোগ করেছেন... এই, লুইস!' ভিড়ের মধ্যে একজনকে চিনতে পেরে হঠাৎ সে উৎসাহে চিৎকার করে ওঠে।

আমাদের সবাইকেই আত্মস্থ হতে হবে, কিন্তু ম্যাগিওর অবশ্যই জীবনের জন্য হাসবে।

এক তরুণী পিয়ার্সকে তার সবচেয়ে অপ্রিয় প্রশ্নটি করলো— আমাদের নামের কারণ। পিয়ার্স দেখতে পেলো রুমের মধ্যে তার মা-বাবাও আছে, সে তাদের কাছে গিয়ে অবিলম্বে পারিবারিক আলাপে জমে গেল।

BanglaBook.org

আঠালো ভক্ত এখানেও এসেছে, হেলেনের সঙ্গে লেগে আছে। হেলেন লাল হয়ে আছে। সৌভাগ্যক্রমে গিল্ডহল থেকে আসা হেলেনের দুই শিক্ষার্থী সেখানে উপস্থিত হলো। হেলেন তাদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করলে ভক্তটা আর পাত্তা পেলো না।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে নিকোলাস স্পেয়ারকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। যদিও পিয়ার্স তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তারপর আর সে এখানে আসার মতো ভদ্রতা দেখাবে এমন আশা করা যায় না। তার সঙ্গীতবিষয়ক সাপ্তাহিক হাইলাইটে আমাদের কথা লেখার প্রতিশ্রুতিও সে রাখেনি। প্রকৃতপক্ষে, হলের ব্যবস্থাপনার মধ্যে আমাদের এক সূত্রের মতে, এখানে কোনও সমালোচকই আসেনি। এটা ভীষণ হতাশাজনক— এমন চমৎকার অনুষ্ঠান, অথচ কাগজে তার কোনও খবর নেই বিশ্বকে জানানোর জন্য।

'ওহ,' পিয়ার্সের অভিযোগ শুনে এরিকা বলে। 'সমালোচকে কিছু যায় আসে না, সত্যিই।'

'ওটা বাজে কথা, এরিকা, আর তুমি তা জানো,' পিয়ার্স সংক্ষেপে বলে।

'আজকের এই সন্ধ্যাটা অত্যন্ত বিস্ময়কর,' এরিকা বলে। 'আহ, ওই যে ইসোবেল শিঙ্গল ওখানে। ইসোবেলের বানান ওয়াই দিয়ে, তুমি বিশ্বাস করবে! ও এসেছে স্ট্র্যাটাস রেকর্ডস থেকে... ইসোবেল, ইসোবেল,' এরিকা চিৎকার করে প্রবল হাত নাড়ে।

ইসোবেল দীর্ঘাঙ্গীনি এক অল্পবয়সী মহিলা, তাকে এতটাই ফ্যাকাশে দেখায় যে মনে হয় কখনও সূর্যালোকে আসেনি, কপালে কেমন দুশ্চিন্তার ভাব, সে উদগ্রীব কণ্ঠে এরিকা ও পিয়ার্সকে বলে কনসার্ট তার ভীষণ ভালো লেগেছে।

'আমাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করো,' এরিকা ধরা গলায় বলে।

ইসোবেল শিঙ্গল মুচকি হাসে শিকারির মতো।

'আচ্ছা, আমার একটা আইডিয়া আছে,' সে বলে। 'কিন্তু, তুমি জানো, আমি মনে করি না যে এই এখানে এসব নিয়ে কথা বলার...' সে বাকি শব্দগুলো উচ্চারণ করে না।

'আগামীকাল সকাল সাড়ে দশটা, আমি তোমার অফিসে আসবো,' এরিকা বলে।

'বেশ, তুমি জানো, এরিকা, আমি, ইয়ে, তোমাকে আমি ফোন করবো... আমাকে সবকিছু ভাবতে দাও। আমি শুধু তোমাদের সবাইকে বলতে চেয়েছি আমি কতোটা...' সে হাতের তালু নাচালো, তার পর, যেন বেদনার্ত হয়ে, ঘুরে চলে গেল।

'কী রকম বৃদ্ধা এক নারী,' বললো মিসেস ট্যাভিস্টক, পিয়ার্স ও হেলেনের হিসেব অনুযায়ী, সে নিজেই একজন বৃদ্ধা।

'স্ট্র্যাটাসের সাফল্যের নেপথ্য শক্তি সেই,' এরিকা বলে।

'সত্যিই?' পিয়ার্স বলে।

'আজ রাতের দর্শকদের মধ্যে সে যে ছিলো তা অকল্পনীয়,' এরিকা বলে। 'আমি ব্লাডহাউন্ডের মতো এর পিছনে লেগে থাকবো।'

হেলেন আর আমি দশ মিনিট পর কথা বলছি হল ব্যবস্থাপনার এক তরুণীর সঙ্গে, এমন সময় আমাদের কানে এলো পিয়ার্সের কথা। 'আমি দুঃখিত,' পিয়ার্স বলছে। 'ছোটবেলা থেকেই আমার এই সমস্যা... বোকা বোকা প্রশ্নের জবাব দিতে পারি না আমি।'

'আমি গিয়ে ওকে নিয়ে আসি,' হেলেন বলে।

প্রাথমিক কোলাহল নিস্তেজ হয়েছে; ভিড় কিছুটা পাতলা হয়ে এসেছে। বিলি আর লিডিয়া বাড়িতে চলে গেছে বিলির মা-বাবাকে ছেড়ে দিতে, ওদের তিন বছরের ছেলে

BanglaBook.org

জ্যাঙ্গোকে তাদের কাছে রেখে এসেছিলো ওরা। আঠালো ভক্ত কোনওভাবে উধাও হয়ে গেছে। তবে এখনও কিছু লোক আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

ভার্জিনিয়ে চলে গেছে। সে আমাকে লিফট দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু আমি হেলেনের সঙ্গে যাবো। গাড়িতে তার ও পিয়ার্সের সঙ্গে আজকের অনুষ্ঠানের তাৎক্ষণিক পোস্ট-মর্টেম করতে চাই।

আমি কামরার চারপাশে তাকাই, ক্লান্ত কিন্তু একদিক থেকে পূর্ণ, এখনও আমার মাথার ভিতর চলছে বাখ।

'মাইকেল,' জুলিয়া বলে তার ওপর আমার চোখ পড়তেই।

২.২৪

'জুলিয়া।' আমার ঠোঁটে নামটা আসে, কিন্তু আমি কোনও শব্দ উচ্চারণ করতে পারি না, ফিসফিস আওয়াজও বের হয় না আমার মুখ দিয়ে।

সে আমার দিকে তাকায়, আমি তার দিকে। তার ডান দিকে কিছু কালো পাতার লিলি, সে সবুজ পোশাক পরেছে। মানুষটা ছিলো সেই। মানুষটা সেই।

'হ্যালো,' সে বলে।

'হ্যালো।'

তার দৃষ্টিতে কিছু ছিলো। সবুজ সিল্ক সাঁতার দিচ্ছে গাঢ় সবুজ পাতার মধ্যে, টেবিলক্লথের সবুজ, চেয়ারের জলপাই সবুজ, পর্দার পুরু মখমলী সবুজ, একটা তৈলচিত্রের ঘাস-সবুজ। আমি নিচের দিকে তাকাই। গালিচায় ছোট ছোট লাল নকশা কাটা।

'তুমি অনেকক্ষণ এখানে আছো?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'আমি বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না কী করবো।'

আমি গালিচার নকশা পরীক্ষা করি। ওগুলোর আকার একরকম নয়, তবে সাজানো হয়েছে এক একটা সারিতে। 'আর তাই, তুমি এখানে,' আমি বলি।

'আমি জানতাম না তুমি ম্যাগিওরে আছো,' জুলিয়া বলে। 'এমনিই মাসিক সূচী দেখি, ভেবেছিলাম ব্যানফের কথা, আর সেখানে কীভাবে আমরা মিলিত হয়েছিলাম।'

'আমি যোগ দিয়েছি কয়েক বছর আগে,' আমরা কি এসব কথা বলবো? আমি তার দিকে তাকাই। 'আমি যে এখানে বাজাচ্ছি তা না জেনেই তুমি এই কনসার্টে এসেছিলে?'

'কনসার্টটা হয়েছে বিস্ময়কর,' সে বলে। তার চোখ বাষ্পাকুল।

আমার চোখ ঘুরে যায় জানলার দিকে। বাইরে, পিছনের রাস্তায়, বৃষ্টি হচ্ছে।

'বাসে ছিলে তুমিই। আমি জানতাম আমার ভুল হতে পারে না।

'হ্যাঁ।'

'আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে এতো সময় অপেক্ষা করলে কেন? তুমি ফোন বুকে কেন আমার নম্বর দেখনি?'

একটু বিরতি। আমাদের চারপাশে লোকজন কথা বলছে। আমি শুনতে পাই পিয়ার্স তত্ত্বের কোনো পয়েন্টে আইন তুলে ধরছে। জুলিয়া এক পা এগিয়ে আসে আমার দিকে।

'আবার তোমাকে দেখে আমি সামলাতে পারতাম না।'

'তাহলে এখানে এসেছো কেন?'

BanglaBook.org

'বাখের পর আমি ব্যাকস্টেজে আসবো জানতাম। আমার কাছে এর ব্যাখ্যা নেই। সম্ভবত এটা ভালো আইডিয়া ছিলো না। এই পুরোটা সময় দাঁড়িয়ে রয়েছি করিডোরে। কিন্তু তোমার বাজানো শোনার চেয়ে আবার তোমাকে দেখতে পাওয়া ভালো।'

তার হাতে কোনও রিং নেই। কিন্তু কবজিতে একটা ছোট সোনার ঘড়ি, তাতে সোনালি ফিতে। গলায় ছোট হীরা বসানো চেইন। তার চোখের রং মনে হয় নীলের চেয়ে বেশি সবুজ। তার কণ্ঠস্বর থেকে, তার হ্যান্ডব্যাগ আকড়ে ধরার ভঙ্গি থেকে আমি বুঝতে পারি সে এখন চলে যাবে।

'প্লিজ যেও না,' আমি বলি, মুঠোর মধ্যে ধরি ওর হাত। 'আমি আবার তোমাকে দেখবো। তুমি কি এখন লন্ডনে থাকো? তুমি আমাকে ফোন করবে? কাল আমার তেমন কোনও কাজ নেই।' সে আমার দিকে তাকায়। বিভ্রান্ত। 'তুমি এখন কী করছো, জুলিয়া? তুমি খেয়েছো? তোমার গাড়ি আছে? এই বৃষ্টির ভিতর তুমি বাইরে যেতে পারো না। তুমি সত্যি যেতে পারবে না।'

জুলিয়া মৃদু হাসতে লাগলো। 'না, আমি তোমাকে ফোন করবো না। ফোন করাকরির ব্যাপারে আমি কখনই ভালো ছিলাম না। তবে কোথাও আমরা দেখা করবো।'

'কোথায়? কখন?'

'মাইকেল, আমার হাত ছেড়ে দাও,' সে ফিসফিস করে বলে।

'কোথায়?'

'ওহ, যে কোনও জায়গায়,' চারপাশে তাকায় জুলিয়া।

'ওয়ালেস কালেকশন হলে কেমন হয়? একটায়?'

'হ্যাঁ।'

'আমি এন্ট্রান্সে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।'

'জুলিয়া, তোমার ফোন নম্বর দাও।'

সে মাথা ঝাঁকায়।

'তুমি যদি ওখানে না আসো? যদি তোমার মন পরিবর্তন হয়?'

কিন্তু সে কোনও জবাব দেয়ার আগেই হেলেন আমাদের কাছে হাজির হয়। 'জুলিয়া!' হেলেন বলে। 'জুলিয়া! কতো যুগ পর! কতো যুগ! ক্যানাডা, তাই না? ব্যানফ। কী বিস্ময়কর সময় ছিলো সেটা! কেমন আছো তুমি? মাত্র কি ভিয়েনা থেকে এসেছো? মাইকেল বলেছিলো তুমি যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছো, কিন্তু তুমি এখানে!'

'হ্যাঁ,' জুলিয়া বলে, তার মুখে নম্র হাসি। 'আমি এখানে।'

'পিয়ার্স! হেলেন বলে। 'দেখ কে এখানে। জুলিয়া।'

পিয়ার্স গভীর আলাপে মগ্ন ছিলো এক তরুণের সঙ্গে। সে অমনোযোগের সঙ্গে মাথা ঝাঁকায়। জুলিয়া পা বাড়ায় দরোজার দিকে।

'তোমার গাড়ি পর্যন্ত আমি যাবো,' আমি বলি।

সে গায়ে কোট চাপিয়ে দরোজা খোলে করিডোরে বেরিয়ে আসার জন্য। 'আমি ভালো আছি, মাইকেল। তোমার পোস্ট-মর্টেমের জন্য এখানেই থাকা উচিত। পোস্ট-মর্টেম ছাড়া একটা কনসার্ট...'

'... মেইহেম ছাড়া ব্রিজের মতো। হ্যাঁ।'

'কিন্তু বিলি কোথায়?' জুলিয়া জানতে চায়।

'বাড়িতে চলে গেছে। বেবি-সিটার।'

BanglaBook.org

'বিলির বাচ্চা আছে?' প্রায় বিস্ময়ের সঙ্গে জুলিয়া বলে।

'একটা বাচ্চা। ছেলে।'

'যখন তোমাদের চারজনকে বো নিতে দেখি, আমি প্রথম ফ্রেজকে বিটোফেনের পঞ্চম বলে মনে করেছিলাম,' সে বলে। নোটের সঙ্গে মিলিয়ে সে অঙ্গভঙ্গি করে : তিনজন লম্বা পাতলা বাদক, আর একটা খাটো।

ছবিটা কল্পনা করে আমি না হেসে পারি না। সে কীভাবে বদলে গেছে? তার চুল আগের চেয়ে বেশি লম্বা, মুখ খানিকটা শুকনো—

কিন্তু এসব দশ বছরের কাজ বলে মনে হয় না, মনে হয় দুই বছরের।

'আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোনও কিছু বলবে তুমি?' আমি জানতে চাই, ও যাতে কথা বলতেই থাকে সেই চেষ্টায়।

'আচ্ছা... আমার প্রার্থনা তুমি যখন মোজার্ট বাজাচ্ছো তখন যেন তোমার মিউজিক র‍্যাকে 'হেইডন' নামটা না দেখতে হয়।'

'আর?'

'আর— আর কিছুই না। অনুষ্ঠানটা হয়েছে অত্যন্ত মনোহর। কিন্তু এখন অবশ্যই আমাকে যেতে হবে। আমাকে সত্যিই... তোমার আঙুলের কী অবস্থা?'

'শেষে আর বেশি সমস্যায় ফেলেনি। আসলে এই গত পাঁচ বছরে— আমি কোয়ার্টেটে যোগ দেয়ার সময় থেকে, প্রকৃতপক্ষে— অদ্ভুত ব্যাপার, যখন তোমার নিজেরই দেহ বিদ্রোহ করে তোমার বিরুদ্ধে, আর হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেয় তোমাকে আর চায় না।'

আমি একটা কলম বের করি পকেট থেকে এবং ওর হাতটা নিই। ওর তালুর প্রান্তে আমার ফোন নম্বর লিখি। সে আমার দিকে তাকায়, বিস্মিত, কিন্তু আপত্তি করে না।

'ওটা একটা ফোন এবং অ্যানসারিং মেশিন এবং ফ্যাক্স। তুমি শুতে যাওয়ার আগে লিখে রেখো,' আমি বলি। আমি নিচু হয়ে ওর হাতের তালুতে চুমু খাই, ওটার জীবনরেখায়, ওটার প্রণয়রেখায়। আমার ঠোঁট ছোঁয়ায় ওর আঙুলে।

'মাইকেল, না, না, প্লিজ।' ওর কথার মধ্যে বেপরোয়াভাব ছিলো যা আমাকে থামিয়ে দেয়।

'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। প্লিজ। আমি কাল তোমার সঙ্গে দেখা করবো।'

'শুভরাত, তাহলে, জুলিয়া, শুভরাত।' আমি ওর হাত ছেড়ে দিই।

'শুভরাত,' সে শান্তভাবে বলে, ঘুরে চলে যায়।

আমি জানলায় আসি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাকে পিছনের দরোজায় দেখা যায়। সে ছাতি মেলে মাথার ওপর। তারপর কোন দিকে যাবে তা ঠিক করতে দুই-এক সেকেন্ড সময় নেয়। বৃষ্টি ঝরে পিছনের রাস্তায়, আবর্জনার কালো ব্যাগের ওপর। সব জায়গার মধ্যে ওয়ালেস কালেকশন কেন, আমি বিস্মিত হয়ে ভাবি— অবশ্য এতে কিছু যায় আসে না। আমি কীভাবে আজ রাতে ঘুমাবো, অথবা এইসব ঘটনা বিশ্বাস করবো, যখন আমি একা? কয়েক মুহূর্ত তার আলোকিত হয়, তবে নিষ্প্রভ বলে আমি তা পড়তে পারি না। তার বয়স হতে পারে, কিন্তু আগেও যেমন ছিলো তেমনি সুন্দর আছে সে এখনও। আমি নিজে কতো বদলে গেছি? সে ডান দিকে মোড় নেয়, আমি দেখতে থাকি প্রধান রাস্তার কোণে না যাওয়া পর্যন্ত, তারপর সে আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

অংশ ৩

৩.১

সে ওখানে হাজির হয় একটা বাজার একটু আগেই। আমার দিকে চকিতে একবার তাকায় উদ্বিগ্ন চোখে, দ্রুত, প্রায় দেখা যায় না এমন হাসি ঠোঁটের কোণে। আমি তার হাত ধরি না, সেও আমার।

'আমি এখানে আগে কখনও আসিনি,' আমি তাকে বলি।

'কখনও না?'

'না। যদিও অনেকবারই চেয়েছি।'

'আচ্ছা,আমরা কি ঘুরবো?' সে জানতে চায়।

'হ্যাঁ। কিংবা কফি খেতে যেতে পারি কোথাও, যদি তোমার ইচ্ছা হয়। কিংবা একটা বাইট।'

'আমি লাঞ্চ করেছি,' সে বলে। 'কিন্তু তোমার যদি না হয়ে থাকে—'

'আমি ক্ষুধার্ত নই,' আমি বলি।

'ভিয়েনায় প্রথমবার একটা আর্ট গ্যালারিতে তুমি গিয়েছিলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে, মনে আছে?'

'হ্যাঁ,' আমি উত্তর দিই।

'সুতরাং এখানেও আমি তোমার গাইড হলে সেটাই হবে যথাযথ।'

'ব্যতিক্রম শুধু, ভিয়েনা তোমার শহর আর লন্ডন আমার।'

'লন্ডন কবে থেকে তোমার শহর?' জুলিয়া মৃদু হাসে।

'না, আসলে আমার শহর নয়,' আমি বলি, তারপর মৃদু হাসি তার দিকে তাকিয়ে। 'কিন্তু আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠছি।'

'তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে?'

'পুরোপুরি নয়।'

'অন্যরা সব লন্ডনার, তাই না? ম্যাগিওয়ে অন্য যারা আছে তাদের কথা বলছি।'

'এক রকম। বিলি জন্মেছে আর বড় হয়েছে লন্ডনে, পিয়ার্স আর হেলেন ওয়েস্ট কান্ট্রি থেকে এলেও এখন মূলত লন্ডনার।'

'আমার অ্যাবলেকের কথা বেশি মনে আছে।'

'অ্যালেক্স,' আমি বলি।

জুলিয়াকে একটু ধাঁধায় পড়েছে মনে হয়, তারপর মাথা ঝাঁকায়। 'তার পরিবর্তে ওখানে তোমাকে দেখতে পাওয়া রীতিমতো একটা ধাক্কা।'

'স্বাভাবিক।'

'আমার মনে পড়ে সে কোনও ক্যানাডিয়ান কবির কবিতা আবৃত্তি করছে, আর তাতে বিস্মিত হচ্ছে আমাদের আমন্ত্রণকারীরা। সার্ভিস?'

'হ্যাঁ। রলিকিং স্টাফ।'

'এবং আমার মনে পড়ে ব্যানফের কথা। বিছানায় জেগে শুয়ে আছি আর ট্রেনের শব্দ শুনছি,' জুলিয়া বলে।

'আমারও মনে পড়ে।'

Banglabook.org

'সে চলে গেছে কেন? পিয়ার্সের সঙ্গে তার প্রেম ছিলো না?' জুলিয়া আমার দিকে তাকাচ্ছে অত্যন্ত সরাসরি, প্রেমাস্পদ ও মনোযোগী চোখে।

'আমার ধারণাও তাই,' আমি বলি। 'কিন্তু কয়েক বছর পর— যাকগে, পিয়ার্স এ নিয়ে কথা বলা পছন্দ করে না। ব্যাপারটা ভেঙে গেছে, আমার মনে হয়, মাঝে মাঝে যেমন হয়। অন্য কোনও ক্ষেত্রের তুলনায় সঙ্গীতজগতেই বেশি। তোমার মনে আছে, তারা প্রথম ও দ্বিতীয় বেহালা বদল করতে অভ্যস্ত ছিলো।'

'বিপর্যয়ের রন্ধনপ্রণালী।'

'হ্যাঁ। আমি যোগ দেয়ার পর গত পাঁচ বছর ওটা আমরা করি না... আর তুমি— তুমিও কি লন্ডনে মানিয়ে নিয়েছো নিজেকে? ওহ, একটা কথা, আমি তোমার বাবার বিয়োগে ব্যথিত।'

জুলিয়াকে চমকিত দেখালো।

'জুলিয়া, আমি ব্যথিত কথাটা খুব ক্যাজুয়াল,' আমি বলি, হঠাৎ করে অপরাধ বোধ করি। 'আমি ওই অর্থে কথাটা বলিনি। সেদিন তোমাকে দেখার পর আমি আবার তোমাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু অক্সফোর্ড পর্যন্ত গিয়ে হারিয়ে ফেলি। আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি তাকে পছন্দ করতাম। আর আমি জানি তুমি তাকে ভালোবাসতে।'

জুলিয়া ওর কোমল হাতের আঙুলগুলোর দিকে তাকায়, সেগুলো পরস্পরের মধ্যে ঢোকানো ছিলো, আবার আলগা করে, যেন নিজের ভাবনা মুক্ত করে দেয়।

'আমরা কি ঘুরে ঘুরে দেখবো?' আমি জিজ্ঞেস করি।

সে কিছুক্ষণ উত্তর দেয় না, তারপর মুখ তুলে তাকিয়ে বলে, 'আচ্ছা, আমরা কি ভিতরে যাবো?'

আমি মাথা ঝোঁকাই।

আমার মায়ের মৃত্যুর সময় ওর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। আর এবার ওর বাবার মৃত্যু। ওকে যখন আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তখন তিনি যদিও ওর ঠিকানা আমাকে দেননি, তবুও অন্তরের গভীরে তিনি ছিলেন ভালোমানুষ। তিনি যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে লিখেছিলেন বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে। আমার মনে হয়, জুলিয়ার মধ্যে তার উত্তরাধিকার আছে। কিন্তু এক দিনের কিছু সময়ের দেখায় আমি কীভাবে ওই রকম উপসংহারে পৌছাবো?

৩.২

আমরা দুই ঘণ্টা ধরে ঘুরে বেড়াই, এ কামরা থেকে সে কামরায় হাঁটি, কথা বলি কম। এটা কোনও নিরপেক্ষা পরিবেশ নয়। তার মন আবদ্ধ হচ্ছে অনেক কিছুতে— কখনও একটা তৈলচিত্রে, কখনও অন্য কিছুতে। মনে হচ্ছে, প্রতিকৃতিগুলোর অবয়বের অভিব্যক্তি সে মনোযোগ দিয়ে দেখছে, সেগুলোর মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, আমার উপস্থিতির কথা মনেই নেই আর, আমার মন্তব্যেও সাড়া দিচ্ছে না। সে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকলো ভেলাজকুয়েজের 'দি লেডি উইথ এ ফ্যান' শিরোনামযুক্ত ছবিটার সামনে।

'আমি দুঃখিত, মাইকেল— অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম।'

BanglaBook.org

'না, না, ঠিক আছে।' সে লেডির দিকে তাকায়, আমি তার দিকে। কিন্তু কেন হতাশ হওয়া? কোনও চিত্রশালায় এলে সে এমনই হয়ে যায়। ভিয়েনায় একবার ভারমিয়ারের একটা তৈলচিত্রের সামনে সে আধ ঘণ্টা নির্নিমেষ চোখে দাঁড়িয়ে ছিলো। আমি তার কাঁধে টোকা মারলে তবে তার ধ্যান ভেঙেছিলো।

আমি তার পদক্ষেপ আর দৃষ্টি অনুসরণ করি। একজন তরুণ, পাঠ-অযোগ্য অন্তর্মুখী ধরনের কালো তীরোন্দাজ; এক দুষ্ট, চুলবুলে তরুণী তার প্রেমিকের জন্য পায়ের ঝাঁকুনি দিয়ে গোলাপি রঙের স্লিপার খুলছে; রেমব্রান্টের ছেলে তিতাস। কারা এইসব মানুষ; কিসের সুযোগে এই এক দালানের আশ্রয়ে তারা জড়ো হয়েছে? আমাদের প্রত্যেকের জীবনের গত দশ বছরে এর কতগুলো মুখ যুক্ত হয়েছে?

আমরা একটা কামরার মধ্যে আসি যেখানে একজন অ্যাটেন্ড্যান্ট সৌন্দর্য ও শক্তি লাভের ব্যায়াম করছে। দেয়ালগুলো ঢাকা ভেনিসের তৈলচিত্র দিয়ে। নিশ্চয়ই এজন্য সে আমাকে এখানে আনেনি।

সে তৈলচিত্র থেকে তার দৃষ্ট অ্যাটেন্ড্যান্টের ওপর নিবদ্ধ করে; তারপর আমার ওপর : 'আচ্ছা, তুমি ওখানে গিয়েছো?'

'না, এখনও যাইনি।'

'আমি গিয়েছি,' সে শান্তকণ্ঠে বলে।

'বেশ, তুমি খুব যেতে চেয়েছিলে।'

'আমি?' সে জানতে চায়, তার কণ্ঠে উৎকণ্ঠার রেশ।

'আমরা।'

সে গম্বুজ ও মিনারযুক্ত একটা গির্জার তৈলচিত্রের সামনে দাঁড়ায়, গির্জাটা পানির ওপারে বেশ দূরে। ওখানে কখনও না গেলেও এটা আমার কাছে বেশ পরিচিত মনে হয়।

'মারিয়া আর আমি ওখানে গিয়েছিলাম আমার ফাইনাল পরীক্ষার কয়েক মাস পর,' সে বলে। 'আমরা ওখানে যাওয়ার পর প্রথম রাতে বজ্রঝড় হয়েছিলো, বিদ্যুৎ চমকানোর ফলে পুরো লেগুন আলোকিত হয়ে উঠছিলো। আর আমি ভয়ে চিৎকার করছিলাম, তবে সেটা ছিলো বোকামি, কারণ সব কিছু সুন্দর লাগছিলো।'

'তেমন বোকামি নয়,' আমি তার কাঁধ ছুঁতে চাইলাম, কিন্তু ছুঁলাম না।

'তোমার যাওয়া উচিত,' সে বলে।

'আমি যাচ্ছি,' আমি জবাব দিই। 'প্রকৃতপক্ষে আমরা এই বসন্তেই সেখানে যাচ্ছি।'

'আমরা কারা?'

'কোয়ার্টেট।'

'সেখানে যাচ্ছো কিসের জন্য?'

'দুটো কনসার্টের জন্য— এবং, ইয়ে, ভেনিসেই। আমরা আকাশপথে ভিয়েনা থেকে সেখানে যাবো।'

'ভিয়েনা?' জুলিয়া বলে। 'ভিয়েনা?'

'হ্যাঁ,' আমি বলি। সে চুপ থাকায় আমি যোগ করি, 'Musikverein-এ আমরা অল-শুবার্ট কনসার্ট করবো।'

এক সেকেন্ড পর সে বলে, 'আমি মাকে বলবো ওটা দেখতে। সে এখন ওখানেই থাকে। আর আমার খালা।'

BanglaBook.org

'আর তুমি? তুমি আসবে না?'

'আমি এখন লন্ডনে থাকি।'

আমার মুখের আলো জ্বলে ওঠে। 'তুমি লন্ডনে থাকো। আমি তা জানি।'

হঠাৎ তার কিছু মনে পড়ে আর সে উদ্বেগে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। 'মাইকেল, আমাকে এখন অবশ্যই যেতে হবে। তিনটে পার হয়ে গেছে। আমি সময়ের হিসাব হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমাকে গিয়ে ... কাউকে নিয়ে আসতে হবে।'

'কিন্তু—'

'এখন আমি ব্যাখ্যা করতে পারবো না। আমি অবশ্যই যাবো, অবশ্যই। আমার দেরি হয়ে যাবে। আগামীকাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

'কিন্তু কখন? কোথায়?'

'একটায়?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কোথায়? এখানেই আবার?'

'না— আমি তোমার মেশিনে বার্তা পাঠাবো।'

'পরে আমাকে ফোন করবে না কেন?'

'আমি পারি না। ব্যস্ত থাকবো। তুমি বাসায় পৌঁছোনোর মধ্যেই আমি বার্তা দিয়ে রাখবো।' সে চলে যাওয়ার জন্য ঘোরে। তাকে অনেকটা সন্ত্রস্ত মনে হয়।

'তুমি ওদের ফোন করে জানাও না কেন যে তোমার একটু দেরি হবে?'

কিন্তু উত্তর দেয়ার জন্য সে পিছন ফেরে না বা থামে না।

৩.৩

আমাদের সাক্ষাতের ওই ছিলো যোগফল। আমরা পাঁচ মিনিটও কথা বলিনি— আর যা বলেছি, তাও টুকরো, খণ্ডিত। তার এখনকার ভাবনা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। বাতাসে তার পারফিউমের একটু মধুর গন্ধ এখনও লেগে আছে, হালকা লেবুর মতো। আমি কামরাগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াই। তাকিয়ে থাকি প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রের দিকে : তরবারি, খঞ্জর, শিরোস্ত্রাণ এমন আরও কতো কী। কালো ইস্পাত মোড়া একটা ঘোড়াকে দেখায় ট্যাংকের মতো। গ্রয়োজের আঁকা ছবিতে দেখা যায় এক কামরা ভর্তি বাচ্চাকাচ্চা, কেউ নিরীহের মতো মোটা, কেউ আমার দিকে তাকিয়ে, কারও দৃষ্টি আকাশের দিকে। একটা কালো বাক্সের ঘড়িতে দেখা যায় দুটো সোনালি মূর্তি, একজন দেবী ও একজন তরুণ : একজন রাজা বা রাজপুত্র। আকারে তাকে ছাড়িয়ে গেছে দেবী, কিন্তু তার বিশাল হাতের ওপর পড়ে আছে দেবীর ছোট ছোট আঙুল। উপরতলা ও নিচতলায় আমি ঘুরে বেড়াই, অস্বচ্ছন্দ, দেখি, দেখি না রূপক-বর্ণনা, পুরাণ, ভূদৃশ্য, রাজসিকতা, ক্ষুদ্র পোষা কুকুর, মরণখেলা। অ্যাটেন্ড্যান্টের হাত তার মাথার পিছনে, সে মাথাটা ডানে-বাঁয়ে ঘোরাচ্ছে। সে আঙুল মটকায়। এই কামরার মধ্যে আমার বেহালার শব্দ শুনতে পাই আমি। ভেনিস ঘিরে আছে আমাদের— নীল পানির কানালেত্তো, গুয়ার্দির মনোহর দৃশ্য।

আমরা এই ঘণ্টাগুলো ভাগাভাগি করিনি। আমরা পৃথক পৃথক ভাবনায় আবদ্ধ ছিলাম। এটাই একমাত্র কামরা যেখানে আমরা কথা বলেছি যা কিছু। তাকে আমার প্রতি তিক্ত মনে হয়নি; সে এমন কি এও বলেছে যে আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

BanglaBook.org

যেসব প্রতিকৃতির সামনে সে থেমেছিলো, সেগুলোর প্রত্যেকটির সামনে আমি এখন থামি। আমি তাকে দেখি আর শুনতে পাই তার কথা : তার কাঁধ টানটান হয়ে উঠেছিলো যখন সে লেডি উইথ এ ফ্যানের সামনে দাঁড়িয়েছিলো, ফ্রাগোনার্ডের ছবি দেখে সে হেসেছিলো।

আমি তৈলচিত্রটার সামনে দাঁড়িয়ে তার সেই হাসির কথা মনে করি। সে কি সুখী? কেন সে আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? সব জায়গা রেখে এখানেই কেন সে আমাকে আসতে বলেছিলো? নাকি কনসার্টের পর এমনিতেই এ জায়গার কথা মনে এসেছিলো তার? নিশ্চয় ভেনিসের কারণে নয়।

তার হাসিতে ছিলো উজ্জ্বলতা। যদিও হঠাৎ সে উদ্বিগ্ন ও বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলো।

আরক্তিম সুখ দুষ্টুমিপূর্ণ চোখে তাকিয়ে আছে শূন্যে উড়ে যাওয়া স্লিপারের দিকে। উপরের ধোঁয়াটে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে দড়িগুলো। এই ছবিতে মজা আছে। এটার সামনে সে দাঁড়িয়ে ছিলো এক মুহূর্ত। আর কোনও কারণ খোঁজার কি আছে?

৩.৪

আমার অ্যানসারিং মেশিনের ভিতর দিয়ে বিশ্ব প্রবেশ করে আমার মাথায়। সাতটা মেসেজ এসেছে : রীতিমতো বাম্পার ফলন। প্রথম মেসেজটা জুলিয়ার। সে জানিয়েছে, কাল আমরা বেলা একটার সময় দেখা করবো কেনসিটন গার্ডেন্সের অরেঞ্জারিতে। আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে জায়গাটা মাত্র কয়েক মিনিটের হাঁটা পথ, তবে সম্ভবত সেটা তার জানা নেই।

ক্যামেরাটা অ্যাংলিকা ও বিভিন্ন রিহার্সালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুটো ফোন এসেছে, তাতে বলা হয়েছে যে, তাদের অফিসের মতে, আমি 'পেনসিল ইন' অথবা 'পেনসিল আউট'।

এরিকা কাওয়ান ফোন করেছিলো গতরাতে আমাদের কানসার্ট সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে। আর সে হেলেনের কাছ থেকে শুনেছে যে পরে জুলিয়া এসেছিলো ব্যাকস্টেজে। কী বিস্ময়কর। সে আমার জন্য আনন্দিত; যারা সবুর করে তাদের ভাগ্যে সবকিছুই জোটে। আর কোয়ার্টেট আনন্দে লাফিয়ে উঠতে পারে এমন কিছু চিত্তাকর্ষক খবর তার কাছে আছে, কিন্তু আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

পিয়ার্সের কাছ থেকে একটা বার্তা এসেছে। ঘরে ফেরার পথে আমরা কনসার্ট নিয়ে আলোচনা করার সময় আমি কিছুটা বিক্ষিপ্ত ছিলাম বলে তার মনে হয়েছে। সে চায় আমরা দ্রুত একটা পর্যালোচনা করি। এবং এরিকা আমাদের সঙ্গে কিছু বিষয় শেয়ার করতে চায়। হেলেনের বাসায় কি আমরা মিলতে পারি আগামীকাল দুটোর সময়?

আমি পিয়ার্সকে ফোন করি। দুটোর বদলে পাঁচটা হলে কেমন হয়? তার জন্য ভালো, সে বলে; সে অন্যদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলবে। এরিকার চিত্তাকর্ষক খবর কী, আমি তার কাছে জিজ্ঞেস করি। পিয়ার্স গুটিয়ে যায়। এরিকা ভাবছে, সেটা বিবেচনার জন্য আমাদের এক জায়গায় হতে হবে।

পরের বার্তাটা এক নারীকণ্ঠের, কিছুটা বিরক্ত; সে ভেবে পাচ্ছে না একটা কর্মদিবসের মাঝখানেও লন্ডন বেইট কোম্পানি তার ফোনের জবাব দিচ্ছে না কেন?

BanglaBook.org

ভার্জিনিয়ে মেসেজ দিয়েছে, খুব উৎফুল্ল মনে হচ্ছে তাকে। কনসার্ট তার ভালো লেগেছে এবং অনুশীলন বন্ধ করে— হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সে অনুশীলন করছে— আমাকে জানাচ্ছে আমরা প্রচণ্ড অনুপ্রেরণা জাগিয়ে বাজিয়েছি।

ফোন বাজে, আমার হৃৎপিণ্ড ধড়াশ করে ওঠে। কিন্তু আবার ফোন করেছে এরিকা। সে দারুণ খুশির গলায় কথা বলে।

'মাইকেল, ডার্লিং, আমি এরিকা বলছি, মনে হলো তোমাকে ফোন করি, গতরাতের কনসার্ট ছিলো অত্যন্ত চমৎকার।'

'ধন্যবাদ, এরিকা। আমি এইমাত্র তোমার বার্তা শুনছিলাম।'

'কিন্তু সে জন্য আমি ফোন করিনি। ব্যাপারটা এই, মাইকেল ডিয়ার, তোমাকে অবশ্যই অতি অতি সতর্ক হতে হবে। জীবন কখনও সাদামাটা সরল নয়। আমার অনেক অনেক পুরনো এক বন্ধুর সঙ্গে আমি লাঞ্চ করেছি এই একটু আগে। আর এই অনুভূতিটা চাপা দিতে পারছি না যে ঘটনা যখন ঘটে তখন ঘটে। তুমি বুঝতে পারছো আমি কি বলছি?'

'আমি বাস্তবিকই—'

'অবশ্যই এটা হতে পারে দৈহিক বা আত্মিক বা যাই হোক। হেলেন আমাকে বলেছে, অবশ্যই।'

'কিন্তু এরিকা—'

'তুমিও জানো, যখন তোমার বয়স চল্লিশে পৌছাবে, তুমি ভীষণ শরীরকেন্দ্রিক হয়ে পড়বে। আমার বয়সী পুরুষদের ব্যাপারে আমি আদৌ আগ্রহী নই। আমি কেবল আগ্রহী আমার চেয়ে কম বয়সী তরুণদের প্রতি। ওরা ভীষণ আকর্ষণীয়, কিন্তু সহজলভ্য নয়। আগে আমি ভয়ানক ছোঁক ছোঁক করতাম। এবং এসবই লোকেরা সীমাহীন কামনা নিয়ে ঘুরঘুর করতো, এবং তুমি বলছিলে ওহ না, না, এবং এখন সব বদলে গেছে। কিন্তু সমস্যা হলো, তুমি যদি দুষ্টুও হতে চাও, এইসব তরুণরা তা আমলে না নিয়ে তোমাকে বলবে এমন লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে যাদের মাধ্যমে তারা কাজ পাবে।'

'আচ্ছা—'

'এই সমস্ত কামনাই তোমার আছে, কিন্তু তুমি একটা পুরনো ঝোলা। কখনও কখনও আমি আয়নায় নিজের দিকে তাকায় আর নিজেকে চিনতে পারি না। কে ও? এই বলিরেখাগুলো এলো কোত্থেকে? আমার মুখটা ছিলো গোলাকার, চাঁদের মতো, আর আমার বাসনা ছিলো কৃশ হওয়ার, কিন্তু এখন অবশ্যই আমি কৃশ ভয়ানক কৃশ, এবং পুরনো ঝোলা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার একদমই নেই। আমার চাঁদমুখটা আবার ফিরে পাবো আমি।'

'তুমি কৃশ নও, এরিকা, তুমি আকর্ষণীয়া আর মাতাল।'

'তোমার বয়স এখনও চল্লিশ হয়নি, তুমি জানো না,' এরিকা বলে বিমর্ষ কণ্ঠে। 'এবং তুমি একজন পুরুষ।'

'তোমরা লাঞ্চ করতে গিয়েছিলে কোথায়?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'ওহ, সুগার ক্লাবে, ওদের খাবারে উচ্চারণ-অযোগ্য সব উপাদান থাকে, যেমন জিক্যামা এবং মেট্যাক্সা— আমি মেট্যাক্সা বলেছি?'

'আমি নিশ্চিত নই।'

BanglaBook.org

'তবে ওদের ওয়াইনের তালিকাটা চমৎকার।'

'সেটা পরিষ্কার।'

'দুষ্টু ছেলে! গত বছর আমাদের বার্ষিকীতে আমার স্বামী ওখানে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো এবং সেটা ছিলো সত্যিকারের এক আবিষ্কার। এখন ওখানে আমার বন্ধুদের নিয়ে যাই আমি। পরীক্ষা করে দেখ।'

'চেষ্টা করবো। এরিকা, তোমার কাছে চিত্তাকর্ষক কী খবর আছে কোয়ার্টেটের জন্য?'

'ওহ, সেটা? আমার মনে হয়, আমাদের একটা রেকর্ডিংয়ের প্রস্তাব দিতে যাচ্ছে স্ট্যাটাস।'

আমার কানকেও বিশ্বাস করতে পারি না। স্ট্যাটাস! 'তুমি মজা করছো, এরিকা,' আমি বলি। 'তুমি সিরিয়াস নও।'

'তোমার জন্য কৃতজ্ঞতা।'

'কিন্তু এতো বিস্ময়কর! তুমি এটা করলে কীভাবে?'

'এই সকালে ইসোবেলের সঙ্গে আমার দীর্ঘক্ষণ চমৎকার কথা হয়েছে— কিন্তু এসব নিয়ে কথা হবে আগামীকাল দুটোর সময়।'

'দুটো নয়। পাঁচটা।'

'পাঁচটা?'

'পাঁচটা। লিখো রাখো।'

'ওহ, আমার মনে থাকবে।'

'এরিকা, তোমার কিছু মনে থাকবে না। তোমার তরল লাঞ্চের পর বিশেষ করে।'

'ঠিক আছে। তবে তোমাকে যা বললাম তা অন্যদের বলো না। আমি সারপ্রাইজ দিতে চাই। মনে রেখো, শব্দ হলো মা।'

কিন্তু আমার কোনও সন্দেহ নেই যে এরিকা আমাদের সবাইকে এই কথা বলে গোপনীয়তা রক্ষার শপথ করিয়েছে।

ফোন রেখে দেয়ার আগে তাকে বলি প্রচুর পানি পান করতে, একটা নুরোফেন খেতে, আর দ্রুততার সঙ্গে দশবার 'ইসোবেল শিঙ্গল' উচ্চারণের চেষ্টা করতে।

৩.৫

জুলিয়ার কথা চিন্তা করে আর ঘুমাতে না পেরে গভীর রাতে একটা থ্রিলার দেখতে থাকি। রাত তিনটার দিকে ঘুমিয়ে পড়ি।

বেলা এগারোটার সময় বাইরের আবহাওয়া তাজা ও পরিষ্কার, কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন, আর দুপুরের দিকে শুরু হয় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত। কিন্তু জুলিয়া আমাদের সাক্ষাতের সময় ও স্থান পরিবর্তনের জন্য ফোন করে না।

এই আবহাওয়ার বিরুদ্ধে আমি ক্যাপ ও প্যাড পরি আর মাথায় ছাতি দিই, তারপর আঁধার হয়ে আসা দিনের মধ্যে নেমে পড়ি। গাছের পুরনো পাতা, অনেক দিন আগে যা ঝরে পড়েছিলো, পানিতে ভাসছে আর পাক খাচ্ছে। বৃষ্টির ছাটে আমার হাঁটুর নিচে ট্রাউজার ভিজে যায়। ছাতির স্পোকগুলো দুর্বল, সেটা উন্মত্ত কালো বাদামে পরিণত হয়। পার্কটা প্রায় পুরোপুরি শূন্য, এই আবহাওয়ায় হাঁটতে বেরোয় কে?

BanglaBook.org

একটা প্লেন গাছের প্রতিটা বড় শাখায় বসে আছে প্রায় এক ডজন করে কবুতর, কয়েকটা বাদামিও আছে, বাতাসের মুখোমুখি ওগুলো, চুপচাপ বসে আছে। একটা কাক নিচের দিকের ডালে বসে ডাকছে। দুজন জগার পাশ দিয়ে চলে যায়।

আমি অরেঞ্জারিতে পৌঁছাই। ঝড়বৃষ্টিতে আটকা পড়া কয়েকজন মানুষ চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে বা খবরের কাগজ পড়ছে। ভিতরের দিকে এটা খুব চমৎকার একটা দালান। এখানে জুলিয়ার কোনও চিহ্ন নেই।

ভালো সময়ে এই জায়গাটা দেখার মতো, কিন্তু আজ তীব্র বাতাস, উঁচু জানলাগুলোয় আঘাত হানছে বৃষ্টি, কোথাও চিৎকার করছে একটা শিশু, সব মিলিয়ে এমন একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে যা বিলিকে নিঃসন্দেহে চমৎকৃত করবে।

জুলিয়া এলো কয়েক মিনিট পর। সে পুরোপুরি চুপসে গেছে। তার সোনালি চুল মাথার সঙ্গে বসে গেছে আর বাদামি হয়ে গেছে, পোশাক ভেজা। সে অরেঞ্জারির চারদিকে এক পলক দেখে নিলো উৎকণ্ঠিত চোখে।

আমি এক সেকেন্ডের মধ্যে দরোজার কাছে পৌঁছাই।

'এই ছাতিটা,' সে সামলাতে সামলাতে বলে।

'আমি হাসি আর তাকে আলিঙ্গন করি, এবং কোনও চিন্তাভাবনা ছাড়াই তার মুখে চুমু দিই। অনেক বছর আগে সেই প্রথমবারের মতো।

সে আধাআধি সাড়া দেয়, তারপর দ্রুত সরে যায়। কয়েক সেকেন্ড সে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন নিজেকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে।

'কি ঝড়,' সে বলে, চুলের মধ্যে একটা হাত ঢুকিয়ে দেয় পানি ঝাড়তে।

'তুমি এই জায়গা পরিবর্তন করতে পারতে, আর আমাকে ফোন করলেই তো হতো?' আমি বলি। 'তুমি আগাগোড়া ভিজে গেছো।'

'ওহ— শেষে গোলমেলে হয়ে যেতে পারতো।'

'রেডিয়েটরের পাশে দাঁড়াও।'

সে রেডিয়েটরের পাশে দাঁড়ায়, থরথর করে কাঁপছে ঠাণ্ডায়, আর তাকিয়ে আছে বাইরে বৃষ্টির দিকে। আমি দাঁড়িয়ে আছি ওর পিছনে, ওর কাঁধের ওপর আমার হাত। ও আমার হাত সরিয়ে দেয় না।

'জুলিয়া, আমি এখনও তোমাকে ভালোবাসি।'

সে কিছুই বলে না। এটা কি আমার কল্পনা না কি আমি অনুভব করি যে ওর কাঁধ শক্ত হয়ে উঠলো?

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে বললো, 'একটু কফি পান করা যাক, এসো। তুমি কি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলে?'

'জুলিয়া! আমি বলি। আমার কথা উপেক্ষা করা এক বিষয়, কিন্তু কেন এই বিমুখতা?

সে আমার চোখে বেদনা পড়তে পারে। তবু কিছু বলে না। আমরা বসি। একজন ওয়েট্রেস আসে, আমরা কফি ও জিঞ্জার কেকের অর্ডার দিই।

এক মিনিটের মতো আমরা কথা বলি না, তারপর দ্বিধার সঙ্গে জুলিয়া জিজ্ঞেস করে, 'কার্ল কেলের কোনও খবর আছে তোমার কাছে?'

'কয়েক মাস আগে তার একটা চিঠি পেয়েছিলাম।'

BanglaBook.org

'উনি তোমাকে লিখেছিলেন?'

'হ্যাঁ। তুমি সম্ভবত জানো উনি এখন সুইডেনে থাকেন।'

ওয়েট্রেস আমাদের কফি ও কেক নিয়ে আসে। জুলিয়া নিজের প্লেটটার দিকে তাকায়। 'উনি না কি ভীষণ অসুস্থ,' সে বলে।

'তার চিঠি পড়ে আমার সে রকমই মনে হয়েছে।'

ও বুঝতে পারে আমি তাকে নিয়ে কথা বলতে চাই না, এবং অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। আমরা বিভিন্ন বিষয় স্পর্শ করি সতর্কতার সঙ্গে, একটার পর একটা, যেন সেগুলো হঠাৎ করে জেগে উঠে আঘাত করতে পারে। ঝড়ের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আমরা কথা বলি, এখানকার সাজসজ্জা নিয়ে। আমি জানতে পারি, অসংখ্য ছেলেবন্ধুর সঙ্গে মেলামেশার পর, মরিয়া বিয়ে করেছে নিরেট বার্গারকে।

আমার থুৎনির বাম দিকে লাল দাগের ওপর হাত দিয়ে স্পর্শ করি— বেহালাবাদকের চিহ্ন। এই স্থান ও উন্মুক্ততায় মনে হয় কোনও কিছু আমার খুব কাছে এসে পড়েছে। আবার আমি কার্লের কথা ভাবি। আমাকে কী করতে হবে তা বলার সময় ছোট একটা সুইচের মতো তার বো ওঠা-নামা করতো। আমার বাবার কাছে একটা পাব কিংবা একটা নাইটক্লাব যেমন ছিলো, তার কাছে একটা অর্কেস্ট্রাও ঠিক তেমনি ছিলো। যদিও আমার জন্য সে চেম্বার মিউজক আশা করতো না। যখন বাজাতো তখন আমি শুনতে পেতাম আশ্চর্য সুন্দর এক শব্দ। তা আমি নিজে ধারণ করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তার কৌশল নিজে প্রয়োগের চেষ্টা করে সফল হতাম না, তা আমার নিজস্ব স্টাইলের ওপর সহিংস হয়ে উঠতো। সে কেন আমাকে আমার নিজের গঠন তৈরির অনুমোদন দিতো না— টেনে না ধরে, বরং দিকনির্দেশনা দিয়ে?

জুলিয়ার দৃষ্টি আমার মুখের ওপর— প্রায় মারমুখো। তারপর সে কিছু বলে যা আমার চারপাশের কোলাহলে শুনতে পাই না। কোথাও বেশ জোরে একটা যান্ত্রিক আওয়াজ হচ্ছে, আর তিন টেবিল দূরের বাচ্চাটা আরও জোরে চিৎকার জুড়েছে।

'আমি দুঃখিত, জুলিয়া— এই জায়গাটা একেবারে অসম্ভব। তোমার কথাটা শুনতে পাইনি।'

'একবার—' সে বলে, আর আমি তার অভিব্যক্তিতে একই সঙ্গে উদ্বেগ ও বিস্ময়ের স্পর্শ পড়তে পারি।

'একবার কী?'

'কিছু না।'

'কিন্তু তুমি কী বললে?'

'আমি তোমাকে বলবো, মাইকেল, আগে হোক বা পরে হোক। আগেই ভালো।'

'হ্যাঁ।'

'আমি বিবাহিত।' কোমল কণ্ঠে সে কথাটা পুনরাবৃত্তি করে, প্রায় নিজেকে শুনিয়েই। 'আমি বিবাহিত।'

'কিন্তু তা হতে পারে না।'

'আমি বিয়ে করেছি।'

'তুমি সুখী?' আমার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসা যন্ত্রণা কোনও রকমে চাপা দিই।

BanglaBook.org

'আমার তাই মনে হয়। হ্যাঁ।' নীল-শাদা রঙের প্লেটের কিনারায় তার আঙুল ঘুরছে। 'আর তুমি?' সে জানতে চায়।

'না। না। না। মানে, আমি বিবাহিত নই।'

'তাহলে একা?'

আমি লম্বা শ্বাস ফেলি এবং কাঁধ ঝাঁকাই।

'না।'

'সে কি সুন্দর?'

'সে তুমি নও।'

'ওহ, মাইকেল—' জুলিয়ার আঙুলটার নড়া-চড়া থেমে যায়। 'এটা করো না।'

'বাচ্চাকাচ্চা?' আমি জিজ্ঞেস করি, আমার চোখ আটকে আছে তার ওপর।

'একটা। ছেলে। ওর নাম লুক।'

'আর তোমরা সবাই লন্ডনে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছো।'

'মাইকেল!'

'আর তুমি এখনও মিউজিকের সঙ্গে আছো, অবশ্যই।'

'হ্যাঁ।'

'তো এই ছিলো আমার জানার। শুধু একটা ব্যাপার— তুমি আংটি পরোনি কেন?'

'আমি জানি না। ওতে আমার অসুবিধা হয়। পিয়ানো বাজানোর সময় আমার অসুবিধা হয়। ওটার ওপর আমার চোখ পড়ে আর আমি সঙ্গীতের ওপর মনোযোগ দিতে পারি না। মাইকেল, তুমিই ভিয়েনা ছেড়ে চলে গিয়েছিলে।'

এ কথা সত্যি। আমি তারপর কী বলতে পারি?

'কার্লকে আমি আর সইতে পারছিলাম না। আমি জানতাম না তোমাকে ছাড়া আমার চলতো না। আমি কখনও ভাবিনি তোমাকে হারাবো— তোমাকে হরিয়ে ফেলেছি।'

'তুমি চলে যাওয়ার পর সবকিছু জানিয়ে চিঠি লিখতে পারতে।'

'আমি লিখেছিলাম—'

'কতো মাস পর। যখন ধীরে ধীরে আমি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেছি তারও পর।' সে এক মুহূর্ত নীরব থেকে আবার বলে, 'তোমার চিঠিগুলো শেষ পর্যন্ত যখন আসতে লাগলো, তখন সেগুলো নিজে খুলে দেখার মতো নিজের বিশ্বাস আর আমার ছিলো না। আমি তোমাকে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারতাম না— প্রতিটা ঘণ্টা, প্রতিটা দিন, ঘুমের মধ্যে, জাগ্রত অবস্থায়। না।' সে কথা বলে একটা পরিমাপযোগ্য দূরত্ব থেকে, প্রায় ব্যথা ও ক্ষোভের স্মৃতির ওপর থেকে।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, প্রিয় আমার।'

'মাইকেল, আমাকে প্রিয় বলে ডেকো না,' সে বিষণ্ন কণ্ঠে বলে।

আমরা কিছুক্ষণ কথা বলি না। তারপর জুলিয়া বলে, 'তখন ওই অবস্থা ছিলো।'

বৃষ্টি থেমেছে। বাইরের বাগান স্পষ্ট দেখা যায়, আকাশও পরিষ্কার।

'শোনো,' আমি বলি। 'একটা রবিন।'

জুলিয়া আমার দিকে তাকায় এবং মাথা ঝাঁকায়।

BanglaBook.org

'তুমি জানো,' আমি বলতে থাকি, 'আমি এখানে প্রায়ই আসি— অরেঞ্জারিতে ততোটা নয় যতোটা ওখানকার ওই ডুবন্ত বাগানটায়। বসন্তে কখনও কখনও আমি শুধু ব্ল্যাকবার্ডের কলকাকলি শুনতেই আসি। আর তুমি— এখনও নাইটিঙ্গেল ভালোবাসো?'

জুলিয়ার চোখে পানি।

কিছুক্ষণ পর আমি বলি, 'চলো এখান থেকে বেরিয়ে একটু হাঁটি। আমি কাছেই থাকি।'

সে মাথা নাড়ে, যেন আমি এইমাত্র যা বললাম তা অস্বীকার করছে।

'তোমার গা শুকানো দরকার ঠিকমতো,' আমি বলি।

সে মাথা ঝাঁকায়। 'আমিও খুব বেশি দূরে থাকি না। কাছেই আমার গাড়ি রেখে এসেছি। আমি যেতে পারবো ভালোভাবেই।'

'তুমি আমাকে তোমার ফোন নম্বর দিতে চাও না?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'না,' সে বলে।

'আচ্ছা, এই যে আমার ঠিকানা,' আমার ওয়ালেট থেকে একটা হলুদ স্টিকার বের করে তাতে লিখে দিই। 'এখন তোমারটা দাও। আমি আবারও তোমাকে হারাতে চাই না।'

'মাইকেল, আমি অর্জিত হতে এখানে আসিনি।'

'আমি সেটা বলিনি। অতোটা বোকা আমি নই।'

'আমি জানি না তুমি কী বলছো,' সে বলে। 'এবং আমি জানি না এখানে আমি কী করছি।'

'ঠিক আছে, তোমার ঠিকানা দাও,' আমি বলি।

সে ইতস্তত করে।

'যদি আমি তোমাকে বড়দিনের কার্ড পাঠাতে চাই। অথবা, কে জানে, এমন কি আরেকটা চিঠি।'

সে মাথা ঝাঁকায় আর ঠিকানা লিখে দেয়। নটিং হিলের এলগিন ক্রিসেন্টে, আমার বাসস্থান থেকে এক মাইল মতো দূরে।

'তুমি এখনও কি ম্যাকনিকোল? পেশাগত কারণে?'

'না। আমি স্বামীর পদবি নিয়েছি।'

'কী সেটা?'

'হ্যানসেন।'

'ওহ, তুমিই তাহলে জুলিয়া হ্যানসেন। আমি তোমার কথা শুনেছি।'

জুলিয়া এর মধ্যেও হাসে। কিন্তু আমার চোখে দুর্দশা দেখে থেমে যায়।

আমরা পার্কের মধ্যে হাঁটি, কথা কম বলি, আমি ফিরে যাই আমার ফ্ল্যাটের দিকে, সে তার গাড়ির দিকে।

BanglaBook.org

৩.৬

'না, সে নয়, পিয়ার্স ডার্লিং, এরিকা বলে, তার স্কচ সাজিয়ে রাখছে হেলেনের একটা চৌকোণো টেবিল-কাম-স্টুলের ওপর। 'খ্যাপাটে, হ্যাঁ, স্নায়বিক, হ্যাঁ, কিন্তু পাগল নয়।'

'কিন্তু, এরিকা,' বিলি বলে, 'তুমি তাকে বোঝাতে পারতে না? পারতে না? মানে, তুমি তাকে বলতে পারতে না যে আমরা এটা করতে পারি না, আর আমাদের রেপার্টয়ারে অনেক বিষয় আছে যা করতে আমরা ভালোবাসি? ডজন ডজন বিষয়।'

এরিকা প্রবলভাবে মাথা নাড়ে। 'আমি দুই ঘণ্টা তার অফিসে বসে বিষয়টা নিয়ে বারবার কথা বলেছি, কিন্তু হয় এটা নতুবা কিছুই না। আমরা প্রস্তাব করতে পারি এমন কোনও কিছুতেই তার আগ্রহ নেই। সে বলে কোয়ার্টেট রেপার্টয়ার বহুবার রেকর্ড করা হয়েছে, এবং এতে সে অবদান রাখবে না।'

'আমি বিষয়টা বুঝতে পারছি না,' হেলেন বলে। 'সে পুরো কনসার্টটা শুনেছে আর এখন এনকোরে লাঠিপেটা করছে।'

এরিকা মাতৃসুলভ হাসে। 'আমি তাকে বলেছি তোমরা সাধারণত যা বাজাও এটা সেই জিনিস না। সে বললো, 'আরও পরিতাপ : আমি যদি তাদের এই রেকর্ডিংয়ের প্রস্তাব দিই তাদের তা করতে হবে।' বাস্তবিকই, হেলেন, তোমরা যেভাবে বাখ বাজিয়েছো তা দেখে ইসোবেল শিঙ্গল যে রকম আপ্লুত হয়েছে তাকে তেমন আপ্লুত হতে আমি খুব কমই দেখেছি। স্ট্যাটাসের কাছ থেকে প্রস্তাব পাওয়া অনেক বড় ব্যাপার। আমি টাকার কথা বলছি না,' এরিকা দ্রুত যোগ করে। 'তোমরা বেশি পাবে না। কিন্তু নিশ্চিত সবার নজর কাড়বে।'

'বিশ্রীভাবে ভুলও হতে পারে,' বিলি বলে। 'স্ট্যাটাসের লেবেলযুক্ত একটা 'আর্ট অফ ফিউগ' রেকর্ডিং ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করা হবে— আর লোকজন যদি সেটা পছন্দ না করে, তাহলে বহির্জগতের অন্ধকারেই ঘুরপাক খেতে হবে আমাদের।'

'হ্যাঁ, এরিকা বলে। 'আর যদি তারা পছন্দ করে তাহলে তোমরা লাইমলাইট ধাঁধিয়ে যাবে। তো এই হলো ব্যাপার। সিদ্ধান্ত এখন তোমাদের। তবে তাকে যেহেতু বোঝাতে পারিনি, তাই তোমাদের বোঝানোর জন্য দুই ঘণ্টা ব্যয় করতে আমি রাজি আছি।

'এটা পাগলামি,' পিয়ার্স বলে। 'আমাদের নিয়মিত রেপার্টয়ার থেকে এটা আমাদের বিচ্যুত করবে।'

'এটা চ্যালেঞ্জ.' এরিকা বলে।

'জবাবটা গতানুগতিক,' পিয়ার্স সংক্ষেপে বলে।

এরিকা আমার দিকে ফেরে। 'তুমি বেশি কিছু বলোনি, মাইকেল।'

'ও কোনও কিছুই বলেনি,' হেলেন বলে। 'তোমার ব্যাপারটা কী, মাইকেল? তোমাকে এসবের সম্পূর্ণ বাইরে মনে হচ্ছে। তুমি ঠিক আছো তো?'

বিলি এক পলক তাকায় আমার দিকে। 'তুমি কী মনে করো?' সে জিজ্ঞেস করে।

'আমি জানি না,' আমি বলি। 'আমি এখনও চমকিত।' আমি এরিকার দিকে ফিরি, মনোযোগ দেয়ার চেষ্টায়। 'এই কারণেই তার প্রস্তাবের কথা তুমি ফোনে আমাদের বলতে চাওনি?'

BanglaBook.org

'হয়তো,' এরিকা বলে। 'হ্যাঁ। আমি তোমাদের প্রতিক্রিয়া উপভোগ করতে চেয়েছিলাম। এবং কারও মতামতের ওপর আর কারও মতামতের প্রভাব পড় ক তাও চাইনি।'

পিয়ার্স ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে।

'বিলি, 'আর্ট অফ ফিউজ' কতো সময়ের?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'দেড় ঘণ্টার— দুটো সিডি।'

'আর এ পর্যন্ত আমরা বাজিয়ে আসছি সাড়ে চার মিনিট,' পিয়ার্স বলে।

'কিন্তু আমরা আনন্দ পেয়েছি তাতে,' আমি বলি।

'হ্যাঁ,' হেলেন বলে, 'এ যাবৎ যা বাজিয়েছি আমি সে সবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।'

'তোমরা এটা বাজিয়েছো অতুলনীয়, অতুলনীয়!' এরিকা চিৎকার করে আপ্লুত কণ্ঠে। 'আর হাত তালি দিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ার আগে দর্শকরা পুরো পাঁচ সেকেন্ড নিস্তব্ধ হয়ে ছিলো। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ! এমন দৃশ্য কখনও দেখিনি আমি।'

'এটা গুরুতর খারাপ আইডিয়া,' পিয়ার্স বলে, সে মোটেও মোহাবিষ্ট হয়নি। 'আমরা যা করতে চাই তা থেকে এটা আমাদের বিচ্যুত করবে। আমাদের পারফরম্যান্সে সহযোগিতা না করে উল্টো প্রতিযোগিতা করবে। আমরা পুরো জিনিসটা পারফর্ম করতে পারবো না, কেবল রেকর্ড করাই সার হবে। কোয়ার্টেট এ ধরনের কিছু করে না স্টেজে। তাছাড়া, বাখ এটা স্ট্রিং কোয়ার্টেটের জন্য রচনা করেননি।'

বিলি একটু গলা খাকারি দেয়। 'উমম, দেখ, আমি নিশিত স্ট্রিং কোয়ার্টেটের অস্তিত্ব সে যুগে থাকলে তিনি তার জন্যও লিখতেন।'

'ওহ, হ্যাঁ, বিলি, আবার বাখের সঙ্গে তোমার হটলাইন চালু হয়েছে?' পিয়ার্স বলে।

'বস্তুত, এটা সত্যিই পরিষ্কার নয় কিসের জন্য তিনি এটা লিখেছিলেন,' বিলি শান্তভাবে বলে যায়। 'আমি নিশ্চিত তিনি এটা রচনা করেছিলেন কিবোর্ডের জন্য। তবে কিছু লোক মনে করে ওটা নির্দিষ্ট কোনও বাদ্যযন্ত্রের জন্য লেখা হয়নি। আবার অন্যরা মনে করে এটা আদৌ বাজানোর জন্য রচিত হয়নি, এটা ঈশ্বর বা সঙ্গীতের প্রাণ বা কোনও কিছুর প্রতি এক রকম অঞ্জলি— তবে এ কথাটা ফালতু বলে আমি মনে করি, জ্যাঙ্গোও আমার সঙ্গে একমত। না, আমরা এটা পারফর্ম করলে কোনও ক্ষতি নেই।'

'আর প্রত্যেকের মতো, বদলি হিসেবে, ভায়োলা থেকেও অনেক কিছু পাওয়া যায়,' হেলেন মধ্যস্থতার ভঙ্গিতে বলে।

পিয়ার্স উপরে সিলিঙের দিকে তাকায়।

'উভয় ভায়োলা, প্রকৃত প্রস্তাবে,' বিলি বলে হেলেনকে।

'তুমি কী বলছো?' হেলেন জিজ্ঞেস করে।

'আচ্ছা,' বুদ্ধের মতো ভাব নিয়ে বিলি বলে, 'তোমার মনে আছে মাইকেল উইগমোরে ওর সবচেয়ে নিচের স্ট্রিং টিউন করেছিলো? পারফর্মিংয়ের বিপরীতে আমরা যদি এটা রেকর্ডিং করতাম, তাহলে ও বেহালার পরিবর্তে ভায়োলায় পুরো ফিউগটা বাজাতে পারতো, সব ঝামেলা এড়িয়ে। আরও কিছু ফিউগ আছে যেখানে ওর অংশ খুব নিচুতে নেমে যায়, সেসব জায়গায় ওকে বাস্তবিকই ভায়োলা বাজাতে হবে।'

আবার ভায়োলা বাজানোর সুযোগ পাচ্ছি এ ভাবনায় আমার মুখে আলো জ্বলে ওঠে।

BanglaBook.org

'তাহলে?' পুরো গ্লাস হুইস্কি পান করতে করতে এরিকা বলে। 'এই বৈঠকের ফলাফল কী হলো? আমি ইসোবেলকে কী বলবো?'

'হ্যাঁ!' কেউ কিছু বলার আগেই হেলেন বলে ওঠে। 'হ্যাঁ! হ্যাঁ! হ্যাঁ!'

বিলি কাঁধ, মাথা আর ডান হাত ঝাঁকুনি দেয় মজাদার ভঙ্গিতে, যেন বলছে : এতে ঝুঁকি আছে, কিন্তু অন্যদিকে, জীবন আর কিসের জন্যই বা, এবং বাখ কি রকম ফ্যান্টাস্টিক আর হেলেনও এমন উদগ্রীব, তো, ঠিক আছে, হ্যাঁ, ফাইন।

'কার কাছ থেকে ভায়োলা ধার নিতে পারবো আমি ভাবছি,' আমি বলি।

পিয়ার্স স্বাভাবিকভাবে আমাদের প্রোগ্রামার, কিন্তু নিয়মটা যদি সে এখন অমান্য করার চেষ্টা করে, তাহলে বিদ্রোহের মুখে পড়বে।

'আলাদা একটা প্রোগ্রাম করা যাক,' সে বলে।

এরিকা মাথা নাড়ে। 'ইসোবেলকে আমি চিনি,' সে বলে।

'বেশ, আমরা কখন রেকর্ডের আশা করতে পারি?' পিয়ার্স জ্বালার সঙ্গে জিজ্ঞেস করে। 'যদি আমরা সম্মত হই, সেক্ষেত্রে।'

সমঝদার বিজয়ীর মতো ছোট করে হাসে এরিকা। 'ইসোবেল এ ব্যাপারে বিস্ময়কর নমনীয়, যদিও সে আমাদের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি একটা জবাব চায় যে আদৌ আমরা এটা করবো কি না। এটা তার জন্য ক্যাটালগের শূন্য স্থানের মতো একটা ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে, আর আমরা যদি দেরি করি বা রাজি না হই তাহলে হয়তো সে অন্য কাউকে দিয়ে ওই শূন্যস্থান পূরণ করে ফেলবো। সে হঠাৎ করে ভেলিঙ্গার কোয়ার্টেটের কথা বলতে শুরু করেছিলো, সুনির্দিষ্ট কিছু নয়, হয়তো ফিসফিস করেছিলো নিজের মনে, অমন সে করেই থাকে, আবার আমারও বুঝতে ভুল হতে পারে, কিন্তু সে বলছিলো ভেলিঙ্গার কোয়ার্টেটের বাজনা তার ভীষণ ভালো লাগে...'

'আমাদের তাড়াহুড়া করা ঠিক হবে না,' এরিকার কৌশলের মুখে পিয়ার্স বলে।

'না, কিন্তু আমরা ঝুলেও থাকতে পারি না,' হেলেন বলে। 'এখানে শুধু আমরাই চিত্তাকর্ষক কোয়ার্টেট আছি মনে করাটাও ভুল হবে। আমরা রিজব্রুক ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে বিলম্ব করায় ওরা আমাদের পরিবর্তে স্কাম্পাকে নিয়েছিলো, তোমার মনে নেই?'

'তুমি দেখ, হেলেন,' পিয়ার্স হেলেনের দিকে ফিরে বলে, 'শুরুতে সব ব্যাপারেই তুমি উৎসাহে ভেসে যাও, কিন্তু— কুমোরের চর্কির কথা মনে আছে তোমার? বাবা যতক্ষণ না একটা চর্কি তোমাকে এনে দিয়েছিলো, ততক্ষণ তুমি সবার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলে, তারপর ওতে তুমি একটা পাতিল বানিয়েছিলে— মোটেও আকর্ষণীয় ছিলো না সেটা, আমার যতদূর মনে পড়ে— এবং তোমার শখ মিটে গিয়েছিলো। সেই চর্কি এখনও পড়ে গ্যারেজে।'

'তখন আমার বয়স ছিলো ষোলো,' হেলেন বলে। 'তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী? ভেলিঙ্গার যদি আমাদের সুযোগটা নিয়ে নেয়, তখন তোমাকেই দোষ দেবো আমরা।'

'ওহ, ঠিক আছে,' পিয়ার্স বলে। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, উন্মাদ শিঙ্গলকে তাহলে বলে দাও আমরা তার আইডিয়া বিবেচনা করছি। তবে সবটা বুঝে দেখার জন্য আমাদের একটু সময় দরকার। আমরা তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। তাতে আমি আপত্তি করবো। এখন ঘরে ফিরে চিন্তা করা যাক। এক সপ্তাহ। কম পক্ষে এক সপ্তাহ।'

'ঠাণ্ডা মাথায়,' হেলেন পরামর্শ দেয়।

'হ্যাঁ, ঠাণ্ডা মাথায়, অবশ্যই,' পিয়ার্স বলে।

BanglaBook.org

৩.৭

একটা অদ্ভুত দিনের ওপর নেমে আসে রাতের ছায়া, পরিবর্তনে ভরপুর। আমার আশপাশের এলাকায় একটু হেঁটে আসা দরকার। আর্খাঙ্গেল কোর্টের বাইরে পা বাড়াতেই রুপালি চুলের পরিচ্ছন্ন ও রহস্যজনক এম লরেন্স— মিস্টার এম.কিউ. লরেন্স— আমাকে পাকড়াও করে।

'হুমম, মিস্টার হোম, আমি হয়তো আপনার সঙ্গে একটা কথা বলার সুযোগ পেতে পারি? লিফটের ব্যাপারে— আমরা ব্যবস্থাপনা সংস্থার সঙ্গে কথা বলছি, আর... রবের সঙ্গে একটা কথা একটা ঝামেলা তবে মোটামুটি ভালো ফলাফল, আপনি সম্মত নন?'

সে কী বলছে আমি খুব কমই শুনি। দিগন্তে ধাবমান তারার মতো শব্দগুলো আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। কিন্তু আমি অবাক হয়ে ভাবি তার নামের কিউ অক্ষরটা কী অর্থ বহন করে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি পুরোপুরি একমত।'

'আচ্ছা, আমি অবশ্যই বলবো,' মিস্টার লরেন্স বলে, তাকে অবাক ও আশ্বস্ত দেখাচ্ছে। 'আমি আশাই করছিলাম যে আমি এ কথা বলবেন। এবং অবশ্যই আমাদের আরও দীর্ঘমেয়াদী লিজহোল্ডার আছে, তাদেরকেও বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে... অসন্তোষজনক কর্মপ্রদর্শন... বিশেষ করে ঝামেলা আপনার জন্য ... অবশ্য কোনও ব্যক্তি ওটিস পরিবর্তন করতে পারে... পরিষেবা চুক্তি... আচ্ছা, এই আর কি।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিস্টার লরেন্স, আমার অবশ্যই তাড়া আছে। এটিয়েন'স শীগগিরই বন্ধ হয়ে যাবে। আমার ক্রয়স্যান্ট আনতে হবে।' আমি দরোজা খুলি এবং আর্দ্র রাতের মধ্যে পা ফেলি।

আমি কেন ব্যাখ্যা করলাম যে ক্রয়স্যান্ট কিনতে যাচ্ছি? নিজেকেই প্রশ্ন করি।

আবার কখন আমি জুলিয়াকে দেখতে পাবো?

এটিয়েনের আগের মেয়েটার পরিবর্তে নতুন মেয়ে এসেছে : মুখটা তাজা, দেখতে-শুনতে পোলিশ। আমি অতিক্রম করে যাই গ্রিক রেস্তোরাঁ, একটা অস্ট্রেলিয়ান পাব, টেলিফোনের র‍্যাংক যেগুলোর ভিতর দিকে ব্লু-ট্যাক দিয়ে কল-গার্লদের কার্ড সাঁটানো আছে। আমার প্রয়োজন আরও জনশূন্য পথ। আমি ডানে হোয়াইট স্কয়ারের দিকে মোড় নিই।

সেখানে প্রচুর গাছপালা। পেভমেন্টগুলো প্রায় জনশূন্য। আমি এক ঘণ্টা এখানে-সেখানে হেঁটে বেড়াই। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বাতাস শীতের জন্য মৃদু। কোথাও, বেশ দূরে, একটা গাড়ির অ্যালার্ম শুরু হয়, আধ মিনিট আওয়াজটা হয়, তারপর থেমে যায়।

আমি বলেছি তাকে আমি ভালোবাসি এবং এ কথার উত্তর দেয়নি সে। আমার হাত রেখেছি তার কাঁধে, এবং টানটান ভাব অনুভব করেছি। সে সামনের বিপুল আকৃতির জানলা দিয়ে সোজা তাকিয়ে ছিলো বাইরের চেস্টনাট গাছগুলোর ঝঞ্ঝাপীড়িত ডালপালার দিকে।

আমরা পার্কে হাঁটার সময় প্রায় কোনও কথাই বলেনি সে। বেখাপ্পা কথা হয়েছিলো দু-একটা। যেন সে শুনতে চায়নি আমি কী বলতে চেয়েছিলাম।

BanglaBook.org

স্ট্যাকিস হোটেলের নিষ্প্রভ রুপালি গম্বুজ। আমরা ওখান থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম।

মিস্টার এবং মিসেস হ্যানসের এবং তাদের ছেলে লুক। একটা বেড়াল? একটা কুকুর? গোল্ডফিশ? তাদের ঘরে নিশ্চয় টেলিফোন বাজে না।

যদি তার সঙ্গে আজ রাতে কথা বলতে পারতাম তাহলে আমার হৃদয় প্রশমিত হতো। যদি আবার তাকে ধরতে পারতাম তাহলে আমি শান্তি পেতাম।

৩.৮

মাঝ রাতের দিকে ঘুম আসে, সে আমার সঙ্গে আছে ভাবতে ভাবতে। আমি ঘুমাই স্বপ্নহীন, হয়তো আমি খুব পরিশ্রান্ত ছিলাম বলেই।

সকাল দশটায় নিচ থেকে কেউ ইন্টারকমে রিং দেয়। আমি ক্ষুদ্রাকৃতির নীল স্ক্রিনের দিকে তাকাই এবং তার মুখ দেখতে পাই। স্কার্ফ দিয়ে মাথার চুল ঢাকা।

এটা বিস্ময়কর ঘটনা : যেন তার চিন্তাটা বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে।

'মাইকেল, আমি জুলিয়া।'

'হেল্লো! উপরে চলে এসো। আমি শেভ করছি যে। প্রথম লিপট, অষ্টম তলা।' আমি এ কথা বলে বুজার টিপে দিই।

সে ভিতরের কাচের দরোজা টেনে খোলে এবং মৃদু হাসে। মনে হয় যেন বহুযুগ পর আমি লিফটের শব্দ শুনি, তারপর সামনের দরোজার ঘণ্টা। আমি দরোজাটা খুলি।

'ওহ, আমি দুঃখিত— তুমি তো দেখি মাঝ পথে,' সে আমার দিকে তাকিয়ে বলে। আমার দুই কাঁধের ওপর বিছানো একটা তোয়ালে, গালে আর গলায় ফোম, আর মুখ জুড়ে বোকার মতো হাসি। 'আমি বুঝতে পারিনি তুমি শেভ করছো,' সে বলতে থাকে।

'চমকে উঠে যে গাল কেটে ফেলিনি তাতেই আমি বিস্মিত,' আমি বলি। 'কী তোমাকে নিয়ে এলো এখানে?'

'আমি জানি না। এই এলাকায় আমাকে আসতে হতো।' সে একটু বিরতি দেয়। 'কী দারুণ দৃশ্য! অত্যন্ত চমৎকার। আর এতো আলো।'

আমি ওর দিকে পা বাড়াই, কিন্তু ও তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'প্লিজ, মাইকেল।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভালো— আমার মুখে ফোম— আমি বুঝেছি। মিউজিক শুনবে? আমার বেশি দেরি হবে না।'

সে মাথা নাড়ে।

'উধাও হয়ে যেও না,' আমি বলি। 'ইউ আর নট জাস্ট এ শেভিং রিভারি?'

'না।'

কয়েক মিনিটেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসি। আমার সিটিংরুমের ছোট লেগ ব্যবহার করি কিচেন হিসেবে। সেখান থেকে আসা কফির গন্ধ অনুসরণ করে এগোই। জুলিয়া জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। আমি ওর ঠিক পিছনে যাওয়া মাত্রই ও ঘুরে দাঁড়ায়।

'আশা করি কিছু মনে করবে না,' ও বলে। 'আমি একটু কফি বানিয়েছি।'

'ধন্যবাদ,' আমি বলি। 'এখানে অনেক দিন পর কেউ আমার জন্য কফি বানালো।'

BanglaBook.org

'ওহ? কিন্তু আমি ভেবেছিলাম—'

'আচ্ছা, হ্যাঁ— কিন্তু এখানে সে থাকে না কখনও।'

'কেন?'

'আমরা এক সঙ্গে তো থাকি না। আমি মাঝে মাঝে ওর ওখানে যাই।'

'ওর সম্পর্কে আমাকে বলো।'

'ও বেহালা শিক্ষার্থী। ফরাসি, নিওনস থেকে এসেছে। ওর নাম ভার্জিনিয়ে।'

'ওকে আমার ভালো লাগবে?'

'আমি জানি না। সম্ভবত না। না, আমি তা বলছি না— তুমি তাকে অপছন্দ করবে না, দুজনের মধ্যে খুব বেশি মিল পাবে না। আমি ওকে পছন্দ করি, যদিও।' আমি অবাধ্যতা অনুভব করে দ্রুত যোগ করি।

'শোবার ঘরে কোনও ফটোগ্রাফ দেখছি না— তোমার পরিবারে ছবি ছাড়া,' জুলিয়া বলে।

'আসলে ওর কোনও ছবি আমার কাছে নেই,' আমি তড়িঘড়ি করে বলি। 'ওর বিবরণ দিতে পারি : কালো চুল, কালো চোখ... না, পারছি না। মানুষের অবয়ব বর্ণনা করা আমার কাজ নয়।'

'বেশ, তোমাকে যে আফটারশেভ সে দিয়েছে সেটা আমার পছন্দ হয়েছে।'

'হুমম।'

'কী এটার নাম?'

'হাভানা।'

'কিউবার রাজধানীর মতো?'

'আর কোন হাভানা আছে?'

'একটাও না, আমার মনে হয়।'

'আর তোমার এই লেবু লেবু যে জিনিসটা মেখেছো তা আমার ভালো লাগছে। কী এটা?'

'মাইকেল, ভান করো না তুমি আমার পারফিউমের নামে আগ্রহী।'

'তোমার স্বামীর দেয়া উপহার?'

'না। আমি নিজেই কিনেছি। ঠিক এক মাস আগে। তোমার জেমসকে ভালো লাগবে,' জুলিয়া বলে।

'অবশ্যই,' আমি অর্থহীনভাবে বলি।

'আমি কেন এসেছি জানি না। এ আমার বোকামি। তুমি কোথায় থাকো সে ব্যাপারে আমি কৌতূহলী হয়ে পড়েছিলাম,' সে বলতে থাকে। 'এমন কি যেদিন অক্সফোর্ড স্ট্রিটে তোমাকে আমি দেখেছিলাম সেদিনই আমি জানতাম তুমি আমার কাছেই থাকো।'

'তুমি কেমন করে জানবে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'প্রথম তিনটে ডিজিট থেকে।'

'তাই বলো।'

'ফোন বুকে তোমার নাম খুঁজে বের করেছিলাম। সম্পূর্ণ নম্বরটা মনে করতে পারবো না।'

'তাহলে ওটা তুমি দেখেছিলে।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ।'

'আর আমাকে ফোন করোনি?'

'আমার ভাবনার কথা মনে আছে, যখন তাকিয়ে ছিলাম ওইসব নামের দিকে— হল্যান্ড, হলিডে, হলিস, হল্ট, আরও কতো কী— 'এসব শুধুই নাম। শুধুই কতোগুলো সাধারণ নাম।' এবং অবশ্যই, ভিয়েনার ফোন বুকে আমি পড়ি কিন্তু, ক্লিমট, ওলমার, পিটারস— কিছুই ঘটে না আমার মাথায়, কিছুই জেগে ওঠে না আমার ভিতর।'

'তুমি কী বলছো, জুলিয়া?'

'বিটোফেন, হেইডন, মোজার্ট, শুবার্ট— তুমি দেখছো না আমি কী বলছি? এগুলো কেবলই নাম— ফোন বুকে লেখা নাম, আমি মাজে মাঝে ভাবি। না, তুমি দেখছো না, আমি বলতে পারি। কিন্তু এটা এখানে এত উঁচু— সবকিছুর উপরে এত উঁচু।'

'হ্যাঁ। আচ্ছা,' আমি বলি, অবশেষে শ্বাস ফেলতে পারি এমন কিছু মুঠোয় ধরতে ধরতে। 'প্রচুর আলো, যেমনটা তুমি বলেছো। আর সেন্ট পল'স-এর দূরবর্তী দৃশ্য।' আমি একটা সকেট দেখাতে ঘুরি। 'তুমি যদি হুভারের প্লাগটা লাগাও তাহলে পুরো ফ্ল্যাট ভ্যাকুয়াম করতে পারবে। তিনটে ছোট ছোট রুম— এটা প্রাসাদ নয়, কিন্তু ভিয়েনার চেয়ে বড়। তোমার কি এটা ভালো লেগেছে?'

'দুধ, কিন্তু চিনি চলবে না, তাই না?' প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে জানতে চায় জুলিয়া।

'কোনওটাই না, আজকাল।'

'দুঃখিত?' সে যেন আমার এই অভ্যাসের পরিবর্তনে অবাক হয়ে যায়।

তার বিভ্রান্তি দেখে আমি মৃদু হাসি। 'আমি দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।'

'ওহ? কেন?'

'কিনতে ভুলে যাই। ফ্রিজে যা আছে তা মেয়াদোত্তীর্ণ। কাজেই আমার কফি নষ্ট করার চেয়ে দুধ ছাড়াই পান করার অভ্যাস রপ্ত করেছি।'

আমরা কামরার আরেক প্রান্তে আমাদের মগ নিয়ে বসি। আমি তাকাই তার দিকে, সে আমার দিকে। কী এইসব বাক্যালাপ আর এইসব নীরবতা?

'আমি এসেছি তাই কি তুমি খুশি?' সে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না,' আমি বলি। 'এ অবিশ্বাস্য।'

'আমি তোমার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছি না তো?'

'না। আর যদি করতেও তাতে কী হতো? এই সকালে আমার কোনও লেসন নেই। তবে এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের একটা রিহার্সাল আছে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে গতকাল। মানে, দ্বিতীয় অদ্ভুত ঘটনা।'

'কী সেটা?'

'আমাদের 'আর্ট অফ ফিউগ' রেকর্ড করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।'

'আর্ট অফ ফিউগ'? সবটা?

'হ্যাঁ। এ প্রস্তাব দিয়েছে স্ট্যাটাস।'

'মাইকেল, এ তো ভীষণ চমকপ্রদ ব্যাপার।' জুলিয়ার মুখ খুশিতে ঝলমল করে ওঠে, এ ভাবনায় এবং অবশ্যই আমার জন্য।

'হ্যাঁ, তাই না? 'আমি বলি। 'তুমি এটা একটু আধটু বাজাতে। এখনও বাজাও?'

'কখনও কখনও। সচরাচর নয়।'

BanglaBook.org

'আমার কাছে মিউজিকটা আছে। আর পাশের রুমে আছে একটা আপরাইট।'

'ওহ, না, না— আমি পারবো না, আমি পারবো না।' সে প্রচণ্ডভাবে আপত্তি করে, যেন ত্রাস দূর করছে।

'তুমি ঠিক আছো?' আমি তার কাঁধ স্পর্শ করি।

'হ্যাঁ। হ্যাঁ,' সে বলে। আমি তার গলার পাশে হাত রাখি। সে আলগোছে হাতটা সরিয়ে দেয়।

'আমি তোমার মন খারাপ করে দিয়ে থাকলে দুঃখিত। আমি শুধু তোমার বাজনা শুনতে চেয়েছিলাম আবার। তোমার সঙ্গে কিছু বাজাতে ভালো লাগতো আমার।'

'ওহ না!' সে বিষণ্ন কণ্ঠে বলে। 'আমি জানতাম তুমি চাইবে আমরা এক সঙ্গে বাজাই। আমি নাও আসতে পারতাম। আমি জানতাম। আমি তোমার মন খারাপ করে দিয়েছি।'

জুলিয়া— কী বলছো তুমি? তুমি এখানে আসায় আমার মন খারাপ হয়নি। কেন তা হবে?'

'লুকের স্কুলটা এখানেই। আমি ওকে স্কুলে দিয়ে এসে গাড়িতে বসে ভাবছিলাম কী করি।' তাকে পীড়িত দেখায়। 'তোমাকে ফোন করার সিদ্ধান্ত নিয়েও ফোন করতে পারিনি, ভেবেছিলাম এত সকালে ফোন করা ঠিক হবে কি না। তাই একটা কাফেতে এক ঘণ্টা বসে থাকলাম আর একটু পর পর আমার মত পরিবর্তন করছিলাম।'

'ফোন করলে না কেন? আমার ঘুম ভেঙেছে সেই নয়টায়।'

'নিজের সব কিছু নিয়ে আমার ভেবে দেখার দরকার ছিলো। এই এলাকায় এসেছি বলেই দেখা করলাম এমন সাদামাটা নয় ব্যাপারটা। আমি তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম। আমি তোমাকে দেখতে চাই। তুমি ছিলে আমার জীবনের বিশাল একটা অংশ। এখনও আছো। কিন্তু আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই চাই না— জটিলতাপূর্ণ কোনও কিছুই চাই না। কিছুই না। তাই বলে এটা সহজ তা নয়।'

'জেমস কী করে?' আমি জিজ্ঞেস করি। যতটা স্বাভাবিকভাবে পারি নামটা উচ্চারণ করি, কিন্তু আমার সবকিছু এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আমি বরং বলতে পারতাম 'তোমার স্বামী'।

'সে একজন ব্যাংকার। আমেরিকান। বস্টনের লোক। বিয়ের পর থেকে ওখানেই ছিলাম আমরা। লন্ডনে আসার আগে পর্যন্ত।'

'কখন সেটা?'

'এক বছরের বেশি ... লুক ভীষণ মিস করে বস্টন। প্রায়ই জানতে চায় আমরা কবে ফিরে যাবো। এখানে সে নিরানন্দে আছে তা নয়। তার গ্রুপে সেই নেতা।'

'বয়স কতো?'

'প্রায় সাত।'

'জুলিয়া, তুমি বিয়ে করেছিলে কখন? আমি লন্ডনে চলে আসার কতোদিন পর?'

'প্রায় এক বছর।'

'না। না। আমি এ কথা বিশ্বাস করতে পারি না। এটা সম্ভব নয়। সে সময় তোমার বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিলো। তিনি এ ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলেননি।'

জুলিয়া কিছুই বলে না।

BanglaBook.org

'আমি যখন সেখানে ছিলাম তখন কি জেমসও ছিলো?'

'অবশ্যই না।' তার কণ্ঠস্বরে প্রায় তাচ্ছিল্যের-এর আভাস।

'আমি এটা সহ্য করতে পারি না।'

'মাইকেল, আমি এখন যাই।'

'না, যেও না।'

'তোমার রিহার্সাল।'

'হ্যাঁ, আমি ভুলে গিয়েছিলাম... হ্যাঁ, তোমার মনে হয়... কিন্তু কি কাল আসতে পারবে না? প্লিজ। আমি আগেই প্রস্তুত হয়ে থাকবো। স্কুল শুরু হয় কখন?'

'সাড়ে আটটায়। মাইকেল, আমি লুককে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে তোমার কাছে আসতে পারবো না। আমি তা পারি না। এটা হবে—আমি জানি না— এটা হবে খুব বেশি বেদনাদায়ক।'

'কেন পারবে না? আমরা কী করেছি?'

জুলিয়া মাথা ঝাঁকায়। 'কিছু না। কিছু না। আর আমি কিছুই চাই না। তুমিও না। আমাকে এক বা দুই দিনের মধ্যে ফ্যাক্স করো। এই আমার নম্বর।'

'ফ্যাক্স করবো তোমাকে?'

'হ্যাঁ। আর— মাইকেল, আমি জানি এটা বোকার মতো শোনাচ্ছে— আমাকে ফ্যাক্স করো জার্মান ভাষায় ... মেশিনটা আমরা দুজনেই ব্যবহার করি, আর আমি জেমসকে উৎকণ্ঠায় ফেলতে চাই না—'

'না। ঘটনাচক্রে, তোমার চোখ দুটো প্রচণ্ড নীল এই সকালে।'

'কী?' তাকে বিব্রত দেখায়। 'বুঝতে পারছি না—'

'তোমার চোখ। কখনও কখনও নীল-ধূসর, কখনও কখনও নীল-সবুজ, কিন্তু এই সকালে একেবারে নীল।'

জুলিয়ার গাল রক্তিম হয়ে ওঠে। 'প্লিজ চুপ করো, মাইকেল। ওভাবে কথা বলো না। আমি হতাশ হই। আমার সত্যিই ও কথা ভালো লাগে না। আমি আর এখন একুশ বছরের তরুণী নই।'

আমার দরোজার বাইরে তার সঙ্গে আমি দাঁড়াই। লিফট আসে। সে লিফটে প্রবেশ করে। বাইরের দরোজার সঙ্গে লাগানো ছোট কাচের জানলার মধ্যে তার মুখটা আটকা পড়ে। ক্লিক করে একটা শব্দ হয়, আর ভিতরের মসৃণ ইস্পাতের দরোজা বেরিয়ে এসে দ্রুত ঢেকে দেয় তার পীড়িত মৃদু হাসি।

৩.৯

বিংশ শতাব্দীর কোয়ার্টেটসমূহের একটা অনুষ্ঠানের জন্য রিহার্সালে জড়ো হয়েছি আমরা— সেগুলোর মধ্যে রয়েছে বার্টোক, শোস্তাকোভিচ, ব্রিটেন। শেষ আধ ঘণ্টা আমরা স্ট্র্যাটাসের প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে কি না সে প্রশ্ন নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি।

হেলেন জ্বলন্ত চোখে বিলির দিকে তাকিয়ে। বিলি রয়েছে অস্বস্তির মধ্যে।

বিলি এইমাত্র যে সমস্যাটা চিহ্নিত করেছে সেটা বলা সহজ কিন্তু সমাধান করা কঠিন। 'আর্ট অফ ফিউগ' যদি নির্ধারিত ডি মাইনরে বাজায় কোনও স্ট্রিং কোয়ার্টেট—

BanglaBook.org

এবং এছাড়া বিলি অন্যকিছুর কথা শুনবেও না— দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্বরের (যা আমি বাজাবো) কিছু স্তবক বেহালার কম্পাসের নিচে পড়ে যাবে। আমি একটা নিয়মিত ভায়োলায় তা বাজাতে পারি, এবং এতে প্রকৃত সমস্যা হবে না। কিন্তু তৃতীয় সর্বোচ্চ স্বরের (যা বাজাবে হেলেন) বেশ কয়েকটা স্তবক ভায়োলার কম্পাসের একদমই নিচে পড়ে যাবে। এখানেই সমস্যা।

'আমি ওখানে টিউন করতে পারবো না, বিলি। বোকার মতো কথা বলো না। যদি ওই একই চাবির কথা তুমি বলো, তাহলে আমাদের অক্টাভে রূপান্তর করতে হবে ওগুলো।' হেলেন বলে।

'না,' বিলি বলে। 'এই সবটা ব্যাপার আমরা আগাগোড়া আগেই করেছি। ওটা শুধুই একটা বিকল্প নয়। আমাদের ওটা করতে হবে।'

'আচ্ছা, তা কী আমরা করতে পারি?' হেলেন ক্ষিপ্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'বেশ,' বিলি বলে, নির্দিষ্টভাবে কারও দিকে সে তাকাচ্ছে না, 'আমরা ওইসব নির্দিষ্ট কন্ট্রাপাংকটির জন্য একজন চেলোবাদককে নিতে পারি, আর বাকিটা করবে তুমি।'

আমরা তিনজনই বিলির দিকে ফিরি।

'কোনও উপায় নেই,' আমি বলি।

'হাস্যকর!' পিয়ার্স বলে।

'কী?' হেলেন বলে।

বিলির ছোট্ট ছেলে জ্যাঙ্গো একা একাই খেলছিলো হেলেনের শোবার ঘরের একেবারে কোণে। সে অনুভব করে তার বাবা আক্রান্ত, তাই এগিয়ে আসে। মাঝে মধ্যে বিলির স্ত্রী লিডিয়া, যে কিনা একজন ফ্রি ল্যান্স ফটোগ্রাফার, জ্যাঙ্গোকে রেখে যায় বিলির কাছে, আর রিহার্সালের দিন হলে বিলিকেই ম্যানেজ করতে হয়। জ্যাঙ্গো চমৎকার বাচ্চা, আর সঙ্গীত পিপাসু। বিলি বলে, সে যখন অনুশীলন করে তখন জ্যাঙ্গো তা গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে, এমন কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আর নাচেও কখনও কখনও।

এখন জ্যাঙ্গো আমাদের সবার দিকে তাকায়, উদ্বিগ্ন।

'আপসাডেইজি,' বিলি ওকে হাঁটুর ওপর তুলে নেয়।

হেলেনের লাল চুল রিঙের মতো পাকানো, দেখতে লাগছে মেডুসার মতো, সে তখনও বিলির দিকে মাথা নাড়ছে। 'আশা করি এরিকা এই শোচনীয় আইডিয়ার কথা উল্লেখ করেনি। আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিলো,' সে বলে।

'তুমি নির্দিষ্ট স্থানে ভায়োলা টিউন করতে পারবে না— অন্তত একেবারে নিচের স্ট্রিং? না কি ওটা অসম্ভব রকমের স্ল্যাক হয়ে যাবে?' বিলি বলে।

তার এই শিল্পহীন কথায় সবার বিরক্তি জাগে।

'কখনও কখনও, বিলি,' হেলেন বলে, 'আমার মনে হয় তুমিই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বোকা। আমি পারবো না সে কথা তোমাকে এইমাত্র বলেছি।'

'ওহ!' উত্তরে শুধু এই শব্দটাই উচ্চারণ করতে পারে বিলি।

'তাহলে— এরিকাকে আমরা না বলতে পারি?' পিয়ার্স শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে। 'এটা কখনই তেমন চমৎকার আইডিয়া ছিলো না।'

'না, আমরা ওটা করবো না, পিয়ার্স, আরও এক সপ্তাহ আমরা কিছুই করবো না। ভাবনার জন্য আমার সময় দরকার,' হেলেন বলে।

BanglaBook.org

'কিসের ভাবনা?'

'ভাবনা, আবার কী,' হেলেন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে। 'এই একটা চমকপ্রদ বিষয় আমি পেয়েছি, আর তুমি এটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছো। আমি তোমাকে ছাড়বো না। এটা ঠিক তোমার মতো, পিয়ার্স। তুমি স্পষ্টত এই সমস্ত কিছুতে উৎফুল্ল।'

'ঠাণ্ডা হও, ঠাণ্ডা হও,' পিয়ার্স বলে। 'আমরা কী রিহার্সাল চালাবো? অনেক তো হয়েছে।'

'আমরা কি পারি, আমি ভাবছি—' বিলি বলে, 'ঠিক রিহার্সালের আগে, মানে—'

'আমরা কি পারি মানে?' পিয়ার্স জানতে চায়।

'আমি জ্যাঙ্গোকে কথা দিয়েছি, ও যদি ভালো হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে একটু বাখ শোনাবো।'

'খোদার দোহাই,' পিয়ার্স বলে। বিলির নির্বোধ আচরণে আমিও অবাক হই।

'ওহ, কেন নয়?' আমাদের বিস্মিত করে দিয়ে হেলেন বলে। 'এসো বাজানো যাক।'

কাজেই আমি দ্রুত টিউন করি, আর আমরা 'আর্ট অফ ফিউগ'-এর প্রথম কন্ট্রাপাংটাস বাজাই। বেচারা হেলেন। আমি এক নজর বাম দিকে তাকাই, কিন্তু এখন তার মধ্যে স্পষ্ট কোনও শ্রান্তি দেখা যাচ্ছে না। আমি লক্ষ করি পিয়ার্সও তার দিকে ভাইসুলভ সচেতনতা নিয়ে তাকাচ্ছে। বিলি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার ছেলের দিকে, যে মাথা কোণ করে তার সামনে বসে আছে। সে এই বয়সে এসব কতোটুকু নিতে পারছে তা পরিষ্কার নয়, তবে অভিব্যক্তি দেখে বোঝা যায় সে এটা উপভোগ করছে।

খুব দ্রুত বাজানো শেষ হয়ে যায়।

'ওটা বিদায় ছিলো না,' হেলেন সিদ্ধান্ত নিয়ে বলে। 'ওটা ছিলো অ-রেভোয়া। আমরা এটা হাতছাড়া করছি না।'

৩.১০

পরদিন খুব সকালে ফোন বাজে। বিছানায় শুয়ে ভাবছিলাম জুলিয়ার কথা।

'মাইকেল?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। হেলেন—?'

'এটা একটা ভালো ব্যাপার। মনে রেখো, যদি নারীকণ্ঠ শুনতে পাও, তাহলে কখনও কোনও নারীর নাম উচ্চারণ করবে না। তুমি অন্য নাম উচ্চারণ করলে তার মন খারাপ হবে।'

'হেলেন, তুমি জানো এখন সময় কতো?'

'খুব ভালো করেই। আমি একটুও ঘুমাইনি। আমাকে ভয়ানক দেখাচ্ছে।'

'এইসব'— আমি চ্যাঁচাই— 'কিসের জন্য?'

'বিলি ওই রকম কেন?'

'কী রকম?'

'চকলেটের মতো নয়। বাইরে নরম ভিতরে শক্ত।'

'বিলি তো বিলিই।'

BanglaBook.org

'ওর সঙ্গে কথা বলো। প্লিজ।'

'এ রকম বিষয়ে ওর সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ হবে না।'

'এতে ওর অবস্থান কি আরও কঠোর হবে?'

'না, হেলেন, আমার মতো তুমিও জানো, এতে ওর অবস্থান আরও কঠোর হবে না, আসলে ওর সঙ্গে কথা বললেও লাভ হবে না কিছু।'

'হ্যাঁ, আমিও জানি। সে জন্যই তুমি আমাকে সাহায্য করবে।'

'হেলেন, আমি বাখ ভালোবাসি, আর আবারও ভায়োলা হাতে নিতে আমার ভালো লাগবে, আরও একবার আমরা দুজন অকল্পনীয় কাজ করতে পারতাম। এই তো। আমি কী করতে পারি? পিয়ার্স সম্ভবত এত সময়ে এরিকাকে বলে দিয়েছে, আর সে জানিয়ে দিয়েছে লা শিঙ্গলকে।'

'না, বলেনি। আমি পিয়ার্সের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছি, এক সপ্তাহ সে এরিকাকে কিছুই বলবে না।'

'এখন তাহলে কী?'

'তুমি আমার জন্য একটা ভায়োলা জোগাড় করে আনবে যেটা আমি ফোর্থে টিউন করতে পারবো।'

আমি দুবার শ্বাস নিলাম। 'হেলেন, তুমি জানো আর আমিও জানি যে ভায়োলা— যে কোনও ভায়োলা— যে আওয়াজ তৈরি করে তার পক্ষেও বেশ ছোট। তুমি আরও টিউন করতে পারবে না। তুমি নিশ্চিতভাবেই ফোর্থে ওটা টিউন করতে পারবে না।'

'আমি করবো। আমাকে করতে হবে। আমি একটা বিশাল সতেরো ইঞ্চি গাসপারো দা সালো নেবো, আর বিপুল মোটা স্ট্রিং আর...'

'... আর একজন অস্টিওপ্যাথ, একজন ফিজিও থেরাপিস্ট, একজন নিউরোলজিস্ট, তখনও কাজ হবে না। হেলেন, ষোল ইঞ্চির ওপরে যদি কিছু খুঁজেও পাই, সেটা হবে অস্বস্তিকর। আমি বলছি তোমাকে, এমন একজন হিসেবে যার আঙুলে সমস্যা রয়েছে— '

'আচ্ছা, আমি তোমার মতো লম্বা,' হেলেন বলে।

'আর তুমি বেহালায় অভ্যস্ত, সুতরাং বড় আকৃতির ভায়োলায় তোমার অসুবিধা হতেই পারে। আমি এরিক স্যান্ডারসনের সঙ্গে কথা বলেছি। সে মনে করে এটা সম্ভব।'

'আসলেই কি?'

'আচ্ছা, সে ... সে বলেছে এটা চিত্তাকর্ষক প্রস্তাব না। আমরা তিনটের সময় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। এই বিকেলে তোমার তো কোনও কাজ নেই? প্রয়োজন হলে আমি ধার নেবো, আর আমাকে ওই রকম একটা যন্ত্র বানিয়ে দিতে বলবো তাকে।'

'এরিকা স্যান্সারসনের সঙ্গে তুমি কথা বলেছো কখন?'

'তোমাকে ফোন করার ঠিক আগে।'

'হেলেন! তুমি একটা জনদুর্ভোগ।'

'দেখ, তার দুটো বাচ্চা আছে, তাই আশা করলাম পরিবারটা সাতটায় উঠে পড়ে।'

'আর সে খুব ঝলমলে সুরে কথা বললো?'

'না, তার কণ্ঠস্বর ছিলো ঘুম-ঘুম আর অবাক হয়েছিলো তোমার মতোই, কিন্তু কথা বলছিলো ঠিকভাবেই।'

BanglaBook.org

'আমাকে যেতে হবে কেন তোমার সঙ্গে?'

'নৈতিক সমর্থনের জন্য। আমার ওটা প্রয়োজন। তাছাড়া তুমি জানবেও অনেক কিছু। আর যেহেতু সে সেরা প্রস্তুতকারক ও মেরামতকারী, কেন তোমার বেহালা মাঝে মাঝে ভনভন করে ওঠে সেটাও তার কাছথেকে জেনে নিতে পারবে। এবং যেহেতু 'আর্ট অফ ফিউগে'র প্রয়োজনীয় জায়গাগুলোয় আমার প্রিয় ভায়োলা তোমাকে ধার দেবো এবং গভীরতর একটা আমি ব্যবহার করবো।'

'যতোটা সম্ভব বলে মনে করি তার চেয়েও বেশি ধূর্ত তুমি, হেলেন।'

'রিকি লেক যেমন বলে, আমি ওইসব।'

'আমি রিকির অনুষ্ঠান দেখি না।'

'তাহলে তুমি জীবনের সেরা প্রস্তাব মিস করছো। আমি যদি তার উপদেশ গ্রহণ করতাম, তাহলে আমার জীবনে একটা পুরুষ আসতো এবং আমার হৃদয়ে একটা গান বাজতো এবং— ওহ, হ্যাঁ, চরম আত্মসুখ। তোমারও তাই হতো।'

'আমার জীবনে কোনও পুরুষকে চাই না আমি।'

'তোমাকে দুটো পনেরোয় তুলে নেবো। তার ওয়ার্কশপ কিংসটনে।'

'ও, ব্রিটিশ রেইল ল্যান্ড। তুমি জঙ্গলের অনেক ভিতরে প্রবেশ করছো।'

'ভয়ানক ব্যাধি,' হেলেন বলে। 'ঠিক দুটোর পর দেখা হচ্ছে।'

৩.১১

আমি ফোন নামিয়ে রাখি এবং মাথার নিচে হাত রেখে বিছানায় শুয়ে থাকি। তিনদিন জুলিয়ার কোনও খবর নেই। আমি উঠে পড়ি আর ফ্ল্যাটের মধ্যে ঘুরে বেড়াই, ব্লাইন্ড তুলে দিই।

রেডিও চালু করি। লন্ডনের মতো একটা শহর যেখানে হরহামেশা কনসার্ট হচ্ছে এবং আমার র‍্যাক ভর্তি সিডি রয়েছে, তা সত্ত্বেও, সকাল হোক বা সন্ধ্যা, আমার জন্য এই রেডিওর ব্যাপারটা হলো প্রায় সহজাত প্রতিক্রিয়া। এখন এ জিনিস প্রায়ই আমার জন্য বয়ে আনে আনন্দ আর বিস্ময়; কিন্তু রচডেলে থাকার সময় এটা ছিলো আমার লাইফলাইন, দৃশ্যত ধ্রুপদী সঙ্গীতের একমাত্র উৎস। হলে অর্কেস্ট্রা বছরে একবার চ্যাপেলের হলে অনুষ্ঠান করতো, মিসেস ফর্মবি স্থানীয় সঙ্গীত সোসাইটি আয়োজিত রিসাইটাল অনুষ্ঠানে অথবা বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানে ম্যানচেস্টারে আমাকে নিয়ে গেছে তিন-চারবার! আমার ছোট্ট রেডিওটাই ছিলো আমার কাছে সব কিছু। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজের রুমে ওটা শুনতাম। যেমন ম্যানচেস্টারের পাবলিক লাইব্রেরি, এ না হলে কীভাবে মিউজিশিয়ান হতাম আমি জানি না।

ক্রমশ ফিকে হয়ে আসা অন্ধকারের মধ্যে আমি ভেনাসকে খুঁজি। ভোর হচ্ছে। কেৎলি চালু করি। বেরিগুলো প্রায় কালো হয়ে গেছে, ফেলে দিই। বাখের একটা ক্যান্টাটা বাজানো হচ্ছে : 'Wie schon leuchtet der Morgenstern...' শব্দগুলোয় আমার মনে পড়ে যায় জুলিয়ার প্রিয় কমিক কবিদের একজনের কথা। জার্মান ভাষায় আমি একটা চিরকুট কম্পোজ করি সেই কবির ভঙ্গি অনুসরণ করে এবং একটা প্রিন্ট নিই :

BanglaBook.org

নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ প্রদানপূর্বক তাহার আবাসস্থলে বার্তা প্রাপককে আগামীকল্য প্রভাত নয় ঘটিকা হইতে দশ ঘটিকার মধ্যে, ব্যর্থতায় পর দিবসে, উপস্থিত হইবার জন্য সবিনয় অনুরোধ করিতেছে। জোহান সেবাস্টিয়ানের স্মৃতি সহযোগে আসিলে এই ব্যক্তি আনন্দিত হইবে ও কৃতজ্ঞ থাকিবে। ইহা সর্বাধিক গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করিবার প্রত্যাশায় তাহার অনুগত ভৃত্য।

অটো শ্লোর্কেল নামটার ওপর আমি সবাক্ষর করি। এটা ওকে চমকিত করবে, কিন্তু, যেমন সে বলেছে, এখন আর তার বয়স একুশ নয়।

আমার ফ্যাক্স মেশিনের মাধ্যমে বার্তাটা পাঠানোর আগে সেখান থেকে আমার নাম ও ফোন নম্বর অপসারণ করি। তারপর পাঠিয়ে দিই।

আমি একটা জটিল জাল বুনছি। অনুপস্থিতির মধ্যে দশটা বছর যদি কাটিয়ে দিতে পারি, তাহলে তিনটে দিন আর এমন কি অসহনীয়?

৩.১২

দুপুরের দিকে ভার্জিনিয়ে ফোন করে আমাকে।

'তুমি আমাকে ফোন করোনি কেন, মাইকেল?'

'আমি সত্যিই ব্যস্ত আছি।'

'তুমি চমৎকার বাজিয়েছো, আর আমি অন্তত তিনটে মেসেজ দিয়েছি তোমাকে।'

'তুমি আমাকে রিং ব্যাক করতে বলোনি তো।'

'আমার অ্যাপ্রেসিয়েশন তুমি অ্যাপ্রেসিয়েট করো না।'

'আমি করি, কিন্তু সত্যিই মনে হয়নি এমন কিছু ছিলো যা আলোচনা করা জরুরি।'

'না, জরুরি কিছু নেই,' ভার্জিনিয়ে বলে, বিরক্ত।

'আমি দুঃখিত, ভার্জিনিয়ে, তুমি ঠিকই বলেছো, আমার উচিত ছিলো তোমাকে ফোন করা, কিন্তু আমার মাথা নানারকম বিষয়ে বোঝাই হয়ে আছে।'

'কী?'

'আরে, এই এটা-ওটা।'

'আর অন্যটা?'

'অন্যটা মানে?'

'হ্যাঁ, মাইকেল, তুমি চালাকি খাটানোর সময় সর্বদাই বলো, 'এটা, ওটা, অন্যটা,' এই শব্দগলোই উচ্চারণ করো।'

'আমি চালাকি খাটাচ্ছি না।'

'কে সে?'

'সে মানে?'

'তুমি কি নতুন কারও সঙ্গে সম্পর্ক করছো?'

BanglaBook.org

'না! না, আমি নতুন কারও সঙ্গে সম্পর্ক করছি না,' এমন জোর দিয়ে কথাগুলো বলি যে ভার্জিনিয়ের মতো নিজেও বিস্মিত হই।

'ওহ,' সে এমনভাবে বিড়বিড় করে যে আমি অপরাধ বোধ করি।

'তুমি ও কথা বললে কেন?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'ওহ, আমি অনুভব করলাম কেবল— কিন্তু— তুমি— তুমি সত্যিই— কারও সঙ্গে বিছানায় যাচ্ছো না, মাইকেল?'

'না। যাচ্ছি না। যাচ্ছি না।'

'তাহলে তুমি আমার সঙ্গে ঘুমাচ্ছো না কেন?'

'আমি জানি না। আমি আসলেই জানি না। আমরা ওসব ছাড়াই দীর্ঘ সময় পেরিয়ে এসেছি। আমার মাথায় প্রচণ্ড চিন্তার বোঝা।' শান্তভাবে কথা বলার সাধ্যমতো চেষ্টা করি, কিন্তু ক্রমশ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাইকেল,' ভার্জিনিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে বলে, 'তুমি আগেই বলেছো কথাটা। তোমার মাথায় কিসের চিন্তার বোঝা?'

'ওহ, বাখ, 'আর্ট অফ ফিউগ,' রেকর্ডিংয়ের সম্ভাবনা।'

ভার্জিনিয়ে এ সংবাদে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখায় না। কোনও অভিনন্দন, কোনও বিস্ময়, কিছুই না। 'সত্যিই?' সে জিজ্ঞেস করে। 'আমি এই বিকেলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। একটা ম্যাটিনিতে যাই চলো।'

'আমি পারবো না, ভার্জিনিয়ে।'

'তুমি কী করছো?'

'তোমার সবই জানতে হবে?'

অন্য প্রান্তে নীরবতা।

'তোমাকে যদি জানতেই হয়,' আমি বলে চলি, 'তাহলে বলছি শোনো, আমাকে এরিক স্যান্ডারসনের কাছে যেতে হবে তাকে আমার বেহালা দেখানোর জন্য। ওটা মাঝে মাঝে ভনভন আওয়াজ করে, তুমিও জানো সে কথা, আর তাতে আমার ব্যাঘাত হয়।'

'তুমি একাই যাচ্ছো?'

'আচ্ছা, না— প্রকৃত পক্ষে আমি একা যাচ্ছি না। একটা ভায়োলার ব্যাপারে হেলেনও তার সঙ্গে দেখা করবে।'

'হেলেন?' ভার্জিনিয়ে খানিকটা অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে।

'ভার্জিনিয়ে, এসব থামাও। আমার স্নায়ুর ওপর চেপে বসছে এসব কথাবার্তা।'

'তুমি হেলেনের সঙ্গে যাচ্ছো তা আমাকে বলোনি কেন?'

'কারণ তুমি জানতে চাওনি। কারণ এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ তুমি আমার জীবনের প্রতিটা খুটিনাটি বিষয় জানো না।'

'Va te faire foutre!' ভার্জিনিয়ে বলে, দড়াম করে রেখে দেয় ফোন।

BanglaBook.org

৩.১৩

টেমস অতিক্রমের মুহূর্তটা হারালো হেলেন। সে অস্বাভাবিক নীরব। প্রকৃতপক্ষে তার মনে হয় না যে ভায়োলা সমস্যার একটা সমাধান আছে।

'কুমোরের চর্কার ব্যাপারটা কী ছিলো?' আমি ওর মনোযোগ ঘোরাতে প্রশ্ন করি।

'ওহ, পিয়ার্স, পিয়ার্স, পিয়ার্স,' হেলেন অধৈর্যের সুরে বলে। 'আমার ওখানে যখনই দুজন এক সঙ্গে হই তখনই তার মেজাজ হয়ে যায় আর আর কোনও না কোনওভাবে আমাকে খোঁচা দেবে। অন্যসব জায়গায় সে চমৎকার— অন্তত আমার সঙ্গে। সাধারণত আর কি। দোষটা আসলে আমার খালার।'

'এখন বাম দিকের লেনে ঢোকার চেষ্টা করো, হেলেন। তোমার খালার দোষটা ছিলো কী?'

'তার বাড়িটা আমার কাছে সে ছেড়ে দিয়েছিলো— আমি ঠিক দোষ বলছি না। পুরুষের চেয়ে কঠিনতর সময়ে নারীদের পরস্পরকে সহযোগিতা করার ব্যাপারে তার মনোভাবই ঠিক ছিলো, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আসলে আমার মনে হয় পিয়ার্সকে সে পছন্দ করেনি সেটাই ছিলো প্রধান বিষয়। কিংবা বলা ভালো, পিয়ার্সের ধরন ধারন। তার জীবনযাত্রা। খালা আসলেই ছিলো মিষ্টি। আমি তাকে পছন্দ করতাম, এবং পিয়ার্সও। হয়তো আমরা ওই বাড়িতে রিহার্সাল নাও করতে পারতাম, কিন্তু আর কোথায়ই বা করতাম? পিয়ার্স প্রবেশ করা মাত্রই গজরাতে শুরু করে।'

'আমার মনে হয় তুমি যদি একটা বেসমেন্ট স্টুডিওতে বসবাস করতে...'

হেলেন আমার দিকে তাকায়। 'আমাদের দুজনের পক্ষে বাড়িটা যদি যথেষ্ট বড় হতো, কিন্তু তা নয়। পিয়ার্স নিজেই ভালো একটা জায়গার বন্দোবস্ত করে নিতে পারতো, আমার ধারণা। কিন্তু ভালো একটা বেহালা কেনার জন্য সে টাকা জমানোর প্রাণান্ত চেষ্টা চালাচ্ছে। মেজাজের দিক থেকে জামানো-টমানো ওর কাজ না। এ এক সংগ্রাম।'

কয়েক সেকেন্ড পর আমি জিজ্ঞেস করি, 'তোমার মা-বাবা ওকে সাহায্য করতে পারেন?'

'পারে, কিন্তু করবে না। আমার বাবা সাহায্য করার কথা বললেই মায়ের মুখ দিয়ে তুবড়ি ছোটে।'

'ওহ।'

'গত দশ বছরে মা একেবারে ভোতা হয়ে গেছে, আমার মনে হয়। তাদের ব্যাপারে কিছুই বলা যায় না। আমি বিষয়টা তুলেছিলাম বড়দিনে, মা তো পাগলের মতো খেঁকিয়ে উঠলো : প্রত্যেকটা বেহালাই প্রত্যেকটার মতো ভালো। তারা মারা যাওয়ার পর ভাগের টাকা দিয়ে পিয়ার্স যা-খুশি-তাই করতে পারে, কিন্তু সে যতক্ষণ বেঁচে আছে... ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'পিয়ার্সের জন্য কঠিন।'

'সে গত সপ্তাহে বিয়ার নামের দোকানটায় গিয়েছিলো। কিন্তু পছন্দের সব জিনিসই ছিলো তার নাগালের বাইরে। বেচারা পিয়ার্স। ওর জন্যে আমার সত্যিই খারাপ লাগে। আশা করছে এ বছর শেষ নাগাদ যখন নিলাম হবে তখন একবার ভাগ্য পরীক্ষা করবে।'

BanglaBook.org

'তোমার ভায়োলাটা চমৎকার,' আমি বলি।

হেলেন মাথা ঝাঁকায়। 'তোমার বেহালাটাও। যদিও ওটা তুমি এমনই ভালোবাসো যা বোধগম্যতার বাইরে।'

'আমার নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে।'

'আমি জানি।'

'যে কোনও জীবন্ত প্রাণীর চেয়ে এটার সঙ্গেই আমি সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা আমার নয়। এবং আমিও নই এটার।'

'ওহ, প্লিজ,' হেলেন বলে।

'ঘটনাচক্রে, এটা আজকাল ভনভন আওয়াজ করে।'

'হুমম,' হেলেন বলে।

আমরা একটু সময় নীরব থাকি।

'তুমি জানো কোয়ার্টেটের কেমন হওয়া উচিত?' হেলেন জিজ্ঞেস করে। 'আমরা কি পরস্পরের সঙ্গে খুব বেশি সময় কাটাচ্ছি?'

'না।'

'বেশি না?'

'রাস্তায় চলার সময় আমার মাঝে মাঝে তাই মনে হয়। তবে বিলির জন্য এটা বেশি কঠিন। সে পরিবারের সঙ্গে যুক্ত।'

'আর তুমি?'

'আমি আধা-যুক্ত। অথবা আধা-বিযুক্ত। সেই একই কথা।'

'সেদিন কনসার্টের পর লিডিয়ার সঙ্গে কথা বলছিলাম। সে বলে, বিলির ব্যাগ আবারও ভর্তি করার আগে পর্যন্ত ওটা ভর্তিই থাকে না, খোলা হয় না। স্বামী-স্ত্রীর পক্ষেও বিষয়টা সহজ বলে আমার মনে হয় না।'

'তাহলে এ সমস্যার সমাধান কী? কালেভদ্রে প্রেম?' আমি অস্বস্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করি।

'আমি জানি না,' হেলেন বলে। 'কিয়োটোর কথা মনে আছে তোমার?'

'অবশ্যই, তবে আমি চেষ্টা করি না।'

'আমি ওটা স্মরণ করার চেষ্টা করি,' হেলেন বলে, 'সময়ে সময়ে।' সে মৃদু হাসে—নিজে নিজেই, আমার উদ্দেশ্যে নয়।

'হেলেন, ব্যাপারটা ছিলো একপেশে। তবে আমি ওভাবে অনুভব করি না। এবং কখনও করবোও না। ভালো জিনিসও।'

'কুয়ার্তেত্তো ইতালিয়ানোয় মহিলাটি ধারাবাহিকভাবে পুরুষ তিনজনকে বিয়ে করেছিলো।'

'কিন্তু কোয়ার্টেটো ম্যাগিওরে সেটা বহুগামিতা আর অনাচার হিসেবে পরিগণিত হবে।'

'তোমার ক্ষেত্রে তা হবে না।'

'আমি, হেলেন, কারও জন্যই ভালো নই। তোমার সেটা বোঝা উচিত।'

'ভার্জিনিয়ের জন্য নয়, নিশ্চিতভাবেই।'

'কারণ হয়তো এই যে সে আমার ছাত্রী এবং আমি তার সঙ্গে কঠোর আচরণ করি। আমি জানি না। নিজের জন্য কিছু করতে পারতাম যদি।'

BanglaBook.org

'জুলিয়ার জন্যও না?' হেলেন রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে আমার দিকে তাকায়। 'তুমি অত্যন্ত আত্মমগ্ন হয়ে আছো,' সে বলে, 'উইগের সেই রাত থেকে।'

'হেলেন, আমাদের রাস্তায় মনোযোগ দেয়া ভালো। এখানে কৌশলে গাড়ি চালাতে হবে। পরের ডান দিকে মোড় নাও, তারপর প্রায় একশো গজ গিয়ে বামে। আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি।'

হেলেন মাথা ঝাঁকায়।

৩.১৪

এরিক স্যান্ডারসনের বয়স প্রায় চল্লিশ, বিশাল দেহী, মুখে পূর্ণ দাড়ি আর প্যাঁচার চোখের মতো চশমা।

তার ওয়ার্কশপ কাঠে ভর্তি, নানারকম আকৃতি সেগুলোর, কোনওটা নিরেট লগ, আবার কোনওটা ইতোমধ্যেই টিউন করা বেহালা, ভায়োলা ও চেলোয় পরিণত হয়েছে। অ্যাপ্রোন পরা দুটো মেয়ে কাজ করছে। অসংখ্য কাঠ, তেল, রেজিন ও বার্নিশের গন্ধ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

'এখন, ওটা একটা ব্যর্থতা,' এরিক বলে, দরোজার পাশেই রাখা চমৎকার একটা বেহালা দেখায় আমাদের। 'এক কদাচিৎ ব্যর্থতা। কিন্তু ওটা কেনারও লোক আছে। আমি কী করবো? আমাকে তো জীবিকা উপার্জন করতে হবে। এবং কেউ এটা তুলে নিয়ে বাজাবে আর বলবে, 'ঠিক এটাই আমি চেয়েছিলাম।' আচ্ছা, আমার কী করা উচিত? আমি বলবো, ওটা আমি বিক্রি করবো না। শব্দের দিকে, ওটা একটা বাজে ফিডল... কিন্তু ব্যাংক ম্যানেজারের কাছ থেকে চিঠি আসে... তারপরও, যদি ওটা বিক্রি করতেই হয়, তবে এ সম্পর্কে কেউ কিছু যেন না জানে। অবশ্য এক বছর বা দুই বছর পর একটা ভালো ফিডলও খারাপ শব্দ করতে পারে। কিংবা বিপরীত, তোমার কী তাই মনে হয় না?'

'আমি নিশ্চিত,' হেলেন বলে হালছাড়ার ভঙ্গিতে।

'ওগুলো কি স্বাভাবিক?' এরিক জানতে চায় হেলেনের চুলের দিকে তাকিয়ে।

'হ্যাঁ,' হেলেন রক্তিম মুখে বলে।

'ভালো। ভালো। সম্প্রতি বেশ হেনার চল হয়েছে। চিত্তাকর্ষক রং। স্ট্র্যাড কি এতে অভ্যস্ত হতো যদি তার এটা থাকতো? ম্যাডার।'

'ম্যাডার?'

'হ্যাঁ। ম্যাডার। এখন এই মনোহর লাল রং, গাঢ় লাল বার্নিশ। ওইসব নিষ্প্রভ হলুদের পর কি দারুণই না হতে পারতো। স্ট্যাডিভারি এটা ব্যবহার করে ক্রেমোনায়, গালিয়ানো নেপলসে এবং টনোনি বোলোনিয়ায়, এবং ... আচ্ছা, আমাকে দেখাতে তুমি একটা টনোনি এনেছো, তাই না?' সে ঘুরে আমাকে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, কিন্তু আমারটা লাল নয়।'

'ওহ,' এরিক স্যান্ডারসন বলে। 'আমি কখনও বিষয়টা বুঝি না। বুড়ো জোহানেসের এই চমৎকার লাল আছে বোলোনিয়ায়, তরুণ কার্লো ভেনিসে গিয়ে পুরনো হলুদ বেছে নেয়। কেন? কেন?'

সে প্যাঁচা-চশমার ভিতর দিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করে আমাকে। দুই শিক্ষানবিশ কাজ করতে থাকে, ওস্তাদের এসব কথায় তাদের ব্যাঘাত ঘটে না।

BanglaBook.org

'আমি জানি না,' আমি বলি। 'কিন্তু, দেখ, আমি এতেই অভ্যস্ত, আর ওই রংটা আমার খুবই ভালো লাগে। ওটা হলুদ নয়। ওটার রং মধুর মতো।' আমি যন্ত্রটা কেস থেকে বের করি, এরিক দেখার জন্য ওটার দিকে ঘোরে।

'হ্যাঁ,' সন্তুষ্টির ভঙ্গিতে সে বলে। 'চমৎকার মধু রং। কিন্তু মাঝে মাঝে ভনভন আওয়াজ হয়? কিছু বাজাও তো, দেখি।'

আমি প্রায় আধ মিনিট বাখের একটা পার্টিটা বাজাই।

'খুব বেশি নয় ভনভনের চেয়ে। রেখে যাও।'

'রেখে যেতে পারবো না,' আমি বলি। 'এই সপ্তাহে অন্তত।'

'আচ্ছা, তাহলে তোমাকে সাহায্য করবো কীভাবে? যাক, সমস্যাটার ইতিহাস কী?'

'গত বছর আমাদের আমেরিকা সফরের সময় থেকে এমন হচ্ছে। কয়েক মাস আগের ঠিক করেছিলাম, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পর আবার সমস্যাটা দেখা যায়। এখন ঠিক আছে, কিন্তু আবার শুরু হয় কিনা ভেবে আমি উদ্বিগ্ন।'

'একটা কিছু ঘটতেই পারতো। এক সপ্তাহের মধ্যেই তোমরা আলাস্কা আর হাওয়াইতে গিয়েছিলে?'

'ও দুটো জায়গার কোনওটাতেই নয়।'

'এল.এ. এবং শিকাগোয়?'

'হ্যাঁ, যেমন হয়।'

'আজকাল লোকজন খুব বেশি ভ্রমণ করে,' এরিক স্যান্ডারসন বলে। 'এবং খুব দ্রুত। তারা যদি কাঠের তৈরি হতো তাহলে এ নিয়ে তাদের দুইবার ভাবতে হতো। হুমম, একেবারে মসৃণ,' সে বলে দাঁতের ডাক্তারের আয়না দিয়ে ভিতরটা পরীক্ষা করতে করতে। 'খুব খারাপ নয়। স্পষ্ট কোনও চিড় নেই। একটা কিছু ঘটতেই পারতো। কিছুদিন আগে ভেনিসীয় বাদ্যযন্ত্রের একটা প্রদর্শনী হয়ে গেল। সেখানে কত রকমের গল্পগুজব করেছে লোকজন। 'তোমাকে কত শতাব্দী দেখি না, প্রিয় মোর। তুমি কি ফেনিসের কথা শুনেছো কিছু? প্রথমবার এটা ঘটার সময় ওখানে আমি ছিলাম, তবে কোনও রকমে পালিয়ে এসেছি। বেচারা বুড়ো সেরেনিসিমা। সাঙ্গীতিক দিক থেকে এখন আশাহীন, অবশ্যই, কিন্তু সবকিছুই জন্মেছে ওখানে— অপেরা, অ্যান্টিফোনি... এখন, সেদিন বিতর্ক করছিলো কে?'... এটা কোত্থেকে পেয়েছো তুমি?'

'রচডেল।'

'রচডেল, বলছো তুমি?' স্যান্ডারসনের দাড়ি ঘষে হাত দিয়ে।

'হ্যাঁ।'

'নামটার মধ্যে কোনও কবিতা নেই। না, ওটার মধ্যে একটুও কবিতা নেই। অ্যাশবি-ডে-লা-জুখ : এর মধ্যে কিছু আছে। শোনো : স্যান্ডারাক, ড্যামার, ম্যাস্টিক, কলোফোনি...' সে রহস্যজনক নামগুলো আওড়ে যায়।

হেলেন লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে।

'সঙ্গীতের চেয়ে কবিতা আমার কাছে অনেক কিছু,' এরিক স্যান্ডারসন বলে। 'যাইহোক, অধিকাংশ মিউজিশিয়ানই আছে বেটা-ব্লকারের ওপর। এটাতে তোমার বেশ খরচ পড়বে,' শেষ কথাটা সে বলে হেলেনকে।

'বেশ খরচ?' হেলেন যেন গুটিয়ে যায়।

BanglaBook.org

'তোমার ফোন পেয়ে আমার ধারণা হয়েছিলো, যে একটা নির্দিষ্ট কাজের জন্য তুমি আমাকে একটা যন্ত্র বানিয়ে দিতে বলছো। স্করডাটুরা... স্করডাটুরা... এই হলো সেটার উপযুক্ত শব্দ। কিন্তু সে কাজ হয়ে গেলে বাকিটা জীবন ওটার কাটবে কীভাবে? তখন ওটা পড়ে থাকবে অব্যবহৃত, অসম্মানিত অবস্থায়।'

'দেখ,' হেলেন বলে। 'হয়তো ওই কাজের পর ওটা স্বাভাবিকভাবে টিউন করে নিয়ে অন্য সব ভায়োলার মতো বাজাতে পারবো।'

এ কথায় একটু নীরবতা নামলো।

'আমি সাইকামোর আর ইংলিশ কাঠে আস্থা রাখি,' এরিক স্যান্ডারসন বলে।

'সবাই কেন ইতালিয়ান ম্যাপল ব্যবহার করে? ইতালিয়ানরা যদি এখানে বাস করতো তাহলে কি সাইকামোর ব্যবহার করতো না?'

'আমি নিশ্চিত তাই করতো,' হেলেন বলে।

'ওরা বিচ ব্যবহার করে, ওরা পপলার ব্যবহার করে, ওরা.. আরে, এমন কি পারফ্লিং... এখানে পিয়ারউড, ওখানে এবোনি, যাই পাওয়া যায় হাতের কাছে। আমি আগের দিন একটা ডিজাইন লক্ষ করছিলাম, একজন আমাকে বললো : 'ওটা কিন্তু দুষ্প্রাপ্য পারফ্লিং,' 'পারফ্লিং কখনই দুষ্প্রাপ্য নয়,' আমি তাকে বললাম। কখনও দুষ্প্রাপ্য নয়।' এরিক স্যান্ডারসন আমার দিকে ফিরলো। 'আমি যতোটুকু জানি, তোমার ভনভনানির কারণ ওটাই হতে পারে।'

'কিন্তু তুমি কি এটা করতে পারবে?' হেলেন জিজ্ঞেস করে।

'আমি বিষয়টা নিয়ে ভাবছি,' স্যান্ডারসন বলে। 'আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিলো, এটা একটা চ্যালেঞ্জ। কিন্তু... বিষয়টা বিবেচনা করলে যা দাঁড়ায় তা এই রকম। দ্বিতীয়তে টিউন করায় কোনও সমস্যা নেই। তোমার নিজের ভায়োলাতেই সম্ভবত সেটা তুমি করতে পারবে। মাইনর তৃতীয়, অত্যন্ত কৌশলে করা সম্ভব। মেজর তৃতীয়, অসম্ভব, আমি বলবো। তুমি যদি তা থেকে শব্দ বের করতেও পারো, সেটা হবে ঢলঢলে। চতুর্থ— কিন্তু কোনও লোক সুস্থ মস্তিষ্কে থাকা অবস্থায় কেন চতুর্থ স্তরে টিউন করতে চাইবে ভায়োলা? ওহ হ্যাঁ, 'আর্ট অফ ফিউগ,' 'আর্ট অফ ফিউগ,' তুমি এর কথা উল্লেখ করেছো। দিনের ওই সময়ে আমার মন খুব বেশি ধারণ করতে পারে না। এবং আমার মেয়েরা নাশতা চাইছিলো। আমি মনে করি, তোমার চেষ্টা করা উচিত আগেকার দিনের কারিগরদের কাছে। আমার চেয়ে আরও ভালো পরামর্শ তোমাকে দিতে পারবে ওরা। টিউনিং আর রিটিউনিংয়ে ওরা অনেক অভিজ্ঞ। আমি তোমাকে দুটো নম্বর দিচ্ছি।'

'তুমি পারবে না, তাহলে?'

এরিক স্যান্ডারসন ঠোঁট কামড়ালো। 'তুমি সত্যিই এমন কিছুতে সাত বা আট হাজার পাউন্ড ছুড়ে দিতে চাও? আচ্ছা, এটা হবে এক আগ্রহগ্রাহী ডিজাইন সমস্যা। কিন্তু এটা অত্যন্ত বড় হবে।'

BanglaBook.org

'আমি একবার একটা সতেরো-ইঞ্চি ভায়োলা বাজিয়েছি,' হেলেন বলে। 'কিছুক্ষণ পর অস্বস্তিকর ভাবটা কেটে যায়।'

'যন্ত্রটা কি ভালো ছিলো?'

'ওটা ছিলো বিস্ময়কর।

'আমি যদি তুমি হতাম,' এরিক স্যান্ডারসন বলে, 'এবং আমার স্বার্থের বিপরীতেই কথাটা বলছি, সেই ভায়োলাটাই আবার জোগাড় করতাম, এবং কথা বলতাম সেকেলে কারিগরদের সঙ্গে।'

গাড়িতে ফিরে এসে হেলেন একেবারে নীরব। তারপর ঠিক অ্যালবার্ট ব্রিজ পেরোনোর সময় বলে, 'সে ফোনে আমাকে একবারও বলেনি যে পারবে না।'

'ঠিক আছে, কিন্তু...'

'আমি পিয়ার্সকে বলবো এটা চমৎকার। আমাদের রেকর্ডিংয়ের দিকে এগিয়ে যেতেই হবে। আমি যেটা চাই সেই ভায়োলাটা পেয়েছি।'

'কিন্তু হেলেন, এতো ডাহা মিথ্যা কথা। তুমি এ কথা বলতে পারো না।'

'আমি পারি,' হেলেন বলে। 'আমার মনের চোখে ওটাকে দেখতে পাচ্ছি। মনের কানে ওটার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ওটার অস্তিত্ব আছে।'

হেলেন বেপরোয়াভাবে চেলসির ভিতর দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগলো। 'তুমিও আমার সঙ্গে পুরনো দিনের কারিগরদের কাছে যাবে, নয় কি?' সে জিজ্ঞেস করে।

'না, আমি যাবো না।'

'ওহ, মাইকেল, যুক্তিহীনের মতো করো না। তুমি সবসময়ই তো উপকারী। তোমার সাহায্য ছাড়া আমি কীভাবে তাকগুলো বসাতাম?'

'না, না হেলেন, আমাকে ভোলানোর চেষ্টা করো না। এবং তুমি সমস্যা সমাধান করেছো বলে যে কথা পিয়ার্সকে বলার পরিকল্পনা নিয়েছো, আমি তারও অংশ হতে চাই না। পরে আমরা পিছিয়ে সেটা আমাদের সবার জন্যই কতো খারাপ হবে তুমি বুঝতে পারছো না?'

'কিন্তু আমরা পিছিয়ে আসবো না,' হেলেন শান্ত কণ্ঠে বলে। 'আচ্ছা, একটু থেমে এসো কফি পান করা যাক। লন্ডনে ফিরে আসার মধ্যে অন্যরকম স্বস্তি আছে।'

৩.১৫

অস্থির রাত, তা অনুসরণ করে আসে অস্থির সকাল। এগারোটায়— আমি তাকে আশা করা থামিয়ে দেয়ারও অনেক পরে— আমার দরোজার ঘণ্টা বাজায় জুলিয়া। আমার আনন্দ অবশ্যই চেহারায় ফুটে উঠেছিলো। আমার বিস্ময়টাও ছিলো তেমনি। সে বিস্ময়করভাবে সেজেগুজে এসেছে : লম্বা কালো কাশ্মিরী কোট, ধূসর রেশমি পোশাক, আপেলের গয়না। তার চুলও এক রকম খোঁপা করা। সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আছে— আমার মনে হয় চুমুর কোনও চেষ্টা ঠেকাতে।

BanglaBook.org

'তোমার পোর্টার আমাকে দালানের ভিতর ঢুকতে সাহায্য করেছে। গতবার আমার সংগ্রামের কথা নিশ্চয় তার মনে পড়েছিলো।'

'আমি অবাক হচ্ছি না।'

'কিন্তু এবার সে আলাপচারিতায় আমাকে আটকে রাখেনি।'

'তাতেও আমি অবাক হচ্ছি না। তোমাকে একটা ছবির মতো লাগছে।'

'আমি ভীষণ দুঃখিত— আমার দেরি হয়ে গেছে আসতে।'

'ওহ, ও নিয়ে চিন্তা করো না,' আমি বলি, তার কোট খুলতে সাহায্য করি। 'কিন্তু বেলা এগারোটার সময় এইসব পরেছো কেন?'

জুলিয়া কিছুই বলে না। বিশাল জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। আমি প্রশ্নটা নিয়ে আর চাপাচাপি করি না।

'এখান থেকে কী শান্ত আর সুন্দর দেখায়,' সে বলে। 'পার্ক, লেক, দুদিকেই দূরের পাহাড়শ্রেণী। আর মাঝখানের পুরো উপত্যকায় মানুষের বাস। এই সকালে পোশাক পরার সময় নিজেকেই প্রশ্ন করেছিলাম, কী একজন লন্ডনার? তুমি নও, আমি নই, জেমস নয়, লুক হতে চায় না। সিটিতে আজ একটা লাঞ্চ আছে, আর কোনও কারণে জেমস চাইছে আমি সেখানে যাই। তুমি নিশ্চয়ই আমার এইসব পোশাক-পরিচ্ছেদ দেখে অবাক হচ্ছো।'

'লাঞ্চ কখন?'

'বারোটা তিরিশ। তার আগে আমার কিছু কাজ আছে, তাই তাড়াহুড়োর মধ্যে আছি। বেশি সময় থাকতে পারবো না। আমি বাখ নিয়ে আসতে পারিনি, তবে অন্য একজনকে এনেছি। ঠিক আছে না?'

'কিন্তু হ্যাঁ! হ্যাঁ, অবশ্যই।'

আমরা শব্দনিরোধক ছোট মিউজিক রুমে প্রবেশ করি। বাতিটা এমনভাবে স্থাপন করি যাতে পিয়ানোর মিউজিক-র‍্যাকের ওপর আলো পড়ে।

'ওহ, ঠিক আছে। মিউজিকটা পাইনি আমি। মাত্র একটা আলোড়ন, আমি ভালোই জানি। তোমারও মনে পড়বে।'

আমি ওর এক পাশে বসি।

জুলিয়া এমন কি পিয়ানোর শব্দ পরীক্ষা না করেই বাজানো শুরু করে। প্রথম চারটে নোট বাজাতেই আমি চলে যাই ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত স্টুডেন্ট কনসার্টের সেই দিনটায় যেখানে আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিলো। সি মেজর, কে ৩৩০-এ মোজার্টের সনাটার ধীর আলোড়ন এটা।

তার বাজানোর মধ্যে সংজ্ঞা বহির্ভূত অদ্ভুত আর অনুসন্ধানী কিছু একটা আছে। যেন আমার শোনার বাইরে কোনও কিছু সে হাজির করছে। আমি ওটার ওপর আমার আঙুল রাখতে পারবো না, কিন্তু ওটা আমাকে আলগা করে দেবে। আমি হাতের মধ্যে মাথা রেখে বসে থাকি, একটার পর একটা মোজার্টের নোট ঢুকতে থাকে আমার মাথায়।

BanglaBook.org

শেষ হলে সে আমার দিকে ফেরে, অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তাকায়।

'আমি এটা আশা করিনি।' আমি বলি।

'সব ঠিক ছিলো?' সে জিজ্ঞেস করে।

আমি মাথা ঝাঁকাই। 'না। সব ঠিক ছিলো না। এটা তার চেয়েও একটু বেশি ভালো... অতীতের এই বছরগুলোতে কখনও কখনও আমি ভেবেছি তুমি মারা গেছো।'

জুলিয়া বিভ্রান্ত হয়, যেন বোঝার চেষ্টা করছে এই মন্তব্যের ভিতর কী আছে, তারপর নিচু কণ্ঠে বলে, 'আমাকে অবশ্যই যেতে হবে।'

'এক্ষুনি চলে যেও না। তাড়াতাড়ি একটু কফি হলে কেমন হয়?' করিডোরে প্রবেশ করে আমি বলি। 'কিংবা চা। আমি কি ভুল কিছু বলেছি?'

'আমি সত্যিই অতোক্ষণ থাকতে পারবো না,' সে ঘড়ি দেখে।

'আমি তোমাকে একটা আলোড়ন শোনাতে চাই,' আমি বলি।

'কি সেটা?'

'স্মৃতির একটা গলিতে ভ্রমণ আরেকটাকে দাবি করে।'

'উত্যক্ত করো না, মাইকেল। কী সেটা?'

'না শুনলে তুমি বুঝবে না। তোমার আরও কিছু কাজের কথা ভুলে যাও। আমি বাজাচ্ছি। কিন্তু আগেই তোমাকে বলবো না কী সেটা।'

'সিডিতে আছে তোমার কাছে?' জুলিয়া জিজ্ঞেস করে। 'আমি ধার নিতে পারি? এই মুহূর্তে শোনার সময় নেই। আর আমি— সত্যিই আমি তোমার সামনে কান্নায় ফেটে পড়তে চাই না।'

'ওটা আছে একটা এলপিতে।'

'চমৎকার।'

আমি বিটোফেনের স্ট্রিং কুইন্টেটের জ্যাকেট সরিয়ে ফেলি এবং জুলিয়াকে ওটা দিই। 'ডিস্কের ওপর সাঁটা লেবেলটা অবশ্যই দেখবে না,' আমি ওকে বলি। 'আসলে, এক সেকেন্ডের জন্য ফেরত দাও তো দেখি। কোনও কিছু পড়া থেকে বিরত থাকা অনেক সময়ই কষ্টকর। একটা হলুদ স্টিকার দিয়ে লেবেলটা ঢেকে দিই, দাও।'

'এইসব রহস্যের কারণ কী?'

'প্রথম কয়েকটা নোট শোনার আগে পর্যন্ত তুমি তাহলে জানবে না এটা কী।'

'তোমার কাছে স্কোরও আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'এটা আমাকে একটা খামে পুরে দাও। আগেই খাম খুলে পড়বো না।'

আমি ওকে কোট চাপাতে সাহায্য করি, তখন ওকে আলিঙ্গন করার, ওকে চুমু দেয়ার একটা অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা অনুভব করি। কিন্তু বুঝতে পারি এসবের ভয়ই সে পাচ্ছে। আমাকে অবশ্যই এসব সাক্ষাতের নির্দোষ রীতি রক্ষা করতে হবে, যার জন্য সে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। এমন কি সঙ্গীতের অন্তরঙ্গতাও দোষমুক্ত নয়। তার হাতে ধরা রেকর্ডটা আমাকে মনে করিয়ে দেয় আমাদের ট্রায়োর কথা, আর সে আমার এত কাছে যে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শুনতে পাই।

BanglaBook.org

আমি লিফটের জন্য তার সঙ্গে অপেক্ষা করি, কয়েক মিনিট আমরা একসঙ্গে থাকায় বেশ সুখী এবং বেশ আড়ষ্ট।

এবার, যখন সে লিফটের ভিতরে ঢুকেছে, আমি কাচের সঙ্গে নাক ঠেকিয়ে দেখি, আর ভিতরের দরোজা বন্ধ হতে হতেই আমি দেখতে ও শুনতে পাই তার হাসি।

৩.১৬

গভীর রাতে একটা ফ্যাক্স পাই, ইংরেজিতে লেখা, জুলিয়ার কাছ থেকে :

প্রিয়তম মাইকেল,

আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। কখনই এটা শুনিনি। এমন কি এটার কথা শুনিওনি কখনও। তুমি জানো সেই ট্রায়ো আমার কাছে কী ছিলো।

আমি কি আগামীকাল সকালে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি, নয়টার দিকে? তোমার আগের ফ্যাক্স থেকে ধারণা করছি তুমি ফ্রি আছো। যদি কোনও কারণে ফ্রি না থাকো তাহলে দয়া করে আমাকে ফ্যাক্স করে জানাও।

জুলিয়া।

আমি ফ্যাক্সটা বার বার পড়ি। প্রথম ও শেষ শব্দগুলো সেইসব বছরের সঙ্গে যুক্ত। সে 'ভালোবাসা' শব্দটা লেখেনি, অথচ নিশ্চিতভাবেই ওটা ছাড়া কেউ 'প্রিয়তম' হতে পারে না।

নয়টার সময়, আবারও ইন্টারকম এড়িয়ে, জুলিয়া সরাসরি আমার দরোজায় ঘণ্টা বাজায়। রব নিশ্চয় আনন্দে লাফিয়ে উঠেছে, আমার মনে হয়, যদিও এই সকালে জুলিয়া জিন্স পরেছে।

'মোজার্টের কী তুমি জানো হৃদয় দিয়ে?' সে ভনিতা না করেই জিজ্ঞেস করে, আমাকে নিয়ে যায় শব্দনিরোধক কুঠরির মধ্যে।

'তার ভায়োলিন সনাটা সম্পর্কে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আমি চাই না তুমি আমার পিছনে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মারো।'

আমি চমকিত হয়ে তাকিয়ে থাকি ওর দিকে। 'ওই স্ট্যান্ডে পৃথকভাবে আমার নিজের মিউজিক থাকতে পারতো,' আমি বলি।

'আচ্ছা, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও,' জুলিয়া বলে।

'তুমি একটা পূর্ণ সনাটার কথা বলছো? একটাও না, আমার মনে হয় না। এখন নয়।'

BanglaBook.org

'একটা আলোড়ন হলেই চলবে,' সে বলে। 'হ্যাঁ, বস্তুত, একটা আলোড়নই ভালো হবে। ই মাইনরের দ্বিতীয় আলোড়ন?' সে একটা স্তবক গুনগুন করে।

'হ্যাঁ!' আমি বলি। 'সামান্য কয়েকটার মধ্যে ওটাই আমি জানি হৃদয় দিয়ে। সম্প্রতি ওটা শুনেছি, তবে কয়েক বছর বাজিয়েছি বলে মনে করি না। মিউজিকটা দেখতে হবে... এই যে। আমার অংশটা ওই স্ট্যান্ডে মেলে রাখবো, যদি আটকে যাই তাহলে এক পলকে দেখে নিতে পারবো। তুমি চাইলে আমি এখানেই দাঁড়াবো। কিন্তু তুমি চাও না কেন যে তোমার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখি?'

'এটাকে বলে হুইম।'

'ঠিক আছে। আমি টিউন করে নিই। একটা এ ধরা যাক।'

আমি কয়েক সেকেন্ড আমার মিউজিকের দুটো মেলে রাখা পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে নিই। প্রস্তুত হলে তাকে বলি। ভিয়েনার প্রতিটা আনন্দদায়ক স্মৃতি বন্যার মতো ভেসে আসে আমার মনে।

আমরা পুরো আলোড়নটা বাজাই। বুঝতে পারি জুলিয়াই আমাকে পরিচালিত করছে। তার অংশ বিরতিহীন। তার চোখ দুটো প্রায়শই আমার ওপর। কিন্তু আবারও, গতকালকের মতো, সেখানে এমন এক অন্তর্মুখিনতা যা ছাড়িয়ে যায় ভিয়েনাকেও।

আঁকাবাঁকা একটা লাইন আমি এ শার্পের জায়গায় একটা এ ন্যাচারাল বাজাই, ভীষণ রকমের ভুল, কিন্তু সে কিছু বলে না, তখন কিংবা পরে। হয়তো প্রথম দফায় অতোটা সঠিকতার কথা ভাবেনি।

'আমরা কি অন্য আলোড়নও বাজাবো?' এটা শেষ হলে আমি জিজ্ঞেস করি।

'এ পর্যন্তই থাক,' সে বলে। আমরা দুজন দেখি দুজনকে।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি, জুলিয়া। এ কথা বলা অর্থহীন, হয়তো, কিন্তু ভালোবাসি— এখনও।'

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সেটা সুখের নয়। তার আঙুল একটা কল্পিত আংটি নাড়াচাড়া করে। তার প্রেমে পড়াটা, যাকে আমি কখনও ভুলতে পারিনি, আমার জন্য ব্যয়সাপেক্ষ নয়। তার ক্ষেত্রে, মন থেকে আমাকে মুছে ফেলতে যে সফল হয়েছিলো, যার নামটাও পরিবর্তিত হয়ে গেছে আরেকজনের নামের সঙ্গে, বিষয়টা নিশ্চয়ই ব্যয়বহুল।

'আমি তোমাকে,' অবশেষে দুঃখে ভরা এক কণ্ঠে সে বলে যেন বিপরীতটাও বলতে পারতো।

আমরা যা বলেছি তা নিশ্চিত করতে এমন কি স্পর্শটাও করি না। তারপর, মৃদুভাবে, হালকাভাবে, আমি তার গলার পাশে চুমু দিই। সে ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস চালায়, কিন্তু কিছুই বলে না।

'আচ্ছা?' আমি বলি।

সে মৃদু হাসে, খানিকটা বিমর্ষ। 'সঙ্গীত আর ভালোবাসা— একেবারে সহজ সমীকরণ।'

BanglaBook.org

'তুমি তাকে আমার কথা বলেছো?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'না,' সে বলে। 'এইসমস্ত বিষয়ে কী করবো জানি না : জার্মান ভাষায় ফ্যাক্স, এখানে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসা... কিন্তু সত্যিই লুকের ব্যাপারে মনে হয় আমি ওর সঙ্গে...'

'ছলনা করছো?'

'আমি এসব শব্দে শংকিত। এগুলো নিষ্ঠুর শব্দ।'

'আর সঙ্গীতের ব্যাপারেও?'

'হ্যাঁ, এক দিক থেকে। কিন্তু এ নিয়ে তো অন্তত তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারি। সঙ্গীত নিয়ে কথা বলার জন্য আমি ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়ে আছি— আর কারও সঙ্গে বাজানোর জন্য যে সেই আগের আমাকে বোঝে— আমার জীবনের এই সমস্ত পরিবর্তনের আগের সেই আমাকে।'

আমি ওর হাত ধরি। সে মাথা ঝাঁকায়, কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নেয় না।

'আমি কী বলবো, জুলিয়া? তুমি আমার কাছ থেকে কী শুনতে চাও? আমার পক্ষে বলা সহজ আমি তোমাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি। আমি বিয়ে করিনি।'

'তোমার লিওনের বন্ধু জানে?' সে জিজ্ঞেস করে।

'লিওনস। না। সে জানে না... বাসে যেদিন তোমাকে দেখলাম সেদিন কী পড়ছিলে তুমি?'

'আমার মনে নেই। বিদঘুটে ব্যাপার— একেবারেই মনে পড়ছে না। আর এটা এমন ব্যাপার যা কেউ কখনও ভোলে না।'

'তোমাকে হারানোর পরিস্থিতি থেকে আমি কখনই আর উদ্ধার পাইনি। তুমি অবশ্যই তা জানো। কিন্তু এখন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতেও ভয় পাই— হয়তো ভুল জায়গায় পা রাখবো আর হয়তো চিরকালের মতোই তোমাকে হারাবো, দেখতে পাবো না এ জীবনের আর কোনও দিন। আমাদের মধ্যে সবকিছু কি খুব বেশি বদলে গেছে?'

'আমি জানি না। আমি জানি না। মাত্র স্কুলে দিয়ে এসেছি লুককে। সে সঙ্গীতপ্রিয় নয়, তুমি জানো। মাইকেল, এটা ভয়ংকর। আমরা সত্যিই পারবো না।'

সে দু'চোখ বন্ধ করে। আমি চুমু দিয়ে খুলে দিই।

'আচ্ছা?'

'দুটো শাদা চুল দেখতে পাচ্ছি,' সে বলে।

'ওগুলো অর্জিত নয়,' আমি বলি।

'আমার তাই সন্দেহ।'

সে আমাকে চুমু দেয়। আমি তাকে ধরে থাকি সেই শব্দনিরোধক কুঠরিতে, দিনের আলো আর বেসওয়াটারের জনপথ আর বিশ্বের সব জাল থেকে দূরে। সে আমাকে এমনভাবে আঁকড়ে থাকে যেন আবারও তাকে পরিত্যাগ করতে দেবে না আমাকে যা সে আর সইতে পারবে না।

BanglaBook.org

৩.১৭

আমাদের দেহের ওপর রোদ পড়ে। সে ব্লাইন্ড ওঠাতে চায় না। আমার হাত চলছে তার চুলের ভিতর, আগে যেমন ছিলো তার চেয়ে অনেক দীর্ঘ। আমরা ক্ষুধা থেকে জন্ম নেয়া তীব্র কামনায় মিলিত হই। সে আমাকে কথা বলতে দেয় না, সেও কথা বলে না। কিন্তু তার চোখ আমার মুখের ওপর, যেন ধরতে চায় আমার প্রতিটা অভিব্যক্তি। তার দেহের সৌরভ, তার পারফিউমের সঙ্গে মিশ্রিত, আমাকে উন্মাদনার মধ্যে টেনে নিয়ে যায়।

এসবের পর, আমি যখন বিছানায় ফিরে আসি, সে আমার কাঁধের ওপর মাথা রেখে তন্দ্রালু হয়ে পড়ে। আমি তার মুখের দিকে তাকাতে পারি না। আমার মুক্ত হাতের তালু আলতো করে রাখি প্রথমে একটা চোখের পাতায়, তারপর অন্যটায়। সে অন্যজগতে ডুবে আছে গভীরভাবে, আমার রাজ্য থেকে অনেক দূরে। একটা হেলিকপ্টার উড়ে যাওয়ার শব্দ শোনা যায়, কিন্তু তার ঘুম ভাঙে না তাতেও। একটু পর আমি আবার উঠি, আস্তে আমার হাতটা সরিয়ে নিই। কিছুক্ষণ— আধ মিনিটের বেশি হবে না— আমি তাকে নিবিড়ভাবে লক্ষ করি। হয়তো সে বুঝতে পারে। তার চোখ খুলে যায়; সে আমার দিকে তাকায় যেন আমার ভাবনা পড়ছিলো। তার মুখে আমি বিপরীত ধর্মী শক্তির যুগপৎ বিদ্যমানতা ফিরে আসতে দেখি।

'আমার চলে যাওয়া ভালো ছিলো, তাই না, মাইকেল?'

আমি মাথা ঝাঁকাই, যদিও একমত হতে পারি না। আশ্বাস জাগানোর মতো মৃদু হাসির চেষ্টা করি। অনেক বছর আগে একসঙ্গে থাকার দিনগুলোয় আমরা কখনও দিবালোকে মিলিত হইনি, আমি জানি না কেন। আমার ভাবনা জট পাকিয়ে গেছে অসংখ্য বিষয়ে : তাকে শিক্ষার্থী হিসেবে প্রথম দেখার দিন থেকে এই গত কয়েকদিনের ক্রিয়াকলাপ পর্যন্ত সে সবের পরিধি। আমি জানি এমন সব বিষয় আছে যা আমার বিঘ্ন ঘটায়, কিন্তু আমি এমন কি সেগুলোর বিরুদ্ধে আঙুলটাও তুলতে পারি না। কিন্তু যা ঘটেছে সেই ভাবনা এই হালকা, অস্থির কুয়াশার ভিতর পুড়তে থাকে।

৩.১৮

সে যদিও কয়েক ঘণ্টা আগে চলে গেছে, কামরায় ছড়িয়ে আছে তার গন্ধ। এক দিন যায়; দুই দিন। তার কাছ থেকে কোনও খবর আসে না। না ফোন না ফ্যাক্স না চিঠি না তার আগমন।

দিনে, রাতে আমি মুখ ডুবিয়ে রাখি চাদরে। আমি সেই সময়ের মধ্যেই আছি যা আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। আমি সেই ঘরেই আছি যেখানে আমরা একসঙ্গেই ছিলাম।

BanglaBook.org

৩.১৯

তিন দিন পেরিয়ে গেছে। আমি আর সহ্য করতে পারি না। পার্কে হাঁটি নিজের ভাবনা শান্ত করার জন্য।

প্লেন গাছগুলো পাতাশূন্য, কিন্তু সেগুলোর তুষারের পাতলা আবরণযুক্ত বাকল আলোয় চকচক করছে। লং ওয়াটারের শেষ প্রান্তের ঝরনা, দুই সপ্তাহ আগে যা শুকিয়ে গিয়েছিলো আর কাদায় ঘিরে ধরেছিলো, এখন আবার খেলছে। তুষারকণা ঝরছে এখানে ওখানে বিদঘুটে স্তূপ হয়ে আছে। ক্রন্দনরত উইলো গাছগুলো আবার জীবন ফিরে পেয়েছে, সার্পেন্টাইনের ধারে সেগুলোর রং লেবু-সবুজ।

বিকেল প্রায় তিনটে। শিগগিরই স্কুল ছুটি হবে। সে কি দরোজা থেকে লুককে নিয়ে যাবে? আমার পা স্কয়ারের কোণায় নিয়ে যায় আমাকে। আমি রাস্তাটা লক্ষ করি, অলস, সতর্ক। তাহলে কি ওর জন্যই আমি বাইরে এসেছি?

সে পদব্রজে আবির্ভূত হয়, হাঁটছে দ্রুত। সামনের সিঁড়িগুলোয় ওঠে এবং অন্য মহিলাদের সঙ্গে কিউতে দাঁড়ায়। কয়েক মিনিটের ভিতর সবুজ রঙের টুপি পরা ছোট ছোট ছেলের দল বেরিয়ে আসে। আলিঙ্গন করে চুমু দিয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়।

জুলিয়া আর লুক হাত ধরাধরি করে স্কয়ারে হাঁটে, তারপর একটা স্ট্রিটে। তারা একটা রেঞ্জ রোভারের পাশে থামে এবং একটা কালো মুখের বাদামি রঙের বিশাল আকৃতির কুকুর ছেড়ে দেয়। ওদের দেখে কুকুরটাও এত উৎফুল্ল হয় যে ওটাকে বেঁধে রাখা মুশকিল।

এখন ওরা আমার স্ট্রিটে। আমি একজন বাইরের লোকের চোখ দিয়ে ওদের দেখি : ক্যাপ মাথায় ছোট্ট একটি ছেলে; সুবেশধারিণী মাঝারি উচ্চতার এক নারী— তার চুল বাদামির চেয়ে বেশি সোনালি, কিন্তু আমি যেখানে সেখান থেকে তার মুখ দেখা মুশকিল, অনেক গজ পিছনে, তাদের অনুসরণ করছি অর্ধ-অনিচ্ছায়; এবং একটা বিশাল আকৃতির সোনালি-বাদামি কুকুর, যেটার উপস্থিতি পরিবারটিকে দুর্লঙ্ঘ করেছে।

আমি এখন তার অভিব্যক্তি দেখতে পাই। আমার দালানটা অতিক্রম করে যাচ্ছে সে। ডান দিকে আর উপর দিকে সে এক পলক তাকায়, খুঁজছে। তারপর তারা হেঁটে চলে পার্কের দিকে। তারা একটা জেব্রা ক্রসিংয়ে থামে। ছেলেটা তার মায়ের হাতের সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে আছে।

এবং এখন আমি ফিরে যাই সেখানে যেখান থেকে শুরু করেছিলাম : পার্ক। ওরা লাইম গাছের চত্বর ধরে হাঁটতে থাকলে আমি ওদের একটা দূরত্ব থেকে অনুসরণ করি। ছেলেটা আর কুকুরটা ঘাসের মধ্যে হুটোপুটি করে। মিনিট দুয়েক পর গ্রিজলি ভালুকের মতো মুখওয়ালা কুকুরটা ডাকতে ডাকতে আমার দিকে তেড়ে আসে, আমাকে অতিক্রম করে যায়, তারপর ঘোরে এবং চর্কির মতো ফিরে তাকায় তার মালিকের দিকে।

'বুজবি! বুজবি! এখানে এসো। ভালো ছেলে!' লুক চিৎকার করে।

BanglaBook.org

জুলিয়া ঘোরে; স্থির হয়ে দাঁড়ায়; এবং তার ভঙ্গি দেখে আমি বুঝি সে আমাকে দেখতে পেয়েছে। আমি ইতস্তত করি, সে ইতস্তত করে, তারপর আমরা পরস্পরের দিকে হাঁটতে শুরু করি।

ছেলেটা আর কুকুরটা ওকে ঘিরে অনিয়মিত গ্রহের মতো ঘুরতে থাকে।

'হ্যালো,' আমি বলি।

'হ্যালো।'

'তাহলে এই হচ্ছে লুক?'

ছেলেটা জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় তার মায়ের দিকে।

'হ্যাঁ। লুক, এ হচ্ছে মাইকেল।'

'হেলো,' আমি বলি।

'হেলো,' লুক আমার সঙ্গে করমর্দন করে।

'তুমি এখানে প্রায়ই আসো?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'মাঝে মাঝে— স্কুল থেকে মা আমাকে নিয়ে আসার পর।'

'আমাদের কুকুরটার এটা খুব পছন্দ,' জুলিয়া ব্যাখ্যা দেয়। 'একটা কম্যুনাল বাগান আছে— অনেক বড়— আমাদের বাসার পিছনে, কিন্তু ওটার পছন্দ এই পার্ক।'

'বুজবি!' আমিবলি, কুকুরটার মাথায় হাত দিয়ে আদর করে দিই। 'সুন্দর কুকুর, সুন্দর নাম।'

জুলিয়া অবাক হয়ে আমার দিকে তাকায়। 'লুক ওটাকে ওই নামে ডাকছিলো,' আমি ব্যাখ্যা করি।

'ওহ, হ্যাঁ, অবশ্যই,' জুলিয়া বলে।

বুজি একটা গাছের দিকে ছুটে যায়। লুক ওটাকে অনুসরণ করে।

'তিন দিন চলছে,' আমি বলি।

'হ্যাঁ,' জুলিয়া বলে, মৃদু হাসে আমার দিকে তাকিয়ে।

'আমি ভীষণ আনন্দিত হয়েছি। আমি ভীষণ আনন্দিত। কিন্তু তুমি উধাও হলে কেন?'

'আমি উধাও হইনি। এই যে এখানে।'

'তুমি আনন্দিত?'

'আমি— কীভাবে এর উত্তর দেবো? তবে তোমাকে দেখে আমি খুশি।'

'তুমি সত্যিই কি এখানে প্রায়ই আসো? মানে, এই গত বছরে এখানে যে কোনও সময় হঠাৎ করেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যেতে পারতো?'

'ঠিক প্রায়ই না। পনেরো দিন বা ওই রকম সময়ে একবার। শীতকালে আরও কম। এবং— ইয়ে— আমাদের এখানে দেখা হয়েছে হঠাৎ করেই, তাই না?'

আমি হাসতে শুরু করি। সে যোগ দেয়। লুক ফিরে আসে। সে আমাদের দেখে অত্যন্ত শান্তভাবে, যতক্ষণ না আমরা থামি।

BanglaBook.org

'মা, গোল পুকুরে নিয়ে চলো বুজবিকে,' লুক বলে বস্টনের উচ্চারণে। সে আমাকে দেখে আগ্রহের সঙ্গে। এবং আমিও তাকে দেখি। চমৎকার চেহারা তার, জুলিয়ার চেয়ে চুলের রং আরেকটু গাঢ়— সে আমাদের সন্তান হতে পারতো।

'আমাদের ফিরে যাওয়াই ভালো,' জুলিয়া বলে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আঁধার নেমে আসবে।'

'একটা কাঠবেড়াল,' লুক আমাকে বলে। 'ওটার মাথার খারাপ হয়ে যায় কাঠবেড়াল দেখলে। আমরা পাঁচ মিনিটের বেশি থাকবো না। প্রমিজ, মা।'

'লুক, আমি বলেছি না,' জুলিয়া কঠিন গলায় বলে। 'আমার যথেষ্ট হাঁটা হয়েছে।'

'মাইকেল তাহলে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে,' লুক আমার হাত ধরে বলে। 'বুজবি তাকে পছন্দ করেছে।' যেন সেটা নিশ্চিত করতেই বুজবি ফিরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে আমাদের সামনে, কান দুটো খাড়া।

জুলিয়া আমার দিকে তাকায়, আমি তার দিকে, লুক আমাদের দুজনের দিকে, বুজবি আমাদের তিনজনের দিকেই।

'দশ মিনিটের মধ্যে যদি ফিরে না আসো, লুক, আগামীকাল তোমার লাঞ্চ-বক্সে একটা আপেল ভরে দেবো।'

'ওহ, ইয়াক, কি বিভীষিকা,' লুক দাঁত সিটকে বলে। 'আপেলের ভিতর পোকা পাওয়ার চেয়ে খারাপ আর কিছু আছে নাকি?' সে আমার কাছে জানতে চায়।

'এখন, লুক,' জুলিয়া বলে।

'আচ্ছা,' কী?' আমি বলি।

'মাত্র অর্ধেক পোকা পাওয়া,' লুক বলে, আর উজ্জ্বল হাসিতে ফেটে পড়ে।

তার মা, যে এই কথা সম্ভবত আরও একশোবার শুনেছে এর আগে, ভেংচি কাটে। তার মা... তার মা... ছেলের দায়িত্ব নিচ্ছি দেখে সে কী ভাবছে?

আমি আর লুক যখন গোলপুকুরে দিকে যাই, লুক বলে, 'না, ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী নয়, অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ। বুজবির পছন্দ।'

'তোমরা আমেরিকানরা কাউন্টার-ক্লকওয়াইজ বলো না?'

'হ্যাঁ, সেটাই আমার অনুমান। আমার বাবা একবার ওটা বলেছিলো। কিন্তু এখানে আমি ইংলিশ। আমার মাকে তুমি কীভাবে চেনো?'

'আমি তাকে ভিয়েনা থেকে চিনি।'

'সে আমার জন্মের আগের কথা।'

'ঠিক তাই।'

লুককে মনে হয় ভাবনায় ডুবে গেছে। বুজবি দৌড়ে গিয়েছিলো, ফিরে এসে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে রাজহাঁসগুলোর দিকে, তবে বদমতলবে নয়।

'আমার নাম লুসিয়াস, প্রকৃতপ্রস্তাবে,' লুক বলে। লুসিয়াস হ্যানসেন। আমার দাদার নামও লুসিয়াস।

'কিন্তু সবাই যে তোমাকে লুক বলে ডাকে?'

'সেটা ঠিক। একজন ড্যান্সার ও একটা ডাকের মধ্যে পার্থক্য কী?'

BanglaBook.org

'একটা ডাক, তুমি বলছো? নাকি একটা ডগ?'

'একটা ডাক, বোকা। উপস। দুঃখিত। একটা ডাক।'

'ওহ, আমি জানি না। একটা মোটা আর ওড়ে, আরেকটা পাতলা আর মরে।'

'একজন ড্যান্সার মরে না।'

'সোয়ান লেকে সে মরে।'

'সোয়ান লেক কী?'

'একটা ব্যালে : সেখানে লোকেরা মঞ্চের ওপর ঘুরে ঘুরে নাচে। খুব বেশি চিত্তাকর্ষক নয়। যদিও সঙ্গীত বেশ মনোহর।'

'যাই হোক, ওটা ভুল উত্তর,' লুক বলে, সে প্রভাবিত হয়নি মোটেও।

'সঠিক উত্তর কোনটি, তাহলে?'

'একটা পা চালায় দ্রুত, আরেকটা ডিম পেড়ে ডাক ছাড়ে।'

আমরা দুজনেই হাসি। বুজবি ছুটে আসে আমাদের দিকে, শরীর ঝাঁকিয়ে পানি ঝেড়ে ফেলে।

'তুমি তৈরি করেছো?' আমি বলি। 'এটা বেশ ভালো।'

'না, একটা ধাঁধার বইতে এটা পড়েছি। বড় দিনে বাবা বইটা দিয়েছিলো আমাকে। বাবা আমাকে তিনটে বই দিয়েছে : একটা ধাঁধার, একটা বিমানের বই আর ডাকটিকেট নিয়ে একটা বই।'

'ডাইনোসরের কোনও বই না?'

'ডাইনোসররা মৃত,' লুক বলে।

'ওটা কোন জাতের কুকুর?' আমি জিজ্ঞেস করি। বিশাল আকৃতির ল্যাবরাডর?'

'ল্যাবরাডর?' লুক চেঁচিয়ে ওঠে। 'ওটা একটা লিওনবার্গার। আর প্রকৃতপক্ষে এখনও বাচ্চা। এগারো মাস বয়স।'

'বাচ্চা?' এবার আমি চ্যাঁচাই। 'কিন্তু এখনই তো সিংহের মতো বিশাল।'

'ওটা একদম বোকা,' লুক বলে। 'গত মাসে শামুক লেগে থাকা ঘাস খেয়েছিলো আর ডিসপেপসিয়া বা ওই রকম কিছু হয়েছিলো।' বয়সের তুলনায় লুকের শব্দভাণ্ডার বেশ সমৃদ্ধ।

'তোমার লাঞ্চ-বক্সে আপেলের বিষয়টা কী বলো তো?'

সে মুখ বিকৃত করে। 'আমি আপেল পছন্দ করি না।'

'সব বাচ্চাই তো আপেল ভালোবাসে।'

'আমি ভালোবাসি না। আমি পীচ পছন্দ করি। অথবা কমলা। অথবা অন্য সবকিছু।'

আমরা অর্ধেক পথ এসেছি, লুক বলে, 'আমার মায়ের সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছিলো আমার বাবার সঙ্গে তার দেখা হওয়ার আগে?' তার কণ্ঠস্বর আদৌ প্রীতিকর নয়।

'কী? ওহ, হ্যাঁ। আমরা এক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ছিলাম। আমি একজন মিউজিশিয়ান।'

BanglaBook.org

লুক বিষয়টা ভাবতে একটু সময় নীরব থাকে। 'মা আমাকে পিয়ানো শেখায়,' অবশেষে বলে। 'আমি তাকে বলি পাইলট হবো, সুতরাং এ শুধু সময়ের অপচয়। কিন্তু সে শোনে না। মোটেও।'

'তোমার ভালো লাগে এটা?'

'এটা ঠিক আছে,' লুক বলে, তাকিয়ে আছে পানির দিকে, তারপর আরও কিছু বলে নিচু স্বরে যা শুনতে পাই না।

'তোমার কথাটা শুনতে পাইনি। বিড়বিড় করছো।'

'আমি এভাবেই কথা বলি,' লুক হঠাৎ সগাম্ভীর্যে বলে।

'কিন্তু এইমাত্র তুমি পরিষ্কারভাবে কথা বলছিলে তো।'

'আমার কথা মা নাকি শুনতে পায় না তাই ওভাবে বলছিলাম। সে কালা... উপস!' সে হাত দিয় মুখ চাপা দেয়।

আমি হাসি। 'কেন? সে তোমাকে স্কেল শেখায় বলেই কি?'

কিন্তু এইমাত্র যা বলেছে তাতে লুককে ভীষণ স্তম্ভিত মনে হয়, তার দু'চোখ বিস্ফারিত। 'মাকে বলো না—' সে বলে।

'কী বলবো না?'

লুকের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তাকে ভীষণ সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে।

'আমি যা বলেছি। তা সত্যি নয়। তা সত্যি নয়।'

'ঠিক আছে, লুক, ঠিক আছে। এখন বিষয়টা সহজভাবে নাও তো।'

পরের কয়েক মিনিট সে আর কথা বললো না। তাকে অপরাধীর মতো দেখাচ্ছে. সতর্ক ও প্রায় মার খাওয়ার মতো। আমি তার মাথায় আমার হাত রাখি, সে আপত্তি করে না। কিন্তু অস্বস্তি আর বেপরোয়া উদ্বেগে আমি আক্রান্ত। তার কথার মুখে আমি কিছু বলার কথা ভাবতে পারি না।

৩.২০

যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে আমরা ফিরে আসি। জুলিয়ার কাছে ছুটে যায় বুজবি, উদ্যমের সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে, আর ওকে ঘিরে চক্কর দেয় কয়েকবার। লুককে আবার মনমরা মনে হয়।

যদি ওটা সত্যি হয়, আমি ভাবতে পারি না। আলো নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। আমার মনে পড়ে, অরেঞ্জারিতে, সে যখন রেডিয়েটরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো, তখন কীভাবে আমি তার সঙ্গে কথা বলেছিলাম এবং সে উত্তর দেয়নি, এবং তার সমস্ত সাড়া না-দেয়া— যেগুলোর কথা আমি মনে করতে পারি— এখন একটা বোধগম্যতার মধ্যে আসতে শুরু করে। নির্দিষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত বিষয়ে তার এড়িয়ে যাওয়া, অমনই ভেবেছিলাম এতদিন, সে কি তাহলে ওই কারণে? আচ্ছা, লুকের একটা মন্তব্যে আমি কি বেশি বোঝার চেষ্টা করছি?

সে বদলায়নি। সে হাসে, আমাদের বলে প্রায় এক মিনিট দেরি করেছি আমরা। বুজবি বার দুয়েক চক্রাকারে ঘোরার পর সৌরজগৎ ত্যাগ করে, এবং লুক তার পিছু ধাওয়া করে।

BanglaBook.org

'আশা করি ও বেশি ঝামেলা করেনি,' জুলিয়া বলে। 'মাঝে মাঝে খুব মুড নিয়ে থাকে। এখন ওর চেহারা দেখে মনে হলো, ওর আচরণ সম্পর্কে তুমি হয়তো অভিযোগ করতে পারো এই ভয়ে সিটিয়ে আছে। ভালো ব্যবহার করেছে তো?'

'সোনার মতো। কিন্তু সোয়ান লেক কি তা জানে না।'

'দুঃখিত?' জুলিয়াকে বিভ্রান্ত দেখায়।

'সোয়ান লেক— ব্যালে,' আমি সতর্কতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করি।

'অবশ্যই, কিন্তু, মাইকেল, ওর বয়স এখনও এমন কি সাতও হয়নি। তোমরা কী নিয়ে কথা বলেছো?'

'প্রধানত বই। আর ধাঁধা।'

তার মুখ আলোকিত হয়। 'হ্যাঁ, ওইসবের মধ্যে ও ডুবে আছে। ড্যান্সার এবং ডাক?'

'হ্যাঁ।'

অনেক দূর থেকে ভেসে আসে নৌযানের বাঁশি, রাজহাঁসের উড্ডয়নের আওয়াজ।

'কোনও ব্যাপার? কী বলো তো?'

জুলিয়া জিজ্ঞেস করে। 'তোমাকে বিক্ষিপ্ত করছে কী?'

'কিছু না।'

'কিছু না?'

'সত্যিই, কিছু না। কেবল রাজহাঁস। আগামীকাল তোমার দেখা পাবো?' আমি ওর হাত ধরি।

'হাত ধরো না।'

'দুঃখিত। ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কিছু সময়ের জন্য আমাদের দেখা না হলেই ভালো হয়। আমি চাইছি না।'

'আমি অবশ্যই দেখা করবো। তোমার সঙ্গে কথা বলার আছে।'

'এটা কী, মাইকেল— তুমি ঠিক আছো তো?'

সে জিজ্ঞেস করে, তার কণ্ঠস্বরে সতর্কতার আভাস।

'হ্যাঁ, ঠিক আছি। বলো আমার সঙ্গে দেখা করবে—'

'ঠিক আছে, কিন্তু—'

'কাল সকালে?'

সে উৎকণ্ঠিত হয়ে মাথা ঝাঁকায়।

আলো নিভে যাচ্ছে ছেলেটা আর কুকুরটা ফিরে আসছে। যদি সত্যি হয়, শিগগিরই অন্ধকার গাঢ় হবে এবং আমি যা বলছি তা দেখতে পাবে না সে। আমি বলি যে আমার হাঁটা চালিয়ে যাবো, এবং তারা চলে যাওয়ার জন্য পিছন ফেরে।

তার হাত ধরেছে লুক। সে নিচু হয়ে লুকের গালে চুমু দেয়। তারা হারিয়ে যায়। শিগগিরই হারিয়ে যায় আমার দৃষ্টি থেকে, এবং আমিও ঘুরে দাঁড়াই।

BanglaBook.org

অংশ ৪

৪.১

পরদিন ভোর হলো উজ্জ্বল ও পরিষ্কার। দূরে গাছগাছালির পিছনে গোলপুকুরের বুকে হলুদ-স্বর্ণ রং জ্বলছে। বনের এই ঋতু আমি ভালোবাসি : শাখাগুলো এক গাছ থেকে আরেক গাছের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাজা সবুজ ঘাসের বিপরীতে ঝোপঝাড়ের মতো দেখায় গাছগুলো।

একটা বিশাল পুরনো পাতাহীন চেস্টনাট গাছ দাঁড়িয়ে আছে রুপালি লাইমগাছের চত্বরের পাশে, নিচের দিকে ঝুলে পড়েছ ওটার শাখাগুলো। কিন্তু ওটা সবচেয়ে উঁচুতে বসে একটা পাখি গান গাইছে— শব্দে বোঝা যায় একটা রবিন, এতটাই উঁচুতে যে গাছটার পাতা না থাকলেও ছোট্ট পাখিটাকে দেখা যায় না।

আমি কয়েক পা পিছনে সরে আসি। পাখিটাকে চারপাশের বস্তু থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টায়। উঁচু শাখায় একটা বিশাল আকৃতির কবুতর বসে আছে, যেন সেটাই অমন সুন্দর গান গাইছে, অদৃশ্য প্রতিবেশীর প্রশংসা নিজে নিতে পেরে যেন আনন্দিত।

আমি যেদিন নাইটিঙ্গেলের কথা উল্লেখ করেছিলাম, সেদিন জুলিয়ার চোখ হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। তখন ভেবেছিলাম, এমনিতেই অমন হতে পারে। এখন আমি বুঝি সেদিন ভুল ভেবেছিলাম।

জলমগ্ন বাগানে কয়েকটা হলুদ প্রিমরোজ ফুটে আছে, ওটুকুই জীবনের চিহ্ন। চারপাশে লাইমের জঙ্গল আমার দ্বিগুণ উঁচু আর আমার বয়সের চেয়ে বহুগুণ প্রাচীন। ওগুলোর মধ্যে লালচে কুঁড়ি দেখা যায়। আমরা এসব ভাগাভাগি করতে পারতাম। কিন্তু চারপাশে সবকিছু এমন দুলছে কেন? বিমানটা কি পশ্চিমে হিথরোর দিকে যাচ্ছে?

গতকাল লুক আর আমি যেখানে হেঁটেছিলাম সেখানে হাঁটি। এত সকালে জলচর গাল পাখিগুলো চুপচাপ আছে। আমি রাজহাস গুনি : একচল্লিশটা, পাঁচটা ছোটসহ। একটা কানকি মেরে তাকায় আমার দিকে। পুকুরের দূর প্রান্ত থেকে পাঁচটা বয়স্ক রাজহাঁস উড়াল দেয়। মাথার ওপর বিশাল ডানা মেলে ওরা উড়ে যায়। বেলেহাঁস ওড়ে, প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ করে।

এর কী জুলিয়া শুনতে পারবে? সে কী শুনতে পারবে আর পারবে না তার কতোটা আমি কল্পনা করছি?

একটা কাকের কা কা, বেসওয়াটারের রোডের কাছে একটা প্লেন গাছে একটা ম্যাগপাইয়ের ডাক, বাসের আওয়াজ কী শুনতে পায় সে?

৪.২

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সে আসে না, আর আমিও বুঝতে পারি না কী করা যায়। আমি আবার তাকে ফ্যাক্স করতে পারি, কিন্তু সে যদি চাইতো তাহলে আমাকে ফ্যাক্স করতে পারতো। এখনই আমি কেবল বুঝতে পারি সে কেন আমাকে ফোন করে না। একবার যে করেছিলো, তখন নিশ্চয় জানতো যে আমার অ্যানসারিং মেশিনে পৌছতে পারবে।

BanglaBook.org

হয়তো সে ব্লিপ শুনে থাকবে। নাকি কথা বলার আগে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করেছিলো? সে কি শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করে? তার মুখ, তার চুল স্পর্শ করার সময় তো তেমন কিছু অনুভব করিনি।

কিন্তু আমরা এক সঙ্গে বাজিয়েছি, ভায়োলিন ও পিয়ানো, এই কামরায়, এবং সে আমাদের বাজানো সেই সঙ্গীত শুনতে পেয়েছিলো বলেই মনে হয়েছিলো।

এবং যদিও সে সাড়া দিচ্ছিলো আমার বাজানোর সঙ্গে, কিন্তু সেই অন্তরঙ্গতা যেন ছিলো তার প্রায় ব্যক্তিগত। সে আমাকে ওখানে দাঁড়াতে বলেছিলো, যাতে আমাকে দেখতে পায়। এখন নিজেকে প্রশ্ন করি : আমার বো আর আঙুলের নড়াচড়া দেখার জন্যই কি ওখানে দাঁড়াতে বলেছিলো?

পিয়ানোয় যাওয়ার আগে কীতে একটা স্তবক গেয়েছিলো সে। যখন তাকে চিনতাম সেই সময়ে তার পূর্ণ পিচ ছিলো, কিন্তু তা কি সে রক্ষা করে চলেছে, বাইরের শব্দে যাতে শক্তি সঞ্চারিত করা হয়নি?

কিছু বিষয় পরিষ্কার, কিছু বিষয় রহস্যাবৃত। সূত্রগুলো ঝাপসা। নিওনসের পরিবর্তে সে বলেছিলো... লিওন : উচ্চারণে গোলমাল? স্মরণে না থাকা? ঠিকভাবে শুনতে না পাওয়া? আমি এমন ভুল তো সর্বক্ষণই করি।

সে কীভাবে সামলায় ব্যাপারটা? আমার সঙ্গে শেয়ার করেনি কেন? বাজানোটা সে সহ্য করতে পারে কীভাবে, ভাবতেই বা পারে কেমন করে? সে যেদিন উইগমোরে আমাদের বাজানো শুনতে এসেছিলো, কী শুনেছিলো? অনুষ্ঠান সূচিতে এনকোরের ঘোষণা ছিলো না।

এক দিন অতিক্রান্ত হয়, এবং আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন, কি ভীষণ অনিশ্চিত। রিহার্সাল নেই, তাই বাজানোর মধ্যে ডুবে যাই না। এমন কি শুনিও না। পুরনো একটা সংকলন থেকে কয়েকটা কবিতা পড়ি। কিন্তু এক রকম আতংক আমাকে চেপে ধরে যে ঘটনাটা সত্যি, আর তা থেকে ওকে রক্ষার আশাহীন এক আকাঙ্ক্ষা জাগে মনে। কী করার ছিলো আমার?

পরদিন ওকে চিঠি লেখার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু তাকে আবার দেখতে চাই এ কথা ছাড়া আর কীই বা লিখতে পারি? সে কি বিষয়টা আমাকে জানাতে চায়? লুক তাকে কি কিছু বলেছে? আমি কি নিজেকে প্রবঞ্চিত করছি। আদৌ কি কিছু জানার আছে?

৪.৩

আমার বিভ্রান্তির মধ্যেই এসে পড়লো একটা চিঠি : নীল খাম, নিষ্প্রভ সোনালি ডাকটিকেট, গতকালকের পোস্টমার্ক, সেই পরিচিত হস্তলিপি। তার দেয়া পেপার-নাইফ ব্যবহার করেই খামটা খুলি।

সকালের আলো পড়ে হালকা নীল রঙের কাগজের কয়েকটা পৃষ্ঠার ওপর, যেগুলোতে সে গাঢ় নীল রঙের কালিতে এ যাবৎ কালের দীর্ঘতম চিঠিটা লিখেছে আমাকে, এবং আমি তা পড়ি।

প্রিয়তম মাইকেল,

হ্যাঁ, সত্যি। আগে হোক পরে হোক বিষয়টা তুমি জানতে পারতে, আর, পার্কে আমাদের সাক্ষাতের মাধ্যমে আগেই তা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। লুক অত্যন্ত মুষড়ে

BanglaBook.org

পড়েছিলো , আর এটাও পরিষ্কার যে তুমিও কোনও ব্যাপারে ভীষণ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলে। আমরা ঘরে ফিরে এলে সে জানালো তোমাকে বলেছে। তার মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে যাক তা সে চায়নি। বেচারা লুক : পুরো একটা ঘণ্টা সে বিমর্ষ ছিলো। তার মনে হচ্ছিলো আমার সঙ্গে বেঈমানী করেছে, অথচ বাস্তবিকই আমার কাঁধের বোঝা নিজেই নিয়েছে সে। সাধারণত আমাকে রক্ষা করার ব্যাপারে সে খুবই মনোযোগী। তার বন্ধুরা যখন আসে তখন সে নিশ্চিত করে যেন সব কিছুই স্বাভাবিক থাকে। সে চায় না কেউ যেন, অন্তত তার কোনও একজন বন্ধুও, এমন কিছু বুঝতে পারুক যা আমার মনোকষ্টের কারণ হতে পারে। কিন্তু অনেক কিছুই আমার জন্য কষ্টের, আমার আশংকা— এবং আমি তোমাকে বলতে শংকিত হয়েছি, ভয় হয়েছে যে এতে সবকিছু ভেঙে যাবে। আমি যদি ব্যাকস্টেজে আসতাম আর সেইসব স্মৃতি জীবন্ত করে তুলতাম, আমি চাইতাম না তুমি এটা অনুভব করো যে আমরা আর যাই হোক না কেন ছিলাম একই সমান্তরালে। দুদিন আগে তোমার চোখে যা দেখেছি তা আমি নিশ্চিতভাবেই দেখতে চাইনি। সে কারণেও তোমার সঙ্গে কথা না বলে এই চিঠি লিখছি বিষয়টা নিয়ে।

তবে আমার পরিস্থিতি মোটেও করুণ নয়— নাকি করুণাযোগ্য? আসল ঘটনা হলো, বধিরতার প্রক্রিয়া চলছে, তবে মানিয়ে নেয়ার সময়টুকু অন্তত পাচ্ছি। কয়েক মিনিটের মধ্যে নয়, ব্যাপারটা ঘটেছে মাসের পর মাস জুড়ে। আর এর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াও ছিলো না তেমন।

আমি বিষয়টা হালকা করে দেখানোর চেষ্টা করছি না। আমার প্রথমে মনে হয়নি যে এইভাবে বেঁচে থাকতে পারবো। সঙ্গীত আমার প্রাণ। আমার পক্ষে এটা সহ্য করা সম্ভব ছিলো না।

কীভাবে শুরু হয়েছিলো? মুখোমুখি তোমার প্রশ্ন আর সবিস্তার জানতে চাওয়ার জবাব দিতে পারবো না, তাই এই চিঠির মাধ্যমে পুরো কাহিনীটা তোমাকে জানাচ্ছি। ব্যাপারটা শুরু হয় প্রায় তিন বছর আগে। প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনি কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, যদিও মনে হতো লোকজনের কথা কেমন যেন জড়ানো শোনাচ্ছে, বিশেষ করে ফোনে, এবং আমার মনে হতে লাগলো যে কীবোর্ডে আমি চাপ দিচ্ছি বেশ জোরে। দুই-একবার ভেবেছি তেমনভাবে আর পাখির ডাক শুনি না কেন, কিন্তু মনে করেছি যে নিউ ইংল্যান্ডে সেবারের বসন্তকালটা ছিলো অতিশয় শান্ত, চুপচাপ, নিরিবিলি, শব্দহীন। আমি সে সময় অন্য মিউজিশিয়ানদের সঙ্গে বাজাচ্ছিলাম না, সুতরাং বিষয়টা তেমনভাবে ধরা পড়েনি। আর সঙ্গীত শোনার সময় ভলিউম বাড়িয়ে দিতাম। জেমস বার দুয়েক বলেছিলো যে আওয়াজের মাত্রা অনেক চড়া, কিন্তু ও নিয়ে আমি তেমন ভাবিনি।

সম্ভবত পিয়ানো শুনতে বেশি বেশি সমস্যা হচ্ছিলো আমার, কিন্তু কেউ যখন তা শোনে তখন সে মনে আর আঙুল দিয়েই বেশি শুনতে পায়। সত্যটা হলো এই যে, যা ঘটেছিলো তা আমি বুঝতে পারিনি। কীভাবে কল্পনা করবো যে বিশেষ কোঠায় আমি বধির হতে চলেছি!

কিন্তু এরপর একটা ব্যাপারে বাস্তবিকই আমার টনক নড়লো। এক রাতে জেমস ছিলো বাইরে, লুক একটা দুঃস্বপ্ন দেখলো। সে নিজের রুমে চিৎকার করছিলো, আমার রুমে হাঁচড়েপাঁচড়ে না আসা পর্যন্ত আমি তার চিৎকার শুনতে পাইনি। দুইদিন পর, যখন তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছি রুটিন ভিজিটে, আমি ঘটনাটার কথা ডাক্তারকে

BanglaBook.org

বললাম। ডাক্তার বিষয়টা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে আমাকে পাঠালো একজনের কাছে, সে আমাকে বললো আমার দুই কানেই ৫০ ডেসিবেল শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং জিজ্ঞেস করলো আরও আগে তার কাছে আসিনি কেন?

পরের সপ্তাহেই ক্ষতির পরিমাণ ৬০ ডেসিবেলের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। ডাক্তাররা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আর পুরোপুরি বিমূঢ় হয়ে পড়লো। আমার পরিবারে কোনও কমবয়সী কারও এমন কিছু ঘটার কোনও ইতিহাস নেই। জ্ঞাতি ক্যাটেরিনা থাকেন ক্লস্টার্ননিউবার্গে, তার শুনতে খুবই সমস্যা হয়, কিন্তু তার বয়স ৭০ পেরিয়ে গেছে। আমার দুই কানেই ইনফেকশন হয়েছিলো— সম্ভবত সাঁতার কাটতে গিয়ে— সে সময় আমার বয়স প্রায় আট, সেটা ছিলো প্রায় এক বছর। কিন্তু সেটা খুব ভালোভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছিলো। এবারের লক্ষণগুলোর কোনও কারণই খুঁজে পাওয়া গেল না। প্রথম যে বিশেষজ্ঞের কাছে আমরা গিয়েছিলাম সে ব্যর্থ হলো। এক মাস পর একজন অপেক্ষাকৃত তরুণ বিশেষজ্ঞ সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে পৌঁছালো যে এটা 'অটো-ইমিউন ইয়ার ডিজিজ'— এমন একটা ব্যাপার যা আগে আর আমি শুনিনি। তুলনামূলকভাবে দুর্লভ রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'সন্দেহের উঁচু সূচক'-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছিলো সে জেমসকে।

চিকিৎসা চললো ভারি ডোজের স্টেরয়েড আর ইমিউনো-সাপ্রিস্যান্ট দিয়ে। ওই সময় তুমি যদি আমাকে দেখতে পেতে (সম্ভব ছিলো না, যেহেতু আমি ছিলাম বস্টনে) তাহলে আমাকে চিনতে পারতে কি না সন্দেহ। ব্যাপারটা ছিলো ভয়ংকর। আমি আয়নায় তাকিয়ে এমন একজনকে দেখতে পেতাম যাকে শুষে নিয়েছে ওষুধ আর আতংক।

কিছু সময়ের জন্য আমার শ্রবণশক্তি স্থিতিশীল অবস্থায় আসে। এমন কি একটু উন্নতিও হয়। কিন্তু ওষুধ বন্ধ করলেই আগের চেয়েও অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ডাক্তাররা স্টেরয়েড নেয়া থেকে আমাকে রেহাই দিতে সক্ষম হয়, কিন্তু আমার শ্রবণক্ষমতার দফারফা হয়ে গিয়েছিলো— হয়ে গেছে। আমার মনে হয় যেন সব শব্দ জড়িয়ে-পেঁচিয়ে গেছে, আর হিয়ারিং এইড ছাড়া পরিষ্কারভাবে প্রায় কিছুই শুনতে পাই না। তারপর হঠাৎ হঠাৎ বিস্ফোরণের মতো আওয়াজ অথবা জোরালো অপার্থিব শিষ শুনতে পাই। এই গত দুই বছর এ রকমই চলছে। আমি ভালো দিন পেয়েছি এবং খারাপ দিনও পেয়েছি, কখনও কখনও এই কানে ভালো শুনি এবং কখনও কখনও ওই কানে, কিন্তু আমার শ্রবণশক্তি ফিরে পাবো সেই আশা আর নেই।

ডাক্তাররা ব্যাখ্যা দিয়েছে যে আমার নিজের দেহের সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমার অভ্যন্তরীণ কানের সঙ্গে শত্রুভাবাপন্ন বা বিপদজনক আচরণ করছে এবং তা ধ্বংস করছে— কেন ও কিভাবে সেটা কারও জানা নেই। কিন্তু কোনও রকম প্রতীকী অর্থ করো না এর। আমি করেছিলাম, তাতে সবকিছু ভীষণ খারাপ হয়েছে। আমার মনে হয়েছিলো আমি যেন পাগল হয়ে যাচ্ছি। আর করি না। এটা একেবারে আরেকটা বিষয় : এক অদ্ভুত শারীরবিদ্যাগত সত্য, যা নিঃসন্দেহে এক বা দুই প্রজন্ম পরে গিয়ে নিরাময়যোগ্য হবে, কিন্তু, কী ভীষণ পরিতাপ, এখন নয়।

শব্দের জগৎ থেকে বধিরতার জগতে এই স্থানান্তর ছিলো অদ্ভুত— একেবারে শব্দহীনতা নয়, বস্তুত, কারণ সব রকম গোলমেলে আওয়াজই আমি শুনতে পাই, সেসব

BanglaBook.org

কেবল ভুল শব্দ। আমি বেশি শংকিত ছিলাম আমার সঙ্গীত নিয়ে, এবং লুককে নিয়ে, এমন এক মাকে সে পাচ্ছে যে তার কান্নাও শুনতে পাবে না। ও না থাকলে এ ব্যাপারটার সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার ইচ্ছা আমার থাকতো কি না জানি না। বেচারা শিশু, ওই সময় মাত্র চার বছর বয়স ওর। জেমস ছিলো বিস্ময়কর— যখন ওখানে ছিলো। সে গোঁফ চেঁছে ফেলেছিলো যাতে আমি ভালোভাবে ওর ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে কী বলছে তা বুঝতে পারি! ওকে ব্যাংকের কাজে এখানে-ওখানে উড়ে বেড়াতে হতো। একটা স্থির জায়গায় বদলির জন্য পরে সে বলেছিলো কর্তৃপক্ষকে। সেই থেকে লন্ডনে।

জেমস বলেছিলো, আমি জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারি না— আর তার ও লুকের দিক থেকেও। সে ঠিকই বলেছিলো। আমরা একজন ধাইমা রাখতে পারি। সে আমাকে কাজে সাহায্য করবে, আর আমি বাসায় না থাকলে লুককে দেখাশোনা করতে পারবে। আমার উচিত একই সঙ্গে আমার সঙ্গীত ও আমার পরিস্থিতির প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা।

সুতরাং আমি বধিরতার এক অচেনা বিশ্বে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করলাম : কথা বলার প্রতিষেধক থেরাপি ক্লাস, ঠোঁট-পাঠের ক্লাস তা অনুশীলন, এমন কি চিহ্ন ভাষা— যা সত্যিই আমি কখনও ব্যবহার করিনি। কোনও কিছু শিখতে বেশ সময় লাগে, বেশ চেষ্টা লাগে— বিশেষ করে যা চালাতে সক্ষম হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সেটা করার ইচ্ছা-শক্তি জাগানো আমার জন্য সহজ ছিলো না। কিন্তু, আমি নিজেকে বলেছিলাম, সঙ্গীত একটা ভাষা, জার্মান ও ইংলিশ হচ্ছে ভাষা, হাতের ভঙ্গি ও ঠোঁটের নড়াচড়াও ভাষা— সময় ও চেষ্টার ভিতর দিয়ে কেউ নিজের দক্ষতা বাড়ায়। এটা চিত্তাকর্ষক হতে পারতো। এটা ছিলো এবং এখনও ক্লান্তিকর, কিন্তু এটাতেই আমি বেশি ভালো বোধ করেছি যতোটুকু ভেবেছিলাম তার চেয়েও। (আসল ঘটনা হলো যখন আমার বয়স আট বছর তখন আমার কানে যে ইনফেকশন হয়েছিলো সেটা হয়তো এ ব্যাপারে সাহায্য করে থাকতে পারে, যেহেতু তখন অবশ্যই আমাকে ঠোঁট পাঠ করতে হতো।) যে কোনও মাত্রায় বিষয়টাকে স্বাভাবিক হিসেবে নিয়েছিলাম। কিন্তু, আমার একজন শিক্ষক একবার যেমন বলেছিলেন, যদি কেউ তার দস্তানা বা ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে তবে তার ঠোঁটের ভাষা থেকে তুমি কিছুই জানতে পারবে না।

আমি একটা হিয়ারিং এইড ব্যবহার করি, কিন্তু তুমি যেমনটা ভাবতে পারো ততোটা সচরাচর নয়। এটা জটিল— এতে কখনও কখনও সঠিক শব্দ শুনতে সমস্যা হয়। তোমার সঙ্গে যখন থাকি তখন ওটা ব্যবহার করি না, শুধু সেই কনসার্টে ছাড়া। সবটা খুব বিরক্তিকর, যদি না অবস্থা খুব সংকটজনক হয়ে ওঠে।

সঙ্গীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে, যেহেতু আমি এখনও চেম্বার মিউজিক বাজাই, আমি বুঝতে শিখেছি কখন থামতে হবে, কোন তালে— এসব শিখেছি বো থেকে, আঙুল থেকে, ভঙ্গির পরিবর্তন থেকে, সবকিছু থেকে আবার কোনও কিছু না থেকে। সেদিন মোজার্ট বাজানোর সময় আমার বিষণ্ণ নতুন ভার্চুওসিটি তুমি শুনেছো। কিন্তু এতে কাজ হয়েছিলো, কারণ ওই সনাটা আমি ভালোভাবেই জানি, আর অতীত থেকে আমি জানি কীভাবে পড়তে হবে তোমার হাতের ভাষা, তোমার চোখের ভাষা এবং তোমার দেহের ভাষা। তুমি যা বাজিয়েছিলে তার অধিকাংশই আমি শুনতে পাইনি, তা সত্ত্বেও বলতে পারি তুমি চমৎকার বাজিয়েছিলে— যদিও কীভাবে জানি সে কথা বলা আমার পক্ষে

শক্ত। আর 'আমাদের' ট্রায়োর ভিত্তিতে তুমি যখন আমাকে বিটোফেন কুইন্টেট ধার দিয়েছিলে, অতীতের মতো আমি তা শুনতে পারিনি। বেজ অনেক উঁচুতে দিয়েও কুইন্টেট শুনতে পেয়েছিলাম আধাআধি, কম্পন থেকে অনুমান করছিলাম, আমার চোখ দিয়ে স্কোর পড়ার পাশাপাশি। এ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি। কিন্তু আমি জানি যা আমি কান দিয়ে শুনতে পাইনি তা কখনই প্রকৃত পক্ষে শুনতে পাবো না, তবে আমার স্মৃতি থেকে টিউন ও টেক্সচারে কোনওভাবে তার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারবো।

কিন্তু বিটোফেনের কথা থাক। আমরা দুজন হেইলিগেনস্টাডে হাঁটতাম সে কথা কি তোমার মনে আছে?... কিন্তু এসব যথেষ্ট হয়েছে। না, কিন্তু আচ্ছা, তোমার মনে আছে যেখানে তিনি বলেছেন : 'Aber welche Demutigung, wenn jemand neben mir stund und von weitem eine Flote horte und ich nichts horte oder jemand den Hirten singen horte und ich auch nichts horte...' আমি এটাই অনুভব করেছিলাম যেদিন অরেঞ্জারিতে তুমি রবিনের গান শুনেছিলে। তবে এটা লাঞ্ছনা নয়, এটা অবিচারের তিক্ত অনুভূতি, অনুতাপ এবং ক্ষতি এবং আত্মকরুণার সংমিশ্রণে সৃষ্টি হওয়া এক ভয়ানক অবস্থা। তারপর তুমি ব্ল্যাকবার্ড আর নাইটিঙ্গেল নিয়ে কথা বলেছিলে। বাস্তবিকই, মাইকেল, আমি বধির তা জানার পর এখন তুমি নিশ্চয় তোমার মন্তব্যগুলো সংশোধন করবে, যাতে আমার হৃদয়ে তা জ্বালা না ধরায়।

এই চিঠি তোমাকে লিখছি রোদে ঝলমলে এক সকলে। বাড়িটা শূন্য। লুক স্কুলে, জেমস কাজে, আমাদের মায়ের সাহায্যে সাউথ কেনের কোথাও ফরাসি ভাষার ক্লাস চলছে। আমি দোতলায় যেখানে বসে আছি সেখান থেকে ধনুক আকৃতির জানলা দিয়ে কমিউনাল বাগানটা দেখতে পাই। সেখানে নানাবর্ণের ছড়াছড়ি— শাদা, জাফরান, গাঢ় লাল, হলুদ। নব্বই বছরের এক বৃদ্ধা বসে আছে একটা বেঞ্চির ওপর, বই পড়ছে, তার শাদা রঙের ছোট টেরিয়ার কুকুরটা রয়েছে কাছেই। জানলার ঠিক নিচেই আমাদের নিজেদের ছোট্ট প্লট, এই বিকেলে ওখানে টুকটাক কাজ নিয়ে আমি ব্যস্ত থাকবো, অনুশীলন শেষ করার পর।

আমি জানি কোথায় কীভাবে তুমি থাকো, কিন্তু তুমি আমার ভূগোলের কিছুই জানো না— আমার ঘরের আকার ও রং, কাস্তের মতো চন্দ্রাকৃতি বাগানের রেখা, আমার সাইক্লোমেন, আমার পিয়ানোর স্বরভঙ্গি ও স্পর্শ, সমান ওক কাঠের ডাইনিং টেবিলের বাতি। আমি জেমসকে বলেছি কয়েকবার তোমার আমার দেখা হয়েছে— পেশাগতভাবে, এ পর্যন্ত। লুক এবং সে একসঙ্গে জিগস পাজল খেলে, কাজেই আমরা যে পরিচিত সেটা এক সময় জানাজানি হবেই। জেমস মোটেও অন্য চোখে নেয়নি বিষয়টা, বরং তোমাকে রাতের খাবারে আমন্ত্রণ জানাতে পরামর্শ দিয়েছে আমাকে। (আমার মনে হয়, তোমরা পরস্পরকে পছন্দই করবে।

আমি অবশ্যই কোনওভাবে তোমার সঙ্গে আমার জীবন ও সঙ্গীত ভাগাভাগি করে নিতে চাই। কিন্তু, মাইকেল, আমাদের ভালোবাসা পূর্ণ অভিব্যক্তিতে পৌঁছাতে পারবে কী করে তা আমি বুঝি না। অনেক বছর আগে হয়তো সেটা হতে পারতো, কিন্তু এখন কী করে হবে? আমি দুটো জীবন যাপন করতে পারবো না। আমাদের সবাইকেই তাতে আঘাত করা হবে বলে আমার আশংকা।

BanglaBook.org

আমি জানি না কীভাবে এগোনো সম্ভব— কিংবা পিছানো। তোমাদের দুজনের সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা থেকে হয়তো আমি কিছুই অবিভাজ্য করতে পারবো না, যেহেতু কিছুই অবিভাজ্য করা যাবে না।

তুমি আমাকে যুক্ত করে দিয়েছো বিশালতম সুখের সঙ্গে— এবং দুঃখের সঙ্গেও— আমি তা জেনেছি। তোমাকে আমার এড়িয়ে চলার হয়তো সেটাই ছিলো কারণ। আবার হয়তো ওই কারণেই তোমাকে এড়িয়ে চলা বন্ধ করেছি এবং সেই বর্ষনমুখর সন্ধ্যায় তোমার কাছে এসেছি যখন তোমার মাথা— এবং আমারও— দুলছিলো ওইসব ফিউগের সঙ্গে।

শিগগিরই আমাকে চিঠি লেখো। এই সমস্ত বিষয়ের জন্য কি আমাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য তৈরি হবে? নিশ্চয় হবে— কিন্তু কী রকম? আমি এই চিঠি ফ্যাক্স করতে পারতাম, কিন্তু সেটা ঠিক হতো বলে মনে হয়নি।

তোমাকে অনেক কথা বলার ছিলো, মাইকেল। সম্ভবত আমি অনেক কিছুই বলেছি এবং অনেক কিছুই বলা হয়নি।

আমার ভালোবাসাসহ,
জুলিয়া

৪.৪

প্রিয়তম জুলিয়া,

আমি তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দিচ্ছি। তুমি আগে কেন বলোনি আমাকে? তোমার জন্য কতো কষ্টদায়কই না হয়েছে এটা, যে আমাকে জানাতে হবে, কিন্তু কখন আর কীভাবে জানাবে তা জানতে না। আমি কী বলবো? এই পুরোটা বিষয় নিয়ে কিছু বললে তা করুণার মতো শোনাবে। বরং চুপ থাকাই ভালো। কিন্তু এটা যদি আমার বেলায় ঘটতো, আর এ সম্পর্কে তুমি জানতে পারতে, তুমি কি আমার জন্য করুণা করতে না? 'আমি বিপদ অতিক্রম করেছি বলে সে আমাকে ভালোবেসেছে...' এবং তবুও, সেদিন যখন তুমি মোজার্ট বাজিয়েছিলে, অথবা আরেকদিন আমার সঙ্গে বাজানোর সময়, এসব কিছুই কোনও বিষয় হয়ে উঠতো না। আমি ওই শব্দের এলাকাটুকুতেই নিজেকে আশীর্বাদ ধন্য বলে মনে করেছিলাম।

তুমি কী শুনতে পাও? নিজের কথা শুনতে পাও? তোমার কণ্ঠস্বর বদলায়নি। এ ব্যাপারে করা যেতে পারে এমন কিছুই কি নেই? একবার যেমন তুমি বলেছিলে, অন্য কারও চোখ দিয়ে আমি ভালো দেখতে পাই না।

লুকের কোনও দোষ ছিলো না। আমার যদি জানতেই হতো, আর অবশ্যই আমি জানতামও, ওর মন্তব্য এবং তোমার চিঠিই ছিলো, তুমি ঠিকই বলেছো, সবচেয়ে সহজ উপায়। একটা চিঠিতে আবার তোমার হাতের লেখা দেখছি— এত বছরের নীরবতার মধ্যে আবারও অতীতের অনেক কিছু নিয়ে আসছে।

না, একদা তুমি যেসব কথা আমাকে বলেছো আর আমার সঙ্গে যে সময়টুকু কাটিয়েছো সেই অংশ ছাড়া এখন তোমার জীবনের কিছুই আমি জানি না। আমি

BanglaBook.org

তোমাকে দেখতে পাই স্টুডেন্ট হোস্টেলে তোমার ছোট কক্ষে, কিংবা আমার নিজের কক্ষে, ফ্রাড মেইসলের অপলক দৃষ্টির মধ্যে। তুমি যেখানে থাকো সেখানে আমি যেতে পারি না— আমি ওই মুহূর্তটা সামলাতে পারবো বলে মনে হয় না। কিন্তু আমি শিগগিরই তোমার সঙ্গে দেখা করবো। তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না; এ একেবারেই সহজ কথা। এবং, জুলিয়া, আমাকেও কি দরকার নেই তোমার?— শুধু বন্ধু হিসেবেই নয়, একজন সহগামী মিউজিশিয়ান হিসেবে অন্তত?

তোমার সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে। যদি আমার অভাব অনুভব করো তুমি, তাহলে অবশ্যই জানবে আমিও তোমার অভাব অনুভব করি কতোটুকু। তুমি এসে আমার সঙ্গে দেখা করো, আগামীকাল নয়— এই চিঠি হয়তো তোমার কাছে আগামীকাল বিকেলের আগে পৌঁছাবে না— তবে শুক্রবারে। তুমি কী আসার ব্যবস্থা করতে পারবে? যদি না পারো, আমাকে ফ্যাক্স করো। অথবা আমার অ্যানসারিং মেশিনে একটা মেসেজ দিও। আমি যদি ফোন ধরি, যা খুশি কথা বলো। আমি অন্তত তোমার কণ্ঠস্বর শোনার আনন্দটুকু পাবো।

আমি তোমার লেটার-ওপেনার দিয়েই তোমার চিঠিটা খুলেছি। অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে : তোমার নীরবতা, আমাদের আলাপের আকস্মিক পরিবর্তন ঘটা। কিন্তু এই সবকিছু এখনও আমার কাছে ভীষণ ধাঁধাপূর্ণ, ভীষণ শংকাজনক। কোনও দিক থেকেই কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি না আমি? শুক্রবারে অবশ্যই আমাদের দেখা হবে। এই ঘটনায় আমাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য সৃষ্টি হবে না।

ভালোবাসা,
মাইকেল

৪.৫

কোয়ার্টেটের সঙ্গে একটা রিহার্সালের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অবস্থিত বড় একটা বইয়ের দোকানে যাই এবং সেটার নিচতলায় মেডিক্যাল সেকশন থেকে বধিরতা বিষয়ক একটা বই কিনি। এ বিষয়ে কিছু জানার জন্য অস্থিরতা অনুভব করি। বইটা প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা— এবং এমনই চিত্তাকর্ষকভাবে যে বস্তুত পরে, রাতের বেলায়, আমি যখন বিছানায় বসে হাঁটুর ওপর বইটা পড়ছিলাম, কয়েক মিনিট মনেই ছিলো না যে জুলিয়ার কারণেই এ বই পড়া আমার। আমি শুবার্টের স্ট্রিং কুইন্টেটের একটা রেকর্ড বাজিয়ে দিই এবং প্রথমবারের মতো শব্দের নানারকম গোলমেলে পার্থক্য বুঝতে পারি।

একটার পর একটা নতুন শব্দ উঠে আসতে থাকে : রিক্রুটমেন্ট, টিনিটাস, স্টেরিওসিলিয়া, কটির অর্গান, ব্যাসিলার মেমব্রেন, টিমপ্যানোমেট্রি, স্ট্রিয়া ভাস্কুলারিসের ডিজেনারেশন, মেমব্রেন রাপচার, নিউরোফিব্রোম্যাটোসিস... সঙ্গীত শেষ হয়ে যায়। ওটা পাল্টানোর জন্য বিছানা থেকে নামি না, পড়া চালিয়ে যাই। গঠন, লক্ষণ, কারণ, নিরাময়... অটো-ইমিউনিটি সম্পর্কে বেশি কিছু নেই... ইডিওপ্যাথিক অবস্থা বিষয়ে সামান্য কিছু বিবরণ আছে— যার সংজ্ঞা অনুযায়ী জানা কোনও কারণ নেই।

জুলিয়া আমাকে ফ্যাক্স করে জানিয়েছে কাল সকালে আসবে। আমি উন্মুখ হয়ে আছি এই সাক্ষাতের জন্য। আমি চাই সে-ই কথা বলুক, কিন্তু সে যদি চায় আমিই কথা বলি?

অসংখ্য প্রশ্ন রয়ে গেছে— সবকিছুর শেষে, এবং সবকিছুর আগেও, রয়ে গেছে ভীতিজনক প্রশ্ন— ওর কাছে এর কী অর্থ? আর স্বার্থপরের মতো : আমিই বা তার কাছে কী? সঙ্গীত যখন তার জীবন থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে, তখন আমার জীবনের সঙ্গে পুনরায় নিজের জীবন জড়িয়ে নিতে চাইছে কেন সে? আমি কি তার জন্য একটা পরিমাপ চিহ্ন, সেইসব দিনের একটা রিভার্সন যখন তার কাছে সঙ্গীত ছিলো একটা প্রকৃত চেতনা, কল্পিত কোনও সৌন্দর্য নয়?

৪.৬

জুলিয়া হাসছে। পাঁচ মিনিটও হয়নি সে এখানে এসেছে। হাসার মতো কিছু তো ঘটেনি।

'হাসির কী হলো?'

'মাইকেল, তুমি যখন বিবেচকের মতো হয়ে ওঠো তখন তুমি হোপলেস, আর ওতে তোমার মুখটা ব্যাদান দেখায়।'

'কী বলছো?' আমি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলি।

'ওটা ভালো।'

'কী?'

'যা তুমি মাত্র বলেছো।'

'তুমি আমার কথা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছো।'

'ঠিক এখন তুমি স্বাভাবিকভাবে কথা বলছো— কারণ তুমি বিবেচক হতে ভুলে গেছো। তুমি যখন স্বাভাবিকভাবে কথা বলো তখন তোমাকে পড়া আমার জন্য অনেক সহজ হয়ে যায়, কাজেই মুখভঙ্গি করো না। প্লিজ! যদি না তুমি আমাকে হাসাতে চাও। এখন তুমি আমাকে কী জিজ্ঞেস করেছিলে আমি ভুলে গেছি।'

'তোমার সঙ্গীত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম,' আমি বলি।

'ওহ, হ্যাঁ', জুলিয়া বলে। 'হ্যাঁ, আমি দুঃখিত।' সে আমার হাত ধরে, যেন সহানুভূতি প্রয়োজন আমারই। 'ভিয়েনায় আমার পরীক্ষার পর কীভাবে বাজানো বন্ধ করেছিলাম সে কথা তোমাকে বলেছি— তো, আমাদের বিয়ের পর, জেমস আমার পিছু লাগলো সবকিছু যেন আবার শুরু করি, আমার নিজের আনন্দের জন্য, দর্শক শ্রোতাদের জন্য নয়। ও কাজে চলে যাওয়ার পর, আমি পিয়ানো নিয়ে বসি। এতটাই নার্ভাস ছিলাম যে চাবিগুলো স্পর্শই করতে পারছিলাম না। তখন আমার দুই বা তিন মাসের বাচ্চা পেটে, যখন-তখন অসুস্থ হয়ে পড়ি, আর বাস্তবিকই দুর্বল বোধ করি, যেন দুই নোটের বেশি কোনও কর্ড আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে দুই খণ্ড করে ফেলতে পারবে। আমি 'টু-পার্ট ইনভেনশনস' দিয়ে শুরু করি। এর সঙ্গে তোমার কোনও যোগ ছিলো না, মিসেস শিপস্টারের কাছ থেকে তালিম নেয়া আমার একেবারে প্রথম দিককার পিয়ানো শিক্ষা। আমি প্রায় দেড় বছর বাজাইনি— হ্যাঁ, দেড় বছর—'

'মিসেস শিপস্টারকে ধন্যবাদ,' আমি মন্তব্য করি। 'তোমার মা-বাবাকে ধন্যবাদ। এবং জেমসকে ধন্যবাদ। অন্তত তোমাকে তোমার আঙুল ব্যবহার করে অর্থকড়ি উপার্জন করতে হয়নি।'

BanglaBook.org

জুলিয়া কিছু বলে না। আমি লক্ষ করি সে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে, ঠোঁটের দিকে। আমাকে পিছনে আটকে রাখছে কী? আমি কি সহজভাবে ওকে বলতে পারি না আমি ওকে কতো ভালোবাসি আর ওকে সাহায্য করতে চাই?

'তোমার হিয়ারিং এইড : এ জন্যই কি চুল লম্বা রেখেছো?'

'হ্যাঁ।'

'লম্বা চুলে তোমাকে মানায়।'

'ধন্যবাদ। তুমি এ কথা আগেও বলেছো, মাইকেল। এখন পুনরাবৃত্তি করতে হবে না তোমাকে, শুধু এই কারণে—'

'কিন্তু এটা... এই মুহূর্তে কি আছে?' আমি জিজ্ঞেস করি। 'নাকি ভিতরে?'

'না, ভিতরে নয়। কিন্তু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করছো কেন?'

'এ নিয়ে এমন দার্শনিকতার কী আছে?' আমি বলি। 'আমি বুঝতে পারছি না।'

'এটা তোমার কাছে নতুন, মাইকেল, এই পুরো অপার্থিব জগৎটা।'

'সব সময় কি অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে?'

'একটু।'

'দিনের পর দিন?'

'মাসের পর মাস। আর কতোদিন অন্যদের সঙ্গে বাজাতে সক্ষম হবো আমি জানি না। পিয়ানোর ক্ষেত্রে, সৌভাগ্য যে, তুমি নিজেই একাধিক বাজিয়ের ভূমিকা নিতে পারো, কাজেই এটা তেমন নির্জন জগৎ হবে না। আমার কয়েকটা একক অনুষ্ঠান আছে, এর মধ্যে এই ডিসেম্বরে উইগমোরে অনুষ্ঠিত হবে একটা। শুমান আর চপিন। এই অনুষ্ঠানের দিন তুমি ব্যাকস্টেজে এসে আমাকে অবাক করে দিতে পারো।'

'ওহ না— তোমার শুমান বাজানো শুনতে আমি আসছি না,' আমি বলি, ঘরোয়া হওয়ার চেষ্টায়। 'সে হচ্ছে ভুল শুন।' মনে করতে পারি না আগে কোথায় এ কথাটা শুনেছি।

জুলিয়া হাসে। 'তুমি ভীষণ সংকীর্ণচিত্ত, মাইকেল।'

'সংকীর্ণ গিরিসংকট গভীর হয়।'

জুলিয়াকে বিহ্বল দেখায়, তারপর সে স্বাভাবিক হয়। 'সংকীর্ণ গিরিসংকট সংকীর্ণ হয়।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিন্তু তুমি আমাকে তোমার ক্যারিয়ার সম্পর্কে কিছুই বলোনি। তুমি প্রকাশ্যে আবার বাজাতে শুরু করবে কবে?'

'লুকের বয়স আর কয়েক মাস বাড়লে। যখন ছোট্ট ছিলো তখন আমার বাজানো শুনতে ভালোবাসতো, আর ওকে খাওয়ানোর মাঝে মাঝে আমাকে বাজাতে হতো। কখনও কখনও ওকে খাওয়াতাম এক হাতে, আরেক হাতে পিয়ানো বাজাতাম— ওয়ান-পার্ট ইনভেনশন।' সে মৃদু হাসে।

'আর ওভাবে তুমি প্রকাশ্যে বাজিয়েছো?'

'অত্যন্ত মজাদার। এখন কিন্তু তুমি আমাকে— ওহ, হ্যাঁ, জেমস একদিন আমাকে বললো পরদিন সন্ধ্যায় কয়েকজনের জন্য বাজাতে পারবো কি না। নিজের কাছে যেটা সন্দেহজনক সেটা সে কখনই আমাকে করতে বলতো না, কাজেই কিছু না ভেবেই আমি হ্যাঁ বললাম। যখন তারা এলো, আমি তাদের ভিতর আবিষ্কার করলাম বস্টন গ্লোবের

BanglaBook.org

সঙ্গীত সমালোচক আর সঙ্গীত জগতের দুই হোমরাচোমরাকে। ওর চালাকিতে আমার খারাপ লাগলো, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সুতরাং বাজালাম। এবং আমার বাজানো তাদের ভালো লাগলো। তারপর থেকে বিষয়টা এগিয়ে চললো। স্টেজের আগে সালোঁয় বাজাতাম, কিন্তু বছর খানেক পর জেমস আর অন্যরাও আমাকে প্রকাশ্যে অনুষ্ঠানের পরামর্শ দিতে থাকলে— তাই অনুষ্ঠান করলাম। কিন্তু নিউ ইংল্যান্ড এলাকার অধিকাংশ লোকজন আমাকে জানে জুলিয়া হ্যানসেন নামে, তাই ওই নামেই লেগে থাকলাম।'

'নতুন নাম, নতুন শুরু, পুরনোর কোনও যোগ নেই?'

'হ্যাঁ। বাজানো যে বন্ধ করেছিলো সে জুলিয়া ম্যাকনিকোল।'

'আমি চলে আসার পর কয়েক মাস তুমি বাজিয়েছিলে?'

'আমার অধ্যয়ন ছিলো। বাজাতেই হতো।'

আমি কিছুই বলি না।

'কিন্তু আমি জানতাম না ভাগ্য আমার কতোটা সুপ্রসন্ন, ওই সবকিছু সত্ত্বেও,' জুলিয়া বলে। একটু থেমে সে কথা চালিয়ে যায়, 'কেউ জানে না এটা কীভাবে ঘটলো। ঠোঁট-ভাষা নিয়ে আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের কান খুব অদ্ভুত জিনিস। আমরা ডগ-হুইশেল শুনতে পাই না। তুমি কি জানো বাদুড় শুরু করে বাখকেও ছাড়িয়ে?'

'আমাকে হারিয়েছো তুমি,' আমি বলি।

'তাদের শ্রবণের পুরো পাল্লাটা রয়েছে বাখের চার অক্টাভেরও পরে।'

'আচ্ছা,' আমি বলি, 'আমার ধারণা বাদুড়দের কল্যাণে কেউ চার অক্টাভের স্বরবিন্যাস পরিবর্তন করতে পারবে।'

'মাইকেল, তুমি মুখ ঘুরিয়েছো। আমি ওটা মিস করেছি।'

'ওহ, পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই।'

'আবার বলো,' জুলিয়া অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বলে।

'আমি বললাম যে, বাদুড়দের কল্যাণে বাখের চার অক্টাভের স্বরবিন্যাসে পরিবর্তন আনা উচিত কারও।'

জুলিয়া আমার দিকে তাকিয়ে, তারপর হাসতে শুরু করে। শেষে তার গাল বেয়ে চোখের পানি গড়িয়ে পড়ে : অনেক দিকে জমা হয়ে থাকা চোখের পানি।

'হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছো, মাইকেল,' সে বলে। আমাকে জড়িয়ে ধরে, এক সপ্তাহের মধ্যে প্রথম। 'তুমি ঠিক বলেছো। ওটা খুব করুণ।'

৪.৭

হেলেন ফোন করে ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে।

'মধ্যাহ্নভোজ। হ্যাঁ। আজ। না, মাইকেল, কোনও অজুহাতে নয়। আমি খাওয়াচ্ছি। ভায়োলা। আমি ওটা পেয়েছি!'

আমরা একত্র হই স্যান্টেরিনি ট্যাভার্নায়। হেলেন সময় নষ্ট না করে আমাদের জন্য খাবারের অর্ডার দেয়।

BanglaBook.org

'আমি গতকাল সিরামিকস প্রদর্শনীর উদ্বোধনীতে গিয়েছিলাম,' হেলেন বলে। 'ভীষণ চৈনিক, ভীষণ গভীর। কিন্তু কিছু বিরক্তিকর সংগ্রাহক অন্যরা কিছু দেখে ওঠার আগেই ভিতরে ঢুকে পড়ে, আর প্রত্যেকটা আইটেমের নিচে লাল দাগ দিয়ে যায়। অন্য যারা এসেছিলো সবাইকে হতাশ দেখাচ্ছিলো।'

'তুমি আমাকে মেনু দেখতে দিলে না কেন?'

'যদি এমন কিছু থাকে যা আমার বেশি ভালো লাগতো।'

'ওহ, বোকার মতো কথা বলো না, মাইকেল, ক্লেফটিকন দারুণ খাবার। তোমার ল্যাম্ব খেতে ভালো লাগে, নাকি লাগে না? আমি কখনও স্মরণ করতে পারি না। আর এক বোতল হাউজ রেড নেয়া যাক। আমি আছি উৎসবের মেজাজে।'

'আমাদের কিন্তু দেড় ঘণ্টার ভিতর রিহার্সাল আছে।'

'ওহ—' হেলেন হাত নাড়ে। 'অমন কাঁকড়ার মতো আচরণ করো না তো।'

'আমি নই, তুমিই বেহুঁশ হয়ে যাবে। অথবা তন্দ্রালু। অথবা দুইই। মহিলারা লাঞ্চে অল্প খেয়েই অনেক মাতাল হয়ে যায়।'

'ওহ, তাই নাকি, মাইকেল?'

'বিশ্বাস করো। আর আমি কিছু স্পিনাচ খেতে চাই।'

'স্পিনাচ কেন?

'আমি স্পিনাচ পছন্দ করি।'

'স্পিনাচ তোমার জন্য খারাপ। এতে তোমার চোখ ড্যাবডেবে হয়ে যাবে।'

'কী নির্বোধের মতো কথা বলছো, হেলেন।'

'আমার কখনই স্পিনাচ ভালো লাগে না,' হেলেন বলে। 'পিয়ার্সেরও। তাই অন্য কিছুতে আমরা একমত হই। আমি কখনও কখনও অবাক হয়ে ভাবি, আদৌ কেন সে আমাকে কোয়ার্টেটে যোগ দিতে বলেছিলো। এবং আমিই বা কেন যোগ দিয়েছিলাম। আমি নিশ্চিত এই জোয়াল একসঙ্গে কাঁধে না নিলেও আমরা ভালো করতাম। অথবা যদি আমরা দুজনেই মিউজিশিয়ান না হতাম। অথবা প্রথমেই যদি সে ভায়োলিন না নিতো। আমি মনে করছি তা নয়— প্রত্যেক রুচিবান কম্পোজার ভায়োলা বাজাতেই পছন্দ করে... আহ, ভালো।' সে এখনই কেবল লক্ষ করে আমাদের ওয়েটার তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। 'আমাদের এক বোতল হাউজ রেড লাগবে। এবং আমার বন্ধু ভয়ংকর স্পিনাচ চায় কিছু,' হেলেন তাকে বলে।

'আমরা কেবল চমৎকার স্পিনাচ পরিবেশন করি ম্যাডাম।'

'বেশ, আমরা তার কিছুটা নেবো, তাহলে।'

ওয়েটার বো করে চলে যায়। হেলেন স্পষ্টতই এখানে নিয়মিত।

দ্রুত এক গ্লাস পান করার পর, হেলেন আমাকে বলে যে সঙ্গীতের হারানো দিনের গোধূলি এলাকায় একজনকে সে খুঁজে পেয়েছে যে ওর সমস্যার সমাধান করেছে।

'ওই বিশাল ভায়োলাগুলোর ভিতর থেকে একটাকে নিয়ে আসা আসল সমস্যা নয়— এখানে-সেখানে অমন দু'চারখানা এমনিতেই পড়ে আছে— আসল সমস্যা ছিলো রিগিং। তুমি কীভাবে ফোর্থে ওটাকে রিগ করবে? হুগো— সে দারুণ প্রতিভাবান, তার মতো কারও সঙ্গে আগে আমার দেখা হয়নি— সে নিচের দুটো তার বেঁধে দেয় মোটা সিলভার-আবৃত গাট দিয়ে এবং ওপরের দুটো সাধারণ গাট দিয়ে, আর আমরা

BanglaBook.org

টেনসনের কাজ করাতে ছুটে যাই একটা ফিডল-শপে— দোকানটা হচ্ছে স্টোক নিউইংটন, বিশ্বাস করতে পারো?— ওটা একটা জাজ বারের বিপরীতে এবং হুগো চায় আমরা যেন কোনও সময় ওখানে যাই, কিন্তু আমি এটা মোটেও অনুভব করি না এখানে—'

হেলেন তার বাম স্তনে বুড়ো আঙুল দিয়ে টোকা মারে এবং পানীয় গলায় ঢেলে দেয় ক্যাপ্টেন হ্যাডকের ধরনে।

আমি দ্বিতীয় গ্লাস পান করি। যদি বোতলটা শেয়ার না করি, হেলেন একাই সব পান করবে আর আমাদের রিহার্সালের সময় নাগাদ মাতাল হয়ে যাবে।

'বেশ,' হেলেন আবার বলতে শুরু করে, 'ফোর্থে ওটা রিগিং করার প্রথম চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়। তারগুলোর প্রয়োজন হয় বিপুল পরিমাণ টেনসন, আর ভাইব্রেটিং থেমে যায় প্লেটে। ওটা পুরোপুরি চটচটে না : ওটা তার জন্য ... আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না তুমি কেমন করে এ জিনিস খাবে, মাইকেল। এটা সত্যিই আমার বিস্বাদ লাগে। আমার বয়স যখন ছয় তখন এটা না খাওয়ার জন্য আমাকে ঘরের কোণে এক ঘণ্টা বসে থাকতে হতো। আমি কখনও খাইনি। এবং আমি দুঃখিতও বলিনি।'

'তাই, হেলেন। ওটা চটচটে। তারপর?'

'আমরা স্পিনাচ নিয়ে কথা বলছিলাম—'

'আমরা তোমার ভায়োলা নিয়ে কথা বলছিলাম।'

'তাই বলছিলাম আমরা। চটচটে। ইত্যাদি। এবং তার পর। কোন পর্যন্ত যেন বলেছিলাম?'

'ঠিক, হেলেন, গল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর ওয়াইন নয়।'

'এবং তারপর— তারপর, ওহ, হ্যাঁ, তারপর আমরা গেলাম বার্মিংহাম অথবা ম্যানচেস্টার অথবা কোথাও এবং একটা লোককে খুঁজে পেলাম যে কিনা স্ট্রিংয়ের সম্রাট। সোজা কসাইখানা থেকে গাট নিয়ে আসে সে, সেগুলো তার সমস্ত জায়গায় ছড়ানো পাত্রের ভিতর স্টিম করা হয়। তার বাড়িতে রীতিমতো কসাইখানার গন্ধ।' হেলেন তার ক্লেফটিকন এক পাশে সরিয়ে রাখে ফর্ক দিয়ে। 'তুমি জানো, এটা যদি সত্যি না হতো যে আমি শাকসবজি পছন্দ করি না, তাহলে অবশ্যই আমি সিরামিকভোজীতে পরিণত হতাম।'

'সব ঠিক আছে, ম্যাডাম?' আমাদের ওয়েটার জিজ্ঞেস করে।

'ওহ, হ্যাঁ, পুরোপুরি,' হেলেন একটু অন্যমনস্কভাবে বলে 'তারপর হুগো এসে স্ট্রিং বাছাই করে— বিপুল মোটা স্ট্রিং— আর ওগুলোর কয়েকটা দিয়ে আমরা চেষ্টা করি। খুব বেশি টেনসন ব্যবহার না করেই আমরা সঠিক টিউনিং পেয়ে যাই, কিন্তু যখন সে বো প্রয়োগ করে তখন সেগুলো পাশাপাশি ভাইব্রেট হয়।'

হেলেন হাত নেড়ে সেটা দেখায়, তার খালি গ্লাসটা ওঠায়। যখন নামিয়ে রাখে, আমি ওটা নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে রাখি।

'আমিও বেচারা গরুগুলোর কথা না ভাবার চেষ্টা করি। নাকি ওটা ভেড়া?' হেলেন জিজ্ঞেস করে।

'তোমার স্ট্রিং...' আমি বলি।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। অদ্ভুত শোনায়। বো চালানোর সময় থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত তুমি নোট শুনতে পাবে।'

'ভায়োলার ওটা সব সময়ের সমস্যা, নয় কি?' আমি বলি, ভায়োলা নিয়ে বেশ কিছু কৌতুক চলে আসে মাথায়।

'এটা ছিলো কয়েক হাজার গুণ খারাপ,' হেলেন বলে। 'কিন্তু কয়েকবার ট্রায়াল আর ভুল হলেও, আর উত্তরাঞ্চলীয় গাট দিয়ে নতুন করে স্ট্রিং জুড়ে, হুগো ঠিকই ব্যবস্থা করে ফেললো। সে এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে আনা একটা অতি ভারি বো ব্যবহার করে, তখনও ধীর, কিন্তু শব্দ আসছিলো বিস্ময়কর। সময় ঠিক রাখার জন্য আমাকে কেবল অনুশীলন করতে হবে। তাকে ধন্যবাদ জানাবো কীভাবে জানি না। তার পরামর্শ...'

'এ সত্যিই মহাবিস্ময়, হেলেন,' আমি বলি। 'এখন খাওয়া শেষ করো। এজন্য এক গ্লাস মিনারেল ওয়াটার খেতে হবে।'

'পানি?' হেলেন বলে চোখ পিটপিট করে। 'পানি? ওতেই তোমার এতো আগ্রহ আর উদ্যম?'

'পানি,' আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলি, আমার ঘড়ি দেখি। 'এবং যদি তারপরও হাতে সময় থাকে তাহলে এক কাপ কফি।'

'ওয়াইন,' হেলেন বলে। 'ওয়াইন। জীবন ছাড়া, ওয়াইনের কোনও মূল্য নেই।'

৪.৮

ওপের স্ট্রিংয়ে প্রসারিত দেহভঙ্গি করার স্বভাব আছে বিলির : চেলোবাদকদের সাধারণ ব্যাধি। যখন সে একটা লক্ষ্য ভেদ করে, বিশেষ করে একটা স্তবকের শেষে, তখন আয়েশ করার মতো চেলোর গলা থেকে বাম হাতটা উঠিয়ে নেয়, যেন বলতে চায়— দেখ, মা, হাত ছেড়ে দিয়েছি। সি-স্ট্রিংয়ে যখন এটা ঘটে, তখন সেটা প্রায় বিদায়-সূচক ভঙ্গির মতো লাগে।

আমি কখনই ওসবের মধ্যে যাই না। ব্যাপারটা সেইসব পিয়ানোবাদকদের মতো যারা হাতের সাহায্যে গ্র্যান্ড প্যারাবোলার বিবরণ দেয়, অথবা লাইডার-গায়কদের মতো যাদের মাথা ঘাড়ের ওপর ড্যাফোডিলের মতো ফুটে থাকে।

হেলেনের চোখে বিপদজনক চাউনি। সে বিস্ময়কর চমৎকার বাজাচ্ছে। আজ যেটা বেখাপ্পা লাগছে সেটা হলো অনুকরণমূলক স্তবকে সে যা করছে : আগের বাদকের প্রায় একটা ক্লোন বলা যায় এমন স্তবকে সে সাড়া দিচ্ছে। প্রথমে ওটা সীমিত থাকে শব্দে, আর এতে যথেষ্ট একঘেয়ে লাগে। পিয়ার্স স্ট্যাকাটো ট্রিপলেটে একটা অ্যারপেজ্জোয় হোঁচট খাচ্ছে, হেলেনও ঠিক একইভাবে একই জায়গায় হোঁচট খাচ্ছে। তাকে ওয়াইন থেকে আরেকটু বিরত রাখা উচিত ছিলো আমার।

আমরা হেইডনের ওপাস ৬৪ থেকে একটা কোয়ার্টেট অনুকরণ পৌঁছেছে মুখের অভিব্যক্তি পর্যন্ত। কিন্তু এখন আমি লক্ষ করি সে আরও বেখাপ্পা কিছু করছে। ওপেন স্ট্রিংয়ের পর একটা বিরতি এলেই সে ভায়োলা থেকে হাত সরিয়ে নিচ্ছে।

এতে আমি এতটাই চমকিত হই যে খেয়ালই করি না, আমিও ওটা করতে শুরু করেছি। তবে একটু অবাক হই যখন দেখি পিয়ার্স অপলক চোখে তাকিয়ে আছে হেলেন ও আমার দিকে, এবং দাঁত সিটকে ফিঙ্গারবোর্ড থেকে সেও হাত সরিয়ে নিতে শুরু করেছে। আমরা সবাই বিলির মতো আচরণ করছি।

BanglaBook.org

বিলির মুখটা আরও বেশি বেশি লাল হয়ে যায়, আর দেহভঙ্গিও ছোট হতে থাকে। তারপর একটা স্তবকের মাঝখানে সে দুইবার হাঁচি দেয় এবং হঠাৎ থেমে যায়। সে উঠে দাঁড়ায়, তার চেয়ারের গায়ে ঠেশ দিয়ে রাখা তার চেলো, তারপর বো থেকে চুল ঝাড়তে থাকে।

'ব্যাপার কী, বিলি?' হেলেন জিজ্ঞেস করে।

'আমার যথেষ্ট হয়েছে,' বিলি বলে। আগুনচোখে তাকায় আমাদের সবার দিকে।

পিয়ার্স আর আমি অবাক হই, কিন্তু হেলেনকে বিভ্রান্ত মনে হয় না। 'কী যথেষ্ট হয়েছে?' সে জিজ্ঞেস করে।

'তুমি জানো সেটা,' বিলি বলে। 'তোমরা সবাই জানো। তোমরা এ পরিকল্পনা করেছিলে কখন?'

'আমরা কিছুই পরিকল্পনা করিনি, বিলি,' পিয়ার্স বলে।

'এটা এমনিতেই ঘটেছে,' আমি বলি।

'কী ঘটেছে?' হেলেন জিজ্ঞেস করে।

'এটা শুরু করেছিলে তুমি,' বিলি অভিযোগ করে বলে। 'তুমি— তুমিই শুরু করেছিলে। সাধু সাজার চেষ্টা করো না।'

হেলেন চকলেট বিস্কুটের দিকে এক পলক তাকায়। কিন্তু নেয় না।

'আমি দুঃখিত, বিলি,' আমি আস্তে বলি। 'হেলেন এমন কি খেয়াল করেছে বলেও আমার মনে হয় না। পিয়ার্স এবং আমি ওর সঙ্গে যোগ না দিলেও পারতাম।'

'আমি ওপেন স্ট্রিংয়ে যা করি তা যদি তোমাদের পছন্দ না হয়, সে কথা আমাকে এমনিতেই বলতে পারো, তা না করে নোংরাভাবে আমাকে বোঝাচ্ছো।'

হেলেন তার বাম হাতের দিকে তাকিয়ে আছে অপলক চোখে। 'ওহ, বিলি, বিলি,' সে বলে, উঠে দাঁড়িয়ে বিলির গালে সে চুমু দেয়, 'বসো, বসো, আমি কী করছি তা জানতামই না। তুমি হঠাৎ করে অমন স্পর্শকাতর হয়ে উঠলে কেন?'

বিলিকে আহত থাবাওয়ালা ভালুকের মতো দেখাচ্ছে। সে বসে পড়ে আর বো আঁটো করে নেয়। 'তোমরা আমার বিরুদ্ধে দল পাকালে সেটা আমি অপছন্দ করি,' সে চোখে আহত অভিব্যক্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করে। 'আমি অপছন্দ করি।'

'কিন্তু, বিলি, আমরা দল পাকাই না,' পিয়ার্স বলে।

বিলি আমাদের দিকে তাকায় অন্ধকার চোখে। 'হ্যাঁ, পাকাও। আমি জানি তোমরা আমার লেখা কোয়ার্টেট বাজাতে চাও না।'

পিয়ার্স আর আমি একে অন্যের দিকে পলকে তাকাই, কিন্তু আমরা কেউ কথা বলার আগেই হেলেন ফেটে, 'আমরা চাই, বিলি, অবশ্যই আমরা চাই, আমরা ওটা বাজাতে ভালোবাসি।'

'পুরোপুরি,' আমি দ্রুত যোগ করি।

'একবার,' যোগ করে পিয়ার্স।

'ওটা এখনও শেষ হয়নি,' বিলি বলে।

'আহ,' স্বস্তির সঙ্গে বলে পিয়ার্স।

'হয়তো আমাদের ভিয়েনার পর পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত,' আমি পরামর্শ দিই।

'এবং বাখের ওপর কাজ শুরু করার পর,' পিয়ার্স যোগ করে।

BanglaBook.org

হেলেন কৌতূহল নিয়ে পিয়ার্সের দিকে তাকায়, কিন্তু একটা শব্দও উচ্চারণ করে না। বিলির আশংকা নিশ্চিত হয়েছে, সে আমাদের কারও দিকে তাকায় না। আমি পরবর্তী আলোড়নের সঙ্গীত পরীক্ষায় ব্যস্ত। হেলেনের ফ্রিজ গুঞ্জন করে, ওটা জি এবং জি শার্পের মাঝামাঝি একটা নোটের মতো কিছু হবে।

৪.৯

প্রায় সর্বক্ষণ আমার মন জুড়ে আছে জুলিয়া, তাই ভার্জিনিয়ের কাছ থেকে ফোন আসার ব্যাপারে আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না।

'মাইকেল, আমি ভার্জিনিয়ে বলছি। তুমি যদি থাকো, দয়া করে উত্তর দাও, আর তোমার অ্যানসারিং মেশিনের পিছনে লুকিয়ে থেকো না। হ্যালো, মাইকেল, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো, দয়া করে ফোনটা ধরো এখন, দয়া করো, মাইকেল, আমার সঙ্গে খেলা বন্ধ করো, আমি...'

'হ্যালো।'

'তুমি আগেই ফোন ধরলেই না কেন?'

'ভার্জিনিয়ে, তুমি জানো এখন কয়টা বাজে?'

'এগারোটা তিরিশ। তাতে কী হয়েছে? তুমি দুই সপ্তাহ আমার সঙ্গে কথা বলো না। তুমি কি মনে করো আমি সহজেই ঘুমাতে পারি?'

'ভার্জিনিয়ে, আমি এখন কথা বলতে পারবো না।'

'কেন পারবে না? আজ কি খুব পরিশ্রম গেছে?'

'হ্যাঁ, এক রকম।'

'বেচারা মাইকেল, বেচারা মাইকেল, আর তাড়াতাড়ি বিছানায় চলে গেছো ঘুমাতে।'

'তাড়াতাড়ি।'

'ওহ, qu'est-ce que tu m'enerves! আমি যেভাবে খুশি কথা বলবো। তুমি কার সঙ্গে ঘুমাচ্ছো? মেয়েটা কে?'

'ফালতু কথা বন্ধ করো, ভার্জিনিয়ে।'

'আমাকে আবার মিথ্যে বলো না। আমি এটা জানি, আমি এটা জানি। তুমি কারও সঙ্গে ঘুমাচ্ছো?'

'হ্যাঁ।'

'আমি জানতাম। আমি জানতাম!' ভার্জিনিয়ে চিৎকার করে। 'আর আমাকে তুমি মিথ্যে বলেছো। তুমি মিথ্যে বলেছো, মিথ্যে বলেছো, বলেছো কারও সঙ্গে তুমি মেলামেশা করছো না। আর আমি তোমার কথা বিশ্বাস করেছিলাম। কী বিরক্তিকর তুমি, মাইকেল। ওর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দাও।'

'ভার্জিনিয়ে, শান্ত হও— অবুঝের মতো কথা বলো না—'

'ওহ, আমি তোমাকে ঘৃণা করি ইংরেজ। অবুঝের মতো কথা বলো না, অবুঝের মতো কথা বলো না। তোমার হৃদয় সিমেন্টের মতো।'

BanglaBook.org

'ভার্জিনিয়ে, শোনো, আমি তোমার অনুরাগী, কিন্তু—'

'অনুরাগী। অনুরাগী। ফোনটা ওকে দাও। আমি ওকে বলবো তুমি কেমন অনুরাগী ছিলে আমার।'

'সে এখানে নেই।'

'আমি নির্বোধ নই, মাইকেল।'

'সে এখানে নেই, ভার্জিনিয়ে, সে এখানে নেই, ঠিক আছে? নিজেকে অমন করুণ করে তুলো না। এই সমস্ত ব্যাপারে আমার খারাপ লাগছে। কিন্তু আমি জানি না কী করবো। আমার জায়গায় তুমি হলে কী করতে?'

'তোমার কী স্পর্ধা?' ভার্জিনিয়ে বলে। 'তোমার কী স্পর্ধা ও কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছো? তুমি তাকে ভালোবাসো?'

'হ্যাঁ।' এক সেকেন্ড বিরতির পর আমি ধীর কণ্ঠে বলি। 'হ্যাঁ। ভালোবাসি।'

'আমি আর কখনও তোমাকে দেখতে চাই না, মাইকেল।' ভার্জিনিয়ে বলে, তার কণ্ঠস্বর কান্না আর ক্রোধের মাঝামাঝি। 'আমি আর কখনই তোমাকে দেখতে চাই না। একজন শিক্ষক হিসেবেও না বা অন্য কোনওভাবে। আমার বয়স কম, আর আমি ভালো সময় কাটাবো। তুমি দেখে নিও। আর এজন্য তোমাকে অনুতাপ করতে হবে। তোমাকে সবকিছুর জন্যই অনুতাপ করতে হবে। আমি আশা করি তোমার জীবন সে নরক করে তুলবে। যাতে তোমার ঘুম হারাম হয়ে যায় বা আরও কিছু। তুমি সব সময় আমাকে হালকাভাবে নিয়েছো, কারণ আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম।'

'শুভরাত, ভার্জিনিয়ে। আমি জানি না কী বলবো। আমি দুঃখিত। সত্যিই আমি দুঃখিত। শুভরাত।

সে আর কিছু বলার আগেই, আমি ফোন নামিয়ে রাখি। সে আবার ফোন করে না।

আমি ভয়ানক আচরণ করছি এবং আমি তা জানি। কিন্তু আমার আর কোনও উপায় নেই। যখন তার সঙ্গে ছিলাম তখন তাকে ব্যবহার করছি বলে আমার কখনও মনে হয়নি। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা পরস্পরের কাছে অচেনা মানুষে পরিণত হচ্ছি, সপ্তাহগুলো পেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরকে নিয়ে ভাবনাও ক্রমশ কমে যাচ্ছে। আর সময়ে পুরোপুরিই মুছে যাবো পরস্পরের জীবন থেকেও। বেচারা ভার্জিনিয়ে, আমি মনে মনে বলি, এবং একটু লজ্জা বোধ করি এই ভাবনায়। আশা করি সে কাউকে খুঁজে পাবে যে আমার মতো হবে না : প্রাণোচ্ছলতায় সুখী, এবং, সর্বোপরি, কারও সত্তার মরণের ছাপ থাকবে না যার ভিতর।

৪.১০

শনিবারের এক সকালে ঠিক আটটার আগে, জুলিয়া, আমাকে হতবাক করে দিয়ে, আবির্ভূত হয় সার্পেন্টাইনে। স্বাভাবিকভাবেই উইকএন্ডে তার সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয় না। এদিন জেমস বাইরে গেছে, আর লুক আছে এক বন্ধুর বাসায়। জুলিয়া এখানকার ব্যাপার দেখে অবাক। সে বিশ্বাসই করতে চায় না আমি এখানে সাঁতারের সঙ্গে যুক্ত। আর সে বুঝতেও পারে না আমি কেনই বা যুক্ত। যাই হোক না কেন, আমি তো আসলে ক্রীড়ামোদী নই। আমি তাকে বলি যে তার কাজ অবাক হওয়া নয়, বরং

BanglaBook.org

আমাকে উৎসাহিত করা। যাই হোক, তার উপস্থিতির কারণে আমি তির্যকভাবে সাঁতার কেটে আসি, আর একেবারে শেষে সাঁতার শেষ করি। এই মহিলা কে তার তালাশ নেয় অন্যরা। আমি তাদের বলি সে আমার চার্লেডি।

ওখান থেকে আমার ফ্ল্যাটে ফিরে এসে আমরা দৈহিকভাবে মিলিত হই। তার ওপর থেকে উদ্বেগ সরে যায়। সে চোখ বন্ধ করে, সে লম্বা শ্বাস ফেলে, সে আমাকে বলে দেয় কী করতে হবে। আমি তাকে যা বলি সে শুনতে পায় না।

'নিজেকে একটা পুরুষ রক্ষিতা মনে হয় আমার,' আমি পরে তাকে বলি। 'তুমি আসো আমার কাছে; আমি কখনও নিশ্চিত হতে পারি না ঠিক কখন আসবে। তারপর আমি কখনও বলতে পারি না তুমি দেহমিলন চাইবে কি চাইবে না। তুমি যখন এখানে থাকো আমি কামকাতর হই, বাকি সময় কল্পনা করতে থাকি ঠিক কখন আবার তুমি আসবে। এবং তুমি আমার জন্য সুন্দর সুন্দর জিনিস আনো, যা আমার ভালো লাগে— কিন্তু স্টেজ ছাড়া তোমার কাফ-লিংক কখন আর পরবো আমি?'

'এবং ভার্জিনিয়ে, সে কি তোমাকে টাকা দেয়— দিতো?'

'তুমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করছো।'

'না, করছি না। দিতো?'

'হ্যাঁ, পাঠ-শিক্ষার জন্য, অবশ্যই।'

'আর সে টাকা দেয়া বন্ধ করেছে যখন তুমি যৌনসঙ্গম শুরু করেছো?'

আমি জুলিয়ার দিকে তাকাই, বিস্মিত। এটা একেবারে নিরেট, তার কাছ থেকে আসছে। 'না,' আমি জবাব দিই। 'একবার এ পরামর্শ তাকে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে বলেছিলো, এর অর্থ দাঁড়াবে যে আমি তাকে পারিশ্রমিক দিচ্ছি।'

'সে ভয়ংকর কথা বলেছে। হয়তো তাকে তুমি যথেষ্ট মূল্য দাও না।'

'সত্যিই?' আমি বলি, আর চুমু খাই ওকে। 'আমরা একসঙ্গে গোসল করি এসো।'

'হায় খোদা, মাইকেল, গত দশ বছরে তোমার কী ঘটেছে?'

'আসো। আমি সাবান দিয়ে সার্পেন্টানের আবর্জনা দূর করে দিই তোমার গা থেকে।'

কিন্তু কপাল মন্দ, গোসলের মাঝখানে পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল আর্খাঙ্গেল কোর্টের, তার গায়ে সাবান আর শ্যাম্পু মাখানো।

'ভয় পেও না,' আমি বলি। 'ট্যাপ থেকে কিছু পানি এনে দিচ্ছি। ওখানে সাধারণত পানি থাকে।'

সাবানের ভিতর দিয়ে সে আমাকে বোঝার চেষ্টা করে। 'তাড়াতাড়ি, মাইকেল,' সে বলে।'

'তোমাকে জাঁকালো দেখাচ্ছে। আমার ক্যামেরায় ফিল্ম আছে কিনা দেখি দাঁড়াও।'

'মজা করো না তো।'

বুজার বেজে ওঠে। আমার একজন ছাত্র জেমি পাওয়েলকে দেখা যায় ছোট নীল স্ক্রিনে। আমি তাকে আশপাশে একটু ঘোরাঘুরি করে দশ মিনিট পরে আসতে বলি। অল্পবয়সী এই ছেলেটা আমার ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে অনাগ্রহী, কাজেই আমার কথায় অবাক না হয়ে বরং খুশিই হলো।

যখন সে ফিরে এলো, ততক্ষণে জুলিয়া পোশাক পরে ফিটফাট হয়ে গেছে। জেমি একটা অকর্মণ্য তরুণ, সঙ্গীত ভালোবাসে, গিটারে আবিষ্ট, বেহালায় অনীহা। তার মা-

BanglaBook.org

বাবা আমার কাছে তার শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টা কেন চালিয়ে যাচ্ছে আমি জানি না। তবে এটা আমার অন্তত আয়ের ব্যাপার। সে আমাদের দুজনের দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকায়। আমি সংক্ষেপে তাদের পরিচয় করিয়ে দিই, 'জেসিকা এ হলো জেমি; জেমি, জেসিকা,' জুলিয়া চলে যায়, আমাদের আর চুম্বন বিনিময় হয় না। কিন্তু পাঠের পুরো সময়টায় চাপা হাসি হেসে গেল জেমি।

যদিও কিছুটা বিঘ্ন ঘটেছে, যদিও জুলিয়া চলে গেছে এবং কিছু সময়ের জন্য তাকে আর হয়তো দেখতে পাবো না, তবু তার আগমন দিনের অবশিষ্ট সময়টুকুর জন্য আমাকে সুখী করেছে। আমাদের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি ভাবতে পারি না, আমাকে ঝিমুনি ধরিয়ে দিয়েছে নতুন করে এই অন্তরঙ্গতা, অবিশ্বাস ও উত্তেজনা। আমরা একসঙ্গে থাকলে প্রায় সবকিছু নিয়ে আলাপ করি— ভিয়েনায় সেই দিনগুলো নিয়ে যখন আমরা সুখী ছিলাম, আলাপ করি সঙ্গীত নিয়ে, এবং আমাদের বিচ্ছিন্নতার বছরগুলো নিয়ে— ওই সময়টাকে এখন আর হারিয়ে গেছে বলা যাবে না, বলতে হবে আমরা মিস করেছি। যদিও ওই সময়কালে আমার জীবনের আকার নিয়ে আমি কথা বলি, কিন্তু অন্ধকারের বিষয়টা ছুঁই না, যা এখনও আমার কাছে অনপনেয়, যা আমাকে আচ্ছন্ন করেছিলো এবং আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ হয়েছিলো অথবা বিচ্ছেদে বাধ্য হয়েছিলাম আমি যার জন্য।

আমি এখন তাকে সেই সময়ের কথা বলি, ট্যাক্সিতে রেডিও শুনতে শুনতে আমি তার বাজানো শুনেছিলাম, এখন আমি নিশ্চিত। আমি অন্তর দিয়ে তা অনুভব করেছিলাম, আমি বলি; আমার ভুল হতে পারে না। সে তখন লন্ডনেও ছিলো না, প্রকাশ্যে বাখও বাজায়নি কখনও। সেটা তার বাজানো নয়, সে বলে, অন্য কোনও নারীর।

'নারীর?' আমি জিজ্ঞেস করি।

হ্যাঁ,' সে বলে। 'তুমি যে বলছো আমি বলে ভুল করেছিলে, তাই।'

৪.১১

তার পরিবার সম্পর্কে যদিও সে কথা বলে, তা সত্ত্বেও কখনও সে বলে না ঠিক কীভাবে বা কোথায় তার দেখা হয়েছিলো জেমসের সঙ্গে, আর কীভাবেই বা জেমস তাকে জয় করে নিলো। আমিও এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করি না।

আমাদের আদর-সোহাগ এক নয়। একদা তিরস্কৃত, যা স্বাভাবিক হতে পারতো সেভাবে তাকে ডাকি না। কেবল একজন প্রিয় মানুষের জন্যই জায়গা আছে। এবং, এমন কি ব্যাপারটা তাকে বিরক্ত না করলেও, আমি তাকে মনে করিয়ে দিতে চাই না তার ডাইনিং টেবিলের কথা, তার বাচ্চার কথা, তার স্বামীর কথা। কিন্তু অনুভব করি আমি তাকে যেভাবে জানি তা অনন্য— যে লোকটা তার সঙ্গে বসবাস করছে সেও জানে না— তার মূল সত্তাটাকে আমি চিনি : মহান এক কর্ড যা তাকে সংযুক্ত করেছে তার সঙ্গীতের সঙ্গে। আমি তাকে জানি যখন প্রথম সে প্রেমে পড়েছিলো এবং হয়তো ওই একবারই— কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কতোটুকু জানি?

আমাদের মধ্যে সবকিছুই চমৎকার চলছে। এমন কি যখন একা থাকি তখনও এই বৈচিত্র্যের উজ্জ্বলতায় আপ্লুত থাকি। কিন্তু সে বসবাস করে দ্বৈতজগতে। আমাকে ছাড়িয়ে তার একটা জীবন আছে, সেখানে নানান জায়গা আর মানুষ আছে যা আমার অদেখা। আমরা প্রেমের ছোট্ট পরিসরে আবদ্ধ। এই কয়েক বছরে আমাদের পরিবর্তন ঘটেছে বিপরীতমুখী : সে ভিড় সইতে পারে না, আর আমি আমার আগে জীবনের নিঃসঙ্গতায় ফিরে যেতে পারি না।

এমন যদি কোনও কনসার্ট থাকে যা আমাদের দুজনেরই ভালো লাগবে, তাও আমরা যাই না। কে জানে কাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে, অথবা কারা আমাদের দেখবে। তাছাড়া তার হিয়ারিং এইডে কখনও কখনও সঠিক স্বর ধরা পড়ে না। আমার সঙ্গে যখন সে থাকে তখন ওটা পরে না সে একেবারেই।

আমি আরও প্রতিবাদ, আরও ক্ষোভ, আরও ক্রোধ আশা করতে পারতাম। আমি তেমন কিছু যখন বলি, জুলিয়া আমাকে সেইসব মানুষদের কথা শোনায় যাদের দেখা পেয়েছে লিপ-রিডিং ক্লাসে। একজন ভয়ানক অসুখে ভুগছে, ফলে শ্রবণক্ষমতা হারাচ্ছে। একজন গুরুতর স্ট্রোকের পর বধির হয়ে গেছে; সে রাস্তায় চলতে গিয়ে লোকজনের গায়ের ওপর গিয়ে পড়ে এবং লোকেরা তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় মাতাল মনে করে। প্রায় পঞ্চাশ বছরের এক মহিলা তালগোল পাকানো অপারেশনের পরিণতিতে রাতারাতি শ্রবণশক্তি হারিয়েছে। 'আমার অবস্থা তাদের চেয়ে অনেক ভালো,' জুলিয়া বলে।

'কিন্তু তুমি একজন মিউজিশিয়ান। এটাই তো সবচেয়ে কঠিন আর সবার চেয়ে।'

'বেশ— ব্যাপারটা শেয়ার করতে এখন তো তোমাকে পেয়েছি।'

'তুমি বিষয়টা হালকাভাবে নিচ্ছো।'

'আচ্ছা, মাইকেল, এটা নেয়ার ব্যাপার আমার। যদি তোমার বেলায় এটা ঘটতো তাহলে তোমাকেও কোনওভাবে একটা কিছু ব্যবস্থা করে নিতে হতো। তুমি হয়তো ওই রকম ভাববে না, কিন্তু তোমাকে করতে হতো।'

'আমার এতে সন্দেহ আছে, জুলিয়া। আমি জানি না কী করতাম... আমি... আমার চেয়ে তোমার চারিত্রিক দৃঢ়তা অনেক বেশি।'

'না। আমি কেবল নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, একেবারে না থাকার চেয়ে বধির মা থাকাও ভালো।'

এ কথায় কী বলবো আমি বুঝতে পারি না।

'অন্তত,' কিছুক্ষণ পর সে বলে, 'অন্তত আমি বধির হয়ে জন্মাইনি। অন্তত আমার স্মৃতি আমাকে বলতে পারে শুবার্টের স্ট্রিং কুইন্টেট কেমন শোনায়। সেক্ষেত্রে আমি মোজার্টের চেয়েও বেশি ভাগ্যবান— যিনি এটার একটা নোটও কখনও শোনেননি— অথবা বাখের চেয়েও— যিনি মোজার্টের একটা নোটও শোনেননি কখনও...'

কোনও কোনও সময় মুখোশ আলগা হয়ে যায়, এবং আমি তার শোচনীয়তা অনুভব করি।

আমি জিজ্ঞেস করি এখনও সে হাতের সাহায্যে কীভাবে সঙ্গীত সৃষ্টি করে, কীভাবে চমৎকার অনুভূতি ছড়িয়ে বাজায় এখনও। এ আমার অনুমানের বাইরে। সাধারণভাবে সঙ্গীত নিয়ে কথা বলতে সে মুখিয়ে থাকলেও এ প্রশ্নে নিজের মধ্যে গুটিয়ে যায়। আমাকে শুধু বলে যে, একটা স্তবকের অ্যানালগ করে নেয় মনের ভিতর, তারপর দেহকে

BanglaBook.org

সেটা আঁকতে দেয়। আমার জন্য তার বধিরতা ভেঙে দিয়েছে একটা আদর্শ স্বপ্ন, কিন্তু আরও রূঢ়ভাবে তাকে প্রশ্ন করি কীভাবে? 'আঁকা' বলতে সে কী বোঝাচ্ছে? তার কান কী জোগান দেয় তাকে? পেডালের বিষয়টা সে কীভাবে বুঝতে পারে?

সে এখনও জীবনের ছোট ছোট সুখের অনুরাগী। এরই একটা নিদর্শন তার সেদিনের বাসের ছবিটা। আমরা এখনও মাঝে মাঝে বাসে উঠি। দোতলায় বিপরীত দিকে বসি মাঝখানে চলাচলের পথ রেখে। এতে প্রথম দিনের সেই সাক্ষাতের কথা আমার মতো তারও মনে পড়ে। 'আমি এইসব সাক্ষাতের জন্য পূর্বনির্দিষ্ট স্থান ও সময় নিয়ে গর্ব অনুভব করি না,' আজ সে বলে। 'আমি যা করছি তা আর কেউ করলে, আমি জানি না তার সম্পর্কে কী ভাবতাম।'

'খুব নোংরা শোনাচ্ছে, জুলিয়া। তুমি নিশ্চয় তা বোঝাচ্ছো না। তুমি আমাকে পেয়ে অসুখী নও, তাই না?'

'না, কেন অসুখী হবো?' সে বলে, কন্ডাকটরকে দেখার আগে আমার হাত ধরার জন্য নিজের হাত বাড়িয়ে দেয়।

এটা তার জন্য কেমন? ঘরে সে স্ত্রী এবং মা হয়েও কীভাবে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে? সে আস্থায় বিশ্বাসী, আমি তার যন্ত্রণা দেখতে পাই, আরও ঘেঁটে দেখতে সাহস পাই না যদি তার প্রভাব পড়ে আমাদের নিজস্ব জগতে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি না, সেও আমাকে বলে না, এই গত দুই সপ্তাহে সে গির্জায় গেছে কি না, আর যদি গিয়ে থাকে তবে কী ভাবনা ভেবেছে।

ব্যভিচার এবং পাপ : এর চেয়ে নরম শব্দ নেই। কিন্তু জুলিয়া এসব মানতে পারে না। সে নিশ্চয় এক যুক্তিবাদী খোদায় বিশ্বাসী। এর সবই আমার কাছে পরদেশী, এমন কি বোধের অগম্য। কিন্তু সে যা চেয়েছিলো তার চেয়ে বেশি কি আমি তাকে বাধ্য করেছি? আমাদের বহু আগে হারিয়ে যাওয়া জোড়ের বন্ধন নতুন করে গাঁথার জন্য কি একসঙ্গে সঙ্গীত সৃষ্টি অব্যাহত রাখবো আমরা? তালে কি তাতে কোনও পাপ থাকবে না? সে কি নিজেকে দুই স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে, দুই জগতের দুই স্বামী?

এসব নিয়ে ভাবা অর্থহীন, যেহেতু এটা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু শুরু না হলে কী হতো? যদি আমরা দৈহিকভাবে মিলিত না হই তাহলে কী হতো? কেমন স্পর্শকাতর হতো সেটা, কেমন বিশুদ্ধ, বিমর্ষ, কাঁটার মতো তীক্ষ্ণ, সুন্দর— কেমন মিথ্যা, কেমন মানসিক যন্ত্রণাদায়ক, কেমন স্বস্তিহীন।

৪.১২

এরিকা আর আমরা চারজন একটা কালো ক্যাবে চড়ে স্ট্রাটার রেকর্ডসে যাচ্ছি। এরিকা এইমাত্র আমাদের বলেছে যে তার অফিসের নতুন মেয়েটা আমাদের জন্য ভিয়েনা ও ভেনিসের পাঁচটার জায়গায় চারটে টিকেট বুক করেছে। সে বুঝতে পারেনি যে, বিলির চেলোর জন্যই একটা পুরো সিট লাগে সব সময়।

'একেবারে হাস্যকর, এরিকা,' পিয়ার্স বলে। 'ওর হাত থেকে আমাদের রেহাই দাও।'

BanglaBook.org

'আরে, ও নতুন, একেবারে তরুণী, মাত্র কলেজ থেকে বেরিয়েছে, ও জানতো না।'

'তাহলে শেষ টিকেটের ব্যাপারে আমরা কী করবো— নাকি আলাদা আলাদা ফ্লাইটে যাবো?'

'ট্রাভেল এজেন্ট বলেছে সপ্তাহের শেষে তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমি পুরোপুরি আশাবাদী।'

'কখন আশাবাদী নও তুমি?' পিয়ার্স চ্যাঁচায়।

'যাই হোক,' বিলি বলে, ট্যাক্সির জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে, 'আমি ভিয়েনায় তেমন হট নই।'

'ওহ, এখন আবার কী, বিলি?' পিয়ার্স অধৈর্য কণ্ঠে বলে। 'তুমি শুবার্ট সম্পর্কে আগে কখনই অভিযোগ করোনি।'

'শুরু করার ক্ষেত্রে, আমি মনে করি আমাদের প্রোগ্রাম ভারসাম্যহীন,' বিলি বলে। 'আমরা স্ট্রিং কুইন্টেট আর ট্রুট দুটোই বাজাতে পারবো না।'

'এবার কী, বিলি? তালিকাক্রম নিয়ে সংকট? একটা বেশি আগে, একটা বেশি পরে?'

'হ্যাঁ, এবং দুটোই কুইন্টেট, দুটোই বিপুল।'

'আমরা ওগুলো বাজাবো,' পিয়ার্স বলে। 'শুবার্টের সব এক সঙ্গে চমৎকার চলে। আর তিনি যদি সত্তুর বছর পর্যন্ত বাঁচতেন, তাহলে এসব হতো তার প্রথম দিককার রচনা। তোমার যদি আপত্তি থাকে, তাহলে ক্রামানুসারে আগে আনোনি কেন?'

'আমি স্ট্রিং কুইন্টেটে বরং দ্বিতীয় চেলোই বাজাবো,' বিলি যোগ করে।

'কিন্তু কেন?' আমি জিজ্ঞেস করি। 'প্রথম চেলোয় সবচেয়ে চমৎকার টিউন আছে।'

'ট্রুটে চালাতে পারবো এমন সমস্ত চমৎকারিত্বই আমার আছে,' বিলি বলে। 'আর স্ট্রিং কুইন্টেটের ঝড়ো বিটগুলো আমি ভালোবাসি : ডা-ডা-ডা ড-ডা-ডা ডাম! ওগুলো আমারই বাজানো উচিত। আমি কোয়ার্টেটের অ্যাংকর। বাইরের চেলোবাদক কেন সব সময় দ্বিতীয় চেলো বাজাবে?'

'তুমি অন্য সময়ে অন্য কোর্টেটে দ্বিতীয় চেলো বাজাতে পারবে,' হেলেন বলে।

'আমি জানি না,' বিলি কিছুক্ষণ পর বলে। 'যাই হোক, ওটা মোটেই এক কথা নয়।'

'আজ সবার কী হয়েছে?' হেলেন চড়া সুরে প্রশ্ন করে। 'সবাই মনে হচ্ছে কোনও ব্যাপারে টানটান হয়ে আছে।'

'আমি না,' আমি বলি।

'ওহ, হ্যাঁ, তুমিও। আর তুমি টানটান হয়ে আছো কী এক ব্যাপারে খোদা জানেন কতো দিন হয়ে গেল।'

'আর তুমি টানটান হয়ে নেই?' পিয়ার্স জোরালো কণ্ঠে হেলেনকে জিজ্ঞেস করে।

'না, আমি কেন টানটান হয়ে থাকবো?' হেলেন বলে। 'দেখ।' সে জানলার বাইরে আঙুল দিয়ে দেখায় সেন্ট জেমস'স পার্কের দিকে। 'এখন বসন্ত।'

'হেলেন এক বীভৎস লোকের প্রেমে পড়েছে যার নাম হুগো,' আমাদের জানাতে পিয়ার্স বলে। 'সেই লোক একটা দলের অংশ যেটার নাম অ্যান্টিকুয়া বা ওইরকম কিছু, সে বারোক ফিডল বাজায় আর স্যান্ডেল পরে আর দাড়ি রাখে : তোমরা একবার কল্পনা করো।'

'আমি প্রেমে পড়িনি,' হেলেন বলে। 'এবং সেও বীভৎস নয়।'

'অবশ্যই বীভৎস,' পিয়ার্স বলে। 'তুমি অন্ধ হয়ে গেছো।'

'সে একটুও বীভৎস নয়, পিয়ার্স। আমি এখন দারুণ ভালো মেজাজে আছি।'

'তাকে লোমশ জন্তুর মতো লাগে,' পিয়ার্স বলে।

'আমার বন্ধুদেরও আমি এইভাবে কথা বলতে দিই না,' হেলেন গরম সুরে বলে। 'তুমি শুধু একবার তাকে দেখেছো, সুতরাং তুমি জানো না সে কি রকম চমৎকার। আর আমি দরকারি ভায়োলাটা পেয়েছি তার বদৌলতেই, সে জন্যই এই রেকর্ডিং করতে পারছি। এ কথা ভুলে যেও না।'

'যেন আমি পারতাম,' পিয়ার্স বলে।

'তুমি এই রেকর্ডিং করতে চাও না?' হেলেন জিজ্ঞেস করে। 'আমি মনে করেছিলাম তোমাকে আমরা বোঝাতে পেরেছি।'

'একজনের বিপরীতে তিনজন,' পিয়ার্স যেন নিজেকেই বলে।

'পিয়ার্স,' হেলেন বলে, 'সবাই কোনও না কোনও সময়ে তোমার মতো মনে করে, একজনেরও বিরুদ্ধে তিনজন। আর কোনও কিছু করার জন্য কেউ তো তোমার ওপর জোর খাটাচ্ছে না। যখন টোরিয়াস—'

পিয়ার্স এমন চোখে তাকায় যে বাক্যের মাঝখানেই থেমে যায় হেলেন।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' হেলেন বলে। 'দুঃখিত-দুঃখিত। আমি ওসব কথা বলতে চাইছি না। কিন্তু এটা হাস্যকর। কেউ অ্যালেক্স সম্পর্কে কথা বলতে পারবে না। কেউ টোবিয়াস সম্পর্কে কথা বলতে পারবে না। কেউ কাউকে নিয়ে কথা বলতে পারবে না।'

পিয়ার্সের চোয়াল শক্ত হয়ে এঁটে আছে, সে কিছুই বলে না। আমাদের কারও দিকেই তাকায় না।

'নেগেটিভ, নেগেঠিভ, নেগেটিভ, আজ সবাই এমন নেগেটিভ,' হেলেন ঝলমলে মুখে বলে। 'এই সকালে আমি যখন কফি বানাচ্ছিলাম তখন আচমকা উপলব্ধি করলাম মিউজিশিয়ানরা কি রকম একঘেয়ে। আমাদের বন্ধুরা সবাই মিউজিশিয়ান আর মিউজিক ছাড়া অন্য কিছুতে আমরা আগ্রহী নই। আমরা বামন। পুনোপুরি বামন। অ্যাথলেটদের মতো।'

'ঠিক, দলীয় সদস্যরা,' এরিকা বলে। 'আমরা এসে গেছি। এখন শোনো, মনে রাখবে আমাদের যা প্রয়োজন তা হলো একটা ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট।'

৪.১৩

ইসোবেল শিঙ্গল আমাদের অভ্যর্থনা জানায় প্রেমাস্পদ প্রশংসার ভিতর দিয়ে, আর সময়সূচি নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না, বাজানোর ধরন, 'আর্ট অফ ফিউগ' এর যে সব অংশে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা সংযোজন সম্ভব সেসব নিয়েও কথা বাড়ায় না। সে এই ভাবনায় আপ্লুত যে কোনও স্থানান্তর ব্যতিরেকেই পুরো জিনিসটা বাজনায় তুলে আনা সম্ভব হচ্ছে। অবশ্য এ জন্য বিলি আর হেলেনের অবদানও কম নয়।

ইসোবেল শিঙ্গল জানতে চায়, আমরা নিয়মিত স্টুডিওতে রেকর্ড করবো, নাকি আরও প্রাকৃতিক পরিবেশে কোথাও— একটা গির্জার কথা সে উল্লেখ করে যেটা তারা

BanglaBook.org

মাঝে মাঝে ব্যবহার করে। এরিকা তাকে বলে, আমরা এখনই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না, এবং এটাও, অন্য সবকিছুর মতোই, তাকে বিরক্ত করে না বলেই মনে হয়।

ইসোবেল শিঙ্গল আলোচনার পুরো সময়টায় চরম টানটান আর নার্ভাস হয়ে থাকে, আমরা তাকে অদ্ভুত এক অবস্থান থেকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা চালাই। মনে হয় সে যেন এইমাত্র অন্য কোনও গ্রহ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তার আন্তঃ ছায়াপথীয় অভিযান শুরু চেষ্টা করছে।

ইসোবেলকে মনে হচ্ছে সে ইরকোকে দেখে আতংকিত, টেলিফোনের ব্যাপারে আতংকিত, এমন কি তার নিজের সচিবকে দেখেও আতংকিত। কিন্তু এরিকা আমাদের বলেছে, প্রকৃতপক্ষে কোনও কিছুতেই আতংকিত নয় ইসোবেল শিঙ্গল। এমন কি যাদের টাকায় চলে স্ট্র্যাটাস রেকর্ডস তাদের ব্যাপারেও। সে তাদের মিটিংয়ে যায়, আর যখনই তারা সমালোচনা করে বা কোনও প্রশ্ন করে, সে ফিসফিসানির মতো কণ্ঠস্বর নামিয়ে এমনভাবে কথা বলে যে তারা তাদের আপত্তি তুলে নেয়। প্রত্যেকেই বরং তাকে হারানোর ভয়ে আতংকিত হয়ে থাকে, কারণ এরিকা সংক্ষেপে যাকে বলে 'এ অ্যান্ড আর' অর্থাৎ 'আর্টিস্টস অ্যান্ড রিপার্টোয়ার' তাদের পিছনকার গঠনমূলক শক্তিই হলো সে।

সময়ে সময়ে, আমাদের মিটিং চলা মধ্যেও, তার কণ্ঠস্বর এতোটা নিচে নেমে যাচ্ছিলো যা প্রায় শোনাই যায় না, কেবল তার ঠোঁট নড়তে দেখা যাচ্ছিলো। আমাদের জন্য এটা হেঁয়ালিপূর্ণ হলেও, আমার মনে হলো এ রকম পরিস্থিতি জুলিয়ার পক্ষে সামলানো কোনও ব্যাপারই হতো না। এ ভাবনায় আমি কিছুটা চমকে উঠি, এবং এ কথা ভাবছি বলে নিজেকে নিয়েও চমকে উঠি। কিন্তু সহসা ইসোবেল শিঙ্গল নিরানন্দের মতো মৃদু হাসে, এবং মনে হয় কিছু আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে, তার কণ্ঠস্বরের ট্রেন সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসে বলে, 'তাহলে আমরা, দেখ, ওটা নিয়েও এগিয়ে যেতে পারি— যদি তোমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, অবশ্যই। পাবলিসিটি অ্যান্ড প্রোমোশন জ্যান্ত আমার চামড়া তুলে নেবে যদি তোমরা রাজি না হও, কিন্তু সবটাই তোমাদের ব্যাপার।' শহীদী ভাবনার কারণে তার মুখের মৃদু হাসি ক্ষীণ হয়ে আসে। এবং আমরা বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে তার কথায় রাজি হয়ে যাই।

পিয়ার্স এ প্রকল্প নিয়ে দারুণ উদ্যম দেখায়। হেলেন নিজের বিস্ময় আর কৃতজ্ঞতা ঢাকার চেষ্টা করে। সবকিছু যেভাবে সম্পন্ন হয়েছে তাতে পরিপূর্ণ আপ্লুত হয় এরিকা। বৈঠক শেষে হঠাৎ তার মনে পড়ে এক স্প্যানিশ ডিভার সঙ্গে তার বৈঠক আছে এবং সে দেরি করে ফেলেছে। আমাদের সবাইকে সে 'মোয়াহ-মোয়াহ!' শব্দে চুমু দেয়, পিয়ার্সকে আলিঙ্গন করে, এবং ট্রাফিক বাতিতে থেমে থাকা একটা ট্যাক্সি ধরার জন্য রাস্তার দিকে দৌড়ে যায়।

৪.১৪

'মাইকেল, তুমি, মাইকেল?'

'হ্যাঁ, হ্যালো, বাবা। কী ব্যাপার?'

'ওহ, তেমন কিছু না, সা-সা অসুস্থ। আমরা [illegible]কে পশু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবো।'

BanglaBook.org

'গুরুতর কিছু নয়, আশা করি।'

'ও সবখানে শুধু বমি করছে, আর মনে হচ্ছে না যে ওর কোনও... কোনও...'

'শক্তি আছে?'

'শক্তি।'

সা-সার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু আছে বলে মনে করি না। সে বছরে একবার এমনভাবে সবাইকে শংকার মধ্যে ফেলে দেয়। এর মধ্যেই তার নয় বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এ ব্যাপারে তার কোনও কৃতজ্ঞতাবোধ দেখা যায় না।

'তোমার শরীর ভালো আছে তো, বাবা?' আমি জিজ্ঞেস।

'ভালো, ভালো... বেশ কিছু দিন তোমার খবর পাই না।'

'ওহ, আমি খুব ব্যস্ত।'

'আমি কল্পনা করতে পারি। ভিয়েনায় গিয়েছিলে, তাই না?'

'না, বাবা, ওখানে আগামীতে যাবো।'

'তুমি কীভাবে এটা করো, জানি না।'

'কিসের কথা বলছো?'

'সব কিছু ঠিক মতো চালানো, জোয়ান আর আমি বলাবলি করি তোমাকে নিয়ে আমরা কতোটা গর্বিত। কে ভাবতে পেরেছিলো তুমি এসব করবে... ওহ, আমি জানি কী বলতে হবে। মিসেস ফর্মবি তোমাকে ফোন করেছে?'

'না, না, বাবা, ফোন করেনি।'

'শোনো, সে তোমার টেলিফোন নম্বর চেয়েছিলো এবং সেটা তাকে না দেয়ার কোনও কারণ আমি খুঁজে পাইনি।'

'খুব ভালো, বাবা।'

'আমি সবাইকে তোমার ফোন নম্বর দিতে চাই না। আমি চাই না তারা তোমার কাজের মধ্যে ব্যঘাত ঘটাক।'

'তুমি যা ভালো মনে করো, বাবা। যদি কাউকে নম্বর দাও, আমার অসুবিধে নেই। মিসেস ফর্মবী কী চায়? বলেছে কিছু?'

'না, বলেনি। আমি জিজ্ঞেস করবো?'

'ঠিক আছে। আমি ভাবলাম কেবল।'

'ওহ, সে বলে তার জন্য তুমি বড়দিনের পুডিং নিয়ে গিয়েছিলে সেটা তার ভালো লেগেছিলো। চমৎকার ভদ্রমহিলা সে। সব সময়ই অমন।'

'জোয়ান ফুফু ভালো আছে?'

'সে ভালো আছে, কেবল তার হাত দুটো, তুমি জানো...'

'আর্থ্রাইটিস।'

'হ্যাঁ, ওটাই।'

'তাকে আমার ভালোবাসা দিও।'

'দেবো।'

'আচ্ছা, বিদায়, বাবা। শিগগিরই আবার কথা বলবো।'

এই কথোপকথন মনে মনে আবার শুনি। মিসেস ফর্মবির কাছ থেকে শিগগিরই ফোন আসবে বলে আমি আশা করতে পারি। আমার ছোট্ট মিউজিক রুমে আসি-- মিউজিক রুম না বলে কুঠরি বলাই সঙ্গত— এবং আমার বেহালার বাক্সটা খুলি।

BanglaBook.org

জলপাই-সবুজ মখমলের আবরণ তুলে বের করে আনি টনোনিটা। মৃদু, অত্যন্ত মৃদু হাতে স্পর্শ করি ওটার পিঠ, পেট। কতো দীর্ঘ সময় এক সঙ্গে আছি আমরা, আমরা দুজন : ভিয়েনায় কাটানো দিনগুলো, তারপর নির্জন বছরগুলো, আর এই গত কয়েক বছর ম্যাগিওরের সঙ্গে। যে বছর জুলিয়া এসেছিলো আমার জীবনে, সেই একই বছর এটাও এসেছিলো। কতোদিন আমরা এককণ্ঠে গান গেয়েছি। কতোটা আমরা একজন আরেকজনের মধ্যে বেড়ে উঠেছি। কেমন করে কোনও কিছু আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাবে এখন?

৪.১৫

আমি ফোন ভয় পাচ্ছি। ওটা থেকে আমার জন্য ভালো কোনও কিছুই আসতে পারে না। জুলিয়া আমার সঙ্গে কথা বলতে পারে না। এই ফোন থেকে এখন আসতে পারে এক তরুণী নারীর ভর্ৎসনা যে নিজেকে ভ্রান্তির শিকার হয়েছে বলে মনে করে, অথবা এক বৃদ্ধা নারীর অনুরোধ, যে আমার ভালো ছাড়া কখনও খারাপ করেনি, যদিও তার অধিকার আছে আমি যে জিনিসটা ভালোবাসি সেটাকে নিয়ে নেয়ার।

ভার্জিনিয়ে ফোন করে না। মিসেস ফর্মবি ফোন করে না। প্রায়ই আমার অ্যানসারিং মেশিনে কোনও বার্তা থাকে না, এবং আমি তাতে খুশি। কখনও কখন বেশ কয়েকটা থাকে। মাঝে মাঝে লন্ডন বেইট কোম্পানির কাস্টমাররা আমাকে জ্বালিয়ে মারে। এ ব্যাপারে আমার কিছু করা উচিত বলে মনে হয়।

আমি আয়নায় নিজের দিকে তাকাই। এক পক্ষকাল পর আমার বয়স হবে ৩৮। আমার দুই কানের প্রান্তে চুলের হালকা শাদা রঙ ধরেছে। আমার অর্ধেক জীবন খরচ হয়ে যাওয়ার পর কোথায় এখন আমি? আমার বাবার বয়সে পৌঁছালে কোথায় থাকবো?

গোঁফওয়ালা ব্যাংকারকে কে কবে দেখেছে? তার সে গোঁফ চেছে ফেলার মধ্যেই বা উল্লেখযোগ্য কী আছে?

জুলিয়া আর আমি বেশি সময় একসঙ্গে কাটাতে পারি না। আমরা দিনের খানিকটা অংশ ছিনিয়ে নিই মাত্র। আমরা সন্ধ্যায় মিলিত হইনি— সেই প্রথম সাক্ষাৎ ছাড়া— সে আশাও করতে পারি না। এ কারণে আমার রাত থেকে যায় একাকীত্বের মধ্যে বন্দি, ভাগাভাগি করতে পারি না। একা একা কাজ করি, বই পড়ি, লক্ষ্যহীনভাবে হেঁটে বেড়াই আশপশের এলাকায়। একবার হেঁটে যাই তার রাস্তা দিয়ে। নামানো ব্লাইন্ডের কিনারায় চিকন আলোর রেখা দেখা যায়। তারা কী ওই কামরাগুলোয় আছে, নাকি চন্দ্রাকৃতি বাগানের দিকে মুখ করা কামরাগুলোয়?

সে তার সন্ধ্যাগুলোর কথা আমাকে বলেছে। সেগুলো ঘরোয়া বিষয় আশায়ে ভরপুর। লুক, জেমস, পিয়ানো, বই, টেলিভিশন, বুজবি। তারা সচরাচর বাইরে যায় না।

আমি যদিও জানি সে কী করে, কিন্তু তার সুর-তাল-ছন্দ আমার জানা নেই। আমার তা ধরাছোঁয়ার বাইরে। তা সত্ত্বেও দিনের আলোয় আমরা যা ভাগ করে নিই তা আমার ভাবনার চেয়েও বেশি।

ম্যাগনোলিয়া; ফরসাইথিয়া; ক্লেম্যাটিস। যেন এই গত কয়েক বছরে আবহাওয়া কুটিল হয়ে উঠেছে, আর সবকিছু তালগোল পাকিয়ে ডুবে গেছে।

BanglaBook.org

মিসেস ফর্মবিকে ফোন করবো কি না ভাবি, কিন্তু করা হয় না। আমাদের যন্ত্রগুলো অন্য এক কোয়ার্টেটে; প্রত্যেকের আছে নিজস্ব সমান্তরাল জীবন। হেলেন তার ধার করা ভায়োলায় অভ্যস্ত হচ্ছে। এতে সে 'আর্ট অফ ফিউগের' ট্রেনর ভয়েসের নিম্নতম এলাকায় বিচরণ করে, অন্যদিকে নিজের ভায়োলায় সবকিছুই বাজায় সে। নিজের অদ্ভুত টিউনিংয়ের প্রতি কি বিদ্রোহ করে বিশাল আকৃতির ধার করা ওই যন্ত্রটি? নতুন করে তৈরি করা নিজের নিচু ও ধীর টোনের স্বর সম্পর্কে কী ভাবে যন্ত্রটি?

পিয়ার্সের বেহালা, আমার মনে হয়, অনিশ্চয়তায় রয়েছে। ওটা জানে, পিয়ার্স আরেকটা বেহালার সন্ধান করছে, পেয়ে গেলে এটাকে বিক্রি করে দেয়ার পরিকল্পনা আছে তার।

বিলির চেলো ভালোবাসায় পূর্ণ, সেটা অস্তিত্ব নিয়ে আছে চিত্তাকর্ষকভাবে। বিলির নিজের সৃষ্টি ছাড়া, এই যন্ত্রটি প্রকরণ আর কৌশলের দিক থেকে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। বিলি দেরিতে হলেও টাইমিংয়ের ব্যাপারে খানিকটা নমনীয়তা অবলম্বন করেছে। তার শব্দের ভলিউম না বড়িয়েই বা তার রিদম-সেটিং বিট থেকে সরে না এলেও এতে তার নিজের স্বর কাঙ্ক্ষিত ফল দিচ্ছে, আর আমরা যাই বাজাচ্ছি তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সব রকম বিভ্রান্তির পর তার চেলো আমাদের ভিয়েনাগামী ফ্লাইটে একটা সিট জোগাড় করে নিয়েছে।

ওই শহরে আমার পুরনো জীবনের কথা আমি ভাবি। জুলিয়ার এখন যেহেতু গোপন করার কিছুই নেই, আমি তার মধ্যে এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করি যার কৃতিত্ব আমার নয় বা আমি যা বুঝিও না। যা ঘটে চলেছে তা যখন পূর্ণ হবে, তখন কি সে শুনতে পাবে মন দিয়ে?

বিভাল্ডির দুটো ম্যানচেস্টার সনাটা বাজাই আমরা একত্রে। আমার টলোনি অপূর্ব গায়, যেন বলতে চায় ভিভাল্ডির নিজের কনসার্টে তাকে বাজানোর দিনগুলো ভালোই মনে আছে তার। জুলিয়া কিবোর্ডে যা বাজায় তা পরিষ্কার ও চমৎকার করে বাজায়। কেবল এখনই আমি লক্ষ করি যে অত্যন্ত দুর্লভভাবে, একটা স্তবকের শেষে, তার আঙুল একটা কি স্পর্শ করে, সেটা দৃশ্যমান হয়, কিন্তু এতোই কোমলভাবে যে আমি শব্দ শুনতে পাই না, তবে সন্দেহ নেই সেই শব্দ সে শুনতে পায়।

একদা শহরে আমরা যেসব সন্ধ্যা একসঙ্গে কাটাতাম সেই সন্ধ্যাগুলোয় ডুবে যায় আমাদের এখনকার দিনের আলো। আমি শিগগিরই সেখানে যাবো : সেখানে লাইলাক ফুটেছে, চেস্টনাট গাছ পাতায় পাতায় কোলাহলমুখর। ভাবতে অবাক লাগে তার মা এখনও সেখানে বসবাস করে, আর সে নিজে লন্ডনে।

ম্যাগিওর পঞ্চম বাদ্যযন্ত্রী ছাড়াই শুবার্টের স্ট্রিং কুইন্টেট চালিয়ে যায় : ভিয়েনায় আমাদের দ্বিতীয় চেলোবাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণ রিহার্সালের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। এটা বেশ অদ্ভুত অনুশীলন হলেও প্রয়োজনীয়; একজন কল্পিত পার্টনারকে নিয়ে প্রায়ই আমাদের রিহার্সাল করতে হবে। বিলি প্রথমে নীরব থাকে, তারপর প্রথম চেলো বাজায় তার ওস্তাদি দেখে। এক পর্যায়ে সে আমাদের হাসায়ও।

BanglaBook.org

আমাদের সঙ্গে ট্রটে বাজাবে যে অস্ট্রিয়ান পিয়ানোবাদক, তার এক কনসার্টে লন্ডনে আসার কথা ছিলো গত সপ্তাহে। আমরা একটা প্রাক-ভিয়েনা রিহার্সালের জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। কোনও কারণে তার কনসার্ট বাতিল হয়ে যায়, এবং লন্ডনে সে আসেনি।

ভিয়েনার এই আসন্ন সফরটা হতে পারতো খুবই কঠিন। আমি হোটেলে নিজেকে আটকে রাখতে চাইতাম, কিন্তু আমার মন আমাকে নিয়ে যেতো শহরের বিভিন্ন জায়গায় : কাফে, দানিউবের তীরে, উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ে। এখন আমরা আবার মিলিত হয়েছি বলে ফেলে আসা অতীতের জন্য অনুশোচনার ভয় আর পাচ্ছি না।

নিশ্চিতভাবেই লাইলাক ফোটে মে মাসে। আর সেই শাদা ফুল যা আমি দেখেছি শুধু ভিয়েনাতেই, বাবলা জাতীয় ওইসব গাছে।

৪.১৬

দরোজার ঘন্টা বাজে। আমি ড্রেসিং গাউন পরি, তারপর দরোজার দিকে আসি।

'কে?'

নীরবতা।

পিপ-হোল দিয়ে দেখি। জুলিয়া, করিডোরে দাঁড়িয়ে আছে প্রমোদিত অবয়বে। আমার অনুমান রব তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে শুধুই রবের উদ্দেশ্যে একটু হেসে থাকতে পারে।

'ওহ, কী নিষ্প্রভ!' কামরায় ঢোকার সময় বলে জুলিয়া। 'খুব অন্ধকার। ব্লাইন্ড তুলে দাও। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। আর কিছু শুনতেও পাচ্ছি না। দিনটা যে চমৎকার তা নয়। মাইকেল, নয়টা বেজে গেছে। তুমি শুয়ে থাকতে পারবে না। আমরা কেনাকাটা করতে যাচ্ছি।'

'আমাকে উত্ত্যক্ত করো না,' আমি প্রতিবাদ করি। 'গতরাতে অনেক দেরিতে আমরা নরউইচ থেকে ফিরেছি। আমাকে ঘুমে ধরেছে।'

কিন্তু জুলিয়া জানলার ব্লাইন্ড তুলে দিচ্ছে, আমার কথায় সাড়া দেয় না। 'আহ, এই ভালো,' সে বলে।

'বিছানায় এসো।' আমি বলি।

'ওসবের সময় নেই। তোমার শেভ করা লাগবে না। গোসল করে নাও। আমি কফি বানাচ্ছি। হাই তুলো না। দিনটাকে ধরো।'

হাই তুলতে তুলতে আমি ওর নির্দেশনা পালনের চেষ্টা করি। স্নানের সময় আমার মনে একটা প্রশ্ন আসে, আর আমি চিৎকার করি, 'কেনাকাটা কিসের জন্য?' ও যদি উত্তর দেয় তবে পানির শব্দে তা শোনা যাবে না। তারপর মনে পড়ে, কোনও উত্তরই আসবে না। কিন্তু কেনাকাটা কেন? আমি বরং ওর সঙ্গে ঘরেই থাকতে পারি।

'কারণ এক সপ্তাহের মধ্যে তোমার জন্ম দিন,' জুলিয়া কফি খেতে খেতে বলে।

'ওহ,' আমি বলি, আনন্দিত।

'কাজেই তুমি আমার মুঠোয়।'

'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।'

BanglaBook.org

'তোমার সোয়েটারগুলো ভয়ানক বেঢপ, মাইকেল।'

'কিন্তু এখন এপ্রিল মাস প্রায় এসে গেছে। এখন আরেকটা সোয়েটার আমার লাগবে না।'

'তোমার দরকার একটা হালকা গ্রীষ্মকালীন সোয়েটার। দেখি তো কী আছে তোমার... গতরাতে কী করছিলে তুমি? তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

'ক্যামেরাটা অ্যাংলিকার সঙ্গে একটা কনসার্টের জন্য নরউইচে গিয়েছিলাম। ফিরেছি রাত তিনটেয়।'

'তিনটেয়?'

'একজনের সঙ্গে লিফট নিয়েছিলাম— তার গাড়ির চাবি হারিয়ে গেল, আমরা এএকে ফোন করলাম... তুমি নিশ্চয় বিস্তারিত শুনবে না। তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে।'

'লাইকওয়াইজ।'

'লাইকওয়াইজ— ওটা কি জেমসীয় শব্দ?'

'জেমসীয়, তুমি বলছো? তা নয়!'

'আমি নিশ্চিত তাইই। তুমি কখনও 'লাইকওয়াইজ' বলতে অভ্যস্ত নও।'

'আরে, আমি ওটা স্টেটসে গিয়ে শিখেছি... এখন শেষ করো তো, মাইকেল। আমাদের হাতে সারাদিন সময় নেই।'

'কি একটা দিন! আমি একটা খেলনা-ভালুক আর একটা থ্রিলার নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে চাই।'

জুলিয়া জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো। গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। সারা আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে ধোঁয়াটে তুলোর মতো, দিগন্তে ফুটে আছে ধূসর দালানকোঠা। বৃষ্টির ফোটা গড়িয়ে পড়ছে জানলার শার্সি দিয়েও।

'এটা ঠিক ভিয়েনার দিনের মতো,' জুলিয়া বলে। 'আমি ভালোবাসি।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'হার্ভে নিকোলসে।'

'ওটা আমার কেনাকাটার জায়গা নয়।'

'আমারও নয়। কিন্তু ওখানেই আমরা যাবো।'

'কেন?'

'আরেকদিন এক বন্ধুর স্বামী একটা সোয়েটার পরেছিলো। ওই রকম একটা তোমার জন্য কিনতে চাই। ওটা সে ওখান থেকেই কিনেছিলো।'

আধঘণ্টা পর আমরা বেসমেন্টে, মেন'স সেকশনে, শুধু সোয়েটারই নয়, টাই এবং শার্টও দেখছি। দোকানের একটা মেয়ে আমাদের উদ্দেশ্য মৃদু হাসে। ভাবছে আমরা স্বামী-স্ত্রী কেনাকাটা করতে বেরিয়েছি। আমি মুহূর্তের জন্য মহোল্লাস অনুভব করি এবং তারপর উৎকণ্ঠা।

'আমরা তোমার স্বামীর একজন সহকর্মীর সঙ্গে ধাক্কা খেতে যাচ্ছি,' আমি জুলিয়াকে বলি।

'অবশ্যই না, মাইকেল, তারা সবাই ক্যানারি হোয়ার্ফে বসে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠান একত্রীকরণ সম্পর্কে বিশ্বকে পরামর্শ দিচ্ছে। এটা দেখ তো কেমন?'

BanglaBook.org

'সত্যিই সুন্দর।

সে মেরুন রঙের একটা সোয়েটার আমার গায়ের সঙ্গে ধরে দেখে। তাকে সিরিয়াস দেখায়। 'না, এটা নয়। না, তোমার দরকার আরও নীল অথবা সবুজ। লাল আর গোলাপি বা ওই ধরনের কিছু তোমাকে মানায় না।'

সে পোলো গলার গাঢ় সবুজ একটা বেছে নেয়। 'আমি জানি না,' আমি বলি। 'এটা আমাকে উইগমোর হলের গ্রিন রুমের কার্পেটের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।'

জুলিয়া হাসে। 'তাই। এবং সারাংশ ওটাই সব নয়। কিন্তু এটার ভাব আমার ভালো লাগছে।'

'আমি তোমার কথা নেবো এটার বিনিময়ে।'

'তুমি হতভাগা।'

'আসলেই, আমার একটু অদ্ভুত লাগছে, জুলিয়া, একটু ঝিমুনি।'

'আমি তাতে নিশ্চিত। কাপড়চোপড় কিনতে আসা কখনই তোমার পছন্দ নয়।'

'না, জুলিয়া, সত্যিই।'

আমি বাস্তবিকই অস্বস্তি, পীড়িত আর ঝিমুনি বোধ করছি : উজ্জ্বল ঝলমলে আলো, চারপাশে বিপুলসংখ্যক মানুষ, উত্তাপ, রং, মাটির নিচে থাকার অনুভূতি, হয়তো এমন কি আমার ঘুমের অভাব... আমি জানি না এটা কি, কিন্তু আমি বসে পড়তে চাই। আমি অনুভব করি যেন দুটো জগতে আছি। এটা হলো চরম অন্তরঙ্গতা— আমরা এক সঙ্গে কেনাকাটা করছি, আর সেলসগার্লরা আমাদের অভ্যর্থনাসূচক হাসি দিচ্ছে।

আমি একটা দেয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে পড়ি আর দুই হাতের তালু দিয়ে চোখ ঢাকি।

'মাইকেল,— মাইকেল— কী ব্যাপার?'

মনে হয় কোথাও একটা দরোজা আমার ওপর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শব্দগুলো একাকার হয়ে যায় : ক্রেতাদের নানারকম ভাষা, একটা মর্গে হিমায়িত টার্কিগুলো নীরব, মাংস ফ্রিজ করার মোটরের শব্দ, আমার চারপাশের সবকিছু থেকে পালিয়ে যাওয়ার নিদারুণ প্রয়োজনীয়তা।

'জুলিয়া—'

'তুমি সুস্থ আছো?' সে ফিসফিস করে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ— শুধু আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করো!'

'মাইকেল, তোমার মুখের ওপর থেকে হাত সরাও— তুমি কী বলছো আমি শুনতে পাচ্ছি না।'

'জুলিয়া, আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করো।'

সে মেঝের ওপর তার ব্যাগটা রাখে, এবং কোনওভাবে, তার সাহায্য নিয়ে, আমি সোজা হয়ে দাঁড়াই। এখনও ঠেশ দিয়ে আছি দেয়ালে।

'আমি ঠিক হয়ে যাবো। আমি ঠিক হয়ে যাবো। আমাকে কেবল এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

'আমাদের সাহায্য করতে কাউকে ডাকছি।'

'না, না, শুধু এখান থেকে বাইরে চলো।'

আমরা এস্কেলেটরে চাপি, তারপর দরোজায় আসি। জুলিয়া বলে : 'ওহ না— আমার ব্যাগ। মাইকেল, এখানে একটু ঠেশ দিয়ে দাঁড়াও। এক সেকেন্ডের মধ্যেই আসবো।'

BanglaBook.org

আধ মিনিটের মধ্যে সে ফিরে আসে; ব্যাগটা খোয়া যায়নি। কিন্তু তার চোখ দেখেই বুঝতে পারি আমাকে কেমন ভয়ানক লাগছে। আমার কপাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। স্টোর থেকে একজন ছুটে আসছে আমাদের দিকে।

'আমি সুস্থ হয়ে যাবো।' মৃদু হাসি জোগাড় করি মুখে। 'আশা করি গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। আমার তাজা বাতাস দরকার। আমার একটা কফি দরকার।'

'উপরতলায় একটা জায়গা আছে...' জুলিয়া বলে।

'না। প্লিজ। অন্য কোথাও।'

'হ্যাঁ, আমার অভাগা প্রিয়তম। অবশ্যই, অন্য কোথাও।'

আমি মাথা নাড়ি এবং তার গায়ে লেগে থাকি। 'আমি ভীষণ দুঃখিত...'

'শ্‌শ্‌,' জুলিয়া বলে, আমাকে বাইরে বৃষ্টির মধ্যে নিয়ে যায়। সে ছাতি ব্যবহার করতে পারে না। বৃষ্টি তার চুল ভিজিয়ে দেয় এবং তার পোশাকে পানির দাগ পড়ে।

৪.১৭

একশো গজ দূরে একটা কাফের উপরতলায় আমরা বসেছি। জুলিয়া আমাকে জানলার দিকে মুখ করে বসিয়েছে। আমরা কফির অর্ডার দিয়েছি। আমি কিছুক্ষণ নীরবে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি।

'অনেক বছর এটা ঘটেনি,' আমি বলি।

'এখন কেমন লাগছে?' ও জিজ্ঞেস করে।

'সবকিছু যেন আমার ওপর চেপে আসছে,' আমি বলি, আর মাথা নামাই।

জুলিয়া আমার গালে কোমলভাবে হাত ছোঁয়ায়।

আমি কয়েক মিনিট চুপচাপ থাকি।

'এ জন্যই যেখানে বাস করছি সেখানেই বাস করি আমি,' আমি বলি, '—ওই উপরে। আমি শহরের বাইরে যাওয়ামাত্রই কীভাবে পাক খুলতাম তোমার মনে আছে?'

'হ্যাঁ। আমার মনে আছে।'

কিন্তু যেভাবে সে কথাটা বলে তাতে বোঝা যায় তার মনে পড়ছে : আমাদের বিচ্ছেদের ছবি। সেটাও ঘটেছিলো সেই শহরের প্রান্তে। জায়গাটা ছিলো লিয়ার : চেস্টনাট গাছের নিচে একটা টেবিলের ওপর এক জগ হোয়াইট ওয়াইন, আর শ্রান্তিকর এক তিক্ততা। সে একা একা পাহাড় থেকে হেঁটে গিয়েছিলো। আমি তাকে অনুসরণ করিনি।

'তুমি কখনও আমার সঙ্গে উত্তরে যাওনি— রডডেলে। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তোমাকে প্রান্তরে নিয়ে যাবো লার্কের গান শোনাতে।'

'হ্যাঁ,' জুলিয়া নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বলে। তার সরু সরু আঙুলগুলো কফি পেয়ালার কাছে টেবিলক্লথের ওপর রাখা। আগেকার মতো এখনও তার আঙুলে বিয়ের আংটি নেই।

'আমার কেমন বোকামি,' আমি বলি।

'আমি ওদের দেখতে পারতাম,' সে বলে।

'লার্কদের খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না।

BanglaBook.org

'আমি তোমার সঙ্গে উত্তরে যেতে পারবো না,' জুলিয়া বলে। তার মুখে অর্ধেক মৃদু হাসি। 'কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে ভিয়েনায় যাচ্ছি,' সে অরক্ষিত ভঙ্গিতে যোগ করে।

আমি পলকহীন চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকি।

'আমি ভেবেছিলাম শোনার সমস্যা খালি আমারই,' সে বিড়বিড় করে।

'তুমি সিরিয়াস?'

এক মিনিট আগে আমি ছিলাম অন্ধকারে। এই পাগলাটে পরিবর্তনটা কী?

'পিয়ার্সকে জিজ্ঞেস করো,' সে বলে।

'পিয়ার্স?'

'এবং তোমাদের এজেন্ট অ্যালিসিয়া কাওয়ানকে।'

'এরিকা। না! এ ব্যাপারে আমি জানতে পারতাম।'

'এটা ঘটেছে গতকাল। আমি তোমাদের সঙ্গে ট্রুটে বাজাবো।'

আমার মুখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছে বলে অনুভব করি। 'তুমি বাজাবে না।'

'আচ্ছা, কোনটা বেশি ভালো হয় : যে এ কথা সত্যি, নাকি বিশ্বাস করানোর জন্য কোনও গল্প বানানো?'

জুলিয়া অসহনীয় ঠাণ্ডা আচরণ করছে : সে যে এ থেকে আনন্দ পাচ্ছে তারই পরিষ্কার চিহ্ন।

'ঠিক এখানেই থাকো,' আমি বলি। 'কোথাও যেও না।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছো?'

'পায়খানায়।'

'আরে শোনই না, তুমি খুশি?'

'আমি হতভম্ব।'

আমি নিচের তলায় আসি, ফোন-বক্সের কাছে হেঁটে যাই। পিয়ার্সকে পাওয়া যাবে না, আমার ধারণা হয়েছিলো। কিন্তু পাওয়া গেল।

'কী ঘোড়ার ডিম হচ্ছে, পিয়ার্স?'

'আরে, আরে, স্থির হও, কী ব্যাপার, মাইকেল?'

'এসব কী ট্রুট আর ভিয়েনা আর জুলিয়া? এ কি সত্যি?'

'ওহ, হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সত্যি। সবটাই হয়েছে গতকাল। আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তুমি ছিলে না। কোথায় গিয়েছিলে?'

'নরউইচ।'

'আহ, চমৎকার। দুনিয়ার ওই অংশটা আমার খুব ভালো লাগে। তুমি কি নিউমার্কেট অথবা ইপসউইচ হয়ে গিয়েছিলে?... ওহ, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম। আমি জানি না সি মাইনর কুইন্টেটে আমরা যা বাজিয়েছি সেই মিউজিকটা পেতে তোমার অতো অসুবিধা হয়েছিলো কেন। ওটার একটা নিখুঁত সুন্দর হেনলে সংস্করণ আছে। গতকাল আমি চ্যাপেল'সে গিয়েছিলাম, এবং—'

'পিয়ার্স,' আমি হুমকির সুরে বলি, 'আমি ভিয়েনার ব্যাপারে কথা বলছি, চ্যাপেল'স নিয়ে নয়।'

'তুমি আমার মেসেজ পাওনি?' সে জিজ্ঞেস করে।

'আমি মেসেজ-টেসেজ দেখিনি। রাত তিনটেয় ফিরেছি। তোমার মেসেজে কী ছিলো?'

BanglaBook.org

'যে আমি জরুরিভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। এটুকুই। যাক গে, এটা বড় কোনও বিষয় নয়। তুমি ট্রুটে বাজাচ্ছো না।'

সেটাই সব সত্যিই, আমি চিন্তা করি। একটা পিয়ানো আর চারটে স্ট্রিং থাকছে, কিন্তু একটা দ্বিতীয় বেহালা থাকবে না।

'তুমি জুলিয়া হ্যানসেনকে চেনো?'

'আমি তাকে চিনি কি না?'

'শোনো, তুমি তাকে জুলিয়া বলে উল্লেখ করেছো, তাই আমার ধারণা তুমি চেনো। সে কি ভালো বাজায়?'

'তুমি কি উন্মাদ, পিয়ার্স?'

'দেখ, মাইকেল, তুমি যদি সুশীল না হতে পারো...' পিয়ার্স বলে, পাল্টা-আক্রমণের চেয়ে কণ্ঠস্বরে ক্লান্তিই বেশি।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' আমি বলি। 'আমি দুঃখিত। আমাকে কেবল আসল ঘটনা খুলে বলো।'

'একটা সংকট তৈরি হয়েছিলো। অটো প্র্যাচনারের মৃদু হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। আগামী কয়েক মাস বাজাতে পারবে না। সে জন্যই কনসার্ট করতে লন্ডনে আসতে পারেনি। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে, তার এজেন্ট মাত্র গতকাল লোথারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। আর লোথার সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করে এরিকা এবং Musikverein-এর ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে— এবং সরাসরি আমার সঙ্গেও, তার ভাষায় কোয়ার্টেটের 'প্রাইমারিয়াস' হিসেবে। প্র্যাচনারের বদলে জুলিয়া হ্যানসেনকে নেয়ার পরামর্শ দেয় সে। জুলিয়ারও সেই প্রতিনিধিত্ব করে। স্পষ্টত জুলিয়া উপযুক্ত, ভিয়েনার সঙ্গেও একটা সম্পর্ক আছে, এবং সে সম্মত। গতকাল সমসআয়গায় ফ্যাক্স চালাচালি হয়েছে। তুমি এখনও লাইনে আছো, মাইকেল?'

'হ্যাঁ, আছি।'

'আচ্ছা, রাজি হওয়ার আগে সবার সঙ্গেই আমি যোগাযোগ করেছি। কেননা তারা ট্রুটে বাজাবে। আর তোমার সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। কিন্তু তুমি যেহেতু সরাসরি জড়িত না, তোমার তো এ ব্যাপারে উত্তেজিত হওয়ার কোনও কারণ দেখি না। তুমি কি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনো? খোদার কাছে প্রত্যাশা করি সে যেন উপযুক্ত হয়। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, লোথার ভিয়েনাবাসীদের সামনে শুবার্ট বাজানোর জন্য আধ-খেচড়া কাউকে পাঠাবে না।'

আমি এসব কথা শুনতে পারি না। 'অনুষ্ঠান সূচি ছাপা হয়ে গেছে না?' আমি হঠাৎ বলি। 'কনসার্টের আগে সময় আছে আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ।'

'ওহ, না,' পিয়ার্স আরও ঢিলে কণ্ঠে বলে। 'স্পষ্টত, প্রকৃত সূচি ছাপা হয় অনুষ্ঠানের কয়েক দিন আগে। যাই হোক, কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তুমি কী করতে পারো? আচ্ছা, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি কিন্তু।'

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে এটাই আমার আজকের সমস্যা। বোকা বোকা প্রশ্নের জবাব না দেয়া।'

BanglaBook.org

'সরি?'

'তুমি ভালো করেই জানো, পিয়ার্স, যে আমি জুলিয়াকে চিনি।'

'আমি কীভাবে জানবো?' পিয়ার্স রাগের সঙ্গে বলে।

'তুমি চেনো জুলিয়াকে। জুলিয়া তো জুলিয়া।

ব্যান্‌ফ্, মনে আছে? উইগমোর হল? ভিয়েনায় আমার ট্রায়ো। ক্রাইস্ট, পিয়ার্স!'

'ওহ!' পিয়ার্স বলে। 'তুমি তো বলছো না এ সেই।'

'আর কে?'

'কিন্তু সে কি ছিলো না জুলিয়া ম্যাকেনজি বা ওই রকম কিছু?'

'তুমি বলছো সত্যিই জানতে না?'

'এতো সময় তো সে কথাই বলে আসছি।'

আমি হাসতে শুরু করি, খানিকটা পাগলাটে হাসি। 'মাইকেল?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে পিয়ার্স।

'আমি এ কথা বিশ্বাস করতেই পারি না।'

'বেশ, এ যদি সেই জুলিয়াই হয়, তাহলে আমি বলবো সে অত্যন্ত চমৎকার।'

'সে ঠিক তাই,' আমি উত্তর দিই।'

'তাহলে এটা তোমার জন্য ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে কি? তার চেয়েও বেশি!'

'তবে আর অমন বিরক্ত হচ্ছিলে কেন এই সমস্ত ব্যাপারটায়?'

'আমি ভেবেছিলাম তুমি জানতে কে সে, অথচ আমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন মনে করোনি।'

'ওহ, আচ্ছা। ভালো। ভালো। তুমি আমাকে ভীষণ দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে।'

'লোথার কি তোমাকে আর এরিকাকে কিছু বলেছে?'

'কী রকম?'

'ইদানিং জুলিয়া দলীয়ভাবে বেশি বাজায় না, এমন।'

'ওহ, এটা কেন?'

'আমি নিশ্চিতভাবে জানি না... আমার মনে হয় সে একক রিপার্টোয়ার বেশি পছন্দ করে।'

'ওহ, বেশ, ওটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় ... প্রসঙ্গক্রমে, তার লন্ডনে বসবাস নিয়ে লোথার কিছু বলেছিলো। ভিয়েনার আগে আমাদের বার দুয়েক রিহার্সাল করে নিতে হবে।'

'হ্যাঁ... হ্যাঁ।'

'এবং, মাইকেল, রিহার্সালের কথায় মনে পড়লো, হেলেন বলেছে আগামী বুধবারের ভেন্যু হয়তো বদলাতে হতে পারে। নির্মাতারা আসবে, এবং—'

'দুঃখিত, পিয়ার্স। আমার টাকা প্রায় শেষ। আমি পরে তোমাকে ফোন করবো।'

আমি বুথের বাইরে পা বাড়াই। আমি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকি এবং হাসি। বৃষ্টির পানিতে আমার চুল সপসপে এবং আমার মাথা ঠাণ্ডা হতে দিই।

BanglaBook.org

৪.১৮

জুলিয়া আরেকটা কফির অর্ডার দিয়েছে, এবং উদ্বিগ্ন চেহারা নিয়ে তাতে চুমুক দিচ্ছে। ওর টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে এক অল্পবয়সী মহিলা কথা বলছে, তার হাতে হ্যারাডসের দুটো শপিং ব্যাগ। জুলিয়ার উত্তর একস্বরা।

আমাকে দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেটা লুকানোর কোনও চেষ্টা করে না।

'সোনিয়া; মাইকেল,' জুলিয়া বলে। 'আমি ভীষণ দুঃখিত, সোনিয়া, আমাদের সঙ্গীত নিয়ে কিছু কথাবার্তা আছে, তোমার খুব একঘেয়ে লাগবে।'

মহিলাটি ইঙ্গিত বুঝতে পেরে নিজেও সেই সুরে বলে, 'আমাকে বাস্তবিকই চলে যেতে হবে, জুলিয়া ডার্লিং। তোমার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খুব ভালো লাগলো, বিশেষ করে এমন এক জায়গায়। বৃষ্টি মানুষকে যেখানে সম্ভব আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। শিগগিরই তোমার আর জেমসের সঙ্গে দেখা হবে আশা করি।' সে আমার উদ্দেশে মৃদু হাসে, মুখের চেয়ে চোখেই বেশি, আর নিচতলায় চলে যায়।

'কে ওই মহিলা?'

'ওহ, লুকের এক বন্ধুর মা,' জুলিয়া বলে। 'মাতব্বর মহিলা। নেটিভিটি নাটকে তার ছেলেকে একটা ভালো পার্ট দেয়ার জন্য শিক্ষকদের কাছে তদবির করে। তোমার চুল ভেজা। কোথায় ছিলে?'

'এটা চমকপ্রদ,' আমি বলি, শক্ত করে তার হাত ধরে রাখি। 'বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছে। Mohnstrudel! Guglhupf! Palatschinken!'

'ম্‌ম্‌ম্‌!' জুলিয়া বলে, নিজের প্রিয় মিঠাইয়ের ভাবনায় তার মুখ আলোকিত হয়ে ওঠে। 'উফ! হাত ছেড়ে দাও।'

'আমি কথা বলছিলাম পিয়ার্সের সঙ্গে।'

'আহ,' জুলিয়া ভুরু উঁচিয়ে বলে।

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি একেবারেই বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'গতকাল আমার এজেন্টের কাছ থেকে ফ্যাক্স পাওয়ার পর আমার প্রতিক্রিয়াও এমন হয়েছিলো।'

'আমি যে জানতাম না সেটা তুমি বুঝলে কীভাবে?'

'সেটা স্পষ্ট ছিলো। অতো সময় তুমি নিশ্চুপ থাকতে পারতে না।' সে হাসতে হাসতে বলে।

'আর তুমি?'

'আমি কি সফল হইনি?' তাকে এখন জ্যোতির মতো আভামণ্ডিত দেখাচ্ছে।

আমি ওকে চুমু খেতে গিয়েও সামলে নিই নিজেকে। কে জানে আশপাশে আর কোনও সোনিয়া ঘুর ঘুর করছে কিনা? 'আমার কোনও জন্মদিনের উপহার দরকার নেই এখন,' আমি ওকে বলি।

'আমার নিজের পছন্দের একটা নিতে হবে বুঝতে পারছি।'

'জুলিয়া, পিয়ার্স কানের বিষয়টা জানে না।'

'না,' জুলিয়া বলে, আভা নিষ্প্রভ হচ্ছে। 'না, অবশ্যই না।'

BanglaBook.org

'তোমার এজেন্ট জানে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'হ্যাঁ। কিন্তু সে মনে করে, সঙ্গীত জগতে এটা জানাজানি হলে বিপর্যয় ঘটতে পারে। আমি যদি ঠিকঠাকমতো বাজাতো পারি, তাহলে এতে কী আসে যায়?'

'তা ঠিক,' আমি বলি। 'কিন্তু এমন একটা বিষয় কতোদিন লুকিয়ে রাখা যাবে?'

'আমি জানি না,' জুলিয়া বলে।

'তুমি ম্যানেজ করছো কীভাবে?'

'এ এক অসম্ভব চেষ্টা,' ও বলে। 'আমি জানি না পুরোপুরি সফল হয়েছি কি না। কিন্তু কেউ যদি সন্দেহ করেও থাকে, এখনও পর্যন্ত আমাকে তাড়া করতে ফিরে আসেনি।'

আমি মাথা নাড়ি। আমার পূর্ববর্তী অস্বস্তি এখন দূরের অস্পষ্টতা। এটা এক অপার্থিব ও বিসদৃশ আনন্দ, আমার দুই জগতের এই বোধ একসঙ্গে আসা : এখানে লন্ডনে রিহার্সাল, এবং তারপর এক দশকের ভিয়েনা। জুলিয়া ও আমার সহকর্মীরা এক সঙ্গে বাজাবে, আর আমি শুধু একজন দর্শক হিসেবে তা দেখবো, একজন নিরীক্ষক হিসেবে। কিন্তু এইসব রিহার্সালে আমি অবশ্যই উপস্থিত থাকবো। ওর জন্য এগুলো বিপদে পূর্ণ হয়ে থাকবে। এবং এর বাইরে, ট্রাউটকে যাতে সে জীবন্ত করে তুলতে পারে সেজন্য তাকে আমি কী শুনতে দিতে পারি আর?

৪.১৯

কিন্তু এর মধ্যেই, এক সন্ধ্যায় জুলিয়ার সঙ্গে বাইরে আমি আমন্ত্রণ পেয়েছি। আমাদের বিচ্ছেদের পর এই প্রথম।

আমার জন্মদিন। জেমস শহরে নেই। আমরা একটা রেস্তোরাঁয় যেটা জুলিয়ার বাসা থেকে দূরে নয়। এখানে বেশ জায়গা আছে, কোনও গান বাজনা আর ঝলমলে আলো নেই। দেয়ালগুলো শাদা। এখানে-ওখানে টবে শাদা অর্কিড। জুলিয়া রিজার্ভেশন করে রেখেছে, যদিও আমার নামে। আমি একটু আগে এসেছি, ও একটু পরে। ও আমাকে দেখে, মৃদু হাসে, আর বসার আগে রেস্তোরাঁর চারপাশ দ্রুত একবার দেখে নেয়।

'তুমি কি এখানে বসবে?' আমি জানতে চাই।

'মানে, আলোর জন্য?'

'আমি ভালো আছি,' ও বলে।

'এখানে তোমার জানা-শোনা কেউ নেই, নাকি আছে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'না। আর যদি থাকেও, কিছু যায় আসে না, আমি এক বন্ধুর সঙ্গে রাতের খাবার খাচ্ছি। ব্যস।'

'তুমি আমাকে তোমার জন্মদিনে বাইরে নিয়ে যেতে দেবে না?'

'দেখ—'

'মানে একেবারে জন্মদিনেই নয়, এমন আর কি।'

'হয়তো,' জুলিয়া মৃদু হাসে, 'কিন্তু আবার যদি আমরা বাইরে যাই, তোমাকে ভালো পোশাক পরতে হবে বলে দিচ্ছি। তুমি সুদর্শন, মাইকেল— অমন ভয়াবহ পোশাক পরো কীভাবো বলো তো? তোমার কি ভদ্র স্যুট নেই?'

BanglaBook.org

'আমার মনে হয় আমি চমৎকার পোশাক পরি,' আমি প্রতিবাদ করি। 'আর আমি তোমার কাফলিংক ব্যবহার করছি।'

'এটা সেই শার্ট—'

'শোনো, তুমি আমাকে এখানে প্রশিক্ষণ দিচ্ছো না। যাই হোক, আমার সুসজ্জিত বেশবাসের কোনও মানে হয় না। আমরা সফরে থাকার সময় এটা করি, সাধারণত অনুষ্ঠানের ঠিক আগে বা পরে, আর আমাদের মানসম্মত পোশাকের ঢং আছে।'

'মাইকেল,' জুলিয়া বলে, তাকে হঠাৎ সিরিয়াস দেখাচ্ছে, 'কোয়ার্টেটের অন্য সবার সম্পর্কে আমাকে বলো।'

'তুমি তো ওদের চেনোই।'

'খুব বেশি নয়। তাদের সঙ্গে রিহার্সাল কেমন হয়? গত কয়েক দিন এসব নিয়ে আমি দুঃশ্চিন্তা করছি। কী আশা করতে পারি সে সম্পর্কে আমাকে একটা ধারণা দাও।'

'কোত্থেকে শুরু করবো জানি না। রিহার্সাল হয় নিবিড়ভাবে। পিয়ার্স একটা আঁটো জাহাজ চালানোর চেষ্টা করে। বিলির সব বিষয়ে নিজস্ব আইডিয়া আছে। তার মাথায় একবার কিছু ঢুকলে তা বের করা কঠিন। আর হেলেন, বটে, এক চমৎকার যন্ত্রী, কিন্তু বেশ বিক্ষিপ্ত। ঘটনা হলো, তুমি জেনে খুশি হবে যে বিলি সবকিছুতেই সব সময় দেরি করে। সুতরাং তুমি সঙ্গ পাবে। ওহ, আরও আছে, বিলি অনুষ্ঠানের চেয়ে রিহার্সালই বেশি পছন্দ করে। রিহার্সাল থেকে সে উদ্ভাবন করতে পারে না কিছু, অনুষ্ঠান তাকে নার্ভাস করে ফেলে।'

'কিন্তু সবাই সবার প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন?' জুলিয়া জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, মূলত— কাজের মুহূর্তে।'

'সেটাই স্বস্তি। যেমন আছে তাই বলে অনেক জটিল হবে।'

ওয়েটার ঘুরঘুর করছে; আমরা অর্ডার দিই।

'কোনও ভেজিটেবল?' সে জিজ্ঞেস করে।

'তোমাদের কী আছে?' জুলিয়া জানতে চায়।

ওয়েটার গভীর শ্বাস নেয়। আমরা তাদের মেনু পরিষ্কার ভাবে পড়িনি। 'ব্রক্কলি, কোরগেটস, বীনস, লিকস, স্পিনাচ,' সে বলে।

'আমি পী নেবো,' জুলিয়া বলে।

ওয়েটার বিভ্রান্তির সঙ্গে তাকায় তার দিকে। জুলিয়া সেটা লক্ষ করে উদ্বিগ্ন হয়।

'আমি শংকিত, ম্যাডাম,' ওয়েটার বলে, 'আমাদের মেনুতে পী নেই।'

'আমি বলেছি বীনস— ফ্রেঞ্চ বীনস,' জুলিয়া দ্রুত কণ্ঠে বলে।

লোকটা মাথা নোয়ায়। 'আর আপনি কী পান করতে চান? ওয়াইনের তালিকাটা দেখেছেন? অথবা সমেলিয়ারের সঙ্গে একটু কথা বলবেন?'

আমি ওয়াইনের তালিকা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেটা কিছু বেছে দিলাম।

জুলিয়া নিজের ভুলের জন্য মন খারাপ করেছে আর মনে হচ্ছে খানিকটা পরাস্ত।

'আমরা এখানে খেতে আসি না, তুমি জানো,' লোকটা চলে যাওয়ার পর আমি বলি।

'ওহ, ব্যাপারটা ভুলে যাওয়া যাক,' জুলিয়া বলে। 'দিনের শেষে কখনও কখনও আমার শক্তি ফুরিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, আমি বীন পছন্দ করি। ব্যাপারটা কী?'

BanglaBook.org

'বটে, আমি এই লোকটাকে পছন্দ করি না যে অপেক্ষায় আছে। তাকে কর্মহীন অভিনেতার মতো দেখায়, যে কিনা ব্যাপারটা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।'

'অপেক্ষায় আছে,' জুলিয়া বলে, প্রমোদিত।

এতে আমার খানিকটা জ্বালা ধরে। জুলিয়ার জার্মান ভাষা কখনও ইংরেজির ওপর প্রভাব ফেলে না। কিন্তু আমার মুখ থেকে কখনও-সখনও একটু-আধটু আঞ্চলিক শব্দ বেরিয়ে গেলে সেটাকে ধরবে সে।

'তুমি কী ভাবছো?' জুলিয়া জিজ্ঞেস করে। 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি অনেক দূরে।'

'কিছু না...' আমি বলি, প্রথমে যা ভাবছিলাম তার থেকে ফিরে আসি। 'আমি যদি তোমার সঙ্গে ট্রুটে বাজাতে পারতাম।'

'এ সত্যিই চমকপ্রদ,' সে বলে, 'যে অ্যালবার্ট মেমোরিয়ালের ফ্রিজে যেসব সুরকার আছেন তাদের মধ্যে শুবার্ট নেই। এই সেদিন এ কথা পড়লাম। মনে হয় একটা চিজেল নিয়ে ওখানে যাই আর অন্যদের মধ্যে তার নামটাও বসিয়ে দিয়ে আসি।'

আমি হাসি। 'চলো, আজ রাতে কাজটা করে আসি,' আমি বলি।

'গ্রেফতার হলে লাভ আছে কিছু?'

'হ্যাঁ। জামিনে আমাদের ছাড়িয়ে আনতে পারবে জেমস।'

যে মুহূর্তে কথাটা বলি, সেই মুহূর্তেই মনে হয় ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু আমি অবাক হই, এই মন্তব্যে জুলিয়ার মেজাজ বদলায় না। জেমসের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের প্রসঙ্গটাও আনে না। অসমর্থনীয়— অসমর্থনীয়— আমাদের কীভাবে দেখা হতে পারে বলে সে ভাবে?... তারা কতো ঘন ঘন দৈহিকভাবে মিলিত হয়?... মারিয়ার সঙ্গে জুলিয়া ভেনিসে যাওয়ার আগে কি তারা মিলিত হয়েছিলো?... জুলিয়া এখন কেন ম্যাগিওরে বাজানোটা বেছে নিলো? ভিয়েনার জন্য? মহিমান্বিত ট্রুট বাজানোর সুযোগের জন্য? আমার জন্য?... আমার চেতনায় ভুলটা কী, যে আমি তার জন্য উৎকণ্ঠা অনুভব করি কিন্তু অপরাধ নয়?

হয়তো এই গত তিন বছরে জেমস তার এতো যত্ন নিয়েছে যে এখন যা আছে তা কোমলতা। হয়তো প্রেম, যদি কখনও তা থেকে থাকে, বিবর্ণ হয়ে গেছে। তার নিয়ে জেমসের যে জীবন, আমি কি তাতেই ঈর্ষান্বিত? জুলিয়া নিশ্চয় আমার ও অন্য নারীদের নিয়ে ভাবে, কিন্তু ভার্জিনিয়ে ছাড়া এই এতো বছরে অন্য আর কোনও নারী ছিলো কিনা কখনও জিজ্ঞেস করেনি। সেটাও কি সীমার বাইরে, যে জন্য বিয়ে করেছে সে জেমসকে : আমাদের মধ্যে পরস্পর প্রতিক্রিয়াশীল এক বিচক্ষণতা?

হ্যাঁ, জুলিয়া আমার লিপ পড়তে পারে, কিন্তু না, এখনও আমার ভাবনা পড়তে শেখেনি। আমরা এটা-সেটা নিয়ে কথা বলি। ওয়াইন আসে, এবং খাবার। আমাদের চারপাশে মৃদু বাক্যালাপের গুনগুন আওয়াজ। জুলিয়া আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে না। সে ভাবনায় আচ্ছন্ন মনে হচ্ছে।

'কিছু লোকের কথা শোনা সত্যিই সময় নষ্ট করা,' সে হঠাৎ তিক্তকণ্ঠে বলে ওঠে। 'কয়েক দিন আগে ফিলহার্মোনিয়ার এক চেলোবাদকের সঙ্গে কথা বলছিলাম। পরিষ্কার

BanglaBook.org

বোঝা যাচ্ছিলো সে নিজের কাজে কঠিনভাবে খেটে পরিশ্রান্ত এবং সঙ্গীতেও বিরক্ত— মনে হয় যেন সে প্রায় ঘৃণাই করে বিষয়টা। আমার ধারণা সে নিশ্চয় ভালো মিউজিশিয়ান হতে পারতো। হয়তো এখনই ভালো।'

'শোনো, এমন লোক আছে প্রচুর,' আমি বলি।

'একজন ব্যাংকার বা ওয়েটার তার কাজ অপছন্দ করলে সেটা বুঝতে পারি, কিন্তু মিউজিশিয়ানের বিষয়টা বুঝি না।'

'আরে, শোনো, জুলিয়া। বছরের পর বছর প্রশিক্ষণ, দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা করে প্রতিদিন, বেদনাদায়ক পারিশ্রমিক— আর কোনও কিছুতে উপযোগী হতে না পারা— আর কী বাজাবে তাতেও নিজের কোনও পছন্দ করার সুযোগ পাবে না— এমন একটা অবস্থার মধ্যে তোমার মনে হতেই পারে যে তুমি ফাঁদে আটকা পড়ে গেছো, এমন কি সঙ্গীত তুমি ভালোবাসলেও। খানিকটা আমারও অমন মনে হয়েছিলো যখন লন্ডনে ফ্রিল্যান্স হিসেবে কাজ করছিলাম। এমন কি এখনও সবকিছু অতো সহজ নয়। আর, তুমিও কিছু সময় বাজানো ছেড়ে দিয়েছিলে। পার্থক্য হলো, তোমার সে সামর্থ্য ছিলো।'

সে ভুরু কোঁচকায়, তারপর কপাল সোজা করে। সে কিছু বলে না, ওয়াইনে চুমুক দেয়। আমার দৃষ্টি সরে যায় তার মুখ থেকে ছোট সোনার ঘড়িতে, তারপর আবার মুখে।

'ওটাই একমাত্র পার্থক্য নয়,' অবশেষে সে বলে।

'আমি প্রসঙ্গটা না তুললেই পারতাম।'

'তুমি সঙ্গীত অপছন্দ করছো এমনটা আমি কল্পনা করতে পারি না,' সে বলে।

'না, আমার মনে হয় না আমি সঙ্গীত অপছন্দ করতে পারবো,' আমি উত্তর দিই। 'আসলে, এতেই বেশি আনন্দ পাই আর বেশি লেগে থাকি বলে হেলেন আমাকে উত্ত্যক্ত করে। এবং সে ভাবে আমার বেহালার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শীর্ষবিন্দুকেও ছাড়িয়ে গেছে।'

'বটে, আমার পিয়ানোর সঙ্গেও আমি ভীষণভাবে যুক্ত।'

'কিন্তু ওটা তুমি সফরের সময় সঙ্গে নিতে পারো না।'

'তো কী?'

'তুমি বাড়িতে একটা বাদ্যযন্ত্রে অনুশীলন করছো আর বাইরে আরেকটা দিয়ে অনুষ্ঠান করছো, এ ক্ষেত্রে সম্পর্কটা এক বলে আমি মনে করি না।'

জুলিয়া ভুরু কোঁচকায়।

'হেলেন খুব বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন তা নয়', আমি দ্রুত যোগ করি। 'গত সপ্তাহে সে মহাবিশ্ব ও কতো কোটি বছর মহাবিশ্ব চলতে পারে তার ওপর একটা অনুষ্ঠান দেখে ভয়ানক বিষণ্ন হয়ে পড়েছিলো। মহাবিশ্ব কোনদিকে যাচ্ছে তা নিয়ে বিষণ্ন হওয়ার কী আছে?'

'যখন হাতের কাছেই বিষণ্ন হওয়ার মতো হাজারটা জিনিস আছে,' জুলিয়া বলে, আবার চমকিত।

'আছে তো, আছে না?'

'প্রসঙ্গত, তোমার মিসেস ফর্মবির কী ঘটেছে?' জুলিয়া বিষণ্নতা কাটিয়ে বলে।

'মিসেস ফর্মবি? হঠাৎ মিসেস ফর্মবির কথা কেন?'

'আমি জানি না,' সে উত্তর দেয়।

BanglaBook.org

'তোমার তো তার সঙ্গে কখনও দেখাও হয়নি, জুলিয়া।

'আমি জানি না কেন তার কথা জিজ্ঞেস করলাম। আমি কার্লের কথা ভাবছিলাম— অথবা আমি হয়তো তোমার বেহালার কথা ভাবছিলাম— আর সে জন্যই তার কথা মনে এলো। যে কোনও কারণেই হোক এই গত কয়েক বছরে আমি প্রায়ই মিসেস ফর্মবির কথা ভেবেছি।'

'আমার কথা যতোটুকু ভেবেছো তার চেয়েও বেশি, আমি নিশ্চিত,' আমি তামাশা করে মন্তব্য করি।

'মাইকেল, আমি তোমার কথা ভাবতাম যেন তুমি আত্মহত্যা করেছো— কোনও চিরকুট টিরকুট না রেখেই।'

সে নিজের প্লেটের দিকে তাকায়। জবাব দেবার অনুমতি নেই আমার। কিছুক্ষণ আমি অনড় বসে থাকি, কী করবো হুঁশ পাই না। আমি পা দিয়ে তার পায়ে চাপ দিই, সে মুখ তুলে তাকায়।

'মিসেস ফর্মবি ভালো আছেন,' আমি বলি।

'তোমার হাঁসটা কেমন লাগছে?'

'দারুণ সুস্বাদু,' জুলিয়া বলে, মিনিট দুয়েক ওটা সে স্পর্শ করেনি। 'তুমি কি আসলেই মহাবিশ্বের পরোয়া করো না— আর ওই সব?'

'ওহ, না, তুমি নিশ্চয় আমাকে একটা ধর্মীয় বিতর্কে টেনে আনবে না,' আমি বলি সতর্ক কণ্ঠে।

'কিন্তু তুমি ডান পড়তে ভালোবাসো। আমাদের ধর্মযাজিকারা তাকে বলতো 'স্বধর্মত্যাগী ডান'।'

'এতে কিছুই বোঝায় না, জুলিয়া। আমি তার লেখা পড়তে ভালোবাসি কারণ তার নেপথ্যে কী আছে তার আমি পরোয়া করি না। গভীর রাতে তার লেখা পড়ে আমি আরাম পাই।'

'আরাম!' জুলিয়া হতবাক।

'তার ভাষা আমার ভালো লাগে। আমি তার ধারণাগুলো মনে মনে বিচার করে দেখি। তার শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের পরোয়া করি না... আমি কখনই বুঝতে পারি না লোকজন 'আল্লাহ' বিষয়টা নিয়ে অকারণ এতো হৈচৈ করে কেন,' আমি নিষ্ঠুর কণ্ঠে বলি।

'তুমি কর্তৃত্ব একদমই সহ্য করতে পারো না, মাইকেল, যে-কোনও আঙ্গিকেই তা হোক না কেন,' জুলিয়া বলে। 'তুমি বীর পূজারী, কিন্তু কর্তৃত্ব সহ্য করতে পারো না। এবং আল্লাহ তোমার বীরদের রক্ষা করুন যদি তাদের পা মাটিতে পরিণত হয়।'

'আল্লাহর দোহাই,' আমি বলি, আমার চরিত্রের এই বিশ্লেষণে খুবই বিরক্ত হই— জুলিয়ার এই প্রবণতা নতুন নয়।

'বাবা শেষ দিকে আর নিজের মধ্যে ছিলো না,' সে বলে। 'আমার মনে পড়ে প্রার্থনার কথা যেন তার মৃত্যু হয় দ্রুত। তাকে যতোবার দেখতে যেতাম ততোবারই বেশি শত্রুর মতো আচরণ করতো, বেশি ঝাপসা লাগতো। শেষে তো লুককে পর্যন্ত পছন্দ করতো না। আমার শ্রবণশক্তি হারানোর আগেই বাবা মারা যায়। নাহলে বেশ এটা কৌতুকে পরিণত হতে পারতো বিষয়টা; সে আমাকে বুঝছে না, আমিও তাকে বুঝছি না।'

BanglaBook.org

আমি টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওর কবজির ওপর রাখি। ওকে খুশি মনে হয়, কিন্তু নিজের হাত সরিয়ে নেয়।

'হয়তো আমরা অন্য কোথাও খেতে পারতাম, বাড়ি থেকে আরও দূরে,' আমি বলি। 'আমি হাত গুটিয়ে রাখবো।'

'বিষয়টা তা নয়, মাইকেল। এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে আমরা শুধুই বন্ধু নই।'

আমাদের প্লেটগুলো সরিয়ে নেয়া হলে আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করি। 'তুমি রিহর্সাল নিয়ে একদমই দুঃশ্চিন্তা করো না,' আমি বলি।

'তুমি ওখানে থাকবে, তাই না?' সে জিজ্ঞেস করে।

'অবশ্যই।'

'তোমার প্রয়োজন হবে তা নয়।'

'আমি ওখানে থাকবো তোমার বাজানো শোনার জন্য।'

'পিয়ানোর জন্য বিস্ময়কর অংশ এটা।'

'বেহালার জন্যও,' আমি দুঃখের সঙ্গে বলি।

'আর চেলোর জন্যও,' সে যোগ করে। একটা ভেরিয়েশন থেকে চেলোর অংশটা একটু গুনগুন করে সে।

ওয়েটার এসে খোঁজ নেয় আমরা কফি নেবো না ডেসার্ট, কিন্তু জুলিয়া গুনগুন থামায় না। ওর পিছনে ওয়েটার দাঁড়িয়ে থাকে, যখন লক্ষ করে আমি লোকটার দিকে তাকাচ্ছি তখন বুঝতে পারে। লোকটার দিকে ঘুরে ও তাড়াতাড়ি বলে, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। হ্যাঁ, ওটাই চাইছি।'

ধৈর্যের সঙ্গে ওয়েটার এক পলক সিলিংয়ের দিকে তাকায়। 'কোনটা, ম্যাডাম?'

'কোনটা? ওহ, আমি দুঃখিত, কী বলছিলে আরেকবার বলা যাবে?'

'এসপ্রেস্সো, কাপুচিনো, ল্যাটে, ফিল্টার; ক্যাফেইনমুক্ত অথবা রেগুলার,' লোকটা বলে, শব্দের মাঝখানে থেমে থেমে।

জুলিয়া রক্তিম হয়ে ওঠে, কিন্তু কিছুই বলে না।

'কোনটা, ম্যাডাম?'

'কোনওটাই না, ধন্যবাদ।'

'এবং ডেসার্ট? আমাদের কাছে—'

'না, ধন্যবাদ। বিল নিয়ে এসো।' রাগে রাগে জুলিয়া চেয়ারটা একটু পিছনে ঠেলে দেয়।

'আমি দুঃখিত,' আমি বলি। 'আমি সত্যিই দুঃখিত। লোকটাকে আমার কিছু বলা উচিত ছিলো। ওর আচরণ কর্কশ।'

সে মাথা ঝাঁকায়।

'সে জানতো না কী হচ্ছে,' জুলিয়া বলে। 'আমারই তাকে বলা উচিত ছিলো যে আমার কানে সমস্যা আছে এবং অর্ডারটা তাকে আবার বলতে বলা উচিত ছিলো। আমাদের প্রথমেই এটা শেখানো হয়েছিলো : এ ব্যাপারে বিব্রত বোধ না করা। আমার কাছে তা অসম্ভব হয়ে উঠছে কেন? এই জন্য যে সাধারণ লোকজনকে আমার সম্পর্কে জানতে দেয়ার সামর্থ্য আমার নেই? নাকি এই কারণে যে আমি একেবারে একটা ভীরু?'

BanglaBook.org

লোকটা বিল নিয়ে আসে। জুলিয়া দাম পরিশোধ করে, লক্ষ করি, মোটা অংকের বখশিশও দেয়, আর আমরা চলে যাওয়ার জন্য উঠে পড়ি। কিন্তু এখনও তাকে অস্বস্তিবোধ করছে বলে মনে হয়।

এক বিমর্ষতার সুরে সন্ধ্যা শেষ হচ্ছে। আমার সঙ্গে আমার বাসস্থানে যেতে বলি জুলিয়াকে, যদিও জানি সে বলবে তাকে এখন অবশ্যই লুকের কাছে ফিরতে হবে। কিন্তু সে অন্তত জুলি'স বার পর্যন্ত যেতে রাজি হয়, বেশি দূরে নয় জায়গাটা। পরিষ্কার, উষ্ণ রাত, আমরা বাইরেই বসি এবং পরস্পরের সঙ্গ পেয়ে যে সুখ অনুভব করি তা আবার বইতে দিই নিজেদের চারপাশ ঘিরে। আমরা কফি আর লিকার পান করি, আর একটা ডেসার্ট ভাগ করে খাই। পরে ওকে আমি ধন্যবাদ জানাই, কিন্তু চুমু দিই না। বাসার পথে বেশির ভাগটা আমি হাঁটতে হাঁটতে আসি ওর সঙ্গে, তবে, ওর অনুরোধে, ওর দরোজা পর্যন্ত যাই না।

৪.২০

'আমি বুঝতে পারিনি,' জুলিয়া বলে, 'যে একজন বেস বাদক ছাড়াই আমাদের রিহার্সাল করতে হবে।

পিয়ার্স, হেলেন, বিলি ও জুলিয়া শুবার্টের ট্রুট কুইন্টেটের জন্য প্রথম রিহার্সালে জড়ো হয়েছে। রয়াল কলেজ অফ মিউজিকে একটা চলনসই পিয়ানোসহ আমরা মহড়ার জন্য একটা কামরা নিশ্চিত করেছি। আমি, এই অংশে, একজন দর্শক। তবে এরপর আমাদের কোয়ার্টেটের একটা স্বল্প সময়ের রিহার্সাল আছে।

আমি যদি এটা নিয়ে ভাবতাম, তাহলে দেখতে পেতাম ডাবল-বেসের অনুপস্থিতি জুলিয়ার ওপর কেমন প্রভাব ফেলবে : পুরো অংশটা জুড়ে ওটার গভীর ছন্দময় পালস তাকে অপরিসীম সাহায্য করতে পারতো। আমি যদি আগেই ওকে সাবধান করতাম, বা এ ব্যাপারে কিছু করতে পারতাম।

'শোনো, সমস্যা হলো বেস বাদক আছে ভিয়েনায়,' হেলেন বলে। 'এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই। ওখানে যাওয়ার পর তার সঙ্গে বার দুয়েক রিহার্সাল করে নেবো আমরা।'

'তার?' জুলিয়া একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ। পেট্রা ডট,' পিয়ার্স বলে। 'দুঃখিত, তার নামের শেষ অংশটা শুনতে পাইনি। বানানটা কী?'

আমি নিশ্চুপ থাকি, পিয়ার্সকে উত্তরটা দিতে দিই।

'ডি, এ, ইউ, টি। তুমি চেনো তাকে? মানে যেহেতু ভিয়েনার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ—'

'না,' জুলিয়া বলে। 'আমি অর্কেস্ট্রার জগতে বিচরণ করি না, তাই বেস বাদকদের সঙ্গেও চেনাজানা নেই।'

'আমরা কি শুরু করবো?' পিয়ার্স জিজ্ঞেস করে।

'পিয়ার্স,' জুলিয়া বলে। 'আমরা শুরু করার আগে দু-একটা বিষয়—'

'হ্যাঁ?'

BanglaBook.org

'ভিয়েনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরুর আগে আমাদের আরেকটা রিহার্সাল আছে, তাই না?' সে শিথিল কণ্ঠে বলে। 'আমি চাই— আমি সত্যিই চাই তার জন্য একজন বেস বাদককে নেয়া হোক। ওটা ছাড়া এই খণ্ডটার প্রকৃত অনুভূতিটা পাবো বলে আমি মনে করি না।'

'তুমি কি আমাদের একজন মহিলা বেস বাদক দিতে চাও?' হেলেন জিজ্ঞেস করে। বিলি এক সেকেন্ডের জন্য ওর চেলো থেকে মুখ তুলে তাকায়।

জুলিয়া না করে। 'আমি দিতে পারবো না,' সে বলে।

বিলি এর মধ্যে ঢুকে পড়ে, 'আমি মনে করি একটা বেস নিয়েই আমাদের অনুশীলন করা উচিত। এটা মুষ্টিমেয় কয়েকটা রচনার একটা যেখানে কেউ আমাকে নিচের থেকে সমর্থন জোগাবে, আর আমার সেটা দরকারও। আমি বেন ফ্ল্যাথকে আমাদের সঙ্গে রিহার্সালে যোগ দেয়ার কথা বলতে পারি।'

'তাকে যখন কনসার্টে বাজানোর জন্য আমরা নিচ্ছি না, তখন রিহার্সালে ডাকলে মাইন্ড করবে না?' পিয়ার্স জিজ্ঞেস করে।

'সে বন্ধুসুলভ,' বিলি বলে। 'সে সাহায্য করার জন্যই এটা করবে, আর এই শর্তে যে শের্জোয় আমি তাকে অত্যাধিক তর্জনগর্জন করবো না. এবং পরে কয়েকটা ড্রিংকের জন্য। বেশ কয়েকটা,' বিলি যোগ করে।

'বেশ ভালোই শোনাচ্ছে, বিলি,' জুলিয়া বলে। 'ধন্যবাদ, সবাইকে।'

'আগামীকাল রাতে ফিলথার্মোনিয়ায় আমি একজন এক্সট্রা হিসেবে কাজ করবো, সুতরাং তার সঙ্গে আমার দেখা হবে,' বিলি বলতে থাকে। 'আমি কি তাকে জিজ্ঞেস করবো সে ইচ্ছুক কিনা আর কখন ফ্রি হবে?'

প্রত্যেকেই মাথা নাড়ে।

'আমি কি তোমার জন্য পৃষ্ঠা মেলবো?' আমি জুলিয়াকে জিজ্ঞেস করি।

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ, মাইকেল, আমি মিউজিক ব্যবহার করছি না, কাজেই ওটা এখানে রাখলে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু তুমি আমার স্কোর তোমার ফোনের ওপর রেখে অনুসরণ করতে পারো, তাহলে আমরা একটা আলোড়নের মাঝখানে থামলেও আবার কোত্থেকে শুরু করবো দেখিয়ে দিতে পারবে।'

'তুমি নিশ্চিত যে মিউজিকটা চাও না?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'সম্পূর্ণ নিশ্চিত। আমি ওটা ভালোভাবে জানি। আমি আশা করি কোনও ব্যাঘাত ছাড়াই পুরোটা আমরা বাজাতে পারবো। সেটার পরিকল্পনা করা যাক— যদি সবাই ঠিক মনে করো।'

পিয়ার্স ভুরু ওঠায়। জুলিয়ার বক্তব্য অনুরোধেরও বেশি। আমরা স্ট্রিং বাদকরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে অভ্যস্ত বাজানোর সময়েই, আর সবচেয়ে আনন্দময় বিনিময় হচ্ছে লিড ও কিউ।

'বেশ. ঠিক আছে, আমরা সবাই ঠিক মনে করছি.' পিয়ার্স বলে, যদিও আমি জানি বাইরের একজনের নির্দেশনা গ্রহণে সে আনন্দিত নয়।

আমি চোখ নামিয়ে স্কোরের দিকে তাকাই। পিয়ানোর অংশে প্রচুর রেস্ট দেখতে পাই, এবং জুলিয়ার রি-এন্ট্রি নিয়ে চিন্তিত হই। অন্তত প্রথমবার একেবারে না থেমে সম্পূর্ণ চালিয়ে যাওয়া, হয়তো ছন্দটা সে ভালো বুঝতে পারে।

BanglaBook.org

'এটা ঠিক আছে?' পিয়ার্স জিজ্ঞেস করে, বিটটা সে শোনায় : 'টাম-মমম-মটাটা-টাটাটা-টাম?'

'আমার কাছে একটু শ্লো মনে হচ্ছে,' বিলি বলে।

'কিন্তু তুমি কী মনে করো, জুলিয়া? এটা তোমার স্তবক।'

'এটা অ্যালেগ্রো ভিভাস— একটু বেশি ভিভাস, হয়তো?' জুলিয়া বলে, তাল দিয়ে শোনায় পিয়ানোতে সে কী চায়।

পিয়ার্স মাথা নাড়ে। 'ঠিক। আমি একটা আপবিট দেবো। রেডি?'

আমি জুলিয়ার দিকে তাকাই, আমার হৃৎপিণ্ড ঢিপঢিপ করছে। ওকে আশ্বস্ত দেখাচ্ছে, সচেতন, ওর দৃষ্টি অন্য বাদকদের ওপর, কীবোর্ড কিংবা স্কোরের দিকে নয়। এখন আমি বুঝি এই রচনাটা তার পক্ষে হৃদয় দিয়ে শেখা কেন অতোটা কঠিন।

যখন তার আঙুল কী থেকে মিউজিক বের করে আনছে, তখন তার দৃষ্টি সতর্কভাবে ঘুরছে পিয়ার্স ও বিলির ওপর— পৃষ্ঠা থেকে পড়ার মতো। তাদের আঙুল, তাদের বো, তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস তাকে তার কিউ দিচ্ছে। শুরুতে যেখানে ডবল-বেস থাকার কথা সেখানে নিচু গ্রামে অব্যাহত তাল চলতে থাকবে, এটাই তাকে যে কোনও প্রকারে করতে হবে। কিন্তু তার জন্য বিষয়টা কি কঠিন হবে আমি তা দেখতে পাই কল্পনায়। আর দৃশ্যমান খেই যা সে ধরতে পারবে বেস বাদকের আঙুল থেকে... কিন্তু এসব কল্পনা করা অর্থহীন, যখন আমি অনুভব করছি যে আছি একটা ছড়ির ওপর, শুনছি একটা পাখির গান নিচের থেকে উঠে এসে ক্রমশ উঁচুতে উঠছে, আমার অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছে, আরও উঁচুতে।

তার একক থিমে, জুলিয়া দুটো কম্পন ছেড়ে যায়। আমি কল্পনা করি যে এটা একই রচনার ভিন্ন পাঠ, কিন্তু হেলেন তাকায় তীক্ষ্ণ চোখে।

'আবার?' জুলিয়া জিজ্ঞেস করে যখন তারা সিদ্ধান্তের প্রথম দফায় পৌছায়।

'সোজাসুজি!' পিয়ার্স বলে।

তারা প্রথম আলোড়ন সম্পূর্ণ করে। সম্পূর্ণ করে বলাটা আসলে ঠিক নয়, বলা উচিত তারা বিস্ময়কর ভালো বাজায়। কিন্তু নিজের উদ্বিগ্নতার জন্য আমি তা উপভোগ করতে পারি না। কোনও কোনও জায়গায় যেখানে আমি আশা করতেপ পারি না, জুলিয়া লিড নেয়, যেন অস্পষ্ট খেই অনুসরণ করতে বাধ্য না হয়: সে নিজের হাতের দিকে তাকায়, আর আমি বুঝতে পারি না সে কীভাবে অন্যদের সঙ্গে মিলে যায়। যখন তারা চূড়ান্ত বারো-নোট কর্ডে পৌছায়— বেস ব্যতীত এগারো— আলোড়নের সূচনায় যা বারো-নোট কর্ডকে প্রতিফলিত করে আয়নার মতো, তখন স্কোরের ওপর রাখা আমার বাম হাত কাঁপছিলো।

'সমস্ত পুনরাবৃত্তি কি আমরা এড়িয়ে যাবো?' জিজ্ঞেস করে পিয়ার্স।

'শের্জোয় ছাড়া,' বিলি বলে।

তার ঠিক করে নেয়ার পর তারা অ্যাডাগিও বাজায়; কয়েকটা সমস্যা হয়, কিন্তু তাতে তাদের থামতে হয় না। তারপর আসে তৃতীয় আলোড়ন, শের্জো, এবং একটা সম্পূর্ণ অচল অবস্থা।

সমস্যাটা আছে একেবারে প্রথম স্তবকে। পিয়ার্স ও হেলেনকে বাজাতে হবে একটা ডাউনবিট ক্রচেটের পর তিনটে প্রেস্টো কম্পন, যার ওপর ভেঙে পড়বে বাকিরা সবাই।

BanglaBook.org

তারা এটা বার বার চেষ্টা করে, কিন্তু একবারও সঠিকভাবে সমন্বয় ঘটে না। আগের মতো তাড়াহুড়োর কারণ নেই। সমস্যাটার সমাধান প্রয়োজন। জুলিয়া, আমি বলতে পারি, বেশি বেশি বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, অন্যরা বিভ্রান্ত। আগে যেহেতু সে চমৎকার বাজিয়েছে, সুতরাং সমস্যাটা সাঙ্গীতিক সামর্থ্য নিয়ে নয়।

'একটা নতুন গ্রুপের প্রথমবার বাজানো সব সময়ই অসুবিধা হয়,' বিলি বলে।

'পাঁচ মিনিটের বিরতি নেয়া যাক,' পিয়ার্স পরামর্শ দেয়। 'আমার একটা সিগারেট দরকার।'

'এখানে ধূমপান ঠিক হবে?' বিলি জানতে চায়।

'কেন হবে না? আচ্ছা, আমি বাইরে যাচ্ছি।'

'আমার পায়ের আড়ষ্টতা ভাঙতে যাচ্ছি,' হেলেন বলে খানিকটা আবিষ্ট ভঙ্গিতে। 'আসছো?'

'নিশ্চয়,' বিলি বলে। 'ভালো আইডিয়া। নিশ্চয়।'

'আমি এখানেই থাকবো,' আমি বলি।

জুলিয়া কিছুই বলে না। মনে হয় নিজের জগতে ডুবে আছে, আমার থেকে বহু দূরে থাকার জন্য, আমাদের সবার থেকে।

আমার নিজের উদ্বিগ্নতা কেটে গেছে। অন্যরা চলে যাওয়ার পর, আমি বলি, 'তুমি কি হিয়ারিং এইড পরেছো?'

'হ্যাঁ, এক কানে। শুরুতে ওটা আমাকে সাহায্য করেছিলো, কিন্তু পরে সমস্যা হয়, মাইকেল। নিজেকে সরিয়ে না নিলে অ্যাডজাস্ট করতে পারতাম না, তাই প্রথম আলোড়নের পর বন্ধ করে রাখি। তারপর দ্বিতীয় আলোড়নে দেখি ঠিকমতো মেলাতে পারছি না অন্যদের সঙ্গে, তাই বিরতির ফাঁকে চার চালু করি। এখন ওটা আমাকে একদম বিভ্রান্ত করে ফেলছে। আমি নিশ্চিত, যদি ডবল-বেস থাকতো...'

'শের্জোর সূচনায় তাতে সমস্যার সমাধান হবে না,' আমি শান্ত কণ্ঠে বলি। 'অথবা যেখানেই ওই স্তবক শুরু হোক।'

'সেটা সত্যি। হয়তো আমাকে পরিষ্কার হতে হবে...'

'এ মুহূর্তে ওটা করো না। এমন কি ওটা চিন্তাও করো না। এতে কাজ হবে না। কেবল শিথিল থাকো।'

জুলিয়া মৃদু হাসে। তবে বেদনার সঙ্গে। 'কথাটা যেন এমন, 'জিরাফের কথা ভেবো না।' এটা বিপরীত ফলাফলের নিশ্চয়তা দিচ্ছে।'

'আর তুমি হেলেনের ব্যাপারে অবশ্যই কিছু মনে করবে না।'

'আমি করি না।'

'দেখ, জুলিয়া, তুমি যদি টেম্পো আর আপবিট থেকে তোমার কিউ নাও— মানে দৃশ্যমান কিউ— তাহলে তোমার হিয়ারিং এইড খুলে রাখতে পারো। শব্দের প্রতি তুমি সাড়া দেয়ার সময় পাবে কীভাবে আমি জানি না, বিশেষ করে যদি ওটা বিকৃত হয়ে যায়।'

'হয় তো।' জুলিয়া এই পরামর্শে বিশেষ প্রভাবিত হয় না, সম্ভবত এই করণে যে পরামর্শটা দিচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে বুঝতে আরম্ভ করেনি সে কী শুনতে পায় আর পায় না।

BanglaBook.org

আমি ওকে চুমু দিই। 'এই সে। আমার সঙ্গে চেষ্টা করো। তোমার হারানোর কিছুই নেই।' আমি আমার বেহালাটা বের করি, দ্রুত বো এঁটে নিই, ঠিকমতো টিউনও করি না, তাকে বিট শোনাই, দুইবার আমার মাথা নাড়ি এবং প্রথম স্তবক বাজাই।

কয়েকবার চেষ্টার পর কাজ হয়— কিংবা অন্তত আগের চেয়ে অনেকটা উন্নতি ঘটে।

জুলিয়া মৃদু হাসে না। সে শুধু বলে, 'আর কোনও পরামর্শ?'

'হ্যাঁ। আনড্যান্টেতে, যেখানে সবাই প্রতি বারে ছয় নোট বাজাচ্ছে আর তুমি তাদের প্রত্যেকের জন্য তিন নোট বাজাচ্ছো, তখন তুমি সবকিছু বেশ স্লো করে ফেলছো। সবাই চেষ্টা করছে ঠেলে এগোতে, কিন্তু তুমি তাদের অনুসরণ করছো না তোমার দৃষ্টি দিয়ে।'

'আচ্ছা, আমি লিড দিচ্ছিলাম,' জুলিয়া বলে।

'পিছন থেকে।' আমি হাসি, সেও হাসে। 'শোনো, আমার সঙ্গে চেষ্টা করো,' আমি পরামর্শ দিই, আবার বো নিই; আর আমরা চেষ্টা করি।

'চমৎকার,' পিয়ার্স বলে।

আমি লাফিয়ে উঠি, এবং জুলিয়াও চমকিত হয়।

আমি পিয়ার্সের আগমন লক্ষ্য করিনি।

'আরে চালিয়ে যাও,' পিয়ার্স বলে।

'তোমার লাইটার ফেলে গেছো?' আমি জিজ্ঞেস করি, বিরক্ত।

'ওই রকমই কিছু,' পিয়ার্স বেরিয়ে যেতে যেতে বলে।

সবাই ফিরে এলে রিহার্সাল শুরু হয় আবার। কোনও সংকট ছাড়াই তারা শের্জো বাজিয়ে যায় আগাগোড়া, তারপর চতুর্থ ও পঞ্চম আলোড়ন।

শেষে, পিয়ার্স বলে, 'খুব ভালো, খুব ভালো। কিন্তু কোনও প্রকারে, তোমরা জানো, আমি একজন বেস বাদক নিয়ে রিহার্সালের পূর্ণতা দিতেই পছন্দ করবো। তো এটাকে বলা যাক ট্রুটের একটা দিন। আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না, জুলিয়া। কোয়ার্টেট এখন দুটো রচনা অনুশীলন করবে, সময়ের চাপও আছে আমাদের ওপর। বিলি যখন বেন ফ্ল্যাথের কাছ থেকে দিন নিতে পারবে— আমার ধারণা সে প্রথমেই রাজি হয়ে যাবে— তখন আমি আগামী রিহার্সালের ব্যাপারে সবার সঙ্গেই যোগাযোগ করবো। আমার কাছে তোমার ফোন নম্বর নেই,' সে জুলিয়াকে বলে।

'তুমি আমাকে ফ্যাক্স করতে পারবে?' জুলিয়া জিজ্ঞেস করে। 'ফোনে আমার অনুশীলনে সমস্যা হয়। এখন অধিকাংশ সময় অনুশীলনে থাকি তো।'

'তোমার কি অ্যানসারিং মেশিন নেই?' পিয়ার্স জানতে চায়।

'ফ্যাক্স হলেই ভালো হয়,' জুলিয়া শান্তভাবে মাথা নেড়ে বলে, এবং পিয়ার্সকে নম্বর দেয়।

৪.২১

পিয়ার্স থাকে ওয়েস্টবোর্ন পার্ক রোডে, এক রুমের একটা বেসমেন্ট ফ্ল্যাটে। সিলিংটা বেসমেন্টের পক্ষে বেশ উঁচু— যেটা পিয়ার্সের নিজের উচ্চতার বিবেচনায় একটা ভালো ব্যাপার। তার উপরে আছে এক ট্রাভেল এজেন্ট, পর্তুগালে শস্তায় ভ্রমণের বিজ্ঞাপন দিয়ে রেখেছে সেটা; ট্রাভেল এজেন্টের এক পাশে একটা টেক-অ্যাওয়ে পিৎসা

BanglaBook.org

দোকান, অন্য পাশে নিউজ এজেন্ট। বিপরীত দিকে আছে বিশাল এক টাওয়ার ভবন, আর কাছেই বাদামি ইটের হাউজিং এস্টেট।

আমাকে সে ড্রিংকের জন্য ডেকে এখন রেড ওয়াইনের একটা বোতল খোলে। সে অতিথিপরায়ণ, কিন্তু সমস্যা ক্লিষ্ট দেখাচ্ছে। রিহার্সালের পরের দিন এটা।

'ওই দেয়ালে গরমকালে বিলম্বিত আলো পড়ে,' সে বলে।

'আমরা উত্তরমুখো আছি না?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'এক রকম,' পিয়ার্স অন্যমনস্কভাবে বলে। 'আমি এটা এক শিল্পীর কাছ থেকে কিনেছি।' তারপর, আমার চিন্তার ধারা অনুসরণ করে বলে, 'তুমি ঠিক বলেছো, এটা খানিকটা বিদঘুটে। পুরো গরম কালে সূর্যাস্তর সময় কয়েক মিনিট ওদিক থেকে আলো আসে। হয়তো কোনও কিছুর ওপর থেকে প্রতিফলিত হয়ে। মনোহর লালচে ফালি। গত বছর নিউজ এজেন্ট একটা বিশাল বড় ধাতব পাত্র শিকল দিয়ে রেলিংয়ের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে, তাতে ওই আলো কমে গেছে। এটা বিরক্তিকর।'

'তুমি তার সঙ্গে কথা বলো না কেন?'

'বলেছি। সে বলে, দরোজার বাইরে রাখা পত্রিকা ও খবরের কাগজ লোকজন চুরি করতে শুরু করেছে, সুতরাং এ ছাড়া তার আর কোনও উপায় নেই। আমি নিশ্চিত ওটা অনুসরণ করতে পারি, তাতে অন্তত বলতে পারি ওটা আমার আলোর লাইন থেকে বাইরে সরিয়ে নিতে, কিন্তু...' পিয়ার্স কাঁধ ঝাঁকায়। 'তুমি জানো কী নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই?'

'না, আমি ভেবেছিলাম এটা কেবল একটা ডেট!... হ্যাঁ, জানি। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত আমি জানি।'

পিয়ার্স মাথা নাড়ে। 'আমাকে বলো, আমি এটা বুঝি না। জুলিয়ার ব্যাপারটা আসলে কী? সে একজন বিস্ময়কর যন্ত্রীর বাদক, আর দারুণ সাঙ্গীতিক; আমি কী বলছি তুমি জানো। তার সঙ্গে বাজানো সত্যিকারের আনন্দ, কিন্তু আমরা সবাই হতবাক... আমরা রঙ্গতামাশা করছি না বা তেমন কিছু, কিন্তু, শের্জোর সূচনার যে সমস্যা তুমি কি তার ব্যাখ্যা দিতে পারো? এটা কি হঠাৎ হঠাৎ ঘটে?'

আমি ওয়াইনে চুমুক দিই। 'ওটার সমাধান হয়ে গেছে, নয় কি?'

'হ্যাঁ, পিয়ার্স বলে।

'আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যখন বেন ফ্ল্যাথ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে, তখন অন্য সমস্যাগুলোও মিটে যাবে।'

'আমাদের সঙ্গে?' পিয়ার্স মৃদু হাসির সঙ্গে বলে।

'সঠিকভাবে বললে তোমার সঙ্গে।'

পিয়ার্স হয়তো দুঃখের ছোঁয়া লক্ষ করে। তার পরের মন্তব্যে আমি ধরাশায়ী হই।

'আমি চাই ট্রুটে তুমি বেহালা বাজাও।'

'না!'

শব্দটা আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়, তবে এর অর্থ আসলে 'হ্যাঁ!'

পিয়ার্স তার ডান হাতের তর্জনি দিয়ে একটা পাতলা রুপালি লাইটারে টোকা দিচ্ছে। 'আমি গুরুত্বের সঙ্গেই বলেছি। আমি ওটাই চাই,' সে বলে।

'কিন্তু তুমি এটা ভালোবাসো, পিয়ার্স,' আমি চেঁচিয়ে উঠি, নিকোলাস স্পেয়ার যখন ট্রুটের ক্ষতি করেছিলো তখন কী অবস্থা হয়েছিলে তা স্মরণ করি।

BanglaBook.org

'বিরতির সময় ঠিক কী ঘটেছে?' পিয়ার্স জিজ্ঞেস করে, আর এভাবে আমার কথার জবাব এড়িয়ে যায়।

'বিরতির সময়?'

'আচ্ছা, তুমি জানো, যখন আমরা কামরার বাইরে গিয়েছিলাম।'

আমি কাঁধ ঝাঁকাই। 'ওহ, আমরা একটু বাজিয়ছি, কয়েকটা অসুবিধাজনক জায়গা সামান্য হেরফের করে সমাধানের চেষ্টা করেছি...'

'আরও কিছু ছিলো,' পিয়ার্স শান্তকণ্ঠে বলে। একটু থেমে বলে, 'দেখ, আমি জিজ্ঞেস করছি বলে কিছু মনে করো না, কিন্তু—'

'জিজ্ঞেস করো।'

'তুমি এটা করতে পারবে না বলে কি উদ্বিগ্ন নও? আমাকে ভুলভাবে নিও না। আমি বলতে চাইছি, তুমি জানো, রেজিস্টারে বাজানো তুমি সাধারণত যা করো...'

'তুমি বলতে চাইছো, চতুর্থ আলোড়নে উচ্চস্বরের বিন্যাস আমি পরিচালনা করতে পারি কি না?'

পিয়ার্স মাথা নাড়ে, খানিকটা বিব্রত। 'হ্যাঁ, ওটা, আর অন্যগুলোও।'

'আমি ব্যবস্থা করবো,' আমি বলি। 'আগে এটা বাজিয়েছি— কলেজে। অনেক বছর আগে, তবু না পারার কারণ নেই। দেখ, পিয়ার্স, আমি জানি তুমি ট্রুটে বাজাতে ভালোবাসো। তুমি এমন বদান্যতা দেখাতে চাও নিশ্চিত?'

'আমি বদান্যতা দেখাচ্ছি না,' পিয়ার্স বলে। 'এটা এমন এক রচনা যা চমৎকারভাবে বাজাতে হবে, নইলে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর আসল বাদনটা হবে বেহালা ও পিয়ানোর মধ্যে। এই মুহূর্তে তোমাকে বলতে পারি, ওটা করতে না হলেই স্বস্তি। আমার নিজের প্লেটেই অনেক আছে— প্রচুর। এবং আমার ধারণা, Musikverein যদি একজন বাদকের অদলবদল মেনে নেয়, তাহলে দুজনেরও মেনে নেবে।'

'তোমার প্লেটে দামি কী আছে?' আমি মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করি।

'ওহ, পিয়ার্স অস্পষ্টভাবে বলে, 'এটা ওটা।'

'আর অন্যটা?' আমি চিন্তা না করেই বলি।

'কী?'

'দুঃখিত— দুঃখিত— এই আমার মাথায় একটা কিছু এলো। স্বয়ংক্রিয় সাড়া। ভুলে যাও।'

'তুমি এক অদ্ভুত মানুষ, মাইকেল।'

'বটে?'

'বটে, কী?'

'তোমার প্লেটে আর কী আছে/'

'আমি সেন্ট মার্টিন-ইন-দ্য-ফিল্ডসের সঙ্গে সিনফোনিয়া কনসার্টেন্ট করছি, আর ভিয়েনার পরেই আমার একটা একক কনসার্ট আছে, আর বাখ তো আছেই, যেটা তুমি আর অন্যরা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে মনে হচ্ছে।'

'আর তুমি নও?'

পিয়ার্স হাত ছড়িয়ে দেয়। 'আমি কেবল অনুভব করতে শুরু করেছি যেন ওটা আমার ওপর চেপে না বসে। গত রাতে, কোনও কারণে, ওটা অনুশীলন করছিলাম দুটো পর্যন্ত। ওটা সত্যিই আসক্তি জাগায়।'

BanglaBook.org

'তোমার প্রতিবেশীরা সম্ভবত অন্য একটা শব্দই পছন্দ করবে।'

'কিসের প্রতিবেশী?' পিয়ার্স সামান্য হাসি মুখে বলে। এখানে আমার কোনও প্রতিবেশী নেই। আমাদের মাথার ওপর ওটা একটা ট্রাভেল এজেন্ট।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'যাই হোক,' পিয়ার্স বলে, 'এটা প্রথমবার নয় যে আমার বিদঘুটে অনুভূতি হচ্ছে সহকর্মীদের ব্যাপারে, অংশীদারদের ব্যাপারে, অথবা অন্য সবার ব্যাপারে। অবশ্যই এটার একটা শব্দ আছে কী যেন।'

'কো-কোয়ার্টস?'

আমার মন্তব্যে কান না দিয়ে পিয়ার্স বলে চলে, 'এটা সবচেয়ে ভূতুরে ব্যাপার, এই কোয়ার্টেট বিষয়টা। এর সঙ্গে কিসের তুলনা চলে আমি জানি না। বিয়ে? প্রতিষ্ঠান? গোলাগুলির মধ্যে পড়া সৈন্যদল? আত্মনির্ভর, আত্মধ্বংসী যাজকত্ব? এর আনন্দের সঙ্গে এতো অসংখ্য উৎকণ্ঠা মিশে থাকে।'

বোতল থেকে দুজনের জন্য আরও খানিকটা ওয়াইন ঢালি।

'এই সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে কিসের যন্ত্রণা মিশে আছে তা সত্যিই আমি জানি না,' পিয়ার্স বলে, অনেকটা নিজের মনেই। 'প্রথমে অ্যালেক্স; তারপর টোবিয়াসের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা। প্রত্যেক কয়েক বছরে কিছু একটা ফর্দাফাই ঘটে— ঘটবেই।'

'আমি যোগ দেয়ার আগে ছিলো অ্যালেক্স,' আমি বলি, টোবিয়াস যখন পিয়ার্সের আত্মার দায়িত্বে ছিলো তখন আমাদের চারজনের ওপর কী প্রতিক্রিয়া পড়েছিলো তা নিয়ে কথা না বলার চেষ্টা করি।

'ওই দানব আকৃতির টাওয়ার ভবনের ভালো একটা ব্যাপার হলো, বেলা প্রায় এগারোটার দিকে ওখান থেকে সকালের আলো আসে প্রতিফলিত হয়ে,' পিয়ার্স বলে। 'এই জায়গাটা ওটা না হলে আরও বেশি নিষ্প্রভ লাগতো।'

আমি মাথা নাড়ি, কিছু বলি না।

'ভেনিসে আলো ছিলো, তুমি জানো,' পিয়ার্স প্রায় আপন মনে বলে। 'আমরা সেখানে এক মাস ছিলাম। প্রথমে এতে তার ভীষণ মাথা ব্যথা হতো, তারপর হঠাৎ থেমে গেল, আর সে আলো ভালোবাসতে লাগলো। এর কয়েক দিন পর কোয়ার্টেট গঠনের মহান আইডিয়াটা এলো আমাদের মাথায়। অ্যালেক্সের মাথাতেই, প্রকৃত প্রস্তাবে।' সে আবার লাইটারের দিকে তাকায়, তারপর বলে, যেন নিজের প্রতি অধৈর্য হয়ে, 'আমি ওটা নিয়ে কথা বলছি কেন?'

'আমরা যখন একজনের পর একজন অদৃশ্য হয়ে যাবো, তখনও ম্যাগিওর থাকবে কিনা তাই ভাবি অবাক হয়ে,' আমি বলি। 'আমরা বিবর্ণ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর, অবশ্যই।'

'আমি আশা করি থাকবে,' পিয়ার্স বলে। 'এক ডজন বছর একটা কোয়ার্টেটের জন্য খুব দীর্ঘ সময় নয়, আমার ধারণা, যদিও কখনও কখনও মনে হয় এক শতাব্দির মতো। শোনো, টাকাক্সে যোগ দিয়েছে দুজন নতুন সদস্য, বরোডিনে অবশিষ্ট আছে শুধু ওটার আদি চেলো, জুইলিয়ার্ডে মূল সদস্যদের একজনও আর নেই। কিন্তু ওগুলো যা ছিলো এখনও তাই আছে।'

'জর্জ ওয়াশিংটনের ক্ষুদ্র কুঠারের মতো?'

BanglaBook.org

পিয়ার্স ভুরু কোঁচকায়, ব্যাখ্যা শোনার জন্য অপেক্ষা করে।

'ওই কুঠারের মাথাটা পরিবর্তিত হয়েছে দুইবার এবং হাতলটা তিনবার, তা সত্ত্বেও ওটা এখনও তার কুঠার।'

'আহ, হ্যাঁ, তাই বলি...ওহ, আরেকটা বিষয় : তোমার মনে আছে বিটোফেন কুইন্টেটের কথা, আর তোমার প্রথম বেহালা বাজানোর ইচ্ছা?'

'আমি ভুলে যাবো এমন নিশ্চয় মনে করা হচ্ছে না?'

'নিশ্চয় না। শোনো, আমি সব বিষয় বিবেচনা করছি। অথবা, বলা উচিত, পুনর্বিবেচনা। আমি অ্যালেক্স আর আমি যখন প্রথম ও দ্বিতীয় বেহালা অল্টারনেট করতাম তখনকার মতো কোনও টেনশন আবারও তৈরি হোক তা আমি চাই না।'

'না। আমি একমত।'

'কিন্তু সর্বক্ষণ দ্বিতীয় বেহালা নিয়ে থাকলে তোমার অবদমিত লাগতে পারে। অথবা হতাশাও আসতে পারে।' পিয়ার্স একবার চুমুক দেয় এবং এক পলক আমার দিকে তাকায়, তার কথাটা প্রশ্নের মতো করে তুলছে।

'আমার তেমন লাগে না, প্রকৃতপক্ষে,' সত্যিই আমি এটা বিশ্বাস করি কিনা ভাবতে ভাবতে বলি। 'এটা প্রথমটার চেয়ে আলাদা যন্ত্র। এটা আমার কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হয়।'

'কিন্তু তুমি সেই স্ট্রিং কুইন্টেট প্রথম বেহালা বাজাতে চেয়েছিলে?' পিয়ার্স চাপ দেয়।

'সেটা নির্দিষ্ট একটা কারণে, পিয়ার্স, আর তোমাকে বলেছিও। সেই কুইন্টেট মানে আমার কাছে সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট কিছু একটা।'

'আচ্ছা,' পিয়ার্স বলে, 'আমার প্রশ্নটা হলো এটা : তুমি কি বিবেচনা করবে, তুমি কি চাইবে, তুমি কি কিছু মনে করবে প্রথম বেহালা বাজাতে অথবা একমাত্র বেহালা যখন আমরা কোয়ার্টেট হিসেবে বাজাই না?' আমার অবাক দৃষ্টি খেয়াল করে সে বলে, 'উদাহরণ হিসেবে, স্ট্রিং সেক্সটেটে অথবা ফ্লুট কোয়ার্টেটে অথবা ক্ল্যারিনেট কুইন্টেটে অথবা ওই প্রকৃতির কোনও কিছুতে।'

'পিয়ার্স,' আমি বলি, ভীষণ বিস্মিত, 'এই ওয়াইন তোমার মাথায় চড়েছে। নাকি তুমি অনিচ্ছুক?'

'কোনওটাই না, আমি তোমাকে আশ্বস্ত করছি,' পিয়ার্স ঠাণ্ডাভাবে বলে।

'শোনো, আমি অবশ্যই কিছু মনে করবো না, এবং আমি বিবেচনা করবো, কিন্তু আমি চাই কিনা তাতে নিশ্চিত নই।'

'এটা বেশ জটিল উত্তর, কিছুটা পরস্পর বিরোধীও।'

'আমি নিশ্চিত তাতে। আমি যা বলতে চাইছি তা হলো এই— এটা কেবল আমাদের দুজনের সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো কোনও বিষয় নয়। বিলি আর হেলেন সেটা পছন্দ করবে না। অ্যালেক্স আর তোমার অল্টারনেটিং ওরা অস্থির বোধ করতো। এবং একটা স্ট্রিং কুইন্টেট বা স্ট্রিং সেক্সটেটের মতো কোনও কিছুতে ওদের ওপর একই প্রতিক্রিয়া পড়তে বাধ্য।'

'আর ফ্লুট কোয়ার্টেটের মতো কোনও কিছুতে? কিংবা একটা পিয়ানো কুইন্টেটে— ট্রটের মতো?'

BanglaBook.org

'সেটা হয়তো একটু আলাদা হতে পারে, তুমি ঠিকই বলেছো। আচ্ছা, আমি এটা বিবেচনা করবো, এবং— না, প্রকৃতপক্ষে, আমি বিবেচনা করবো না। যেখানে আছি সেখানেই আমি সুখী।'

'তাহলে তুমি ট্রুটে বাজাবে না?'

'বাজাবো!' আমি দ্রুত বলি।

'কেন? আরেকটা নির্দিষ্ট সংঘ?'

'না, তার চেয়েও বেশি অ্যাড হক। আমি জুলিয়ার সঙ্গে বাজাতে চাই। এটা হয়তো শেষ সময়গুলোর একটা সে—'

'সে কী?'

'সে অন্য বাদকদের সঙ্গে বাজাবে।'

'তুমি কী বলতে চাইছো?' পিয়ার্স সতর্ক চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। 'অন্যদের সঙ্গে বাজানোর কী তার সত্যিই গুরুতর সমস্যা আছে?'

'না, বাস্তবিকই তা নয়।'

'মাইকেল, তুমি আমার সঙ্গে স্পষ্ট কথা বলছো না।'

'বলছি। আমি তোমাকে বলছি যে, সে নিজের সলো ক্যারিয়ার উন্নত করতে চায়। এবং তার মানে হলো ক্রমে ক্রমে দলীয়ভাবে বাজানো থেকে সরে যাওয়া। কিন্তু আমি জানি না ঠিক কখন সে সম্পূর্ণ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেবে। আদৌ নেবে কিনা তাও জানি না।'

'তাহলে সে চেম্বার মিউজিক বাজানো উপভোগ করে না?' পিয়ার্স বলে।

'আমি সে কথা বলিনি,' আমি গরম হয়ে বলি।

'আচ্ছা, তুমি কী বলছো? তার ব্যাপারটা আসলে ঠিক কী? রিহার্সালে কী ঘটেছে? মানে, তার একাগ্রচিত্ততা হঠাৎ করে নষ্ট হয়ে যায়? এ সমস্যা কী শুধু ওই নির্দিষ্ট রচনাটির বেলায়? নাকি এটা তোমার, ইয়ে, তোমার বন্ধুত্ব? তুমি অবশ্যই জানো। কিংবা অন্তত একটা ধারণা তোমার অবশ্যই আছে।'

আমি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। 'আমি জানি না, পিয়ার্স,' আমি বলি। 'যাই হোক, ভবিষ্যতে এটা কোনও সমস্যা হবে না।'

'কিন্তু এটা একটা সমস্যা,' পিয়ার্স বলে। 'আমাদের সঙ্গে তার বাজানোর ব্যাপারে আমরা সম্মত হওয়ার আগেই তোমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা হচ্ছে আমার। আমরা একটা কোয়ার্টেটে আছি। আস্থাই এর ভিত্তি। এখন বলো ব্যাপারটা কী? ঝেড়ে কাশো।'

আমি কোণঠাসা হয়ে গেছি। আমি জোরাজুরির মধ্যে মিথ্যা বলেছি, কিন্তু আমি মিথ্যা বলেছি আর পিয়ার্স তা জানে। 'আমি জুলিয়ার সঙ্গে কথা না বলে তোমাকে বলতে পারবো না,' শেষে আমি বলি।

পিয়ার্স আমার ওপর জেরার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। 'মাইকেল, ব্যাপারটা কী তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার, কিন্তু বিষয়টা আমাকে ভীষণ উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এবং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এতে তুমিও উদ্বিগ্ন। এখন, সেটা যাই হোক, আমাকে তোমার বলতেই হবে— এবং আমাকে তোমার বলতে হবে এখনই।'

'ওটা হচ্ছে শোনার সমস্যা,' আমি বলি, প্রায় শোনাই যায় না আমার কণ্ঠ, তাকিয়ে থাকি মেঝের দিকে।

'শোনার সমস্যা? কী রকম শোনার সমস্যা?'

BanglaBook.org

আমি কিছুই বলি না। যা প্রকাশ করতে আমাকে বাধ্য করা হয়েছে তা আমাকে পেয়ে বসে। কিন্তু আমিই কি মুখ আলগা করে তাকে কথা বের করে আনার সুযোগ করে দিইনি?

'বটে?' পিয়ার্স বলে। 'বলো, মাইকেল। নইলে আমি এখনই লোথারকে ফোন করে জেনে নেবো। আমি সিরিয়াস। আমি এখনই তাকে ফোন করবো।'

'জুলিয়া শ্রবণশক্তি হারাচ্ছে, পিয়ার্স,' আমি অসহায়ভাবে বলি। 'কিন্তু খোদার দোহাই এ কথা কাউকে বলো না।'

'ওহ, এই সব?' পিয়ার্স বলে। তার মুখের সব রং ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ, সব।' আমি এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ি।

পিয়ার্স হয়তো হতভম্ব, কিন্তু আমি জানি সে আমার কথা বিশ্বাস করেছে। 'এটা সত্যি, না কি? হ্যাঁ অথবা না। এক শব্দে বলো।'

'হ্যাঁ।'

'লোথারকে ফোন করাই ভালো,' সে শান্তকণ্ঠে বলে। 'এটা একটা বিপর্যয়।'

সে অর্ধেক ওঠে। আমি তার বাহু মুঠোয় চেপে ধরি এবং প্রায় জোর করে বসিয়ে দিই।

'না,' আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলি। 'এমন কি চিন্তাও করো না। এটা বিপর্যয় নয়।'

'বিলি জানে? হেলেন?'

'অবশ্যই না। আমি তাদের বলিনি। তোমাকেও আমি কখনও না বলতে পারতাম।'

'তুমি আমাদের আগেই বলতে পারতে,' পিয়ার্স বলে, তার কণ্ঠে কিছুটা অবজ্ঞার ছোঁয়া। 'তুমি কীভাবে আমাদের এ কথা না জানিয়ে আছো? তুমি আমাদের কাছে ঋণী—এবং নিজের কাছেও।'

'তোমাদের কাছে আমি কিসে ঋণী সে কথা আমাকে বলতে হবে না,' আমি হিংস্র সুরে বলি। 'আমি যা বলেছি সে কথা বলে একটা বিশ্বাস ভেঙেছি। খোদা জানে এজন্য আমি হয়তো কখনই ক্ষমা পাবো না। আমি কখনও তোমাকে বলতে চাইনি। আমি কেবল আশা করবো কোনও দিক থেকে এতে তার উপকার হবে— মানে, যদি আমরা সবাই বুঝি কোন কোন কিউ তাকে দেয়া দরকার আমাদের, আর কোথায় তাকে লিড নিতে দেয়া দরকার—'

'যাতে আমরা হোঁচট খেয়ে পড়ি?'

'সে দারুন পারফর্ম করবে। সে তোমাকে আর ভিয়েনাবাসীদের স্তম্ভিত করে দেবে। আর আমাদের সবাইকে আশীর্বাদের জন্য শুবার্টে আত্মাকে ডেকে আনবে বিলি।'

'আমাকেও, এই নীরব দর্শককেও?'

'তোমাকেও, যেহেতু সে জানবে তুমি কেমন ত্যাগস্বীকার করেছো।'

'এটা এখন আ তেমন ত্যাগস্বীকার মনে হচ্ছে না,' পিয়ার্স বলে।

'তুমি দেখবে এটা তাইই,' আমি বলি।

জুলিয়াকে বাদ দেয়া ব্যাপারে সে কিছু বলবে বলে আমি অপেক্ষা করছি, কিন্তু সে আমাকে বিস্মিত করে দেয়।

'বেশ, তাই যেন হয়,' সে বলে। 'নিজেদের আর শুবার্টের আত্মার দোহাই।' সে কিছুক্ষণ দোদুল্যমানভাবে শান্ত থাকে। 'হয়তো আমি নিকোলাসের মন্তব্যে বিরক্ত

BanglaBook.org

ছিলাম, কারণ ট্রুটের ব্যাপারে আমার অনুভূতি মিশ্র। এ এক মজার পুরনো রচনা। এটা বারবার থামে, বারবার শুরু হয়, অসংখ্য পুনরাবৃত্তি, আর তুমি ঠিকই বলেছো, শেষ আলোড়নটা কখনও কখনও মনে হয় যেন তির্যকভাবে গতি বদলে ফেলছে— কিন্তু আমি সত্যিই এটা ভালোবাসি। এটা রচনার সময় যে শুবার্টের বয়স ছিলো মাত্র বাইশ, তা হাস্যকর মনে হয়।'

'আমরা ওখানে ছেড়ে দিতে পারি,' আমি বলি।

আরেকবার লম্বা বিরতির পর পিয়ার্স বলে, 'বেশ, হ্যাঁ, আমিও অনেক সময় ধরে ও কথাই ভেবেছি। কিন্তু এখন আমি চিন্তাভাবনা থামিয়েছি। আমার এই জায়গায় বসে আমি কী করছি সে সম্পর্কে আমার কেবল দুটো আত্মজিজ্ঞাসা আছে। এটা করা উত্তম, নাকি উত্তম নয়? এবং অন্য কিছুর চেয়ে এটা করাই কী উত্তম?' সে বিরতি দেয়, তারপর বলে, 'এবং আরেকটা প্রশ্নও এর সঙ্গে যোগ করেছি : আমি না করে অন্য কাউকে করতে দেয়াই কি উত্তম?'

'তাই বলো, পিয়ার্স। এ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমার হৃদয়ের গভীর থেকে।'

পিয়ার্স বেশ গম্ভীরভাবে তার গ্লাস উঁচু করে। 'এবং তোমার গ্লাসের গভীর থেকে?'

আমি মাথা ঝাঁকাই, এবং টোস্ট করি।

'আমার ধারণা, জুলিয়ার জন্য আমি কতোটা ব্যথিত সে কথা না বলায় তুমি বিস্মিত।'

'না, আমি বিস্মিত নই,' আমি উত্তর দিই, বিষয়টা এক মুহূর্ত ভেবে দেখার পর।

কিন্তু আমি বিস্মিত নিজের প্রতি, কেমন আচমকা জুলিয়ার বিশ্বাস ভেঙেছি আমি। যেন গোপনীয়তার ভার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে প্রায় একটা চক্রান্ত করেছি। অনুমতি না নিয়ে, কিছু না জানিয়ে, কীভাবে এটা আমি করতে পারলাম? আমি পিয়ার্সের প্রতিশ্রুতি আদায় করি যে হেলেন ও বিলিকে সে কিছু বলবে না, এই শর্তে যে ওদের আমি নিজেই বিষয়টা জানাবো আগামীকাল।

৪.২২

বাসায় পৌঁছেই তাকে ফ্যাক্স করি। এবার আর কোনও রঙ্গ নয়, শুধু একটা সোজা সাপ্টা বক্তব্য যে জরুরি প্রয়োজনে কাল সকালে আমাদের অবশ্যই দেখা হতে হবে। এমন কি দশ মিনিটের জন্য হলেও তাকে অবশ্যই আমার ফ্ল্যাটে আসতে হবে।

সে আসে। আমি ধারণা করি, লুককে স্কুলে নামিয়ে দিয়েই চলে এসেছে। এবার আমরা চুম্বন বিনিময়ের সময় সে বুঝতে পারে কিছু গোলমাল হয়েছে। সে হঠাৎ থেমে জিজ্ঞেস করে আমি উদ্বিগ্ন কোন ব্যাপারে। তার হাতে এক ঘণ্টা সময় আছে, কিন্তু জরুরি দশ মিনিটের বিষয়টা আগে শেষ করার কথা বলে সে।

'জুলিয়া, সে জানে। তাকে বলতে হয়েছে আমার।'

সে সন্ত্রস্ত চোখে তাকায় আমার দিকে।

'গতরাতে আমি তাকে বলেছি— আমার বেরিয়ে আসার উপায় ছিলো না। আমি দুঃখিত।'

BanglaBook.org

'কিন্তু গতরাতে তো ওর সঙ্গে আমি ছিলাম,' জুলিয়া বলে।

'কার সঙ্গে?'

'জেমসের সঙ্গে।'

'না, না— আমি বলছি পিয়ার্সের কথা। সে আগেই আঁচ করেছিলো।'

'কিন্তু— তুমি কী বলছো, মাইকেল? পিয়ার্স যদি জানে, তাতে কি বেশি কিছু আসে যায়? জরুরি বিষয়টা কী?' সে আশ্বস্ত হতে শুরু করে, যদিও এখনও ধাঁধায় রয়েছে।

'আজ বিষয়টা আমাকে বলতে হবে বিলি আর হেলেনকে। সে জন্যই তোমার সঙ্গে আগে কথা বলা দরকার,' আমি বলি।

'কিন্তু, মাইকেল— আমি বুঝতে পারছি না— তুমি তাকে ঠিক কী বলেছো?'

'ইয়ে, তোমার সম্পর্কে, তোমার সমস্যা সম্পর্কে।'

সে চোখ দুটো বন্ধ করে, বোঝাই যায় হঠাৎ আঘাত পেয়েছে।

'জুলিয়া, আমি জানি না কী বলবো—'

ওর দু'চোখ এখনও বন্ধ। আমি ওর একটা হাত ধরে আমার কপালে ছোঁয়াই। একটু পর সে চোখ খোলে— কিন্তু এখন সে আমাকে দেখছে না, আমাকে ছাড়িয়ে অন্য কিছু দেখছে। আমি অপেক্ষা করি কখন সে কথা বলে।

'এ ব্যাপারে তুমি আগে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারতে না?' অবশেষে সে বলে।

'আমি পারতাম না। সে সরাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করে বসে। বিশ্বাসের প্রশ্ন ছিলো সেটা।'

'বিশ্বাসের? বিশ্বাসের?'

'আমি তার দিকে তাকিয়ে মিথ্যে বলতে পারছিলাম না।'

'তোমার ব্যাপারে ঘরে আমাকে কী করতে হয় মনে করো? আমার জন্য সহজ নয় সেটা। বিকল্প আর কিছু তো নেই।'

কী ঘটেছে এবং কীভাবে তার ব্যাখা দিই আমি। ওকে বলি যে এতে সম্ভবত উপকারও হতে পারে— যদি সহানুভূতি ও সহযোগিতা পাওয়া যায়। আমার এ কথা আসলে বেদনাদায়কভাবে নিজেই নিজেকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়ার প্রয়াস, আমি জনি।

'হয়তো,' জুলিয়া শান্ত কণ্ঠে বলে। 'কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে, এ বিষয়ে যার জানা আছে সে আমাকে নেবে কেন?'

এ প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই।

'আমি তোমার ক্ষতি করেছি,' আমি বলি। 'আমি তা জানি। আমি ভীষণ দুঃখিত।'

'আমি বোকা নই, মাইকেল,' কয়েক মুহূর্ত পর সে বলে। 'কোনও এক সময়ে বিষয়টা জানাজানি হতোই। আমার বাবা বলতো যে বুদ্ধিজীবীদের জগৎ ছিদ্রময়, কিছুই গোপন থাকে না; কিন্তু সঙ্গীতের জগৎ তার চেয়েও খারাপ। হয়তো লোথার ছাড়াও আর কেউ এর মধ্যেই জেনে গেছে বা সন্দেহ করছে। আমি খামখেয়ালিপনা করেছি, সবকিছু কোনও প্রকারে ঢেকে রাখার জন্য। কিন্তু সে সব এখন অর্থহীন।'

'আমি ওদের শপথ করাবো গোপনীয়তা রক্ষার জন্য।'

BanglaBoi.org

'হ্যাঁ', সে ক্লান্ত কণ্ঠে বলে। 'হ্যাঁ। সেটা করো। এখন আমাকে উঠতে হবে।'

যদি অন্য কেউ তার সঙ্গে বাজাতে না চায়, তাহলে আমাকে তাই করতে হবে যার ভয় পাচ্ছি আমি সবচেয়ে বেশি। এখন আমি তাকে কীভাবে বলি যে ট্রুটে তার সঙ্গে আমি বাজাবো? এ কথা বলার সময় এটা নয়। কিন্তু এখন যদি না বলি, কখন?

'আরেকটু থাকো। তোমার সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দাও, জুলিয়া।'

'আর বেস বাদক— বিলির বন্ধু?' সে বলে।

'আমি জানি না।'

'আমি এখন যাবো।'

'তুমি কী করবে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'জানি না। হাঁটবো একটু।'

'পার্কে?'

'তাই মনে হয়।'

'তুমি চাও না তোমার সঙ্গে আসি?'

সে মাথা ঝাঁকায়। এবার এমন কি লিফটের জন্যও অপেক্ষা করে না; সিঁড়ির অসংখ্য ধাপের দিকে হাঁটতে শুরু করে।

৪.২৩

হেলেন, বিলি আর আমি কাছের একটা কাফেতে একত্র হই। হেলেনের ওখানে নির্মাতারা এসেছে, আর আমার ফ্ল্যাটে ওদের আসতে বলি না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওদের দুজনকে একসঙ্গেই বলবো। আমি বিলির কাছে এই জায়গাটা আর আকস্মিক সাক্ষাতের জন্য দুঃখ প্রকাশ করি, কিন্তু সে বলে এদিকে তার আসতেই হতো। তাদের আলাদাভাবে বলাটা অসহনীয় হতো : আমি কেবল এ থেকে বেরিয়ে আসতে চাই।

আমাদের কফি আসা মাত্রই আমি যা বলতে চেয়েছি তা বলি। প্রথমে ওরা কেউই বিশ্বাস করতে পারে না। হেলেনকে প্রায় অপরাধীর মতো দেখায়। বিলি আমাকে ঘনিষ্ঠভাবে প্রশ্ন করে এটার প্র্যাকটিক্যাল মিউজিক-মেকিং দিকটা নিয়ে। আমি ওদের জানাই যে পিয়ার্সকে বলেছি, কিন্তু আর কাউকেই বলা যাবে না। হেলেন সম্মতিসূচক মাথা ঝোঁকায়। তার বিহ্বলতা ও সমবেদনা স্পষ্ট বোঝা যায়। বিলি বলে সে লিডিয়াকে বলবে কিন্তু আর কাউকে না।

'প্লিজ, বিলি,' আমি বলি। 'এমন কি লিডিয়াকেও না।'

'কিন্তু আমাদের মধ্যে গোপন কিছু নেই,' সে বলে, আরও যোগ করে, 'ওটাই হলো বিয়ের অঙ্গীকার।'

'জেসাস, বিলি, আমি জানতে চাই না বিয়ের অঙ্গীকার কী। এটা তোমাদের মধ্যে গোপন কিছু নয়। তার সাঙ্গীতিক জীবনের ব্যাপারে আমি তোমার ওপর আস্থা রাখছি। তুমি কি মনে করো না যে লিডিয়াও বুঝবে বিষয়টা?'

বিলি কিছুই বলে না, কিন্তু তাকে বিস্মিত দেখায়।

BanglaBook.org

'আর বেস বাদক, তোমার বন্ধু বেন—'

'তার কাছ থেকে গোপন রাখা অসম্ভব হয়ে উঠবে,' বিলি বলে। 'সে সপ্রতিভ। আমরা কেমন ব্যবহার করবো আর আমাদের অনুসরণ করে জুলিয়া কেমন বাজাবে, এটা অতোটা নয়। বেনকে আমার ওপর ছেড়ে দাও। এবং না, আমি লিডিয়াকে না। যে কোনও প্রকারে ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো।'

'সব কনসার্টেই ওই একটা,' হেলেন বলে। 'এবং সবখানে Musikverein. আমাদের কী করা উচিত? আমরা কী করতে পারি? এমন নয় যে আমি জুলিয়ার জন্য ভীষণরকম দুঃখ অনুভব করছি না।'

বিলি বলে, 'শোনো, চারটে মাত্র পথ আছে। আমরা কনসার্ট বাতিল করতে পারি। আমরা অবিলম্বে আর কাউকে খোঁজার চেষ্টা করতে পারি। আমরা কাউকে কিছু না বলে তাকে নিয়েই এগিয়ে যেতে পারি। অথবা আমরা ট্রুট বাদ দিতে পারি এবং হলের অনুমতি নিয়ে পরিবর্তে অন্য কিছু বাজাতে পারি। আমি নিজে মনে করি, আমাদের আরেকটা রিহার্সাল করে দেখা দরকার কেমন হয়। গতবার যথেষ্ট ভালো হয়েছে, শুধু ওই শোর্জের মজাদার ব্যাপারটা ছাড়া। তবুও, ওটার জন্যই একটা রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। পিয়ার্সের ভাবনা কী?'

'পিয়ার্স ট্রুটে বাজাচ্ছে না,' আমি বলি। 'আমি বাজাচ্ছি।'

হেলেন আর বিলি দুজনেই ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'আর আমি বলি আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত,' আমি বলে যাই। 'বস্তুত, আমরা অবশ্যই এগিয়ে যাবো। এ ব্যাপারে আমার একটা অবিশ্বাস্য অনুভূতি হচ্ছে। অনুষ্ঠানটা হবে অবিস্মরণীয়। বিশ্বাস করো, ভিয়েনাবাসীদের আমরা হতভম্ব করে দেবো। আমি জানি সে রাতে কোনও অঘটন ঘটবে না।'

৪.২৪

আমি জুলিয়াকে ট্রুটের খবরটা জানাই ফ্যাক্স করে। রিহার্সালের আগে তাকে জানানোর এটাই একমাত্র উপায়। সাক্ষাতের আয়োজন করার সময় নেই, এমন কি সে এখনও যদি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। আমার কাছে উত্তরে তার কাছ থেকে কোনও ফ্যাক্স আসে না।

রিহার্সালে আমাদের দেখা হয়। আমি কয়েক দিন ধরে অনুশীলন করেছি এবং উদ্বেগে বোবা হয়ে গেছি। সে আমার উদ্দেশ্যে মাথা ঝোঁকায়, কিন্তু তাতে আলাদা কোনও উস্তা নেই। সে হয়তো তার ও আমাদের প্রত্যেকের মাঝে একটা সমান ও ভারসাম্যপূর্ণ দূরত্ব স্থাপন করতে চেষ্টা করছে। বেন ফ্ল্যাথ— বিলির পরামর্শ অনুযায়ী— তার ডাবল-বেস সামান্য ঘুরিয়ে রেখেছে পিয়ানোর দিকে, যাতে তার হাতের নড়াচড়া ভালোভাবে বুঝতে পারে জুলিয়া। বেসের পালস বিপুল সাহায্য করে। বিলির মাথার নড়াচড়া আর ভঙ্গি বিলিকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করে এই ভেবে যে, এতে জুলিয়ার প্রয়োজন মিটবে অত্যন্ত চমৎকারভাবে। এই সব দৃশ্যমান নাটক লঘুতর হয়ে যাবে যখন আমরা ভিয়েনায় রিহার্সাল করবো, কিন্তু এখানে এটা আমাদের কাজে লাগছে।

BanglaBook.org

তার সঙ্গে বাজানা, ট্রুট বাজানো, যা আগে মাত্র একবার বাজিয়েছি— সেও অনেক বছর আগে, ম্যানচেস্টারে— একটা অবচেতন প্রত্যাশা পূরণের বিষয়। এদিকে এই রচনার যাবতীয় আনন্দময়তা সত্ত্বেও, আমাদের বাজানোর ভিতর টানটান আর অদ্ভুত একটা কিছু আছে। আমরা যেখানে বিশাল আর্কে কাজ করছি সেখানে সমস্যা হচ্ছে সামান্যই। যেখানে প্রায় বারের পর বার কাজ করছি, পর্যবেক্ষক হিসেবে পিয়ার্স সবকিছু বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে জুলিয়াকে সাহায্য করছে।

প্রথমে আমি বিস্মিত হই যে পিয়ার্স এই রিহার্সালে পুরোটা সময় উপস্থিত রয়েছে। যাই হোক না কেন, নিজের জায়গাটা তো সে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু সে নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করছে না, বরং বাইরের একজন উপদেষ্টা হিসেবে আমাদের ও জুলিয়ার জন্য নজিরবিহীন এই পরিস্থিতিতে ভূমিকা রাখছে। একটা শারীরিক ত্রুটির ব্যাপারে যেখানে সবারই পরিষ্কার ধারণা আছে।

আমার প্রতি জুলিয়ার যাবতীয় শীতলতার ক্ষেত্রে রিহার্সালের শেষ দিকে আমি অনুভব করি যে, একটা গিরিশিখর থেকে আমরা নিজেদের সরিয়ে নিয়েছি।

কিন্তু পিয়ার্স যখন বলে, 'আমার মনে হয় ভিয়েনার আগে তোমাদের আরেকবার রিহার্সাল করতে হবে,' তখন সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানায়, এমন কি বেন ফ্ল্যাথও।

৪.২৫

আমরা আরও একবার একত্র হই। এবার সবকিছু সম্পন্ন হয় চমৎকারভাবে। বেসের থ্রাম চমৎকার তাল বজায় রাখে জুলিয়ার পালসের সঙ্গে। কিন্তু আমাদের বাজানো হয়ে যাওয়া মাত্র জুলিয়া চলে যায়, আমার সঙ্গে একটা বা দুটো কথা বলে— বাকিদের সঙ্গে যতোটুকু কথা বলে তার চেয়ে বেশি নয়।

এই সবের মধ্যে ভয় পাওয়ার কী আছে আমি জানি না। তার আস্থা কি টলে গেছে, নাকি এই রচনাটা আত্মস্থ করতে তার সময় প্রয়োজন? কয়েক দিন হয়ে গেছে তার সঙ্গে কথা হয় না। দরোজার ঘণ্টা বাজে না; সে চিঠি লেখে না। আমি শান্ত থাকার যে অভ্যেস রপ্ত করেছিলাম তা নষ্ট হতে থাকে। আমি সারাক্ষণ শুধু ওর কথাই ভাবি।

এই রাতগুলো ঠাণ্ডা, দিনগুলো বাসন্তী উজ্জ্বল। গাছগুলোর সবুজ খুব নিচু থেকে একেবারে উঁচুতে সেগুলোর শীর্ষদেশ পর্যন্ত ছড়িয়েছে। পৃথিবীতে ফুলের সমারোহ। আর আমি যদি বিষণ্নতা অনুভব করি তবে তা বলার মতো কেউ নেই বলেই। প্রতিদিনই এ ভাবনায় বিষণ্নতা আরও বাড়ে। আর কয়েক দিনের মধ্যে মে মাস এসে যাবে, আমরা তখন সবাই বিমানের মধ্যে থাকবো।

অবশেষে জুলিয়া একটা নোট পাঠায় : দুই দিনের মধ্যে আমি তাদের ওখানে লাঞ্চে যেতে পারবো কি না? জেমসের পক্ষে ভালো হবে যদি আমি সপ্তাহের শেষে যাই, বিশ্রামের দিনে, সেও তাহলে আমাদের সঙ্গে অংশ নিতে পারবে। জুলিয়া আরও জানায়, সে আমার অভাব অনুভব করেছে। লাঞ্চের ব্যাপারটা অর্থপূর্ণ, যেহেতু লুক সে সময় ঘুমাতে যাবে না, আর সেও নিশ্চয় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইবে। তারা সবাই আমাকে তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

BanglaBook.org

এগুলোই তার প্রথম প্রকৃত কথা, কিন্তু এর অর্থ কী? এখন কেন জেমসের সঙ্গে আমার দেখা হতে হবে? কেন এই ঝুঁকি নেয়া— জুলিয়া কি এটা চাইতে পারে? আমি যা করেছি তার প্রত্যুত্তর এটা? আমি জেমসকে জিনি না, তা সত্ত্বেও তারা আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। কী তাহলে আমার বলার আছে?

তারা সবাই : স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, কুকুর। আমার উঁচু জায়গা থেকে আমি জগৎকে দেখি। আমি বলবো হ্যাঁ, অবশ্যই; এবং যতোটা পারি সেই শান্তভাব দেখানোর চেষ্টা করবো যা আমি অনুভব করি না। জুলিয়া যাদের ভালোবাসে তাদের অবশ্যই আঘাত দেয়া যাবে না। কিন্তু এতে আমি দক্ষ নই : আমার রাস্তা থাকলে আদৌ আমি যেতাম না। আমি সবকিছু সরিয়ে রাখার জন্য কিছু উপায়, সময়ের বাধা বা কাজ খুঁজে নিতাম। কিন্তু জুলিয়াকে আমি কতোদিন দেখি না। যদি এটা ঝুঁকি হয়, তাহলে আমার জন্যই এ ঝুঁকি নেয়া হয়েছে। আমি উত্তর লিখে পাঠাই যে আমি সানন্দে হাজির হবো।

৪.২৬

আমার একটা যন্ত্রণা আছে যা বাম চোখের পিছনে দপ দপ করে। ঘণ্টা বাজে পাশের গির্জা থেকে। জুলিয়ার বাসায় আজ আমার লাঞ্চের দিন। আমি সতর্কতার সঙ্গে শেভ করি। এইসব চোখ সন্দেহে পূর্ণ।

জেমস হ্যানসেন কী জানে? কতোটুকু তাকে বলে থাকতে পারে জুলিয়া? সেই সব বছর আগে ভিয়েনায় আমাদের বিচ্ছেদের ব্যাপারে সে তিক্ত ছিলো। তার হৃদয়কে যা কিছু বহন করতে হয়েছে তার যদি কোনও সমাধান না থাকতো, তাহলে এ নিয়ে সে কথা বলে থাকতে পারে? সে কি এ নিয়ে জেমসের সঙ্গে কথা বলে থাকতে পারে, যা শুনে জেমস ভাববে জুলিয়ার জীবনে সেই প্রথম পুরুষ নয়?

কিন্তু কেনই বা জেমস আমাদের অতীত সম্পর্কে জানবে? আমি জুলিয়ার সাঙ্গীতিক বন্ধুদের একজন, তার বেশি কিছু না; বহু দিন আগের এক সহকর্মী, সেই নগরীর যেখানে তার সঙ্গে জুলিয়ার দেখা হয়েছিলো। জুলিয়া আমাকে বলবে না জেমস কীভাবে তার প্রণয়প্রার্থনা করেছিলো, তারা একসঙ্গে ন্নোজিল'সে যেতো কিনা, অথবা লিয়ার'সে অথবা কাফে মিউজিয়ামে; বলবে না আমাদের দুজনের কাছে নিবিড়ভাবে পরিচিত এইসব এলাকায় একজন অনুপ্রবেশকারীকে সে অনুমোদন করেছিলো কিনা। তাহলে কেন সে আমার কথা বলবে জেমসকে, কেন তাকে বলবে ধূসর কামরায় আমাদের সাক্ষাতের কথা, চেস্টনাট গাছের নিচে একটা টেবিল থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা?

বিয়ের নয় বছর পর্যন্ত কোন কোন গোপনীয়তা বজায় থাকে, অথবা ওই সময়ের চেয়েও নয় গুণ বেশি বার?

কী হবে যদি জেমস আর আমি পরস্পরকে অপছন্দ করি, তাহলে কী হবে? আর যদি তাকে আমার ভালো, তাহলে কী?

সেই তো জুলিয়াকে আবার বাজানোর মধ্যে নিয়ে এসেছে। যেজন্য সবাই তাকে ধন্যবাদ জানাবে। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা পোষণ করি না। জুলিয়ার কি কোনও বিপদের বোধ নেই?

BanglaBook.org

সে কেন চায় আমি তার বাসায় গিয়ে দেখা করি? তার প্রথম, দীর্ঘ চিঠিতে সে লিখেছিলো জানলা, পিয়ানো, বাগানের কথা : সে আমার স্টাইল ও স্পেস জানে; তারটা কি আমার জানা উচিত নয়? কিন্তু অসম অস্তিত্ব মেলানো কেন : তার সঙ্গে আমার জীবন, তার সঙ্গে জেমসের জীবন? নাকি আমি ওখানে গেলে আমাদের অপরাধের উপশম হবে? নাকি মাথা থেকে সন্দেহ দূর হবে যখন লুক আমার কথা বলবে? নাকি সে জানে আমাদের মধ্যে এটা কোনও কাজ করবে না? আমি নিজে কি ওই সমস্ত চিঠিগুলোর একটা, ফেলে রাখা হচ্ছে দৃষ্টির গোচরে উদ্দেশ্যমূলক-অনুদ্দেশ্যমূলকভাবে, যাতে সবকিছু বোঝা যায়?

আমি কি অসুস্থত হতে পারি না? কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা হবে না তো তাহলে?— তার সেই হালকা সুরভি, অথবা সেই গাঢ় কস্তুরীর স্মৃতি। সে জানিয়েছে, সে আমাকে মিস করে। এটা অবশ্যই সত্যি হবে। আমি স্কয়ার আর রাস্তাগুলো পেরিয়ে হেঁটে যাই তার বাসার দিকে।

ভদ্রলোক দরোজা খোলে, জুলিয়া নয়।

'হেলো, আমি জেমস। আপনি মাইকেল?' সে আমার সঙ্গে করমর্দন করে, হাসে সহজভাবে।

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দিই। 'হ্যাঁ আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

সে আমার চেয়ে খাটো, এবং চওড়া। দাড়িগোঁফ কামানো, জুলিয়ার মতো নীল চোখ, বিবর্ণ চুল। লুকের কালো চুল নিশ্চয় একটা অঘটন। তার বাচনভঙ্গি বস্টনের লোকদের মতো, সেটাকে ইংরেজিকরণেই ব্যাপারে নিরদ্বিগ্ন।

'ভিতরে আসুন। জুলিয়া কিচেনে। লুক বাগানে। ও আমাকে বলেছে, আপনার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিলো।'

'হ্যাঁ।'

'জানেন, ও আপনাকে কয়েকটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে চায়... আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?'

'একটু মাথা ধরেছে। ছেড়ে যাবে।'

'টাইলেনোল? নিউরোফেন? প্যারাসিটামল?'

'না, ধন্যবাদ।' আমি তাকে অনুসরণ করে ড্রয়িং রুমে আসি।

'আচ্ছা, কী পান করবেন? বলবেন না যে আপনি কমলার রস পান করতে চান। এক গ্লাস ওয়াইন? একটা মার্টিনি? আমি একটা মিক্স করে দিচ্ছি মাথা ধরা ছেড়ে যাবে।'

'তাহলে মার্টিনি নয় কেন?'

'চমৎকার। আমার এটা ভালো লাগে, কিন্তু জুলিয়ার পছন্দ নয়। তার কোনও বন্ধুরও। এই দেশের কারোরই।'

'আপনি তাহলে অফার করলেন কেন?'

'যে এটা পছন্দ করে এমন একজনকে খুঁজে পাওয়ার আশা আমি কখনই ত্যাগ করিনি। আপনি কি স্টেটসে ছিলেন?''হ্যাঁ। টুরে।'

BanglaBook.org

'আর আপনি এক সপ্তাহের মধ্যে জুলিয়াকে ভিয়েনায় নিয়ে যাচ্ছেন।'

'আমি। আমরা।'

'চমৎকার। ওর একটা ব্রেক দরকার।'

'দেখুন, এটা ঠিক ব্রেক নয়,' আমি বলি, এই মন্তব্যে ক্রোধের এক অদ্ভুত অনুভূতি টের পাই নিজের মধ্যে এবং সংগ্রাম করি যেন তার প্রকাশ না পায়। 'তার পক্ষে এটা প্রচুর কাজ। যে কোনও ব্যক্তির পক্ষেই। কিন্তু তার বধিরতা নিয়ে—'

'হ্যাঁ,' শুধু এটুকুই বলে সে। আমার ড্রিংক তৈরি করতে ব্যস্ত। শেষে, একটু বিরতির পর, 'ও তো বিস্ময়কর।'

'আমরা সবাই তাই ভাবি।'

'ওর বাজানো কেমন হচ্ছে?'

'এমন কি সেই সময়ের চেয়েও বেশি সুন্দর।'

'কোন সময়?'

'ভিয়েনার সেই সময়ের চেয়েও,' আমি বলি, বে উইন্ডো দিয়ে বাইরে তাকাই, মনে হয় না যে গাছটা বুঝতে পেরেছে এটা এপ্রিল মাস।

'অবশ্যই,' হেমস হ্যানসেন বলে। 'এখন, এটা ঝাঁকানো হলো না। আমি একেবারে নিখুঁতভাবে করতে পারি না।'

'আমিও না,' ড্রিংক নিতে নিতে আমি বলি। 'বেশি এক্সপার্ট না হওয়ায় এই সুবিধা। আমার পক্ষে অলিভেই উত্তেজনা রয়েছে।' আমি অর্থহীন বাচালতা করছি কিসের? আমার দৃষ্টি পড়ে একটা বিয়ের ফটোর ওপর, জুলিয়ার বাবার একটা ছবি যিনি ধরে আছেন (আমার মনে হয়) শিশু লুককে। ফটো, তৈলচিত্র, বই, গালিচা, পর্দা, কুশন—একটা জনাকীর্ণ কামরা, একটা পাথরের মতো নিরেট জীবন।

জেমস হ্যানসেন হাসে। 'ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক,' সে বলে। 'আমি বুঝতে পারি এক্সপার্টটা কেন ব্যাংকিং পেশায় আসে। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে এটা অসুবিধা। আপনার যদি অবমাননা বোধ না থাকে, তাহলে অসংখ্য বিষয় উপভোগ করতে পারবেন।'

'আপনি নিশ্চয় এ কথা বিশ্বাস করেন না,' আমি বলি।

'না, করি না,' সে বলে।

এই লোককেই বিয়ে করেছে জুলিয়া? প্রতি রাতে এই লোকই ওর সঙ্গে শোয়? এই লোকটার সঙ্গে এসব আলাপ বিনিময় করে কী আমি করছি?

'আচ্ছা,' সে বলে, 'জুলিয়া না আসা পর্যন্ত কি আমরা অপেক্ষা করবো, নাকি গিয়ে দেখবো সে কী করছে? ক্যারোলিন আমাদের সাহায্য করে কিন্তু আজ ওর ছুটি, তাই জুলিয়া একটু ক্যাসেরোল তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মানে হলো সে সচরাচর কিচেনে যায় না। কিন্তু হয়তো সে দরোজার ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পায়নি।'

কিচেনটা বেসমেন্টে, যেমন দেখা যায় রাস্তা থেকে, কিন্তু বাগানের দিকে ওটা খোলা। লুক মাত্রই ছুটে আসছে, আর জুলিয়া ওভেনের একটা নব ঘোরাচ্ছে, এ সময় আমরা সিঁড়িতে উঠি।

'লুক!'

BanglaBook.org

'বাবা! বুজবি মিসেস নিউটনের বেড়ালটাকে ধাওয়া করছে, এবং তিনি... ওহ, হাই!'

'হেলো, লুক... হেলো. জুলিয়া,' আমি বলি, জুলিয়া আমাদের দিকে ঘুরে মৃদু হাসে।

এই রকম ঘরোয়া অবস্থায় জুলিয়াকে কখনও দেখিনি আমি। ছেলে; স্বামী; একটা বিশাল, ভারী চুল্লি; বাগানে ক্রিম রঙের ক্যামেলিয়া; সিলিং থেকে ঝুলন্ত তামার পাত্র; অ্যাপ্রোন। আমি এই বিকিরণে পীড়িত।

'বুজবি কোথায়?' আমি লুককে জিজ্ঞেস করি, আমার মনের ভিতর হঠাৎ একটা বিমূঢ় শূন্যতা অনুভব করি।

'অবশ্যই বাগানে,' লুক বলে।

'আচ্ছা, হয়ে গেছে,' জুলিয়া বলে। 'কিন্তু খেতে বসার আগে, মাইকেলকে একটু বাগানটা ঘুরিয়ে দেখাতে চাই। তুমি টেবিল বিছাবে, ডার্লিং?'

সে অ্যাপ্রোন খোলে, দরোজা খুলে আমাকে ছোট্ট ব্যক্তিগত প্লটে নিয়ে আসে যেটা মিলে গেছে চন্দ্রাকৃতি বাগানের সঙ্গে। আমরা দুজন।

সে কিছু সময় নিজের গাছপালা নিয়ে কথা বলে : টিউলিপ, লাল আর সোনালি, কিছু এর মধ্যেই ঝরে গেছে; সমৃদ্ধ বাদামি ও হলুদ ওয়ালফ্লাওয়ার; মেরুন ও গাঢ় রক্তবর্ণ কিছু প্যান্সি এখনও আছে; এবং, ওহ, অবশ্যই, এই বিস্ময়কর ক্যামেলিয়া।

লোকটা, তাহলে, 'ডার্লিং'। আমি একজন অতিথি : পীড়িত অথবা সম্মানিত, তাতে সামান্যই বিদঘুটে লাগে। আমার আমন্ত্রণকারিণী অভিজাত জুলিয়া... জুলিয়া ও জেমস, প্রফুল্ল দম্পতি পরস্পরের জন্যই সৃষ্ট, হ্যাঁ, এমন কি তাদের মনোগ্রামেও মিল... এখানে আমাদের ছোট্ট কমিউনিটিতে এক আনন্দদায়ক সংযোজন— যদিও লোকটা আমেরিকান, তুমি সম্ভবত জানো।

জুলিয়া আমার দৃষ্টি অনুসরণ কর দেয়ালের গায়ে পুরনো উইসআরিয়ার দিকে তাকায়, উদগমন থেকে পরিপূর্ণতা পর্যন্ত জীবনের প্রতিটা ধাপে এর ক্ষয় ধরেছে, চারপাশে ব্যস্ত মৌমাছি।

এই বাগানের শব্দ কতোটুকু একজন বধিরের কাছে?— আমাদের পায়ের শব্দ, ছোট্ট ঝরনা থেকে জলপতনের শব্দ, পাখির গান আর মৌমাছির গুঞ্জন? এক আলাপচারিতার কতোটুকু পড়ে নিতেই হবে চোখ থেকে?

'আমি কখনও তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনি,' জুলিয়া বলছে। 'জেমস এসে সব ব্যবস্থা করেছিলো; আমি একটা কঠিন সুর নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এখানে একটা পরিবার কুড়ি বছর বসবাস করেছিলো।'

আমি মাথা ঝাঁকাই। কথা বলার আস্থা নেই নিজের ওপর। কুড়ি বছর। সেটার পরিমাপ করা যাক গুচ্ছের আলোকচিত্রে, স্কুল ফি-তে, ভোজনে, ভাগাভাগি করে নেয়া কঠিন সময়ে। পরিমাপ করা যাক আস্থায়, এতোই ভারি যে এক আউন্স দিয়ে ওজন করা যাবে না।

'এখানকার এই শাদা ফুলগুলো থেকে সেই লেবু-জেগমিন সৌরভ আসছে। তুমি এ নিয়ে খুব কমই ভাবো, তাই না?'

BanglaBook.org

'ওহ, আমি ভেবেছিলাম তোমার কাছ থেকে আসছে।'

জুলিয়া আরক্তিম হয়। 'ওগুলো সুন্দর নয়?' সে জিজ্ঞেস করে, ক্রিম রঙের ক্যামেলিয়া দেখায় আঙুল দিয়ে। 'ওগুলোকে বলা হয় জুরি'স ইয়েলো।'

'হ্যাঁ,' আমি বলি। 'ডিলেক্টেবল।'

সে ভুরু কোঁচকায়। 'ক্যামেলিয়ার ব্যাপারটা হলো, তুমি জানো, ওগুলো মরার উপক্রম হলেও যথাসময়ে তোমাকে জানান দেবে না। যদি পানির অভাব হয়, ওগুলো দেখে কিছু বোঝা যাবে না, নিজেদের ভোগান্তি তোমাকে দেখাবে না। স্রেফ মরে যাবে।'

'তুমি আমাকে এখানে এনেছো কেন? কেন?'

'কিন্তু, মাইকেল—'

'আমি উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি। তার সঙ্গে কেন আমাকে দেখা করতে হবে? তুমি কি দেখতে পাওনি কী ঘটতে পারে?'

'তোমার যদি এমনই লাগে তাহলে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলে কেন?'

'তা না হলে তোমাকে আমি কীভাবে দেখতে পেতাম?'

'মাইকেল, প্লিজ— উল্টোপাল্টা কিছু করো না। আমাকে ত্যাগ করো না আবার।'

'আবার?'

'জেমস আমাদের দিকেই আসছে... প্লিজ, মাইকেল।'

'টেবিলে লাঞ্চ সাজানো হয়েছে, সুইটি,' জেমস হ্যানসেন বলে, হেঁটে এগিয়ে আসছে। 'পায়চারি সংক্ষেপ করার জন্য দুঃখিত, কিন্তু আমি ক্ষুধার্ত।'

লাঞ্চ শেষ হয় এ কথা সে কথায়। তারা এ পর্যন্ত এক জোড়ার বেশি অতিথি পায়নি, কারণ আলাপচারিতা তেমন জমে না। দুই সপ্তাহ আগের ঝড়বৃষ্টি। লুকের মিউজিক ক্লাস। স্কুলে তার সবচেয়ে কম প্রিয় বিষয়। বৃটেনের অবস্থা ও স্টেটসের অবস্থা। আমেরিকান ও জার্মান স্টাইনওয়ের মধ্যে পার্থক্য। ব্যাংকিং চর্চার বিষয়ে কিছু : আমার প্রশ্নটা কী ছিলো এমন কি সেটাও মনে করতে পারি না, অথবা এ বিষয়ে আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও কেন জিজ্ঞেস করেছিলাম। হ্যাঁ, ভেড়ার ক্যাসেরোল। হ্যাঁ, সুস্বাদু। ওহ, প্রকল্প অর্থায়ণ? আমার প্রিয়, হ্যাঁ।

তার স্বামী প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম একজন মানুষ, বোধশক্তি সম্পন্ন ও সারবান মানুষ; ইস্ট কোস্ট ব্যাংকারের যে ছবি এঁকেছিলাম সে রকম নয়। সে কেন দেখতে পায় না তা আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু জানতে পারলে কি সে এমন ঠাণ্ডা আর বন্ধুসুলভ থাকবে? চালের পুডিং, সঙ্গে কিশমিশ। পরিজে উপস্থিত মা ভালুক, বাবা ভালুক আর শিশু ভালুক সবাই। আমি এই মার্জিত ভদ্রলোকটির প্রতি ঘৃণা অনুভব করলাম।

'গ্র্যান আসবে আর এক সপ্তাহের মধ্যে। সে আরও ভালো চালের পুডিং বানাতে পারে,' লুক বলে। 'সে আরও কিশমিশ দেয়।'

'ওহ, তাই নাকি!' জুলিয়া বলে।

'আমি ভেবেছিলাম তিনি আমাদের কনসার্ট দেখতে ভিয়েনায় আসবেন,' আমি বলি।

লুক হাসতে আরম্ভ করে। 'সে তো ওমা,' সে বলে, 'গ্র্যান নয়।'

BanglaBook.org

আমি এখানে কী করছি? এ কি হঠকারি নয়? নাকি তার সত্যিকারের হঠকারিতা ছিলো উইগমোরের গ্রিন রুমে সেদিনের আগমন? এই পাথরের ওপর আমি কি কোনও ধরনের সমুদ্রশৈবাল?

'আপনারা সবাই এক সঙ্গেই তাহলে যাচ্ছেন,' জেমস বলে।

'হ্যাঁ, এক বিমানেই,' আমি উত্তর দিই। 'আমাদের এজেন্ট ষষ্ঠ আরেকটা টিকেট জোগাড় করতে পেরেছে।'

'ভদ্রলোক কি সফরের পুরো সময়টা আপনাদের সঙ্গে থাকবেন?'

'ভদ্রমহিলা— না, থাকবে না।'

'আপনারা একটা বিশাল হলে অনুষ্ঠান করবেন,' জেমস বলে। 'জুলিয়া বলে সেখানে রয়েছে দুনিয়ার সেরা অ্যাকুস্টিক। আমরা বেশ কয়েকবার সেখানে গেছি। আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে।'

আমি কিছু বলি না।

'আমরা অনুষ্ঠান করবো ছোট হলে, ডার্লিং, ওটার নাম ব্রামস-সাল,' জুলিয়া ওর স্বামীকে বলে। 'আমরা সেখানে কোনও কনসার্টে যাইনি কখনও।'

'তো ষষ্ঠ টিকেটটা কার জন্য?' জেমস জিজ্ঞেস করে।

'বিলির চেলোর জন্য,' আমি বলি। কি প্রশংসনীয়ভাবেই না আমার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখি।

'মানে, সমস্ত যাত্রীর সঙ্গেও ওটাও একটা আসনে বসে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'এবং ওটাকেও খাবার হিসেবে ফেড ক্যাভিয়ার দেয়া হবে?'

বুলিয়া হাসে। লুক অনিশ্চিতভাবে যোগ দেয়। 'ইকোনমি ক্লাসে নয়,' আমি বলি।

না, জুলিয়া। আমি উল্টোপাল্টা কিছু করিনি। কিন্তু আমি এখানে কেন? আমি যা করেছি তার জন্য আমার হৃদয় পোড়াতেই কি এই আয়োজন? এতে তোমার প্রতি ঘৃণা তৈরির সীমানা থেকে আমি বেশি দূরে নই।

'টেক-অফের সময় ওটার কি সিট-বেল্ট বাঁধতে হবে?' লুক জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, আমার মনে হয়... আমি দুঃখিত, এখন আমাকে যেতে হবে।'

'কিন্তু বাড়ির বাকি অংশ দেখা হয়নি তোমার,' জুলিয়া বলে। 'তুমি আমার মিউজিক রুম দেখনি—'

'আর আমার ধাঁধাও জিজ্ঞেস করা হয়নি।'

'আমি দুঃখিত, লুক, সত্যিই দুঃখিত। এর পরের বার। চমৎকার খাওয়া হলো। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে নিমন্ত্রণের জন্য।'

'অন্তত কফিটা শেষ করে যান,' জেমস মৃদু হাসি মাখা মুখে বলে।

আমি সেটা শেষ করি।

BanglaBook.org

'বেশ, খুবই আনন্দ পেলাম,' লোকটা অবশেষে বলে। আরও যোগ করার জন্য জুলিয়ার দিক থেকে ঘোরে, 'জুলিয়ার সব বন্ধুর ক্ষেত্রেই এমন হয় না। আমার পক্ষে এ কথাটা একটু রূঢ়ই হয়ে গেল, বোধ হয়। আচ্ছা, আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে শিগগিরই।'

'হ্যাঁ,... হ্যাঁ...'

আমরা দরোজার দিকে যাচ্ছি, সেখানে ঘণ্টা বেজে উঠলো, বেশ দীর্ঘ আওয়াজ— দুটো নোটের কর্ড, একটু উঁচু, একটা নিচু। জুলিয়া সেটা খেয়াল করেছে বলে মনে হয়।

'আমরা তো কাউকে আশা করছি না, তাই না?' জেমস জিজ্ঞেস করে।

প্রচুর কাপড়চোপড় পরা এক মহিলা ও ছোট এক বালক দাঁড়িয়ে দোরগোড়ায়।

'... এখান দিয়েই গাড়িতে যাচ্ছিলাম, আর ও বললো, যেহেতু আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ তাই মোবাইলে তোমাকে বলার দরকার মনে হলো না, আর ওরা বলে গাড়িতে ওটা ব্যবহার নাকি খুব বিপদজনক... ওহ, হেলো,' মহিলা আমাকে হঠাৎ লক্ষ করে বলে।

'হেলো,' আমি বলি। তাকে চেনা-চেনা মনে হয়। কিন্তু আমার দৃষ্টির পিছন থেকে সবকিছু যেভাবে ঠেলা দিচ্ছে তাতে কোনও কিছুর ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারি না।

একটা ব্যস্ত সড়কের পর চন্দ্রাকৃতি খাঁজ। একই সঙ্গে দুটোর ওপর দিয়েই চলতে পারে কে? সবকিছু প্রস্ফুটিত হয় খুব দেরিতে, অথবা খুব আগে, আর ব্যাংক পা বাড়িয়েছে এবং জায়গা নিয়েছে—। রাইস-পুডিং কিশমিশে লুক গণনা করবে কুড়ি বছর, চল্লিশ, ষাট। কে এই বর্ণচোরা শব্দ 'ভালোবাসা'র লুকায়িত ইতিহাস অনুসরণ করবে? ভিয়েনার সঙ্গে এই লোকের কিসের সম্পর্ক? সেখানে আমাদের দুজনের অন্তত একটা অতীত আছে। কোনও আগুন্তকই সেই বন্ধনে পুরোপুরি আঘাত করতে পারবে না। সে গিয়েছিলো, ওই পর্যন্তই, কিন্তু ওই নগরী আমাদের।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অংশ ৫

৫.১

শেষ বিকেলের ফ্লাইটে পাশাপাশি আসনে বসে বিলি আর তার চেলো। কাছেই আসন পেয়েছে পিয়ার্স আর হেলেন। আরও চার সারি পিছনে জুলিয়া আর আমি, সে জানলার পাশে, আমি আইলে। একটু আগেই সে বই পড়ছিলো। এখন তন্দ্রাচ্ছন্ন।

অস্ট্রিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট অ্যাটেন্ড্যান্ট রঙিন কাগজের মোড়কে স্যান্ডউইচ ভর্তি ট্রে নিয়ে আসে। 'ক্রিম রঙেরগুলো চিজ, অন্যগুলো স্যামন,' মেয়েটা বলে, আমাকে নেয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে।

'সরি?' আমি বলি। সামান্য হলেও ক্রিম রঙের সঙ্গে মেলে এমন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

'ক্রিম রঙেরগুলো চিজ, অন্যগুলো স্যামন,' খোদা-আমাকে-রক্ষা-করো-এই-বোকার -হাত-থেকে ধরনের কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করে মেয়েটি।

'আমি জড়বুদ্ধি ব্যক্তি নই, তুমি জানো,' আমি তাকে বলি। 'আমিও ইংরেজি বলি। ক্রিম রঙের কোনগুলো?'

'এগুলো,' সে বলে, তাকে বেশ হতবাক দেখাচ্ছে, তবে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেয়।

'এগুলোয় ক্রিম রঙ কোথায়? ফিলিং?'

সে আমার দিকে বিশ্বাসহীন চোখে তাকায়।

'কাগজ, অবশ্যই...' ওহ্, আমি দুঃখিত, স্যার, আমি বুঝতে পারিনি আপনি বর্ণান্ধ।'

'আমি বর্ণান্ধ নই। তুমিই বর্ণান্ধ। এগুলোর রঙ সবুজ।'

বিস্ময়ে তার চোখ বড় বড় হয়ে যায় এবং আমার স্যান্ডউইচ নেয়ার পরেও ট্রে ধরেই রাখে সামনে। তারপর হঠাৎ আর কাউকে পরিবেশন না করেই চলে যায়।

'সে 'সবুজ' বলেছিলো বরাবর,' জুলিয়া বলে, নিশ্চয় তন্দ্রা ছুটে গিয়েছিলো ওর আর পুরো বাক্যবিনিময়টাই শুনেছে।

'সেক্ষেত্রে আমার নিজেকে বোকা বানানো থেকে বাঁচানোর জন্য তুমি আমাকে থামাওনি কেন?'

'জুতো তো অন্যের পায়ে। 'ক্রিম' আর 'গ্রিন' সম্পূর্ণ আলাদা দেখতে। যাই হোক, তুমি ওর সঙ্গে কর্কশ আচরণ করলে কেন?'

'আমি কর্কশ আচরণ করেছি?'

'যখনই তুমি কাউকে কর্তৃপক্ষের মধ্যে দেখ তখনই তোমার মেজাজ বিগড়ে যায়।'

'স্টিউয়ার্ডেসরা কবে থেকে কর্তৃপক্ষ হচ্ছে?'

'টর্টয়েজরা?'

আমি হাসতে আরম্ভ করি।

'আচ্ছা, হাসো,' জুলিয়া বলে। 'কিন্তু এই কোণ আর দূরত্ব থেকে ঠোঁট-পড়া দুষ্কর। বিজনেস ক্লাসে অনেক সহজ।'

'আমি নিশ্চিত,' আমি বলি। 'এবং প্রথমেও সহজ। আমি তোমার কথা মনে রাখবো।'

তার বাসায় সেই লাঞ্চের পর আমাদের আর দেখা হয়নি। জুলিয়া প্রায় মিস করে ফেলেছিলো ফ্লাইট, যে মুহূর্তে আমরা বিমানে উঠছি ঠিক তখন সে ডিপারচার লাউঞ্জে

BanglaBook.org

পৌঁছায়। সিট-বেল্ট সংকেত বন্ধ হওয়ার পর ওকে আমি দেখতে পাই শাদা চুলের এক লোকের পাশে বসে আছে, লোকটা বিমানের ভিতরে বিতরণ করা পত্রিকার শুল্ক-মুক্ত রহস্যের মধ্যে গভীরভাবে ডুবে রয়েছে। আমি লোকটাকে বলি আমার সঙ্গে আসন বদলাবদলি করতে বললে সে ভীষণ মাইন্ড করবে কিনা। আমি আর আমার স্ত্রী চেকইন করতে দেরি করে ফেলায় পাশাপাশি আসন পাইনি। আমি কয়েকবার জুলিয়াকে 'ডার্লিং' বলে সম্বোধন করেছি। লোকটা খুবই বিনয়ী, সে আসন ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়ার পর জুলিয়া বিরক্ত হয়েছে জানালো।

কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যা আমাদের অতীতের বিষয় তা অতীতের বিষয়। এখন আমরা ভিয়েনার পথে। আমি তাকে সেই সন্ধ্যায় প্রথম দেখার কথা ভাববো না, অথবা আমাদের বিচ্ছেদের সেই পড়ন্ত আলোর কথাও। কাফেগুলোর নিরিবিলি পরিবেশ আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবে। কিন্তু আমরা এখানে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী, প্রেমিক-প্রেমিকা নই।

যে লাঞ্চে যোগ দিতে সে আমাকে বাধ্য করেছিলো সেটা নিয়ে আমরা কথা বলি না। সে আমাকে জানায়, আমরা অনুষ্ঠান করে চলে আসার পর এক সপ্তাহের একটু বেশি সে তার মায়ের সঙ্গে ভিয়েনায় থাকবে। তার শাশুড়ি লন্ডনে এবং লুকের দেখাশোনা করবে। সে আমাকে বলে, মারিয়া লাঞ্চের দাওয়াত দিয়েছে আমাদের আগামীকাল।

'নার্ভাস?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'হ্যাঁ।'

'অদ্ভুত, তাই না?' আমি বলি। 'মনে পড়ে কীভাবে আমরা একটা ভায়োলা আর বেস পেয়েছিলাম আর ট্রুট বাজিয়েছিলাম আমাদের ট্রায়োয়?'

'মারিয়া চায় ওর সঙ্গে আমি কার্নটেনে যাই।'

'পারবে?'

'সত্যিই না।

'তোমার মাকে বলতে পারো না কেবল এই চারটে দিন তুমি আমাদের সঙ্গে হোটেলে থাকবে? পরে তো তুমি এক সপ্তাহ বা তারও বেশি তার সঙ্গে থাকবে।'

সে মাথা নাড়ে। তার চোখ আবার বন্ধ। তাকে ক্লান্ত দেখায়।

ভিয়েনায় যা আমরা হারিয়েছি লন্ডনে কি তা ফিরে পেতে পারতাম? লন্ডনে যা হারিয়েছি ভিয়েনায় তা পেতে পারি? আমি বিমানের মৃদু আওয়াজের মধ্যে আপন ভাবনায় নিমগ্ন হই এবং সন্ধ্যার আকাশে দৃষ্টি নিবন্ধ করি তার মুখের ওপর দিয়ে।

৫.২

মেঘ কেটে গেছে; আমাদের ওপর পর্যায়ক্রমে আসে সূর্যাস্ত ও রাত, রাত কালো। একটা হ্রদের মতো কালো বন-এলাকা বেষ্টিত ভিয়েনা দৃষ্টিপথে আসে— বিশাল ফেরিস হুইল, একটা টাওয়ার, রুপালি, সোনালি ঝিলিক, আলোহীন এলাকা আমি চিহ্নিত করতে পারি না। নির্দিষ্ট গতিপথে আমরা অবতরণ করি।

আমরা কথা কম বলি, জুলিয়া আর আমি, ক্যারোসেল ঘুরছেই লাগাতার আর ব্যাগেজ আসছে অনবরত। সবটাই ভীষণ অদ্ভুত আর অপরিচিত। জুলিয়ার ওপর একটা চোখ রাখার পাশাপাশি আমি বিলিকে বলি। জুলিয়ার সুটকেস দ্রুত চলে আসে।

BanglaBook.org

মিসেস ম্যাকনিকোল এসেছে মেয়েকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ক্লস্টারনিউবার্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য। লোথার কয়েক মিনিট পর আবির্ভূত হয়ে আমাদের স্বাগত জানায় এবং হোটেল অ্যাম শুবার্টরিং নামক হোটেলে নিয়ে যায়। সে হাজারটা বিষয়ে কথা বলে, যেগুলোর কোনওটাই আমার কানে যায় না।

আমি এতো অস্থির ছিলাম যে ঘুম আসে না। মাঝ রাতে বিছানা থেকে উঠে কাপড়চোপড় পরি। আমি ট্রামলাইন অতিক্রম করে শহরের কেন্দ্রে প্রবেশ করি। আমি কয়েক ঘণ্টা হাঁটি, এখানে ওখানে : এখানে এটা ঘটেছিলো, ওখানে ওটা বলা হয়েছিলো।

একদা এটাকে যেমন দেখেছিলাম সে নগরটাকে দেখতে পাই না। আমার কাছে এইসব আকার হচ্ছে মনের অবস্থা। দীর্ঘ, ঠাণ্ডা আর পাথরে ভারময়, আধা ভূতুড়ে, আধা gemutlich, একটা অগ্রভাগ কাটা দেহের বেঢপ হৃৎপিণ্ড, ভিয়েনা এখন অনঢ়।

Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen. জনমানবহীন রাস্তায় আমার পায়ের শব্দ জোরালো শোনা যায়। আমার ভাবনা পোড়ে একটার পর একটা। তিনটের দিকে আমি আবার বিছানায় ফিরে আসি, আর ঘুমাই স্বপ্নহীন— অথবা অন্তত স্মরণ না করা স্বপ্ন নিয়ে। Gute Ruh, gute Ruh, tu die Augen zu.

৫.৩

পরদিন সকালে নাশতার পর হোটেলে আসে জুলিয়া, আর আমরা পাঁচজন, সেই সঙ্গে লোথার, গাড়িতে করে চতুর্থ এলাকার লম্বা দালানটায় যেখানে আছে পুরনো বোসেনডর্ফার পিয়ানো কারখানা, তাদের আরও কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, একটা ছোট কনসার্ট হল, কয়েকটা রিহার্সাল রুম, সেগুলোর একটা ব্যবহার করবো আমরা। স্বাভাবিকভাবে এই দালান বন্ধ থাকে রবিবারে, কিন্তু লোথার কয়েকটা সুতো ধরে টান দিয়েছে। আমাদের কনসার্ট মঙ্গলবারে, সুতরাং রিহার্সালের জন্য বেশি সময় নেই।

পেট্রো ডট এবং কুর্ট ওয়েইগ্‌ল আমাদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে অংশ নেবে। আমরা পৌছে দেখি ওরা আগেই এসে গেছে। ওদের নাম জানতাম, কিন্তু ওদের সঙ্গে আমাদের সরাসরি পরিচয় ছিলো না। তাই লোথার আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলো।

ট্রুটের বেস বাদক পেট্রোর মুখ গোলাকার, রিঙের মতো প্যাঁচানো কোঁকড়া চুলের রং কালো, মুখে সদা হাসি তার অলক্ষণীয় অবয়বকে বিস্ময়করভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কয়েক ঘণ্টা পর সে বার্মুডা ট্রায়াঙ্গলে উধাও হয়ে যায়, যেখানে একটা নাইটক্লাবে জাজ বাজিয়ে নিজের বেশির ভাগ জীবিকা অর্জন করে সে। লোথার আমাদের নিশ্চিত করে যে, ক্লাসিক্যাল মিউজিশিয়ান হিসেবে অসাধারণ গুনী পেট্রো, এবং সে আগে বেশ কয়েকবার ট্রুটে অংশ নিয়েছে।

স্ট্রিং কুইন্টেটের দ্বিতীয় চেলো বাদক কুর্টের গায়ের রং নিষ্প্রভ, দীর্ঘকায়, ভদ্র। তার ছোট করে ছাঁটা মোচ আছে। চমৎকার ইংরেজি বলে। সেটা তির্যক হয়ে যায় যখন সমালোচকরা ট্রুটকে 'উপেক্ষণীয়' রচনা হিসেবে বিবেচনা করলে তাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে সে জবাব দেয়। এটা খুবই চমৎকার, যেহেতু সে ট্রুটে বাজায় না। সে

BanglaBook.org

জানতো আমরা প্রথমে এটা রিহার্সাল করবো, কিন্তু শুরু থেকেই আমাদের সঙ্গে সে থাকতে চেয়েছে আমাদের স্টাইল বুঝে নিতে। ফল হিসেবে তাকে জুলিয়ার শ্রবণ সমস্যা সম্পর্কে জানাতে বাধ্য হয়েছে লোথার।

পেট্রাকে বিষয়টা জানানো হয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগেই। পিয়ার্স ও এরিকা বিবেচনা করেছিলো যে, যতোটা আগে সম্ভব তাকে এ সম্পর্কে ধারণা দেয়া উচিত। লোথারের মতে, ফোনে কথাটা শোনার পর সে এক সেকেন্ড চুপ ছিলো, তারপর বলেছিলো, 'ভালো হলো। আমি কিছু তালগোল পাকিয়ে ফেললে সে শুনতে পাবে না।' কিন্তু জুলিয়া এখন তাকে জানায় যে প্রকৃতপক্ষে ডবল-বেস সে শুনতে পাবে সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে। আমরা তিনজন এক পাশে দাঁড়াই এবং দৃষ্টি ও শব্দের সমন্বয়ে কাজ বের করে আনার পন্থা নিয়ে আলোচনা করি।

জায়গাটা নিরিবিল। আমরা রিহার্সাল রুমে প্রবেশ করে একটা লাল রঙের গ্র্যান্ড পিয়ানো দেখতে পাই, সেটা সোনালি পাতার বিমূর্ত নকশায় অলংকৃত। এমন কি লিড আর উইংসের কিনারাও লাল রঙের রেখা অংকিত এবং পেতলের পায়াগুলোর ডিজাইন পেডানোর মতো। জুলিয়া ওটার দিকে তাকায় প্রচণ্ড বিকর্ষণের চোখে।

'এটা ফ্যাশন দুরস্ত,' পেট্রা বলে।

'আমি এতে বাজাতে পারবো না,' জুলিয়া বলে, আমি কিছুটা অবাক হই।

'কীভাবে বুঝলে? তুমি তো এখনও এটার বাজনা শোনোনি,' পেট্রা বলে।

জুলিয়া হাসে, আর পেট্রাকে বিব্রত দেখায়।

'আচ্ছা,' জুলিয়া বলে, 'এটা যেন আমার বৃদ্ধা খালার হঠাৎ লাল-আর-সোনালি মিনিস্কার্ট পরে তার প্রিয় কাফেতে যাওয়ার মতো ব্যাপার। সে যখন ওই রকম পোশাক পরে তখন তার সঙ্গে সাধারণ আলাপচারিতা ভয়ানক কঠিন হয়ে পড়ে।'

'তুমি লাল রং পছন্দ করো না নে হয়,' পেট্রা বলে।

'লিফটের পাশে কোকের যে মেশিনটা আছে ওটার গায়েই মানায় রংটা,' জুলিয়া জবাব দেয়।

'হ্যাঁ,' হেলেন হঠাৎ বলে ওঠে। 'অন্য কিছু খুঁজে দেখা যাক। ভয়ানক, চটকদার জানোয়ার।

আমি পোলকা ডটযুক্ত ভায়োলায় শুবার্ট বাজাতে চাইবো না।'

ভাগ্যক্রমে আমরা একটা সাধারণ পিয়ানো পেলাম বড়, খালি ও ধূসর গালিচা মোড়া একটা প্র্যাকটিসে রুমে। পেট্রা নিজের কলাপসিবল টুল সঙ্গে এনেছিলো, সেটা এখন সে ঠিকঠাক মতো বসিয়ে নেয় যাতে জুলিয়া তাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়। রিহার্সাল শুরু হয়। কোনও রকম বিঘ্ন ছাড়াই আমরা বাজিয়ে যাই সবাই।

পেট্রা ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, চোখ দুটো বন্ধ, দুলছে, শেষ আলোড়নে মধ্যের বর্ণ বাদ দিয়ে হ্রস্বীকরণের জায়গায় বিপুল স্বরসংঘাত সৃষ্টি করে এবং বিলম্বিত কম্পন আলগা করে দেয়।

ঠিক তার সামনেই বসে আছে হেলেন। সে বাজানো থামায় আর তার দিকে তাকায়। 'পেট্রা, আমার মনে হয় এখানে আমাদের কোমলভাবে বাজাতে হবে।'

'আমি যা করি সেটা এই,' পেট্রা বলে। 'এটা কোমল হবে বলেই ধারণা।'

BanglaBook.org

'আমি জাজ ভালোবাসি,' হেলেন বলে। 'আর আমি নিশ্চিত শুবার্টও জাজ ভালোবাসতেন। কিন্তু তিনি যা রচনা করেছিলেন তা জাজ নয়।'

'ওহ,' পেট্রা বলে, 'আমরা যদি konzerthaus-এ বাজাতাম। ওরা এমন বুজোয়া, Musikverein-এর ওই দর্শকরা। তাদের জাগানো দরকার।'

'প্লিজ, পেট্রা,' হেলেন বলে। 'এটা ক্রসওভার মিউজিক নয়। এটা ট্রুট।'

পেট্রা লম্বা শ্বাস ফেলে; কম 'উদ্ভাবনীমূলক'ভাবে এটা বাজাতে আমরা রাজি হই, এবং আলোড়ন চলতে থাকে।

জুলিয়া ও আমার নিজের উদ্বিগ্নতা সত্ত্বেও প্রথমবার পুরোটা বাজানো সম্পন্ন হলো চমৎকারভাব। আমার কাছে যেটা চমকপ্রদ লাগলো সেটা হলো পেট্রার কাছ থেকে জুলিয়ার ছন্দটা ধরে নেয়ার পন্থা, যে কোনও প্রকারেই হোক পেট্রা একটা কঠিন যান্ত্রিক বিট দিচ্ছিলো। বিশেষ করে শেষ আলোড়নে, যেখানে ডবল-বেসের ট্রিপলেট একটা ঘূর্ণন সৃষ্টি করছে, নিচু স্বরে, পিয়ানো ওটার পালস হারায় না, কিন্তু ওটার ওপরে সঠিক ও সহজভাবে ভাসতে থাকে।

আমি তার দিকে তাকাই আর আমার বাজানো বন্ধ হয়ে যায়। কী চমৎকার সে বাজায়; কী চমৎকার সে বাজায় আমাদের সঙ্গে। কী অদ্ভুতভাবে আমরা ফিরে এসেছি এই খানে? সময়ে সময়ে আমার সন্দেহ ছাড়িয়ে পড়ে, এমন জায়গা থেকে কিছু যেন দেখতে পাই যেখানে সমস্ত অসম্ভবই মনে হয় আবার সম্ভব।

৫.৪

আরও একবার ট্রুট বাজানোর পর, আমরা স্ট্রিং কুইন্টেটের রিহার্সাল করি। পরে, দালানের চাবি ফিরিয়ে দিয়ে, আমরা বাইরে রোদের ভিতর হাঁটতে থাকি।

শান্ত, প্রায় নির্জন স্ট্রিটে, বোসেনডর্ফার দালানের ঠিক বিপরীত দিকে একটা শূন্য লট, ঘাসে ঢাকা। মাঝখানে, শাদা ফুলে পূর্ণ একটা আকাসিয়া গাছের নিচে, একটা পূর্ণ আকৃতির ভালুকের মূর্তি। চার পায়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটা, শাদা রং, কাঁধ উঁচু, মাথা নিচুতে নামানো, বিশাল আকৃতির একা আদুরে কুকুরের মতো দেখাচ্ছে।

অন্যরা চলে যায়। জুলিয়া আর আমি থাকি। ভালুকটার একটা করে কান ধরি দুজনেই। কথা বলি সবকিছু কিভাবে চলেছে।

'আমি জানি এই সমস্ত কীছু কী রকম পীড়াদায়ক,' আমি বলি। 'কিন্তু তুমি সত্যিই চমৎকারভাবে বাজিয়েছো।'

'আমার একটা খারাপ দিন ছিলো এটা,' জুলিয়া বলে।

'আমি সেটা কল্পনা করতে পারিনি।'

'বেস থেকে সাহায্য পেয়েছি।'

'মেয়েটা ভালো যন্ত্রী। যদিও আমি হেলেনের সঙ্গে একমত।'

'আমি সেটা বলিনি,' জুলিয়া বলে। 'আমি বলছি, বেস্ না থাকলে হয়তো বাজাতে পারতাম না। ব্যাপারটা খারাপ হচ্ছে। পিয়ানোর জন্য চেম্বার মিউজিকে বেষ থাকে নাকি?'

আমি এক মুহূর্ত কিছু বলি না; তারপর বলি, 'শোনো, ড্রোরাক আছে... না, আমি তার স্ট্রিং কুইন্টেটের কথা ভাবছি।'

BanglaBook.org

জুলিয়া আরেক দিকে মুখ ঘোরায়। আমার দিকে না তাকিয়ে বলে, 'এই কনসার্টেই আমি শেষবারের মতো অন্যদের সঙ্গে বাজাবো।'

'তুমি এমন ইচ্ছা করতে পারো না!'

সে জবাব দেয় না।

আমি তার হাতের ওপর হাত রাখি, সে আমার দিকে ফেরে। 'তুমি এ ইচ্ছা করতে পারো না,' আমি বলি। 'তুমি পারো না।'

'তুমি জানো আমি যা বলছি তাই, মাইকেল। আমার দুটো কানই ধ্বংস হয়ে গেছে। যদি এর সঙ্গে যুক্ত থাকি, আমার মনটাও ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'না. না!' আমি এ কথা শুনতে পারি না। পাথরের ভালুকটার গায়ে আমি মাথা ঠুকতে শুরু করি।

'মাইকেল— তুমি কি পাগল হলে? থামো।'

আমি থামি। সে আমার কপালে হাত রাখে।

'আমি জোরে ঠুকিনি। আমি শুধু তোমার ও কথা থামাতে চেয়েছিলাম। আমি সহ্য করতে পারছিলাম না।'

'তুমি সহ্য করতে পারছিলে না,' জুলিয়া বলে, তার কণ্ঠে অবজ্ঞার ছোঁয়া।

'আমি... পারছি না।'

'এখনই মারিয়ার ওখানে যাওয়া ভালো, নইলে আমাদের দেরি হয়ে যাবে,' জুলিয়া বলে।

আমরা গাড়িতে ওঠা পর্যন্ত সে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। সে যখন গাড়ি চালাচ্ছিলো, আমি তার সঙ্গে কোনও কথাই বলতে পারি না।

৫.৫

মারিয়ার দরোজায় আমাদের ট্রায়ো আবার একত্রিত, দুই সেকেন্ড কথা জোগায় না কারও মুখে। তারপর আলিঙ্গন এবং 'কতোদিন পর আবার দেখা হলো,' 'তুমি সেই আগের মতোই আছো দেখতে' ইত্যাদি। কিন্তু এসবের নিচে পৃথিবীর চকিত উপবৃত্ত এবং এই পীড়াদায়ক প্রজ্ঞা যে এসবই পুরোদস্তুর আলাদা।

মাঝখানের বছরগুলোয় মারিয়া আর জুলিয়ার মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, কিন্তু ভিয়েনা থেকে চলে যাওয়ার পর মারিয়ার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি কখনও।

কোঁকড়া বাদামি চুলের ছোট্ট একটা ছেলে মারিয়াকে পিছনে টানছে। 'Mutti,' সে চ্যাচাচ্ছে, 'Pitou hat mich gebissen.'

'Beiss ihn,' মারিয়া সংক্ষেপে বলে। কিন্তু ছোট পিটার থামে না, তখন ওর হাত পরীক্ষা করে মারিয়া, ঘোষণা করে ছেলে তার অসমসাহসী, এবং তাকে বলে বেড়ালটাকে জ্বালাতন না করতে, কারণ তাহলে ওটা বাঘ হয়ে যাবে।

পিটারকে সন্দিগ্ধ মনে হয়। তারপর সে লক্ষ করে আমরা তাকিয়ে আছি তার দিকে, তখন প্রথমে মায়ের পিছনে লুকায়, পরে দৌড়ে ভিতরে চলে যায়।

মারিয়া দুঃখপ্রকাশ করে বলে যে মার্কাস, তার স্বামী, গেছে শহরের বাইরে। তবে আমার জন্য মারিয়ার একটা সারপ্রাইজ আছে। সেটা দেখতে আমরা কিচেনে যাই আর সেখানে আবিষ্কার করি ভোলফকে। ভিয়েনায় আমার প্রথম বছর থেকে যাকে অন্তরঙ্গ

BanglaBook.org

বন্ধ হিসেবে পেয়েছিলাম সে এই ভোলফ। সে সালাদ তৈরি করছিলো কিচেনে। আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরি। বেশ কয়েক বছর আমাদের যোগাযোগ ছিলো— আমার আগেই ভিয়েনা ছেড়েছিলো সে— তবে শেষের দিকে তিন-চার বছর কোনও খোঁজ পাইনি। সেও যোগ দিয়েছে একটা কোয়ার্টেটে, যদিও তার বেলায় সলো ক্যারিয়ার থেকে পিছিয়ে আসায় বাধ সাধেননি কার্ল কেল।

'তুমি এখানে কী করছো?' আমি ওকে জিজ্ঞেস করি। 'তুমি এতো পথ পেরিয়ে এসেছো আমাদের বাজানো শুনতে, নিশ্চয়।'

'তোমার কপালে একটা লাল দাগ,' ভোলফ বলে।

'হ্যাঁ,' জুলিয়া বলে। 'একটা ভালুক তাকে আক্রমণ করেছিলো। কিংবা, বলা উচিত, সে একটা ভালুককে আক্রমণ করেছিলো।'

'আমি একটা দরোজায় ঠোক্কর খেয়েছি,' আমি বলি। 'কিংবা, বলা উচিত, দরোজাটা আমার সঙ্গে ঠোক্কর খেয়েছে। দাগ মিলিয়ে যাবে এক ঘণ্টার মধ্যেই।'

'আশা করি তুমি অভিজ্ঞতা থেকে কথা বলছো না,' জুলিয়া আমাকে বলে, তারপর মারিয়াকে নিয়ে আরেক দিকে চলে যায়।

'আমি তোমাদের কনসার্টে আসতে পারবো না,' ভোলফ বলে। 'কালই আমি মিউনিখে ফিরে যাচ্ছি।'

'দুঃখের কথা,' আমি বলি। 'তাহলে এখানে কী করছো? তোমার কোয়ার্টেটের সঙ্গে কোনও কনসার্ট?'

'আসলে ওরা জানেই না আমি এখানে, কিন্তু শিগগিরই বের করে ফেলবে,' ভোলফ বলে। 'এ মুহূর্তে ব্যাপারটা চুপি-চুপি ধরনের। ট্রনে দ্বিতীয় বেহালাবাদকের জায়গাটা পূরণের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।'

'কী চমৎকার!' আমি চেঁচিয়ে উঠি।

ট্রন হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত কোয়ার্টেট; সদস্যরা সবাই পঞ্চাশের কোঠায়। আমরা যখন ছাত্র তখনই ভিয়েনায় তারা সুপ্রতিষ্ঠিত। তাদের মধ্যে আমার ভালো বন্ধু ভোলফকে আমি কল্পনাই করতে পারি না। তাদের চেলোবাদকের কথা আমার মনে আছে, চমৎকার বাদক কিন্তু অদ্ভুত এক চরিত্র, এতোই লাজুক যে কারও মুখের দিকে তাকাতে পারতো না। এক কনসার্টের পর আমরা একত্র হলে সে এমন করছিলো যেন আমার কাছ থেকে বিধ্বংসী মতামত প্রত্যাশা করছে।

'ব্যাপারটা সত্যিই বিদঘুটে,' ভোলফ বলে। 'আমার নিজের আউটফিটটই ভেঙে যাচ্ছে। আমাদের দুজন অন্য দুজনকে সইতে পারি না, এই হলো ঘটনা। শুনেছিলাম গুন্টার হ্যাসলার অবসরের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর ট্রন একজন দ্বিতীয় বেহালাবাদক খুঁজছে। তাই তাদের কাছে চিঠি লিখেছিলাম। তারা আমাকে বিভিন্ন ধরনের স্বরলিপির ওপর এক বা দুই ঘণ্টা পরীক্ষা নেয়— সেটার জন্যই এখানে আমার আসা। তারা আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দুটো কনসার্টে আমাকে ট্রায়াল ভিত্তিতে অংশ নিতে দিচ্ছে। আমি কোনও কিছুই আশা করছি না, তাদের সবার ব্যাপারেই আমি পুরো যন্ত্রণার মধ্যে আছি, আমি জানি তারা অন্য লোকদেরও পরখ করে দেখছে, কিন্তু, বটে, তুমি কখনও বলতে পারো না... এখন আমাকে বলো, ট্রুট ছাড়া প্রোগ্রামে আর কী আছে?— মারিয়া আমাকে বলেছে বিষয়টা।'

BanglaBook.org

'শুরুতে Quartettsatz; আর বিরতির পর স্ট্রিং কুইন্টেট।'

'সবই শুবার্ট, অ্যাঁ? বড় প্রোগ্রাম।'

'বেশি বড়?'

'না, না, না, একদম না। তুমি ট্রুটে বাজাতে এলে কীভাবে?'

আমি তাকে পিয়ার্সের কথা বলি।

'আমাদের প্রথম বেহালাবাদকের চেয়ে কতো আলাদা,' ভোলফ আপ্লুত হয়ে বলে। 'এটা এক মহান ব্যাপার। সত্যিই। এর বিনিময়ে তোমার কী করা উচিত ছিলো জানো?'

'কী?'

'দীর্ঘতর দুই স্ট্রিং ট্রায়োর সঙ্গে Quartettsatz পরিবর্তন করতে পারতে। এটা ঠিক সেই একই দৈর্ঘ্য প্রায়। তাহলে তোমাকে ছাড়াই তোমাদের প্রথম বেহালাবাদক এতে আবির্ভূত হতে পারতো।'

আমি বিষয়টা কয়েক সেকেন্ড বিবেচনা করি। 'আমি চিন্তা করবো,' আমি বলি। 'কিন্তু পিয়ার্স সম্ভবত বলবে যে একটা কোয়ার্টেট হিসেবে একবার অন্তত আমাদের মঞ্চে আসা প্রয়োজন।'

'চমৎকার মানুষ।'

'দস্তুরমতো চমৎকার নয়,' আমি বলি। 'তবে ভালো, হয়তো।'

'জুলিয়ার ব্যাপারটা কী?' ভোলফ চক্রান্তমূলকভাবে জিজ্ঞেস করে।

'কিসের ব্যাপার?'

'মারিয়া কৌশলে এড়িয়ে চলেছে, কাজেই কিছু একটা ব্যাপার তো আছেই।'

'তুমি বলছো, আমার আর জুলিয়ার মধ্যে?'

'ওহ, এইটুকুই?' ভোলফ হতাশ। 'যে কেউ সেটা দেখতে পাবে। আমি ভেবেছিলাম আরও কিছু ঘটেছে। তাই নাকি? মানে, রহস্যজনক কিছু?'

'না— আমার জানা নেই।'

'জার্মানিতে তার অনেক নাম, যদিও তেমন বাজায় না; বছরে মাত্র কয়েকটা সলো কনসার্ট। বছর দুয়েক আগে মিউনিখে বাজিয়েছিলো। কেউ একজন আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো সেই অনুষ্ঠানে, আর আমি আবিষ্কার করেছিলাম এ তো জুলিয়া... Musikverein-এ এটা তোমার প্রথম অনুষ্ঠান?'

'হ্যাঁ।'

'নার্ভাস?'

'দেখ...'

'নার্ভাস হয়ো না। এ ব্যাপারে তোমার কিছুই করার নেই, দুঃশ্চিন্তা করে লাভ কী? প্রথম বিন্যাসে সমস্ত অক্টাভো করতে হবে তোমাকে?' ভোলফ একজন বেপরোয়া বেহালাবাদকের ই-স্ট্রিং বাজানোর ভঙ্গি অনুকরণ করে দেখায়, হাই নোটের অধিকাংশই যার হারিয়ে যাচ্ছে।

'আমাকেই করতে হবে মানে কী বলছো? আমার কি নিজের পছন্দ করার সুযোগ আছে?'

'অবশ্যই আছে। একটা সূত্রের ওইসব অক্টাভো নেই। তারা হাস্যকর শব্দ করে।'

'এখন দেরি হয়ে গেছে; এসব এখন আমার মাথায় আর আমার হাতে।'

BanglaBook.org

'ওভাবে বাজানো একবার আমি শুনেছিলাম,' ভোলফ বলে। 'অনেক ভালো লেগেছিলো— তোমার স্থিতির অবস্থা কী? স্থিতি, স্থিতি, স্থিতি,' ভোলফ বলে। 'তুমি জানো সে অসুস্থ?'

'গতরাতেই আমি তার কথা ভাবছিলাম, নগরীতে হাঁটতে হাঁটতে।'

'পানশালা থেকে পানশালায়।'

'আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম না।'

'আচ্ছা... তারপর?'

'তারপর কিছুই না; আমি শুধু তার কথা ভেবেছি। আরও একশোটা বিষয়ের সঙ্গে।'

'কয়েক মাস আগে আমরা স্টকহোমে অনুষ্ঠান করছিলাম, কার্ল ব্যাকস্টেজে এসেছিলো পরে,' ভোলফ বলে। 'তাকে ভয়ানক লাগছিলো দেখতে... তার ব্যাপারে তুমি খুব অধৈর্য ছিলে।'

'তার ব্যাপারে আমি খুব অধৈর্য ছিলাম?'

'একেবারে,' ভোলফ বলে।

সে বিষদ বলে না, আমিও তাকে বলতে বলি না। অনেক বছর আগে, জুলিয়াও এমন কিছুর ইঙ্গিত দিয়েছিলো। কিন্তু আমার কী করার ছিলো? কার্ল কেলের ইচ্ছা অনুযায়ী আমার পক্ষে আর বেহালা বাজানো সম্ভব ছিলো না। একটা ভয়াবহ অসামর্থ্য আমাকে পেয়ে বসেছিলো। সে সময় অসহায় বোধ করতাম— আজ নিশ্চয় জুলিয়াও তেমনি অসহায় বোধ করে।

৫.৬

লাঞ্চের সময় মারিয়াই বেশি কথা বলে— এবং বেশি উৎকণ্ঠিতভাবে— এমনটা সে ছিলো না যতোদূর আমার মনে পড়ে। এটাকি জুলিয়াকে কথা বলতে না দিয়ে তার সমস্যা ভোলফকে বুঝতে না দেয়ার চেষ্টা, নাকি বিয়ে পরিবার সময় ইত্যাদির জন্য তার এই পরিবর্তন আমি জানি না। জুলিয়ার মতো সেও বিয়ে করেছে মিউজিকের বাইরের এক লোককে, কিন্তু তার পেশাগত নাম মারিয়া নভোৎনি অপরিবর্তিতই রেখেছে। সে ঘন ঘন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যায় : বিমর্ষ ধূসর শীতকাল এ বছর রোদের স্পর্শহীন, বসন্ত আসার আগেই হঠাৎ করে গ্রীষ্মের আগমন, লাইলাকের বিস্তৃত ঝোপ পিছনের বিশাল বাগানে যা লাঞ্চের পর আমরা অবশ্যই দেখতে যাবো, তার স্বামীর শহর কার্নটেনে পরিবার পেন্টিকস্ট যাপনের পরিকল্পনা করেছে, সেখানে জুলিয়াও তার সঙ্গে যাবে বলে তার ধারণা, পিটারের সঙ্গে তাদের বেড়ালছানা পিটুর সম্পর্ক, বাচ্চাটার বয়স মাত্র এক বছর এবং সে যখন প্র্যাকটিস করে তখ তার চেলোর বাক্সে, সেটা ঘুমাতে ভালোবাসে, তার দুঃখ স্ট্রিং কুইন্টেটে আমাদের সঙ্গে এক্সট্রা চেলোবাদক হিসেবে বাজাতে পারছে না...

ভোলফকে যেতে হবে, আমরা দরোজা পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দিই।

'পেন্টিকস্ট পরবে আমাদের ভিয়েনা থেকে পালাতে হবে,' কফি পানের সময় মারিয়া বলে। 'স্টাটপার্কে শুয়ে শুয়ে বাস দাঁড়িয়ে থাকে, আর হাজার হাজার ইতালিয়ান, সুখী, সুখী হাঁসের দল। এবং জাপানিজ, গম্ভীর, ভদ্র হাঁসের দল।'

BanglaBook.org

'জাপানিজরা কেন পেন্টিকস্ট উদযাপন করবে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

মারিয়া এক সেকেন্ডের জন্য আমার দিকে তাকায়, তারপর জুলিয়ার দিকে ফিরে কথা চালিয়ে যায়, 'কনসার্টের পর কী করবে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছো তাহলে? তুমি আমাদের সঙ্গে কার্নটেনে যাবে, নাকি ভিয়েনায় থাকবে মায়ের সঙ্গে? উনি ভিয়েনায় আসার পর থেকে তুমি আমার সঙ্গে মোটেও আর সময় কাটাওনি।'

জুলিয়া ইতস্তত করে। 'আমি এখনও নিশ্চিত নই, মারিয়া। আমার মা অত্যন্ত অধিকারপ্রবণ হয়ে উঠেছে। আর আজ আমার খালা আসছে। কাজেই আমার মিউজিক নিয়ে কাজ করার সময় কীভাবে বের করবো জানি না।'

'কিন্তু কার্নটেনে?'

'আমি জানি না, এখনও জানি না। চলো বাইরে গিয়ে লাইলাক দেখা যাক। কী দারুণ আবহাওয়া।'

'পিটারকে গিয়ে জাগাতে হবে আগে,' মারিয়া বলে।

একটা লাইলাকের ঝোপের নিচে বেড়ালছানাটাকে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকতে দেখে পিটার উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সে ওটার পিছনে দৌড়ায়, হোঁচট খায় আর পড়ে যায়। মায়ের কোলে ওঠে কাঁদতে শুরু করে। মারিয়া আবার ওকে বাড়ির ভিতর নিয়ে যায়। এখন শুধু জুলিয়া আর আমি।

বাগান জুড়ে আশ্চর্য সুন্দর এক সৌরভ।

'মারিয়া কি আমাদের ব্যাপারে জানে?'

'লাঞ্চের সময় তুমি যদি আমার দিকে আরেকটু কম তাকাতে তাহলে ভালো হতো।'

'আমার মনের ভিতর তোমার ছবিটা জমা করে রাখছিলাম, আগামী দিনগুলোর জন্য... এ সন্ধ্যায় তাহলে মায়ের কাছে যাচ্ছো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এখন হোটেলে চলো। দুজনে অন্তত এক বা দুই ঘণ্টা একসঙ্গে কাটাতে পারবো।'

জুলিয়া মাথা নাড়ে। 'এখন তিনটে। আমার খালা এসে পড়ার আগেই আমাকে বাড়িতে গিয়ে কিছু প্র্যাকটিস করতে হবে। গির্জায় যাওয়ার সময়ও নেই আমার হাতে।'

সে আমার কপাল স্পর্শ করে, যেখানে একটু ফুলে উঠেছে।

'অনেক দিন হয়ে গেছে,' আমি বলি।

'কথাটা সত্যি,' সে বলে, আমার কথার ভুল অর্থ করেছে। 'খুব বিদঘুটে লাগে, আমরা তিনজন এখানে। মনে হয় যেন বলি, 'মারিয়া, বিটোফেনের সি মাইনর ট্রায়ো বের করো...' আমি প্রায় বলেই ফেলেছিলাম যে আগামীকাল আমরা ন্নোজিল'সে লাঞ্চ করতে যাবো— কিন্তু, জানো না তো, ন্নোজিল'স আর নেই।'

'নেই?' আমি বলি। অবিশ্বাসে মাথা ঝাঁকাই। অবিশ্বাসেরও বেশি। অদ্ভুত লাগে যে গতরাতে হাঁটার সময় আমার পা ওদিকে যায়নি।

'না,' জুলিয়া বলে। 'নেই। ওই জায়গায় এখন অন্য কিছু— নৈর্ব্যক্তিক হৃদয়হীন বস্তুগুলোর একটা, আলোকসজ্জিত এবং বিমর্ষ।'

'কিন্তু আগে কখনও উল্লেখ করোনি কেন? মানে লন্ডনে। কী হয়েছে? সে কি এখনও বেঁচে আছে?'

BanglaBook.org

'আমি তাই মনে করি। আমার মনে হয় দোকানটা সে বিক্রি করে দিয়েছে।'

আমি আবার মাথা ঝাঁকাই।

'আচ্ছা, এশিয়া এখনও আছে?' উইকএন্ডে নগরীর কেন্দ্রস্থলে যখন নিষ্প্রাণ হয়ে যেতো, তখন স্থানীয় চাইনিজটি ছিলো একমাত্র জায়গা যেখানে আমরা ছাত্ররা সুস্বাদু খাবার পেতাম।

'হ্যাঁ, জুলিয়া বলে। 'অন্তত, এক বছর আগের কথা বলছি।'

'জুলিয়া, তুমি বলছো— সত্যিই তুমি— অন্যদের সঙ্গে আর না বাজানোর ব্যাপার তুমি কী বলেছো?

'আমার অবস্থা ভয়ানক খারাপ হচ্ছে, মাইকেল। আমি আর পারবো বলে মনে হয় না।' যন্ত্রণায় পূর্ণ হয়ে ওঠে তার দু'চোখ।

মারিয়া আমাদের কাছে এসেছে। সে অনিশ্চিত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকায়।

'আমাদের এখন যেতে হবে,' জুলিয়া বলে।

'ঠিক আছে,' মারিয়া বলে, কোনও প্রশ্ন করে না।

'আমি জানি তোমরা এই কয়েকটা দিন ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু কনসার্টের পরের দিন বিকেলটা দানিউবের তরে কাটাতে পারি, সেই পুরনো দিনের মতো। মার্কাস বেশির ভাগ সন্ধ্যায় কাজ করছে, সুতরাং ঘণ্টা দুয়েক আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে। রাজি?'

'চমৎকার,' জুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে। 'তাই না?'

'দুর্দান্ত আইডিয়া.' আমি বলি, আমার কণ্ঠ থেকে সব বেদনা মুছে ফেলার চেষ্টা করি।

কনসার্টের পরের দিনটা ম্যাগিওরের জন্য অবসরের দিন; তার পরের দিন আমাদের ভেনিসের উদ্দেশ্যে বিমানযাত্রা নির্ধারিত আছে। সময়টা অমূল্য, আমরা দুজন যে সময়টা একসঙ্গে কাটাতে পারতাম।

৫.৭

আমি মিউট ব্যবহার করে আমার হোটেল রুমে প্র্যাকটিস করি। প্রথমে সব কিছু বিদ্রোহ করছিলো, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমার আঙুল, মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ড একটা শান্ত ছন্দে মিলে যায়।

আমার রুমটা একদম ওপর তলায়। নিশ্চুপ। দেয়ালের উঁচুতে একটা জানলা, সেটা দিয়ে সেন্ট স্টিফেন'স ক্যাথেড্রালের মিনার দেখতে পাই।

হেলেন ফোন করে জানতে চায় তাদের সঙ্গে রাতের খাবার খাবো কি না; আমার দেখাই পাচ্ছে না তারা; আর কোয়ার্টেটের জার্মান ভাষা বলতে পারা একমাত্র সদস্য হিসেবে ও শহরটা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বলে আমি তাদের সেরা গাইড হতে পারবো।

আমি কয়েকটা দুর্বল অজুহাত দিই, আর নিশ্চয়তা দিই যে ইংরেজি ভাষাতেও তাদের সমস্যা হবে না। এই নগরীতে রাতের বেলা দল বেঁধে বেরোলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

আটটার সময় একটা স্ন্যাকের অর্ডার দেয়ার এবং তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার কথা ভাবলাম। কিন্তু, আলো নিষ্প্রভ হয়ে গেলে, আমরা রুম থেকে বের হই, করিডোরের

BanglaBook.org

গোলকধাঁধা পেরিয়ে লিফটে উঠে লবিতে আসি। ফার্ন, লিলি, আয়না, ছাতির স্ট্যান্ড; রিসিপশন কাউন্টার থেকে শুবার্টের চোখ দুটো অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কেরানীটা কাগজের ফর্ম ছিড়ছে।

আমি কাউন্টারে ঠেশ দিয়ে দাঁড়াই আর চোখ বন্ধ করি। জগৎ উন্মাদ হয়ে আছে শব্দে : কাগজ ছোঁড়ার শব্দ, ট্রাম চলে যাচ্ছে, পায়ের নিচের কম্পন; কফি-কাপের টুংটাং, এবং ব্যস্ত পানশালার গুঞ্জনের ওপর দিয়ে শুনতে পাই কিসের শব্দ ওটা— ফ্যাক্স মেশিন নাকি টেলিপ্রিন্টারের? এইসব শব্দে শুবার্ট কী করেন?

'আপনার জন্য কী করতে পারি, স্যার?' না, সে ভিয়েনিজ নয়। তার উচ্চারণ কেমন? সার্বিয়ান? স্লোভেনিয়ান?

'কিছুই না; কিছুই না। আমি একজনের জন্য অপেক্ষা করছি।'

'রুমটা কি সন্তোষজনক?' সে জানতে চায়, টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ায় ওটা বাজতে শুরু করেছে বলে।

'সম্পূর্ণ... পানশালায় আমি হয়তো একটা ড্রিংক নিতে পারি। নাকি এখানে পেতে পারি?'

'নিশ্চয়। ওয়েটারকে বলছি। যেখানে ইচ্ছা বসুন প্লিজ... হ্যালো? হোটেল আম শুবার্টরিং।'

লবির এক কোণে, পানশালার ধোঁয়া থেকে দূরে, আমি পান করি একগ্লাস ঠান্ডা ক্রেমসার ওয়াইন। হেলেন, বিলি ও পিয়ার্স আমার সামনে দিয়ে চলে যায়। আমি সামনের টেবিলে একটা ঝুড়িতে সাজিয়ে রাখা বিভিন্ন ফুলের দিকে চোখ নামিয়ে রাখি।

'... এবং তুমি তোমার স্পার্টাকাস গাইডকে নিচ্ছো না আর উধাও হয়ে যাচ্ছো না বার্মুডা ট্রায়াঙ্গলে,' হেলেন বলে।

'অনুষ্ঠানের আগে পর্যন্ত আমার শক্তি সঞ্চিত রাখবো আমি,' পিয়ার্স বলে মান্ত কণ্ঠে।

'কী বিষয়ে কথা বলছো, তোমরা দুজন?' বিলি জানতে চায়, শ্রবণসীমার বাইরে চলে যায় তারা।

দ্বিতীয় গ্লাস ওয়াইন; আর এখন রাত। হাঁটার সময়; কিন্তু গতরাতের চেয়ে তিন ঘণ্টা আগে, আর নগরীটা দেখতে অনেক বেশি মনোহর লাগছে। স্মৃতি আমাকে ঘিরে ধরে চারপাশ থেকে। Musikhchschule-এর পাশে গিয়ে আমার মনে হয় আমি অতীততে পুনর্নির্মাণ করতে পারি, সমস্ত ভুল মোড় সঠিকে রূপান্তরিত করতে পারি, আমি স্রেফ পায়ে হেঁটে ঢুকে পড়তে পারি স্নোজিল'সে এবং দেখতে পারি সেখানে আছে বুড়ো মানুষটা, প্রাচীন কোনও সিজারের মতো, অপলকে চেয়ে আছে সামনের দিকে, সংক্ষেপে জবাব দিচ্ছে, অদেখা কোনও কোণে বসে থাকা নিয়মিত কোনও কাস্টমের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে চোখের দিকে না তাকিয়ে— পারিবারিক সমস্যা, কাজ হারানো, টাকা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা। আশ্চর্যতম প্রশ্ন আর স্বীকারোক্তি : কিন্তু রূঢ় বৃদ্ধ স্নোজিলের কাছে কোনও ব্যক্তি কেন হৃদয় উন্মোচিত করে দেবে?

তার সঙ্গে যথাযথ আলাপচারিতার কথা আমি স্মরণ করতে পারি না; তার ওখানে দেড় বছর সময়ের মধ্যে প্রায়ই গিয়েছি, প্রথমে আমি একা, পরে জুলিয়ার সঙ্গে, এ সময়টা হয়তো অন্তরঙ্গ আলাপচারিতার জন্য বেশি দীর্ঘ ছিলো না। তবে চমৎকারভাবে

মোড়ানো এক বোতল ওয়াইন দিয়ে এখানে আমার প্রথম, ধূসর, সুখী শীতকাল আর বড়দিন উদযাপনের কথা মনে আছে। ফ্রাউ ন্নোজিল খুব কমই কিচেন থেকে এদিকে আসতো. কিন্তু তার বোহেমিয়ান-ভিয়েনিজ- খাবারদাবারের তালিকাটা হাজির থাকতো যথারীতি : knodelsuppe Palatschinken ... আমরা প্রায়ই যে এসব খাবার খেতে পারতাম তা নয়। শিক্ষার্থীদের মেসের খাবার যখন অসহ্য হয়ে উঠতো, তখন সাধারণত চল্লিশ শিলিং দিয়ে খেতাম পটেটো সহযোগে ভেজিটেবল সুপ।

সে নিজে কখনও পরিবেশন করতো না। ওয়েটার কাউন্টারে যেতো, এবং হের ন্নোজিল, আগেই অর্ডার শুনতে পেয়ে, তার কাছে পানীয় দিতো। শাদা পানি পরিবেশনে তার ছিলো দারুণ অনীহা। কোনও হতভাগা পর্যটক ভিতরে এসে মিনারাল ওয়াটার চাইলে সে উচ্চকণ্ঠে ভিয়েনিজ ভাষায় জিজ্ঞেস করতো, পর্যটক কি ওই পানি দিয়ে পা ধুতে চাইছে : 'Wusta die Fuss' bod'n?'— 'তুমি কিসের সুপারিশ করবে?' এই প্রশ্ন এলে সে খারিজ করার ভঙ্গিতে উত্তর দিতো, 'A andres Lokal!'

এখানে একবার আমি আনন্দ পেয়েছিলাম। কিন্তু কী রকম জীবন আমি দিতে পারতাম জুলিয়াকে? সেই লোকটাও এখানে এসেছিলো, কিন্তু আমরা বসেছিলাম দূরের টেবিলে। আমরা সামান্যই কথা বলেছিলাম। এখন আমি ওটা পেরিয়ে যাই হেঁটে; সবকিছু বদলে গেছে, সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

কাউন্টারের সঙ্গে সংযুক্ত একটা গ্লাস কেবিনেটে থাকতো ভেজিটেবল— কপি, মরিচ, আরও অনেক কিছু— তাছাড়া সসেজ আর আবৃত চিজ। মজার ব্যাপার ছিলো, ওখান থেকে কেউ অর্ডার দিতো না। জুলিয়া আর আমি এ নিয়ে বাজি ধরতাম : যে দেখবে ওই কাউন্টার থেকে কেউ কিছু কিনছে, তাকে অন্যজন খাওয়াবে। আমাদের এই বাজি ধরা আর বিচ্ছেদের মাঝখানে এক বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে যায়, কিন্তু আমরা কেউ বাজি জেতার দাবি করতে পারিনি।

৫.৮

গভীর রাতে বৃষ্টি শুরু হয়। আমার জানলায় প্রচণ্ড ঝাপটা এসে লাগে আর তাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু বৃষ্টি আমাকে জাগিয়ে রাখে।

শেভ করার সময় দেখি, কপালের ফোলা অবস্থা প্রায় মিলিয়ে গেছে।

এই সকালে Musikverein-এ রিহার্সাল। তারা ব্রামস-সালে জায়গা দিতে পারবে না যেখানে কাল আমরা অনুষ্ঠান করবো, কাজেই আমরা লম্বা, সংকীর্ণ, সুন্দর একটা রুমে প্র্যাকটিস করি। রিহার্সাল চমৎকার এগোয়, কিন্তু শেষ হয়ে যাওয়ার পর, আমাকে পেয়ে বসে একাকীত্বের এর এক চিন্তা।

পাতায় ভরপুর লিন্ডেন গাছের পিছনে অদ্ভুত, রাজসিক গির্জাটার দিকে তাকাই আমি। ওটার গম্বুজ নীল, মসজিদের মতো দুটো মিনারের একটা। এতে আমার মনে পড়ে বেসওয়াটারের সিনাগেগের মিনারগুলোর কথা, আমার ফ্ল্যাটের অদূরে। লন্ডন আর ভিয়েনা পরস্পরের ওপর ছায়া ফেলে। আগামীকাল কিছু খারাপ ঘটতে চলেছে, বিশ্রীভাবে খারাপ। আমি নিজের জন্য শংকিত হই, এবং আমি জুলিয়ার জন্য শংকিত হই।

BanglaBook.org

এশিয়ায় জুলিয়া এবং আমি যার যার মতো লাঞ্চ করি। আমি খুব বেশি কথা বলি না। লাঞ্চের পর আমি বলি হোটেলে যেতে।

'মাইকেল, আমাকে অবশ্যই এখন বাসায় ফিরতে হবে।'

'ওহ না— আবার নয়!'

আমি পারবো না। আমাকে অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে। আমাকে কয়েকটা বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে।'

'তুমি এতোটা কাজের মানুষ হলে কীভাবে?'

সে হাসে, টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরে। আমি বুঝতে পারি ওর হাতটা কাঁপছে।

'কী ব্যাপার?' সে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

'আমি আগামীকালকের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। যেন দর্শকদের মধ্যে কার্লকেও দেখতে পাচ্ছি, বিচার করছে, বাতিল করে দিচ্ছে, আমাকে নিচে নামাচ্ছে— আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন, জুলিয়া। আমার এইসব কথা তোমাকে বলা উচিত হচ্ছে না।'

'উদ্বিগ্ন হয়ো না।'

'আমার সঙ্গে ভেনিসে চলো।'

'মাইকেল—' সে আমার হাত ছেড়ে দেয়।

'আমি জানি না এত বছর তোমাকে ছাড়া আমি কীভাবে বেঁচে আছি।'

আমার কথাগুলো নিজের কাছেই এমন দুর্বল আর গতানুগতিক শোনায়, যে মনে হয় কোনও গৃহবধূর অলীক কল্পনা থেকে তুলে এনেছি।

'আমি পারবো না,' সে বলে। 'আমি আসলেই পারবো না।'

'তোমার মা কিংবা মারিয়া নিশ্চিতভাবে জানে না যে তুমি তাদের সঙ্গেই থাকবে। সুতরাং তাদের সঙ্গেই তোমাকে থাকতে হবে কেন?'

'আমি পারবো না... মাইকেল, আমি কীভাবে তোমার সঙ্গে ভেনিসে যাবো? একবার ভাবো তুমি আমাকে কী করতে বলছো... প্লিজ অমন দুঃখীর মতো করে থেকো না। তুমি যদি চাও, আমরা মায়ের ওখানে যেতে পারি এখন, আর দুজনেই প্র্যাকটিস করতে পারি। পরে ডিনারের জন্য বাইরে যাবো।'

'আমি আসলে তোমার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই না।'

'মাইকেল, কাঁটাচামচটা মুচড়ে বাঁকা করো না।'

আমি ওটা নামিয়ে রাখি। 'তার কোন পিয়ানো আছে?' আমি মনে যা এলো প্রথমে তাই জিজ্ঞেস করি।

'একটা ব্লুথনার। একশো বছর ধরে যন্ত্রটা আছে এই পরিবারে। কেন? তুমি 'পিয়ানো' শব্দটা বলেছো, তাই না?'

'হ্যাঁ। আর এখনও কি তার একটা ছোট শিকারী কুকুর আছে?'

'মাইকেল!'

'একটা কফি? ভোলফবাউয়েরে?'

'আমি এক্ষুনি চলে যাবো। আমাকে আরও চাপের মধ্যে ঠেলে দিও না। প্লিজ।'

'ঠিক আছে। আমি তোমাদের ওখানে যাবো।'

একেবারে না থাকার চেয়ে এক সঙ্গে থাকাও ভালো। আমরা গাড়ি চালিয়ে উত্তরে আসি। ওর মায়ের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং মহিলা দৃশ্যমান হতে থাকে।

BanglaBook.org

বিমানবন্দরে আমাদের দেখা না হলেও মহিলা অবশ্যই আমাকে ছবি থেকে চিনতে পেরেছে। অনেক বছর ধরে আমি কল্পনা করেছি যে সে বিশাল আকৃতির এক মহিলা এবং একটা ছোট কুকুর তাকে টানছে সামনের দিকে। জুলিয়া চুপচাপ, আমাদের বিরূপ মনোভাব শুধরানোর কোনও চেষ্টাই করে না।

আমি প্র্যাকটিস করি চিলোকোঠায়, জুলিয়া বাগানের দিককার মিউজিক রুমে। চারটের সময় সে আমার জন্য চা নিয়ে আসে এবং বলে আমরা ডিনারের জন্য বাইরে যেতে পারবো না। সাতটায় আমরা তার মায়ের আতিথ্যে রাতের খাবার খাই অনেকটা নীরবতার মধ্যে। লন্ডনে থাকার ব্যাপারে মিসেস ম্যাকনিকোলের অন্যতম আপত্তি ছিলো আমাদের হাস্যকর কোয়ারেন্টাইন আইন। অন্যটি, জুলিয়ার মতানুসারে. আবারও একটা ক্যাথোলিক দেশে বাস করার ইচ্ছা। ডিনারের পর আমি জুলিয়াকে বলি, আমার যথেষ্ট হয়েছে এবং এখন ফিরে যাচ্ছি।

'আমিও আর প্র্যাকটিস করবো না,' জুলিয়া তাড়াতাড়ি বলে ওঠে। 'গাড়িতে একটু ঘোড়া যাক, চলো।'

ফ্রাউ ম্যাকনিকোলকে শীতল ধন্যবাদ জানালে খুশি হওয়ার শীতল অভিব্যক্তি পাওয়া যায় বিনিময়ে। সে বাগানে দাঁড়িয়ে আছে একটা কপার বিচ গাছের নিচে— জার্মান ভাষায় যেটাকে সে ব্লাড বিচ বলবে— জুলিয়াকে সাবধানে গাড়ি চালানোর পরামর্শ দিচ্ছে, এবং সাবধান হওয়ার।

গাড়িতে আমি জিজ্ঞেস করি, 'মারিয়াকে বলেছো আমাদের শেষ দিন তার সঙ্গে কাটাবে?'

'আমি ভাবছিলাম সে সময়। বলা হয়নি।'

দানিউবের পাশ দিয়ে রেল সড়ক বরাবর উঁচু উঁচু পপলার গাছের সমান্তরাল সারি চলে গেছে। চেস্টনাটের মাথায় মনোহর আলোর ছোঁয়া। রাস্তার আরেক পাশে, বাড়িগুলোর দেয়ালের ওপর এবং ক্লস্টারনিউবার্গের মঠে আলো জ্বলছে।

'পেন্টিকস্ট এখানে এমন বড় পরব কেন?' আমি ভাবনাটা উচ্চারণ করি। মারিয়ার ব্যাপারে এখনও বিরক্ত।

'কী বললে?' জুলিয়া আমার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলে।

'পেন্টিকস্ট এখানে এমন বড় পরা কেন?'

'আমি জানি না। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য ছিলো বহুভাষী। হয়তো সেটাই এর কারণ।'

'তুমি এ কথা দিয়ে কী বোঝাতে চাইছো?'

'মাইকেল, আমি যখন গাড়ি চালাই তখন আমার সঙ্গে একান্ত প্রয়োজন না হলে কথা না বলাই সবচেয়ে ভালো। রাস্তার ওপর চোখ রাখা দরকার আমার।'

সে নুসডর্ফের দিকে মোড় নেয়। আর কালেনবার্গ রোড ধরে গাড়ি চালিয়ে যায়।

'কিন্তু— জুলিয়া!'

সে গাড়ি থামায়।

'তুমি কোথায় যাচ্ছো?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'যেখানে যাচ্ছি বলে ভাবছো ঠিক সেখানেই।'

'জুলিয়া, না। এতো জায়গার মধ্যে ওখানে কেন?'

BanglaBook.org

'এতো জায়গার মধ্যে ওখানে নয়ই বা কেন?'

বহু বছর আগে আমাদের শেষ সাক্ষাতের স্থানটার দিকে আমরা এগিয়ে চলি। সেই দিন আমরা এখানে এসেছিলাম ট্রামে আর পায়ে হেঁটে।

আমরা গাড়ি নিয়ে আরও এগিয়ে যাই: আমরা থামি: একটু দূরে গাড়িটা রাখি, এবং জায়গাটার দিকে হাঁটতে শুরু করি। হয়তো, মোজ্জিল'সের মতো, এটাও উধাও বা পরিবর্তিত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু না।

বাড়িটার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বিশাল দুটো চেস্টনাট গাছ, প্রচুর ডালপালা ছড়ানো। পানির পাম্পের কাছে ফুটে আছে জিরেলিয়াম। বাইরের লম্বা টেবিলে তরুণ দম্পতি, বন্ধুবান্ধব, শিক্ষার্থীদের দল বসে আছে, পান করছে, খাচ্ছে এবং কথা বলছে দিনের পড়ন্ত আলোয়।

পিছনের দ্রাক্ষাকুঞ্জ থেকে তৈরি এক পাত্র ওয়াইন। রাত নেমে আসে। আমরা নীরবতার মধ্যে পান করি, এই নীরবতা তিক্ত নয়, গ্রহণযোগ্য। আমার বেহালাটা গাড়িতে রেখে আসনি চুরি হয়ে যাওয়ার ভয়ে, সঙ্গে নিয়ে এসেছি, বাক্সে ভরে রেখে দিয়েছি আমার পাশে। আবারও জুলিয়া আমার কপালে হাত ছোঁয়ায়, যেখানে ঠুকে গিয়েছিলো।

আলোর বিপরীতে, আমি গাছের পাতার শিরাগুলো লক্ষ করি। একটা আলোকিত ডাল আকাশের পটভূমিকায় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ওটার পর রাত্রি কালো।

আমরা অল্প কথা বলি। আমি জুলিয়াকে এক গ্লাস ওয়াইন ঢেলে দিচ্ছি, সে আমাকে বলে, 'আমি তোমার সঙ্গে ভেনিসে যাবো।'

আমি কিছুই বলি না। এ আমি কখনও আশা করিনি। অন্ধকারে কোথাও কোনও কিছুকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু ওকে কিছুই বলি না। এক ফোঁটাও ছলকে পড়ে না পানীয়। আমার হাত কাঁপে না। আমার নিজের গ্লাসে ঢালি এখন, আর সেটা তুলি, কথাহীন : তার উদ্দেশ্যে? আমাদের উদ্দেশ্যে? পলায়নপর ভালোবাসার প্রাণশক্তির উদ্দেশ্যে? আমি যে অর্থেই করি না কেন, সে মাথা ঝাঁকায় যেন বলছে সে বুঝতে পেরেছে তা।

৫.৯

অনুষ্ঠানের দিন সকালটা নীল আর উষ্ণ।

ভেনিসে তার এক বন্ধুর কাছে জুলিয়া বার্তা লিখেছে গতরাতে, সেটা আজ ফ্যাক্সে পাঠিয়ে দিই— আমার বেহালার বাক্স থেকে একটা মিউজিকের পৃষ্ঠা নিয়ে সেটার পিছনে সে লিখেছে বার্তাটা— হোটেল রিসিপশনিস্ট ওটা ফেরত না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি।

লবিতে একত্রিত হয় ম্যাগিওর। আমরা সবাই টানটান হয়ে আছি, কিন্তু গতকাল আমি যে উৎকণ্ঠা অনুভব করেছিলাম তা আর নেই। আমরা হেঁটেই চলে আসি Musikverein-এ, দুই মিনিটের দূরত্ব। আজ সকালের শেষ রিহার্সাল ব্রাস-সলেই অনুষ্ঠিত হবে।

দুটো বিবর্ণ লাল স্তম্ভের মাঝখানে উঁচু স্টেজের ওপর স্থাপন করা হয়েছে পিয়ানো জুলিয়া গতকাল বেশ কয়েকটা পরশ করেছে, আর সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেছে

BanglaBook.org

এটাকেই। খুব ভালো করে শব্দ পরীক্ষা করা হয়েছে। জুলিয়ার মনে হচ্ছে, একটি নোটও না বাজিয়ে ক্লডিও আররাউয়ের মতো কেউ যদি মঞ্চে আসে তবু সে ভালো সঙ্গ পাবে।

সে পিয়ার্সকে দুটো কাজ করতে বলেছিলো : এক, এই হলে তার শব্দের ভারসাম্য সম্পর্কে তাকে পরামর্শ দেয়া। দুই, সে পিয়ানো বাজানোর সময় নিবিড়ভাবে স্কোর অনুসরণ করা, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে বিমূর্তভাবে শোনা নোটগুলোই শুধু সে বাজাচ্ছে না।

হল বদলে গেছে, শেষবার যেমন দেখেছিলাম এখন আর তেমনটি নেই। দর্শকদের মধ্যে বসে দেখেছিলাম তখন। রং পাল্টানো হয়েছে; তখন সোনালি আর শাদা ছিলো বেশি, আর এখন গাঢ় লাল ও চকচকে সবুজ বেশি। বুড়ো ব্রামসের শাদা রঙের আবক্ষ মূর্তি বসানো হয়েছে একদা তার রাজত্বের স্থানটিতে, ফলে পুরো কক্ষ জুড়ে তার নজর পড়ছে। কিন্তু আমি খুশি যে আমি যেখানে বসবো সেখান থেকে তাকে দেখতে পাবো না, তবে হেলেন আর বিলির সে সুযোগ নেই।

বদমেজাজি কেয়ারটেকার যে গতকাল আমাদের প্র্যাকটিস রুমে নিয়ে গিয়েছিলো আজ অনেকটা কম বদমেজাজি কারণ আমি তাকে বখশিশ দিয়েছিলাম। আমার মনে পড়ে, ছাত্র অবস্থায় জুলিয়া আর আমি প্রধান হল গ্রসার সালে অনুষ্ঠিত কনসার্টে প্রবেশের ব্যবস্থা করতাম কীভাবে। আমরা প্রোগ্রাম-সেলারদের বখশিশ দিয়ে ভিতরে ঢুকে যেতাম। তাছাড়া, সিঁড়ি আর করিডোরের এত গোলকধাঁধাযুক্ত একটা দালানের ভিতরে নজরদারি করাও সম্ভব ছিলো না। ইন্টারভ্যালের সময় আমরা খালি আসনে গিয়ে বসে পড়তাম— তবে জুলিয়া লজ্জায় নড়তেই চাইতো না। নিজেকে সান্ত্বনা দিতো এই বলে যে, অন্তত সামনের আসনগুলো পূর্ণ থাকলে শিল্পীরা আনন্দ পায়।

জুলিয়া আর পেট্রো এই সন্ধ্যায় সংঘাত এড়াতে কী পরবে তা নিয়ে আলোচনা করছে। জুলিয়া পরবে সবুজ রঙের সিল্কের পোশাক, এবং পেট্রো গাঢ় নীল রঙের। পিয়ার্সের সঙ্গে একই বিষয় নিয়ে কথা বলছে কুর্ট : আমরা কি টেইল-কোট পরবো, না ডিনার জ্যাকেট? পিয়ার্স বলে, আমাদের টেইল-কোট নেই। এবং কোমরবন্ধ? কুর্ট জিজ্ঞেস করে; আমরা কি ওগুলো প্রয়োজন বলে মনে করি? না, পিয়ার্স বলে, আমরা তা মনে করি না।

হেলেন এসব থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মাথা কাত করে আছে একবার এক কাঁধের ওপর, আরেকবার আরেক কাঁধের ওপর, তারপর সোজা করছে উপরমুখো। সে উৎকণ্ঠিত, সব সময়ই উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে, স্ট্রিং কুইন্টেট সম্পর্কে। তার ভায়োলা হচ্ছে ওটার সহযোগী যন্ত্রগুলোর প্রাণবস্তু : উভয় বেহালার একটা ট্রায়ো, অন্য দুই মধ্যম কণ্ঠস্বরসহ, উভয় চেলোসহ... এই সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে তার স্থিত কোনও ভূমিকা নেই, শুধু প্রফুল্লতার চোরাবালি।

বিলি আর আমি দেখছিলাম এই সন্ধ্যার সোনালি রঙের পাতলা অনুষ্ঠান সূচি, ওটার সুরুচি উপভোগ করছিলাম, এবং এতে Musikverein-এর সুখের চেতনায় অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। 'Franz Schubert' নামটার নিচে এবং তার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ এবং যে মিউজিক আমরা বাজাবো তার আগে উৎকীর্ণ বাণী 'Mitglied des Reprasentanten-korpers der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien.'

BanglaBook.org

কেন বেচারা শুবার্ট আদৌ Musikverein-এর একজন সদস্য হতে পেরেছিলো তার একমাত্র কারণ, অবশ্যই, সে ছিলো একজন, খোলাখুলি বললে, অপেশাদার, ভিয়েনা নগরীর কোনও দাপ্তরিক সাঙ্গীতিক পদ তার ছিলো না।

রিহার্সালের প্রায় সবটা জুড়ে সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই চলে, অবাক হওয়ার মতো কিছু ঘটে না, কেবল এক পর্যায়ে, কিসের জন্য আমি জানি না, পেট্রা হঠাৎ করে আমাদের কম্পোজার সম্পর্কে বলে বসে, 'কিন্তু সে একটা সাইকো-টেরোরিস্ট!' হেলেন, বিলি আর আমি পরস্পরের দিকে তাকাই, আর বাজানো চালিয়ে যাই। এ মিউজিক আনন্দময় এবং আমরা এটা বাজাই আনন্দিত হৃদয়ে। দলে আর বাজাতে পারবে না বলে গতকাল যে কথা বলেছে জুলিয়া তা আমি ভাবি থেকে থেকে। কীভাবে ওটা সত্যি হতে পারে?

সূর্য আর আমাদের মাঝখানে এক খণ্ড মেঘ নিশ্চয় ভেসে গেছে। কয়েক মিনিটের জন্য উজ্জ্বল দিবালোক নিষ্প্রভ হয়ে যায়, হল ছায়াচ্ছন্ন। কিন্তু পরে আবার রোদ আসে, এবং এই চূড়ান্ত রিহার্সালের নিবিড়তার মধ্যে ইন্টারলিউড আত্মস্থ হয়ে যায়।

ট্রুটের শেষ আলোড়নে কিছু একটা বিদঘুটে ব্যাপার ঘটে— আগের রিহার্সালগুলোয় যা ঘটেনি : হেলেন আর আমি দুটো বারের প্রতিটার দুটো স্তবকে বাজিয়েছি প্রথম মোটিফ। কিন্তু আমাদের বিস্মিত করে জুলিয়া জবাব মিলিয়েছে এমনভাবে যেন এটা একক চার-বারের স্তবক। সে কি সব পুনর্চিন্তা করেছে? নাকি মুহূর্তের খাত? যাই হোক না কেন, আমরা সিদ্ধান্ত নিই প্রথম আমরা মোটিফ শুরু করবো, এতে সম্ভবত তার জন্য ভালো কাজ হবে। এভাবে কন্ট্রাস্ট আরও বেশি ফলপ্রসূ হবে।

আমরা যা বাজাচ্ছি তা যদি সে শুনতে পেতো, তাহলে যা সে করেছে তা কি করতে পারতো? আর আমাদের কি সংশোধন করতে হতো কিছু? এ সবই ভালোর জন্য। কিন্তু আবারও আমি অনুভব করি একটা অস্বস্তি, এখন থেকে কয়েক ঘণ্টা পর স্টেজে এমন কিছু ঘটতে পারে : অনির্ধারিত কিছু আগেই যা আমরা স্থির করতে পারি না।

৫.১০

Musikverein দালানের আর্কেডে বিটোফেনের মূর্তি দেখে মনে হয় এই উষ্ণ রাতেও ওটা ঠাণ্ডায় কাঁপছে।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সামান্য মসৃণ তরুণ আমাদের বলে যে, আমাদের কনসার্ট যেহেতু একটা চেম্বার-মিউজিক চক্রের অংশ, সুতরাং আমরা ভালো দর্শক আশা করতে পারি। সে আমাদের গ্রিন রুমে নিয়ে যায়। আমাদের পুরুষদের কামরাটা উজ্জ্বল, লাল দেয়াল, ধূসর মেঝে, একটা আয়না, হলুদ রঙের স্কোরের বাঁধানো কপি। জুলিয়া, পেট্রা ও হেলেন পাশের কামরায় যেখানে একটা পিয়ানো আছে, ফ্রিটজ ক্রিসলারের প্রতিকৃতি, আর বিশাল একটা কোট-স্ট্যান্ড। পুষ্ট মখের মতো তারা আবির্ভূত হয় : সবুজ, নীল ও সোনালি। পেট্রা পরেছে নীল পোশাক, কাঁধ অনাবৃত, হাসছে সে; হেলেন নিষ্প্রভ সোনালি, ঘাড়ের পাশে হাত ডলছে যেন নার্ভাসে যন্ত্রণা উঠে গেছে; আর জুলিয়া পরেছে সেই একই সবুজ পোশাক যেটা সে পরেছিলো উইগমোর হলে সেই সন্ধ্যায়, আমার দিকে তাকিয়ে আছে এমনভাবে যা আমার কাছে উৎকণ্ঠা বলে মনে হয়। কিন্তু আমি কি এখন শান্ত নই? সব ঠিক হয়ে যাবে, যদিও এটা বিভক্ত হয়ে যাওয়ার মতো।

BanglaBook.org

টেবিলের ওপর রাখা আছে টেবিলের ওপর, আমি পান করি; হেলেনের ছোট ফ্লাস্ক থেকে একটু হুইস্কি নিয়েছে পিয়ার্স। আমরা সবাই সচেতন আছি যে ভিয়েনিজরা তাদের শুবার্টের প্রতিটা নোট নিখুতভাবে জানে। এখন হেলেন পিয়ানোতে সুর বাধছে। সবুজ, সোনালি, নীল। ওদের ওই জাঁকজমকের মধ্যে বিলিকে আর আমাকে কেমন লাগবে দেখতে।

করিডোরের ওপাশে, তারা অপেক্ষা করে, সেই সব কান। যাদের জন্য আমরা বাজাই। পিয়ার্স গ্র্যান্ড ফ্লোরের দিকে পিপ-হোলে চোখ রাখে।

'প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ।'

'সাতটা আটাশ;' পিয়ার্স তার বেহালাটা চিবুকের কাছে নিয়ে আসে, 'সি মাইনর।' এবং ধীরে ধীরে আমরা চারজন উঠে দাঁড়াই, এবং ধীরে ধীরে, একটু একটু করে, ফিরে যাই আমাদের প্রাণরসের কাছে। আমার চোখ বন্ধ; কিন্তু আমি কল্পনায় দেখতে পাই জুলিয়া, পেট্রা ও কুর্ট আমাদের রেওয়াজ দেখে কিছুটা অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে।

কর্তব্যরত তরুণ ম্যানেজার মাথা ঝাঁকায়, এবং ম্যাগিওর ভিড় করে দরোজায়। আমরা চারজন যখন প্রবেশ করি, কাঠের সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠি, তখন দর্শক শ্রোতারা মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে আমাদের স্বাগত জানায়। এই আওয়াজের মধ্যেও আমি পায়ের নিচে পুরনো কাঠের ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ শুনতে পাই। আমি চারদিকে তাকাই। আমার ডান দিকে শেষ দিনের আলোর বিপরীতে ভারি পর্দা ঝুলানো রয়েছে, ব্রামসের আবক্ষ মূর্তির ওপর আলো ফেলা হয়েছে, ঠিক সরাসরি নিচের দিক থেকে নয়; দূরে আমার সামনের দিকে হলের শেষ প্রান্তে ব্যালকনির দিকে ফেরানো সোনালি রঙের উঁচু স্তম্ভরূপে ব্যবহৃত নারীমূর্তি; আর আমার দু'পাশে, উভয় দেয়ালে, দীর্ঘ ব্যালকনি, সমস্তই দর্শক-শ্রোতায় পূর্ণ হয়ে আছে কেবল ডিরেক্টর'স বক্সের কয়েকটা আসন ছাড়া। ছায়াচ্ছন্ন স্টলগুলো প্রায় সবই ভরে গেছে; এবং দ্বিতীয় সারিতে আমি দেখতে পাই জুলিয়ার মা ও খালাকে, তাদের পাশে একটা আসন খালি।

এখন নীরবতা। আমরা কুর্নিশ করি; আমরা বসি; আমরা আরও কয়েক সেকেন্ড টিউনিং করি; এবং পিয়ার্স, এমন কি আমি ঠিকঠাক গুছিয়ে নেয়ার আগেই, হঠাৎ শুরু করে দেয়। তারপর আমি, এখন হেলেন, এখন বিলি। Quartettsatz শুরু হয়ে যায় গুঞ্জনের মতো।

দ্রুত, পূর্ণ কর্ড; এবং এখন, বেশি অংশ জুড়ে, হেলেন আর আমি স্থির, পিয়ার্স ও বিলি বাজিয়ে চলে উপর-নিচ স্বরে। অসমাপ্ত মাস্টারপিসের রচয়িতা এটাই আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। একটা অত্যন্ত সমান্তরাল আর পূর্ণ আলোচন যার প্রয়োজন হয় না অন্য কোনোটার সঙ্গে যুক্ত থাকার। এবং সামনে আজ রাতে কী আছে? একজন পৃষ্ঠপোষকের অনুরোধে একটা খণ্ড প্রায় শেষ, তারপর সেই কাজ যেটা তার নিজের অসমাপ্ত জীবনের খুব কাছাকাছি সময়ে রচিত। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন, মহান শুবার্ট, তাহলে তিনিও হতে পারতেন মোজার্টের মতোই।

BanglaBook.org

গুঞ্জন ফিরে আসে, দ্রুত হতে থাকে, তারপর তিনবার তীব্র মিষ্টি ধাক্কার পর শেষ হয়। আমরা উঠে দাঁড়াই, দর্শক-শ্রোতার বিপুল হাততালির জবাবে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মাথা ঝোঁকাই। আমরা চলে যাই, আমরা ফিরে আসি, চলে যাই, ফিরে আসি। আর বিলি এখনও স্টেজ থেকে করিডোরের দিকের দরোজা অতিক্রম করছে, হাততালির আওয়াজ ধীরে ধীরে থেমে যায়।

'তোমার মা বসে আছেন দ্বিতীয় সারিতে,' আমি জুলিয়াকে বলি। 'এবং তোমার খালাও।'

'ইন্টারভ্যালের পর আমি তাদের সঙ্গে যোগ দেবো।'

'কিন্তু হলে কোনও লুপ নেই। তুমি কোনও কিছু শুনবে কীভাবে?'

'আমি লক্ষ করবো।'

'পিয়ার্স?' আমি জুলিয়ার দিক থেকে মুখ ফেরাই।

'হ্যাঁ?' পিয়ার্স জবাব দেয়।

আমার বো দিয়ে তার কাঁধে টোকা মারি, তার জ্যাকেটের ওপর দুটো রেখা টানি। সে বোটা সরিয়ে দেয় না, বরং তার সচরাচর অর্ধ-হাসি হাসে। 'ভাগ্য প্রসন্ন হোক, মাইকেল,' সে বলে। 'ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে; এবং ভালোভাবেই হবে।'

কিন্তু ট্রুট সামনে এসে পড়ায় এখন আমি স্নায়ুর চাপ অনুভব করি। কেমন যেন ঝিমঝিম করছে মাথার মধ্যে। আমার বাম হাতের আঙুলের মাথা সামান্য কাঁপতে শুরু করেছে— যেন কম ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক তার স্পর্শ করে আছে ওগুলো।

অনুভূতিটা চলে যায়। আবার ধাতস্থ হই আমি। পিয়ার্স পিছনে সরে যায়। জুলিয়া আর পেট্রা আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আমরা প্রবেশ করি, আবার মাথা ঝোঁকাই, আমরা নিজেদের মেলে ধরি স্টেজে, এবং আমাদের পাঁচজনের ভিতর থেকে ট্রুট কুইন্টেটের প্রথম মহিমান্বিত সুর বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ে সাড়া হলে।

৫.১১

উপরে এখনও আলো; সেখানে সামনের দিকে কে যেন সোনালি অনুষ্ঠান সূচি দিয়ে নিজেকে বাতাস করছে; আমাদের শব্দই একমাত্র, সেখানে মুখগুলোর মতো; হেলেন এখন লিড নেয়, সে সারসের মতো মাথা পিছনে ঘুরিয়ে দেখতে পারছে না জুলিয়া কী করছে; কিন্তু সবকিছু উত্থিত হয়ে সামনে এগিয়ে যায়। বেস হচ্ছে মোটর, কার এই প্রীতিকর হালকা স্পর্শ? এটা চেলো; সে তার চোখ বন্ধ করে আছে। আমার কান বন্ধ হয়ে গেছে, আমি শুনতে পাই না, কিন্তু আমি জানি এই আঙুলগুলোই রচনাটির সম্পদ। আঙুলগুলো আমার, যে বোর্ডের ওপর ওগুলো নাচানাচি করে সেটা আবলুস কাঠের তৈরি। এই নীরবতা আমি শুনি, জুলিয়া কি এটার মধ্যেই বন্দি? এখানে উপস্থিত ভূতেরা চেপে বসে আমার ওপর : আমার দৃষ্টির বাইরে, আমার ডান দিকে কোথাও, কার্ল কেলের মূর্তি, যে একদা আমার জীবন শাসন করতো, এবং ব্যালকনিতে মিসেস ফর্মবি বসে আছে আমার বৃদ্ধ জার্মান শিক্ষকের সঙ্গে, শুবার্ট আছেন এখানে, এবং জুলিয়ার মা।

BanglaBook.org

তারা উপস্থিত হয়েছে, কারণ সেই সৌন্দর্যের জন্য যা আমরা পুনর্নির্মাণ করছি।

হলে হেরিংবোন করা মেঝে টারমাকে পরিণত হয় : কালো আবলুস, শাদা গজদন্ত; একটা তুষারঢাকা কারপার্ক, গলে যাচ্ছে সার্পেন্টাইনে। একটা পাতলা মাছ অগভীর জল থেকে লাফিয়ে উঠছে। প্রতিবার উপরে উঠলে প্রস্ফুটিত হয় সেটার বর্ণবৈচিত্র : সোনালি, তাম্র, ইস্পাত-ধূসর, রুপালি-নীল, স্বচ্ছ সবুজ।

আর এখন এই শেষ আলোড়ন, বিলি যেটাকে বলতে পারে মাত্র একটা প্রবল উত্তেজনার কাজ। এর প্রতি আমার কখনও উষ্ণতা আসেনি, তবু পাউমগার্টনারের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করি যিনি শুবার্টকে এটা রেখে দেয়ার জন্য অনুনয় করেছিলেন, কেননা এটা যদি জুলিয়ার সর্বশেষ দলগত বাজানো হয়ে থাকে তাহলে আরও কয়েক মিনিট বেশি হলে তার অর্থ অনেক কিছু: একটা পুনরাবৃত্তি সবকিছু: শেষ স্তবক তাহলে অবশ্যই চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হয়ে যাবে; এবং শেষ নোট। এটা এক মৃত্যু, এক চলে যাওয়া; কেননা আবার কি জুলিয়া?— সে আর কখনই— কারও সঙ্গে বাজাবে না। আমি তাকে দেখি পিয়ানোয়, সবুজ রঙের এক কম্পমান দৃশ্য। আমি কোনও অনুঘোটক নই, কিন্তু একটা উপায়, অস্থায়ী তার চুলের সোনালির মতো, তার চোখের নীলের মতো। অন্যদের সঙ্গে কি সে আর কখনই বাজাবে না?

দি মেমবার অফ দি বোর্ড অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস অব দি সোসাইটি অফ ফ্রেন্ডস অফ মিউজিক ইন ভিয়েনা ছিলো ঠাণ্ডা, তারপর ক্ষুধার্ত, তারপর অসুস্থ; এবং একজন সুখী মানুষের পক্ষে দুঃখে পরিপূর্ণ। ধন্যবাদ, তাহলে, আমার সহগামী নাগরিকেরা, এটা এখানে শুনছো বলে, তোমাদের গভীর মনোযোগিতার জন্য; আমার নিজের একটা কনসার্ট ছিলো এই রকম, এবং আমি নিশ্চিত সময় থাকলে আরও হতে পারতো। কিন্তু পালিয়ে যেও না; এই বাদকদের প্রশংসায় হাততালি দাও, তারপর তোমাদের Sekt পান করো, উত্তম বার্গার খাও এবং ফিরে যাও, যেহেতু ইন্টারভ্যালের পর তোমরা তাই শুনবে যা শুনতে আমার নিজেরও ভালো লাগতো। কিন্তু সে বছর আমি হেঁটে গিয়েছিলাম হেইডনের কবরের কাছে; সে বছর আমি মারা গিয়েছিলাম; এবং মাটিতে মিশে গিয়েছিলো আমার সিফিলিস-আক্রান্ত দেহ, আমার টাইফয়েড-জর্জরিত নাড়িভুড়ি, আমার প্রিয় হৃৎপিণ্ড যা অসংখ্যবার সূর্যের চারদিকে ঘুরেছিলো স্ট্রিংয়ের জন্য রচিত আমার কুইন্টেট মানুষের কানে পৌছানোর আগে।

ট্রুটের জন্য করতালি ওঠে। করতালি এবং এমন কি উল্লাসধ্বনিও। হয়তো শিক্ষার্থীরা উল্লাসধ্বনি করছে? কিন্তু কোথায় আমি এখন?

'মাইকেল।' আমি জুলিয়ার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, সংকটাপন্ন, জরুরি।

ওরা উঠে দাঁড়াচ্ছে, ওরা দাঁড়িয়ে আছে কিছু সময় ধরে। আমি এখনও বসে আছি। আমি উঠে দাঁড়াই।

এখন আমরা করিডোরে। আমি ফিরতে পারবো না।

জুলিয়ার কণ্ঠ, 'পিয়ার্স, তুমি ওর বেহালাটা এক পাশে রাখবে? মাইকেল, আমার হাত ধরো। আমাদের আরেকটা বো নিতে হবে।'

ক্যাঁচক্যাঁচ ধাপ, করতালি। সবাই হাসছে। আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে করিডোরের দিকে যাই, একাই।

BanglaBook.org

আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরেছে সে হাত দিয়ে। পিয়ার্সের কণ্ঠস্বর, সন্ত্রস্ত, দায়িত্বশীল।

'আমি মনে করি যথেষ্ট হয়েছে। সে অসুস্থ। ওকে বসতে দাও। আরেকট বো নিও না। ওরা হাত চাপড়াতে থাক, কিছু আসে যায় না... কী হয়েছে, মাইকেল? কী হয়েছে? হেলেন, ওকে পানি দাও এক গ্লাস। পেট্রা, দারুণ ছিলো অনুষ্ঠান— চমৎকার করেছো! কিন্তু দেখ, আমাদের তাড়াতাড়ি ম্যানেজমেন্টের কাউকে দরকার। ওয়াইল্ডার কোথায় গেছে? এই জঘণ্য ইন্টারভ্যালটা কতক্ষণের?'

৫.১২

আমি ফিসফিসানির চেয়ে বেশি জোরে কথা বলতে পারি না। 'বাথরুমটা— পিয়ার্স— বিলি।'

'আমি তোমাকে নিয়ে যাবো,' বিলি বলে। 'এই যে, মাইকেল, আমাকে ধরো।'

'দুই মিনিটেই সুস্থ হয়ে যাবো। আমি দুঃখিত, বিলি।'

'দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। শুধু গভীর শ্বাস নাও। শিথিল থাকো। এখনও একটু সময় লাগবে। হেলেনের কাছে হুইস্কি আছে।'

'আমি আর চালাতে পারবো না।'

'তুমি পারবে। তুমি করবে। ভয় পেও না।'

'আমি পারবো না।'

ধূসর দেয়ালগুলো,' ধূসর টাইলস; মেঝেতে ছোট ছোট নিষ্প্রভ ধূসর টাইলস। দেয়ালে একটা ধূসর ধাতব স্কয়ার : আমি নিজের মুখটা দেখার জন্য নুয়ে পড়ি। ওটা মৃত্যুর মতো।

বিলির কণ্ঠস্বর বাইরে। 'মাইকেল, বেশি সময় নেই। তোমার এখন বেরিয়ে আসা উচিত।'

'বিলি— প্লিজ।'

'তোমাকে দিয়ে কেউ কিছু করাবে না।'

আমাকে গ্রিন রুমে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিই তাকে।

পিয়ার্স ও কুর্ট কর্তব্যরত একজনের সঙ্গে কথা বলছে, যে একটা বিশাল বই আমাদের স্বাক্ষর করার জন্য খুলে রেখেছে। তার হাতে বেশ কিছু খামও আছে।

'Was ist denn los, Herr Weigl, was ist denn los, Herr Tavistock?'

'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, হের ওয়াইল্ডার, কনসার্ট পর্যন্ত কি অপেক্ষা করা যায়? আমাদের একজন সহকর্মী, মাইকেল হোম, হ্যাঁ, আমাদের দ্বিতীয় বেহালাবাদক— এবং সে কুইন্টেটেবাজাচ্ছে... না, এটা আগে ঘটেনি...'

কিন্তু ঘটেছে, এখন ঘটছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে।

মানুষের ভিড়, এক ডজন মানুষ। একজন আমি চিনি না : এক বৃদ্ধা, দয়ালু, কাঁদছে। অনেক মানুষ। আমার বার উচ্চারিত, ভাসমান নাম।

আমি একটা চেয়ারে। আমার হাতে মধ্যে আমার মাথা। জুলিয়া কথা বলছে আমার সঙ্গে : আশ্বস্ত করার কথা, আমি জানি। আমি তার মুখের দিকে তাকাই।

BanglaBook.org

হের ওয়াইল্ডার ঘড়ি দেখেছে। 'Wenn ich die Herrschaften bitten darf...'

কুর্টকে আতংকে চুপসানো দেখাচ্ছে। সে মাথাটা রেখেছে তার চেলোর গলায়। বিলি, পিয়ার্স, হেলেন...

Bitte, meine, Herren...' হের ওয়াইল্ডার বলে। 'ভদ্রমহোদয়রা, অনুগ্রহপূর্বক, যদি একটু দয়া করেন... মিস্টার হোম... আমাদের ইতোমধ্যেই দেরি হয়ে গেছে...'

আমার বেহালাটা কেউ আমার হাতে দিয়ে যাচ্ছে। এটা দিয়ে কী করবো?

জুলিয়া তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে, বাঁধানো পাণ্ডুলিপিগুলোর একটার দিকে। 'এটা দেখ, মাইকেল।'

আমি ওটার দিকে তাকাই। বুঝতে পারি ওটা শুবার্ট রচিত একটা সঙ্গীত, 'Die Liebe.'

'এসো ওটা বাজাই—' আমি বলি।

'মাইকেল, এখন এটার সময় নয়—' সে বলতে শুরু করে।

'ও যা বলছে করো,' বিলি বলে, দেয়াল থেকে সঙ্গীতটা দ্রুত নামিয়ে নিয়ে পিয়ানোর মিউজিকডেস্কে স্থাপন করে।

জুলিয়া বাজাতে শুরু করে তার লাইন দুটো, তারপর ভোকাল লাইনের সঙ্গে বেস। এটা খাটো, মিষ্টি নয় : জরুরি, অগীতিময়, বিক্ষুব্ধ, অনিশ্চিত।

'টিউন করো মাইকেল, তাড়াতাড়ি; দাঁড়াও এখানে; এটা তোমার নাগালের মধ্যেই,' বিলি বলে।

আমি দ্রুত বেহালা টিউন করি; ভয়েসের লাইনটা বাজাই। আমাদের কেউ বাধা দেয় না।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি আর কোনওদিন কারও সঙ্গে বাজাবে না,' আমি জুলিয়াকে বলি।

'এখন স্টেজে চলো,' সে বলে, চাপ দেয় আমার হাতে।

করিডোরে অন্যদের সঙ্গে যোগ দিই। এক মুহূর্তের জন্য আতংকিত হয়ে পড়ি। 'আমার মিউজিক— আমার মিউজিক— আমার মিউজিকটা নেই আমার কাছে।'

'ওটা স্ট্যান্ডে রাখা হয়েছে আগেই,' হেলেন বলে, ওর কণ্ঠস্বর ফ্যাকাশে।

দরোজা খুলে যায়। শান্তভাবে, ধীরে সুস্থে, করতালির মধ্যে, স্টেজে অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো পাঁচটা চেয়ারের দিকে এগিয়ে যাই আমরা।

৫.১৩

কুইন্টেট চলার সময় আমাদের ওপর আঁধার নেমে আসে, যেন প্রাণের কোষগুলো মরে যাচ্ছিলো। উপরের স্কাইলাইট ধূসর থেকে আরও নিষ্প্রভ ও কালো হয়ে যায়। দিনের শেষ আভা মিলিয়ে যায় ধীরে গম্ভীর ট্রায়োর সঙ্গে। জগৎকে বহন করার সামর্থ্য দেয় তা, এবং সূর্যহীন রাতে কী ঘটতে পারে সেই ভয় তাড়াতে সাহায্য করে।

এই হাতগুলো নড়ে যেমন ওই হাতগুলো নড়েছিলো কাগজের ওপর। এই হৃৎপিণ্ড

BanglaBook.org

স্পন্দিত হয় যেমন ওই হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয়েছিলো এবং এগুলো আমার কান। কিন্তু তিনি কি কখনই এটা বাজানো শোনেননি : একবারও নয়, কোনও দিন?

প্রিয় শুবার্ট, আপনার নগরীতে আমি ভাসমান। অতীত ভালোবাসায় আমি ভারাক্রান্ত। এর জীবাণু আবারও সংক্রমিত হয়েছে ব্যাপক আকারে। আমার কোনও আশা নেই আর। আমি চলে চার হাজার রাত আগে, এবং পথ সেখানে বন্ধ গাছপালা আর জঙ্গলে।

অনুশোচনা আমাকে শেষ করে দিয়েছে।

একটা ক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতা ও সঙ্গীতের নগরী থেকে এখন আমি চলে যাই আরেক নগরীতে। আমার অবস্থার কিছু পরিবর্তন আনা যাক। অথবা আমাকে এমন একটা এলাকায় থাকতে দেয়া হোক যেখানে আশা শুধুমাত্র একটা শব্দ নয়। আমি যা আঁকড়ে ধরতে পারি না তার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা করি কীভাবে?

৫.১৪

সকাল আটটায় আমি দেখতে পাই একটা ফ্যাক্স ঠেলে দেয়া হয়েছে দরোজার নিচ দিয়ে। ফ্যাক্সটা এসেছে জুলিয়ার ভেনিসীয় বন্ধু। তার সঙ্গে থাকতে না বলে সে আমাদের দুজনের জন্য তারই মালিকানাধীন ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্ট ঠিক করেছে। আমি স্টেশনে এসে দুটো টিকেট কাটি। ফিরে এসে পিয়ার্সের রুমে রিং দিই, কিন্তু সে বেরিয়ে গেছে। তবে হেলেন রুমেই আছে। গত রাতের ব্যাপারে সে কিছু বলার আগেই আমি তাকে বলি যে আগামীকাল তাদের সঙ্গে বিমানে করে ভেনিসে না গিয়ে আমি ট্রেনে যাবো।

আমি গত রাতের কথা বলতে চাই না, ভাবতেও চাই না। দর্শক-শ্রোতাদের কাছে স্টেজের ওদিকের যে কোনও ব্যক্তির কাছে বাজানোটা সফল মনে হয়েছে; কিংবা তার চেয়েও বেশি। আমার ক্ষেত্রে, আমি রক্ষা পেয়েছি। দশ-এগারো-বছর আগে যা ঘটেছিলো এটা তা নয়। কিন্তু 'Die Liebe' ছাড়া, আমার বন্ধুদের সাহায্য ছাড়া, আমি কীভাবে নিজেকে ফিরে পেতাম? স্ট্রিং কুইন্টেট চলার সময়, যখন অনুভব করছিলাম আমার ওপর দিয়ে দ্বিতীয় আলোড়নের ঝড় বয়ে যাচ্ছে, আমি দর্শকদের মধ্যে সেই আসনটার দিকে তাকিয়েছিলাম যেখানে জুলিয়ার থাকার কথা ছিলো, আর তখনই সেই ঝিমঝিম ভাব আবারও আমাকে পেয়ে বসেছিলো প্রায়।

ওরা আমাকে নিয়ে কী ভাববে? আমাদের দেখা হলে জুলিয়া কী বলব?

গতরাতে কেউ ব্যাকস্টেজে আসার আগেই আমি পালিয়ে এসেছিলাম — প্রথমে হোটেলে, তারপর, আমাকে খোঁজা হতে পারে এ আশংকায়, রাস্তায়।

'তুমি নিজের মতো আসতে চাও?' হেলেন এখন জিজ্ঞেস করে।

'আমি ওখানে ট্রেনে যেতে চাই।'

'কিন্তু তোমার প্লেন ভাড়া শোধ করা হয়েছে। ওটা আর ফেরত পাওয়া যাবে না। আমাদের সঙ্গেই চলো, মাইকেল। আমি তোমার পাশে বসবো।'

'ট্রেনের টিকেট দুটোর টাকা কোয়ার্টেটের ফান্ড থেকে নিচ্ছি না।'

'দুটো?'

BanglaBook.org

'জুলিয়াও যাচ্ছে আমার সঙ্গে।'

'আর আমাদের সঙ্গে পালাজ্জোয় থাকছো?'

'না, সান্ত'এলেনায়।'

'কিন্তু সেটা— সেটা কি দুনিয়ার একেবারে শেষ প্রান্তে নয়!'

'ওর এক বান্ধবীর একটা বাড়তি অ্যাপার্টমেন্ট আছে ওখানে; আমরা ওই অ্যাপার্টমেন্টেই থাকবো।'

'মাইকেল, তুমি ওখানে থাকতে পারবে না। আমাদের একসঙ্গে থাকা প্রয়োজন, আমাদের চারজনের। আমরা সব সময় তাই থেকেছি। এবং— আমরা যে আতিথেয়তা গ্রহণ করেছি তা অবজ্ঞা করতে পারি না। ত্রাদোনিকোসে অতিরিক্ত একজনের জায়গা হতে পারতো আমি নিশ্চিত।'

'হেলেন, আমি এ নিয়ে ভাবছি না।'

হেলেনের মুখ লাল হয়ে ওঠে। সে কিছু বলতে যায়, তারপর সামলে নেয় নিজেকে। আয়নায় পলকে নিজেকে দেখে নেয়, আর তাতে তার বিরক্তি আরও বাড়ে বলে মনে হয়।

'জুলিয়ার সঙ্গে আবারও দেখা হওয়ার আগে তুমি ভালো ছিলে,' সে বলে, আমার দিকে তাকাচ্ছে না।

আমি এক মুহূর্ত কথাটা বিবেচনা করি। 'না, ছিলাম না।'

'আচ্ছা, আমি অন্যদের বলবো। ওরা চিন্তা করছিলো তোমাকে নিয়ে। আমরা তোমার দরোজায় নক করেছিলাম, কিন্তু তুমি ছিলে না।'

আমি মাথা নাড়ি। 'ধন্যবাদ, হেলেন। আমি জানি না কী ঘটেছে। আমার নিজের ভিতরেই সেটা খুঁজে বের করতে হবে। আমি এটাকে কোয়ার্টেটের ইসুতে পরিণত করতে চাই না।'

আমার এই শেষ এবং স্পষ্টত স্থূল মন্তব্যে সে এক নজর রাগান্বিত চোখে তাকায়।

'আর আজকের লাঞ্চ?' হেলেন বলে। 'আর ডিনার? নাকি আমার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই?'

'না। আমি বাইরে থাকবো।'

সে লম্বা করে শ্বাস নেয়। 'তোমার কাছে পালাজ্জোর ফোন নম্বর আর বিস্তারিত আছে, না কি?'

'হ্যাঁ। কাল সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে মিলিত হবো। আর এই যে অ্যাপার্টমেন্টের টেলিফোন নম্বর আর ঠিকানা।'

'একটা স্ট্রিটের নাম আর স্ট্রিটের নম্বর! এটা সত্যিই পরিচিত মহাজগতের একেবারে শেষ প্রান্তে।'

'হ্যাঁ, তোমাদের মতো বেশুমার টুরিস্টদের থেকে অনেক দূরে,' আমি বলি, টেনশন হালকা করার আশায়।

'টুরিস্ট?' হেলেন বলে। 'আমরা ভেনিসে কাজ করতে এসেছি, ভুলে যেও না। Musikverein-এ অনুষ্ঠান করেই জীবন শেষ হয়ে যায় না।'

আমি যাই ভাবি, মুখ ফুটে আর বিতর্ক করি না।

BanglaBook.org

৫.১৫

আমি Musikverein-এর প্রশাসনিক শাখার দিকে হেঁটে যাই গতরাতের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে এবং মহান গেস্ট-বুকের পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর দিতে, যেখানে সমস্ত শিল্পীদের স্বাক্ষর রয়েছে। একজন স্টাফের সঙ্গে আমাকে দেখে সুশোভিত পোশাক পরিহিত মহাসচিব আমাকে তার কামরায় নিয়ে আসে এবং চেয়ারে বসতে দেয়। সে আবারও আশ্বস্ত করে যে এ ধরনের ঘটনা ঘটে 'এমন কি মহানতম শিল্পীদের ক্ষেত্রেও'; সে আশা করে যে আয়োজনের দিক থেকে তাদের নিজেদের কোনও ক্রুটি হয়নি; বিশাল সফল হয়েছে কনসার্ট; এবং Londoner Klang আমাদের বর্ণনা করা হয়েছে এভাবেই, শিগগিরই বিখ্যাত হয়ে উঠবে ভিয়েনিজদের মতোই।

মন্তেভের্দির একটা প্রতিকৃতি আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে সন্দেহবাদীর চোখে। 'ভিয়েনার জন্য যথেষ্ট,' প্রাচীন ঠোঁটে সে বিড়বিড় করে। 'তুমি দেখ, এইসব চনমনে জার্মানভাষীদের মধ্যে এখানে আমি ঝুলে আছি, আর মাসের পর মাস একটা ইতালিয়ান শব্দও বলতে শুনি না কখনও। তোমার টনোনি অন্তত ফিরে যেতে পারবে। আমি আশা করি তুমি ভেনিস যাত্রা উপভোগ করবে।'

উনি নিজে যখন শেষবারের মতো ভেনিস যাত্রা করেন তখন সেটা কী রকম বিপর্যয়কর হয়েছিলো, সেটা বিবেচনা করলে তার এই কথা বেমানান মনে হয়।

'ওহ, সেটা—' আমার ভালো ভাবনা পড়ে সিনোর মন্তেভের্দি বলেন। 'না, ওই সময়ের সুখকর ছিলো না। কিন্তু তোমার পার্থিব সব মালপত্র সঙ্গে নিয়ে তো তুমি ভ্রমণ করছো না। এবং আমি— বটে, আমি যে কোনও মূল্যে মানটুয়া থেকে চলে যেতে পেরেই খুশি হয়েছিলাম।'

মহাসচিবের মনোযোগ বিঘ্নিত হয় তার ডেস্কে রাখা একটা ভিডিও-মনিটরের কারণে। সে করমর্দন করে এবং আমার সৌভাগ্য কামনা করে।

'অবশ্যই, আমার সময়ের পরে টনোনি দুর্লভ হয়ে যায়,' ফিসফিস করে বলেন মন্তেভের্দি। 'এখন এটা কোথাকার? ব্রেস্কিয়া? বোলোনিয়া? আমি ভুলে গেছি।'

'বোলোনিয়া,' আমি বলি।

'Bitte?' স্ক্রিন থেকে চোখ সরাতে সরাতে মহাসচিব বলে।

'ওহ, কিছু না, কিছু না। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। কনসার্ট আপনার ভালো লেগেছে বলে আমি আনন্দিত। এবং আপনার অনুগ্রহের জন্যও।' মন্তেভের্দির নির্নিমেষ দৃষ্টির দিকে না তাকিয়েই আমি চলে আসি।

৫.১৬

নিকটস্থ একটা সসেজের দোকানে ঢুকে দ্রুত কিছু খেয়ে নেয়ার পর, আমাকে তুলে নেয় মারিয়া ও তার স্বামী মার্কাস এবং তাদের ছোট্ট ছেলে পিটার। আমরা গাড়ি চালিয়ে উত্তরের কস্টারনিউবার্গে যাই জুলিয়াকে নিয়ে আসতে। আনন্দের বিষয়, মিসেস ম্যাকনিকোল বাইরে। জুলিয়া বেরিয়ে আসে, জিনস পরেছে এবং একটা ছোট হ্যাম্পার বহন করছে। আমি কথা না বলে ওকে ওর বন্ধুর ফ্যাক্সটা দিই, সঙ্গে দুটো টিকেটের একটা। সে কথা বলার জন্য মুখ খোলে, কিন্তু কিছু আর বলে না।

'আমি ওটা পড়েছি— আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না,' আমি বলি।

'না, অবশ্যই না।'

'এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এর ফলে, কয়েকটা জায়গায় আমাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে।'

'দ্বিধা করার চেয়ে বরং সেটাই ভালো। আগামীকাল সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেনটা ছাড়বে।'

'কী এটা?' মারিয়া জিজ্ঞেস করে, শেষের কয়েকটা কথা সে শুনতে পেয়েছে।

জুলিয়া যখন তাকে বলে তখন তাকে হতাশ দেখায়, কিন্তু সে শুধু বলে, 'এটা বোকামি।'

জুলিয়া কিছু সময় নীরব থাকে। সেও সম্ভবত মারিয়ার সঙ্গে একমত এবং নিজের আকস্মিক কনসেন্টে মনে মনে অনুশোচনায় ভুগছে। সে বলে, 'মারিয়া, যদি তোমার আর মার্কাসের কোনও অসুবিধা না হয়, আজ রাতে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকবো আর খুব সকালে ট্যাক্সি নিয়ে স্টেশনে চলে যাবো। আমার মাকে বলতে হবে যে আগামী কয়েক দিন আমি তোমাদের কাছে থাকবো। কিন্তু আমি তোমাকে আমার ভেনিসের নম্বর দেবো— আর আমার বন্ধু জেনির নম্বরও— যদি জরুরি প্রয়োজন পড়ে।'

'তার দরকার কী? আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারবো কেমন করে?' মারিয়া বলে।

'মাইকেল যদি এক্সটেনশনে থাকে, তাহলে তোমার কথা শুনে তা উচ্চারণের মতো মুখভঙ্গি করে দেখাবে— আমি তার মুখ থেকে তা পড়ে নেবো। অন্তত তোমার কথার সারমর্ম বুঝতে পারবো আর জবাবও দিতে পারবো।'

'আমি বধির নই বলে খুশি,' মারিয়া বলে, কোনও সহজাত প্রবৃত্তিতে মুখটা আরেক দিকে সরিয়ে নেয় যাতে নিষ্ঠুর শব্দগুলো পড়তে না পারে জুলিয়া।

প্রথমে আমিও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম, এতোটাই যে কথা জোগাচ্ছিলো না মুখে। তারপর, মারিয়াকে কিছু বলতে গিয়েও থেমে যাই, না বলাই ভালো। জুলিয়া যদি বুঝে না থাকে মারিয়া কী বলেছে, তাহলে সেটা তাকে বুঝতে দিলে কী লাভ হবে?

'আমি দুই প্যাকেট কার্ড এনেছি,' জুলিয়া গাড়িতে উঠতে উঠতে বলে। 'আমরা কোন দিকে যাচ্ছি?'

'ক্রিটজেনডর্ফের দিকে গেলে কেমন হয়?' মার্কাস বলে।

'কোথায়?'

'ক্রিটজেনডর্ফ,' আমি পুনরাবৃত্তি করি।

'ওহ গুড!' জুলিয়া বলে। পায়ের কাছে রাখা বাস্কেটের দিকে হাত বাড়িয়ে একটা চকলেট তুলে নিয়ে পিটারকে দেয়।

'Das Weiner hat geholfen,' পিটার বলে।

'তুমি কী বলছো, পিটার?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'ও খুবই দুষ্টু,' মারিয়া বলে। 'আমরা আজকের দিনটার জন্য ওকে এক বন্ধুর বাসায় রেখে আসতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ও আমাদের সঙ্গে আসার জন্য জেদ ধরলো। আর আমরা হাল ছেড়ে না দেয়া পর্যন্ত চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। খারাপ অভ্যাস। তুমি জানো না বাচ্চারা কী রকম ক্লান্তিকর— পুরোপুরি ক্লান্তিকর। যাকগে, আমরা যখন ব্রিজ খেলবো, ডামিকে ওর দায়িত্ব নিতে হবে।'

BanglaBook.org

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে গুঞ্জন শুরু করে দিলো পিটার।

'ও একটা প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করেছে,' মার্কাস বলে।

'কার জন্য প্রয়োজনীয়?' মারিয়া জবাব দেয়।

দিনটা মনোহর, চারদিকে তাজা ভাব, আমাদের প্রাণশক্তিও দ্রুত তুঙ্গে উঠলো।

চেস্টনাট আর লাইলাক সবখানে, এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা শাদা ফুল ধরা অ্যাকাসিয়া অথবা একটা লিন্ডেন অথবা প্লেন অথবা একটা উইলো। জুলিয়া আর আমি পরস্পরের হাত ধরে আছি। শুধু যদি আমরা দুজন থাকতাম, তাহলে সে আমাকে গতরাতের কথা জিজ্ঞেস করতে পারতো, অন্তত জিজ্ঞেস করার কথা ভাবতে পারতো, সুতরাং এক দিক থেকে স্বস্তি পাচ্ছি যে আমরা একটা দলে আছি— বিশেষ করে যেহেতু এটা তার সঙ্গে আমার শেষ দিন নয়, তবে কয়েকটা দিনের প্রথমটা।

কীভাবে সব ভয় কেটে যায় রোদের আলোয়। গাড়িটা পার্ক করা হয়েছে, পিটারের জন্য একটা আইস ললি কেনা হয়েছে, আমরা হেঁটে এসেছি দানিউবের তীরে যেখানে ঘাস জন্মেছে। টেবিলক্লথ বিছানো হয়েছে, আর আমরা পোশাক বদলে সুইমসুট পরেছি, জুলিয়া পরেছে বর্ডেলো-রেড সুট যেটা মারিয়া এনেছে ওর জন্য, আমি পরেছি ব্যাগি খাকি এক্সারসাইজ শর্টস। কার্ড, খাবার, ক্যামেরা, কাগজের ন্যাপকিন, সান-ট্যান লোশন, এবং একটা খবরের কাগজ : সঙ্গীতের চিহ্নও নেই কোথাও, কোনও চিহ্নই। বিশাল আকৃতির শাদা রঙের একটা স্টিমার চলে যায় নদী দেয়। আমি এর মধ্যেই পানিতে নেমে গেছি। আইনের প্রতি অবাধ্য একটা কুকুর নদীর তীর ধরে দৌড়ায়, ঘেউ ঘেউ করছে কুকুরটা। একটা চড় ই বালির গর্তে হুটোপুটি করছে। পিটারের দুই হাতে বাতাস দিয়ে ফোলানো প্লাস্টিক ব্যান্ড। সে নদীর কিনারায় ঝুঁকে নিচের দিকটা দেখার চেষ্টা করছে।

'মাইকেল, ওকে দেখে রাখো, শুধু পা ভেজাতে দেবে,' মারিয়া চিৎকার করে।

পিটার এই দ্রুত গতিশীল স্রোতের দিকে নিরাপদ এলাকা পেরিয়ে আরও এগোতে চায়, আমি চিৎকার করে ওকে পিছিয়ে যেতে বলি, সে প্রতিবাদ করে কাঁদতে শুরু করে।

'এবার কান্নায় কোনও কাজ হবে না,' আমি না বলে পারি না। সে পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করে।

'দেখ। Fukik!' মার্কাস বলে তার মনোযোগ অন্যদিকে সরাতে, উপর দিকে দেখায়।

'Flugzeug!' পিটার নিদারুণ বিরক্তির সঙ্গে বলে। তবে কান্না থামায়।

'ওই মজার পাখিটা দেখ,' মারিয়া বলে। 'মজার, মজার পাখি। এখন আমরা চারজন ব্রিজ খেলবো, আর আমরা যখন কথা বলবো তখন তুমি ভালো হয়ে থাকবে আর শান্ত হয়ে থাকবে। তারপর, যখন আমরা কথা বলা বন্ধ করবো, আমাদের একজন তোমার সঙ্গে খেলবে যতক্ষণ না আবার আমরা কিছু করি। ঠিক আছে? দেখ, একটা কালো পাখি।'

'Amsel, Drossel, Fink und Star,' পিটার আনন্দে সুর করে আবৃত্তি করলো।

জুলিয়া তার দিকে তাকায়, এবং দানিউবের দিকে, তারপর নিজের কনুইয়ের ওপর ভর দেয়, তাকে অপ্রতিরোধ্য দেখায় এবং মনে হয় এই মুহূর্তে নিজের পৃথিবীতে সে সুখী।

BanglaBook.org

৫.১৭

পরদিন সকাল ৭টা ২৭ মিনিটে একটা সুটকেস আর একটা ছোট ট্রাভেল ব্যাগ নিয়ে শশব্যস্ত হয়ে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করে জুলিয়া। আমি পাগলের মতো হাত নাড়ি। ৭টা ৩০ মিনিটে ট্রেন ছেড়ে দেয়।

আমরা ছাড়া আমাদের কম্পার্টমেন্টে আর কেউ নেই।

'সুপ্রভাত,' আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বলি।

'সুপ্রভাত।'

'এটা কি তোমার অভ্যেসে পরিণত হয়েছে?'

'আমার ঘুম ভেঙেছে দেরিতে—' সে রুদ্ধশ্বাসে বলে। 'দেখ— আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। ট্রেনের বাইরে গ্রাফিটিতে ভরা : নিউ ইয়র্কের সাবওয়ের মতো, ভিয়েনার মতো নয়।' জুলিয়া বিভিন্ন লাইটের সুইচ, হিটিং নব ও স্পিকার কন্ট্রোল পরীক্ষা করে। 'ভিতরটা বেশ সুন্দর।'

'আশা করি এক দশকের প্রতীক্ষার মূল্য পাওয়া যাবে এই ভ্রমণে।'

'মাইকেল, বিরক্তিকর কথা বলো না, কিন্তু—'

'না।'

'প্লিজ।'

'না।'

'অন্তত আমার অর্ধেক আমাকে মেটাতে দাও। তোমার এতো সামর্থ্য হবে না।'

'এটা আমার সেবা, জুলিয়া,' আমি বলি। 'আমার প্লেনের টিকেটের টাকা ফেরত পাবো। তাছাড়া, তুমি আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছো।'

আমার বিপরীত দিকে জানলার পাশে গুছিয়ে বসে সে। একটু দ্বিধা করে বলে, 'গতরাতে আমি খুব বিচলিত স্বপ্ন দেখলাম একটা। আমি দানিউব নদীতে, সাঁতার কাটছি, আর আমার বাবা এক গাদা চামড়ায় বাঁধানো বই নিয়ে একটা ভেলায় চেপে আছে। বইগুলো নদীতে পড়ছে আর পাগলের মতো সেগুলো বাঁচানোর চেষ্টা করছে সে। আমি তার দিকে সাঁতার কেটে যাওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু ক্রমেই সে দূরে সরে যেতে থাকে। আমি সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না। সত্যিই স্বপ্নটা ছিলো ভয়ংকর। আমি বলতে পারি এটা স্বপ্ন, কিন্তু তবুও— কিন্তু, আচ্ছা, হয়তো এর আর কোনও অর্থ নেই। যাই হোক, আমরা এখন এক সঙ্গে। দেখা যাক আজকের দিনটা ভালো যাবে কিনা।' সে হাততালি দেয় দুবার, তীক্ষ্ণভাবে, তার বাম কানের কাছে, তারপর ডান কানের কাছে।

'কী করছো?'

'এটা একটা পরীক্ষা— এক রকম শ্রবণ পরীক্ষা। হ্যাঁ, নিত্যনৈমিত্তিক দিনের চেয়ে এ দিনটা অনেক ভালো হবে, আমার মনে হয়। এই সকালে এমন তাড়ার মধ্যে ছিলাম যে এটা করতে মনে ছিলো না।'

'আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে,' আমি বলি। 'ওইসব টেনশন, তারপর সারাদিন রোদে...'

BanglaBook.org

'আমি নিশ্চিত তুমি আড়ষ্টতা ভাঙতে পারবে। সারা পথ কম্পার্টমেন্ট কি খালি থাকবে?'

'না। ভিল্লাচ পর্যন্ত। চারজন সেখানে উঠবে। ঘর ভর্তি।'

'সেটা এখনও অনেক দেরি।'

'চার ঘণ্টা। ঠিক সীমান্তের আগে। তোমার ইতালিয়ান ভাষা কেমন?'

'যৎসামান্য— আর কান ব্যবহার করতে পারি না বলে সম্ভবত বেদনাদায়ক।'

'আচ্ছা, আমার কিছুই জানা নেই। আমরা কী করবো?'

'আমরা ভালো চালিয়ে নেবো,' সে মৃদু হাসে।

তার মনের ভিতর কী ভাবনা চলতে পারে? এই মুহূর্তটার জন্য তাকে যাই করতে হোক না কেন, তাকে অসুখী দেখাচ্ছে না। আমার সঙ্গে তার থাকার কথা নয়, কিন্তু সে আছে। তাকে সুখী দেখানোর কথা নয়, কিন্তু সে সুখী...

'আমি বরং ফ্রেজ-বুকটা দেখি,' আমি বলি। '... 'আমি একটা ভালো ডিস্কোটেক চিনি।' 'তুমি কি টায়ার প্রেসার চেক করবে?' 'আমি কি শহরকেন্দ্রে গাড়ি চালিয়ে যেতে পারি?"

'কী বলছো তুমি?' জুলিয়া বলে।

"আমি কি শহরকেন্দ্রে গাড়ি চালিয়ে যেতে পারি?" এই কথাগুলো তুমি ইতালিয়ান ভাষায় কীভাবে বলবে?'

'তুমি যখন একেবারে হঠাৎ সাবজেক্ট চেঞ্জ করে ফেল, মাইকেল, তখন আমি নিজের গভীরতা হারিয়ে ফেলি। যাকগে, এটা একটা বাক্য যা আমাদের ভেনিসে প্রয়োজন হবে না।'

'কেবল টেস্ট করছি। আচ্ছা?'

'nel centro citta ধরনের কিছু। সিরিয়াস কিছু নিয়ে কথা বলা যাক।'

'শোনো, তুমি কী নিয়ে কথা বলতে চাও?'

'মাইকেল, কী ঘটেছিলো?'

'জুলিয়া, প্লিজ—'

'কেন?'

'আমি কেবল চাই না—'

'কিন্তু এটা শেষবারের মতো। তুমি কথা বলোনি, তুমি ব্যাখ্যা দাওনি—'

'ওহ, জুলিয়া।'

'আমার ভয়ানক লেগেছিলো তোমার জন্য,' সে বলে। 'আমি তখন তোমার ভেঙে পড়ার কথা ভেবেছিলাম। আমি আর কী ভাবতে পারতাম?'

'ব্যাপারটা ভেঙে পড়া ছিলো না।' আমি জেদের সুরে বলি।

'তুমি কোদালকে কোদাল বলতে পারো না?' জুলিয়া চিৎকার করে। তারপর, আর নম্রভাবে সে যোগ করে, 'তুমি ওটা থেকে যেভাবে বেরিয়ে এসেছিলে তা সত্যিই চমকপ্রদ। প্রত্যেকে বলেছে স্ট্রিং কুইন্টেট সত্যিকার অর্থেই বিস্ময়কর— এমন কি আমার মা পর্যন্ত বলেছে এ কথা। শুধু যদি আমি শুনতে পারতাম।'

আমরা কয়েক সেকেন্ড কথা বলি না। 'তুমি যা বাজিয়েছিলে তা আমাকে রক্ষা করেছে।'

BanglaBook.org

'রক্ষা করেছে, মাইকেল?'

'আমি তোমাকে Die Liebe-এর জন্য ধন্যবাদ দিতে চাই,' আমি বলি। 'আগে কোনোদিন ওটা শুনিনি।'

'আমিও শুনিনি। আমার ওটা খুব বেশি ভালোও লাগেনি, তবে প্রতিষেধক হিসেবে দুর্দান্ত।'

'ওতেই কাজ হয়েছিলো।' আমি ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিই। 'তুমি ইন্টারভ্যালের সময় তোমার সিটে গিয়ে না বসলে কি তোমার মা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন?'

'শোনো, ওটা কোনও বিষয় নয়। আমি তার সঙ্গে কয়েকটা দিন থাকছি না সেটাই তার আসল হাতাশার কারণ।'

'ভিয়েনার নিচে একটা রেখা টানা যাক,' আমি বলি। 'একটা ডবল রেখা।'

'তুমি এমনভাবে কথাটা বলছো যেন সব দোষ ওই নগরীর,' জুলিয়া বলে, আমার হাত থেকে আলগোছে নিজের হাত সরিয়ে নিচ্ছে। 'যেন জায়গাটাকে তুমি ঘৃণা করো।'

'করি না। আমি— তুমি হয়তো সহজে এটা বিশ্বাস করবে না, ঘৃণার চেয়েও বেশি ভালোবাসি আমি ভিয়েনাকে। কিন্তু এটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারবো না।'

ট্রেনের লাউডস্পিকারে প্রথমে জার্মান ভাষায় ও পরে ইংরেজিতে আমাদের স্বাগত জানানো হলো এবং কামনা করা হলো আমাদের যাত্রা যেন আনন্দময় হয়।

লাউডস্পিকারের শব্দ কিছুই শুনতে পায় না জুলিয়া। আমার মনে পড়ে মারিয়ার মন্তব্য।

'জুলিয়া, আমি তোমাকে এ কথা কখনও জিজ্ঞেস করিনি— বধির হওয়ার মধ্যে কি কোনও সুবিধা আছে? আমার ধারণা, তুচ্ছ বিষয়ের কথাবার্তা তুমি এড়িয়ে যেতে পারো।'

'ওহ, কিন্তু আমি এড়িয়ে যাই না— অন্তত যারা জানে না আমি বধির তাদের ক্ষেত্র। আর দুনিয়ায় ওটাই সবচেয়ে বেশি।'

'আমি কি বোবা,' আমি বলি।

'তুমি কি?' জুলিয়া বলে।

'আমি কি বোকা,' শুনে সে হাসে। 'তুমি দেখ,' আমি বলি, 'ওই বাখ ফিউগ বাজানোর জন্য যখন আমার বেহালায় একটা টোন বাধছিলাম, তখন আমার কান কিন্তু তা মানছিলো না, যতক্ষণ না একটা নির্দিষ্ট পন্থায় নোটগুলো পড়া শুরু করি। আমি ইয়ারপ্লাগ পরেছিলাম— নিজেকে বধির বানানোর চেষ্টায়। অবশ্য ওটা ব্যতিক্রমী একটা ঘটনা।'

'একটা-দুটো সুবিধা আছে,' জুলিয়া বলে। 'আমি হোটেলগুলোয় রাস্তার দিকের কামরা উপভোগ করতে পারি, গোলমেলে আওয়াজে ঘুম নষ্ট করতে পারি, গোলমেলে আওয়াজে ঘুম নষ্ট হওয়ার আশংকা না করেই। এবং যখন বাজাই তখন দর্শক-শ্রোতারা কাশলেও শুনতে পাই না— অথবা কড়মড় করে কাশির চকলেটের মোড়ক খুললেও সে শব্দ শুনতে পাই না।'

'খুব সত্যি কথা,' আমি বলি।

'মোবাইল ফোনের আওয়াজ। লোকজন অনুষ্ঠান সূচি দেখার পর চোখ থেকে চশমা খুলে যখন ভাঁজ করে রাখে সেই শব্দ। ওহ, হ্যাঁ, তোমার গুঞ্জনও আর শুনতে পাই না, খোদাকে ধন্যবাদ।'

'তুমি আমাকে প্রভাবিত করে ফেলেছো,' আমি হাসতে হাসতে বলি।

'কিন্তু আমি জানলায় বৃষ্টির শব্দও শুনতে পাই না।'

আমি যদি ওকে না চিনতাম, তাহলে ওর কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারতাম না কতোটা কষ্ট থেকে ও এই কথা বলছে। একেবারে সাদামাটাভাবেই কথাটা বলে ও।

'পরিতাপের বিষয়,' আমি বলি। 'কিন্তু আমরা যখন বাজাচ্ছিলাম তখন ব্রামস-সালের জানলায় বৃষ্টি হচ্ছিলো না... তার কয়েক রাত আগে ঝড়ে সমস্যা হয়েছিলো তোমার? আমি ওতে জেগে উঠেছিলাম।'

'না,' জুলিয়া বলে, খানিকটা দুঃখের সঙ্গে। 'প্রকৃতপক্ষে, একজন মিউজিশিয়ানের পক্ষে বধির হওয়ার সিরিয়াস একটা সুবিধা আছে, কিন্তু সেটা আমি সংরক্ষণ করবো অন্য সময়ের জন্য।'

'আমাকে এখন বলবে না কেন?' আমি জিজ্ঞেস করি। কিন্তু জুলিয়া কিছু বলে না, জানলার দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

রেল সড়কের দুপাশেই এখন আঙ্গুরের ক্ষেত; পতিত জায়গাগুলোয় চকিতে দেখা যায় পপি ফুটে আছে। টি-শার্ট পরা মোটা এক মানুষ একটা বনপথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে। একটা গোলাপি হথর্ন গাছ দেখে আমার মনে পড়ে লন্ডন আর পার্কের কথা।

'অন্যদের নিয়ে তুমি সংকটে আছো?' জুলিয়া জিজ্ঞেস করে।

'আমি জানি না। হয়তো আমরা পালাজ্জো ত্রাদোনিকোয় থাকতে রাজি হতে পারতাম—'

'ও ভাবেই তো ভালো,' সে বলে।

'অনেকটা... আমি যা বলতে চেয়েছি, ভিয়েনায় যা ঘটেছে তার পর... দায়িত্বের ব্যাপার... কিন্তু আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো।'

'তোমরা কি ব্যাপক রিহার্সাল করবে?' সে জিজ্ঞেস করে।

'না— ব্যাপক নয়। প্রথম অনুষ্ঠানটা হলো একজন আমেরিকান মহিলার দেয়া জন্মদিনের পার্টি, পালাজ্জোর সেকেন্ড ফ্লোর ভাড়া নিয়েছে সে। তার নাম মিসেস ওয়েসেন। সে ফার্স্ট ফ্লোরে ওটা নিয়ে গেছে— পিয়ার্স ওটাকে বলেছে পিয়ানো কি যেন—'

'পিয়ানো নোবিল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে ওটা নিয়ে গেছে ওখানে আর ভেনিসীয় সমাজের সবাইকে জড়ো করার চেষ্টা করছে— হেলেন বলে, তারা লন্ডনারদের চেয়ে ফ্রিবিদেরই বেশি অনুরাগী।'

'সে কী করছে? আমি ধরতে পারিনি কথাটা।'

'ভেনিসের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।'

'তোমরা জড়িত হলে কেমন করে?'

'এরিকা তাকে চেনে। আমরা স্কুওলা গ্রান্দে দি সান রক্কোয় অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি— কিন্তু সে কথা তোমাকে বলেছি— আর ভেনিসের ঠিক বাইরে একটা জায়গায়। মিসেস ওয়েসেন শুধু আমাদের ফি দেবে, যাতায়াত খরচ দেবে না, যেহেতু ভেনিসে আমরা যাচ্ছিই। আমাদের জন্যও ব্যাপারটা ভালো। সমস্ত মহিমা সত্ত্বেও ভিয়েনা আর্থিকভাবে এখন দুর্বল।'

আমাদের ডান দিকে নীল আকাশের নিচে দিগন্তে অনুচ্ছ নীল পাহাড়ের সারি। ধীরে ধীরে আমরা ওদিকে এগোই, এবং এখন আমরা সবুজ উপত্যকার কিনারায় পৌঁছে যাই

BanglaBook.org

যেখানে সবকিছু নিখুঁতভাবে সাজানো ছবির মতো : কুটীর, ক্ষেত, পাহাড়, মেঘ, ঘোড়া, গরু, লাইলাক ও লেবারনাম। এর সবটাই অস্ট্রিয়ান, সবটাই সুন্দর। তো এই ট্রেনে আমি যাচ্ছি দশ বছর পর। জুলিয়া মাথা ঝাঁকায়। আমি একটু সময় তার দিকে তাকাই, আনন্দ লাগে তাকে ওখানে বসা দেখে, তারপর উঠে পড়ি এবং করিডোরে হাঁটি। একজন প্রফুল্লচিত্ত আমেরিকান ও তার স্ত্রী, দুজনেরই বয়স প্রায় ষাট, দাঁড়িয়ে আছে একটা জানলার সামনে, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। মহিলা পরেছে হলুদ রঙের পোশাক আর একটা হ্যান্ডব্যাগ আছে তার কাছে বেরির ছাপযুক্ত; লোকটার সবুজ রঙের বো-টাই দেখা যাচ্ছে, খাকি ট্রাউজার, আর তার কণ্ঠস্বর চুরুট-খাওয়া।

'এলিজাবেথ, দেখ কেমন গোছানো। দেখ, গোছানো!'

'আমার পেটে ব্যথা করছে,' মহিলা বলে।

'তোমার অসুস্থ লাগছে?' লোকটা বলে। 'তুমি ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছো না কেন, এলিজাবেথ?'

মহিলা চলে যায়; লোকটা চারপাশে তাকায়, অনুমান করে আমি ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারবো, সুতরাং সে কথা চালিয়ে যায়, 'বয়ওবয়ও বয়, চমৎকার সুন্দর— আর এখানকার মানুষ। আমি দেশটাকে ভালোবাসি। আমার কাছে এটা... আমি এই লোকজনদের দেখতে পাই ... এ হলো জাতীয়তাবাদ... কিছু পড়ে থাকলেই তারা পরিষ্কার করে ফেলে। এখন নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, পুরনো রেফ্রিজারেটরস, পুরনো কার... বিয়ারের ক্যানগুলো কোথায়? স্প্রে পেইন্ট কোথায়?'

'দেখুন, এই ট্রেনের বাইরের গায়ে কিছু আছে,' আমি বলি।

সে হাতের ভঙ্গিমা করে আমার কথা নাকচ করে দেয়। 'আমার একটা ফার্ম ছিলো,' সে বলে। 'কিন্তু আমি ওটা বিক্রি করে দিয়েছি। আমি হাতে একটা বিয়ার নিয়ে পোর্চে বসে থাকতে এবং সূর্যাস্ত দেখতে পারি, যেখানে কোনও টিভি থাকবে না, কিন্তু সিগার স্টোর কোথায়? সেটাই সমস্যা।'

'সত্যি,' আমি বলি, কোনও স্পষ্ট কারণ ছাড়াই হঠাৎ করে মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে যায়।

একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে ট্রেন। আওয়াজ হয় গর্জনের মতো।

উপত্যকা আরও বিস্তৃত হয়ে দেখা দেয়; মেঘমালা উধাও হয়ে গেছে। সবকিছুই পুষ্পকুঁড়িতে সুশোভিত : চেস্টনাট গাছ, ক্ষেতের মধ্যে ফুটে থাকা পপি, লাল রং যেন জ্বলছে, গাঢ় রক্তবর্ণ লুপিন, সব ধরনের শাদা আমবেলিফার, এবং শাদা থেকে শুরু করে প্রচণ্ড রক্তবর্ণ পর্যন্ত সব রকম বাহারি রঙের লাইলাক। ক্ষণে ক্ষণে হাই-টেনশন পাইলন আবির্ভূত হচ্ছে, চলে যাচ্ছে পিছনে, চমৎকার বাছুরের দল পানি খাচ্ছে একটা চওড়া প্রবাহের ধারে।

আমি কম্পার্টমেন্টে ফিরে আসি। জুলিয়া জেগে আছে। আমরা বেশি কথা বলি না। কিন্তু মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে বাইরে দেখাই যা দুজনেই ভাগাভাগি করে নিতে চাই।

'জুলিয়া, শুনতে না পাওয়ার সেই সিরিয়াস সুবিধাটা কী?' আমি কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করি। 'তাহলে বিষয়টা তোমাকে খোঁচাচ্ছে?'

'একটু।'

'শোনো, আমি ট্রুটে যেভাবে বাজিয়েছি তা থেকেই ইতিমধ্যে তোমার নিশ্চয় কিছু ধারণা হয়েছে।'

BanglaBook.org

'সমস্যাটা হলো, তুমি কী ভাবছো তা আমার জানা নেই।'

'ঠিক আছে, ব্যাপারটা এই,' জুলিয়া বলে। 'আমি যখন কোনও কনসার্টে যাই বা কোনও রেকর্ডিং শুনি, আমি শুধু কিছু সাধারণ ধারণা পাই যে কী হচ্ছে। অন্য লোকদের বাজানোর সমস্ত সূক্ষ্মতা এখন আমি হারিয়ে ফেলেছি। সুতরাং আমি নিজে যখন কিছু বাজাই, বিশেষ এমন কিছু যা আগে কখনও শুনিনি, তখন আমি অরিজিনাল সুরটা বাজাতে বাধ্য হই... এ নয় যে অরিজিনালিটিই যথেষ্ট। আমি সে কথা বলছি না। কিন্তু এখান থেকে অন্তত শুরু করা যায়। ট্রুটে কিছু ভুল হওয়ার আগেই আমি বার বার এটা শুনেছি— এবং বাজিয়েছি। কিন্তু নতুন রসদ না জোগালে সব কিছু বিবর্ণ হয়ে যায়। অধিকাংশ মিউজিশিয়ানই কিছু বাজাতে বলা হলে আগে একটা সিডি কিনে নিয়ে আসে, স্কোর দেখার আগেই। আমার সেই সুযোগ নেই। অথবা, ওটা আমার জন্য বেশি ভালো নয়।'

আমি মাথা নাড়ি। আবার নিজেদের ভাবনায় ডুবে যাই, এবং বাইরের দৃশ্য দেখতে থাকি। আমি ভেবেছিলাম সে জোর করে সবকিছু বুঝতে চেষ্টা করার যন্ত্রণা সম্পর্কে কিছু বলবে। কিন্তু একটা বিদঘুটে দিক থেকে আমি খুশি যে যা সে করেছে তাই বলেছে।

ক্লাগেনফুর্ট। একটা বিশাল হ্রদ। ভিল্লাচ। কিন্তু কোনও আরোহী ওঠে না। আমরা এই কম্পার্টমেন্টে এখনও দুজন। সীমান্ত। একটা ধূসর পোশাক আর ব্যাজ পরা লোক আমাদের বলে, 'পাসসাপোর্তো!' আমি অগ্নিচোখে তার দিকে তাকাই। তারপর লক্ষ করি জুলিয়া আমার দিকে তাকিয়ে আছে যেন আমার জবাব কী হবে তা সে বলে দিতে পারে। 'উইথ প্লিজার, সিনোর,' আমি মিষ্টি কণ্ঠে মৃদু উচ্চারণে বলি।

চুনের মতো পাহাড় শৃঙ্গ, পাথরের উঁচু শিখর দৃষ্টিপথে আসে। এবং একটা প্রায় শুকনো নদী, ওটার পাড়ে ধুলোয় ধূসরিত একটা কংক্রিট ফ্যাক্টরি।

আমরা ছাড়া যদিও আর কেউ নেই, তবু আমরা চুমু খাই না; আমাদের লাজুকতা পেয়ে বসেছে প্রায়। এই ভ্রমণ যতোটুকু আনন্দদায়ক হতে পারতো ততোটুকুই হয়েছে। দিন আরও উষ্ণ হয়েছে, আর আমি যেন অলস মৌমাছি।

আমরা ভেনেতোয় প্রবেশ করলাম শিগগিরই : টেরাকোটা আর কারুকাজখচিত দেয়াল, বিশাল পর্বতের ছায়াঢাকা লাল লাল ছাদওয়ালা বাড়িঘরের এক শহর। পথের পাশে এল্ডারবেরি; আইরিশ আর গোলাপি রঙের গোলাপ বাগান।

আমরা কজওয়ে দিয়ে লেগুনের ধূসর-সবুজ পানি পেরিয়ে অপর পারে দ্রুত এগোতে থাকি, আর সুন্দর নগরীটা উদ্ভাসিত হতে থাকে আমাদের চোখে : মিনার, গম্বুজ, ঝুলবারান্দা। অনেক দেরিতে হলেও, আমরা এখানে এলাম অবশেষে। আমরা দুজন লাগেজ নিয়ে করিডোরে দাঁড়াই আর বাইরে পানির দিকে তাকাই। আমি মনে মনে কোমল স্বরে ওর নামটা উচ্চারণ করি, এবং সে, কোনওভাবে তা বুঝতে পেরে— নাকি এ কল্পনা?— উচ্চারণ করে আমার নাম।

BanglaBook.org

অংশ ৬

৬.১

রবিবার বাদে সপ্তাহের একটা দিনের বিকেল সাড়ে চারটা কোনও জাদুকরি সময় নয়। কিন্তু আমি স্টেশনের সিঁড়িতে দাঁড়াই, জুলিয়ার গায়ে প্রায় ঠেশ দিয়ে, আর ভেনিসের শব্দ ও গন্ধ আত্মস্থ করি।

আরও কয়েক শো লোকের সঙ্গে টার্মিনাল আমাদের উগরে দিয়েছে। এখন টুরিস্টদের ভর মৌসুম নয়, কিন্তু প্রচুর টুরিস্টের আনা-গোনা দেখা যাচ্ছে, এবং আমি মুখ হা করে দেখি, এর হতাশাজনকহীন সৌন্দর্যের কারণে।

'এই তাহলে সেই গ্র্যান্ড ক্যানাল।'

'এই সেই,' ছোট্ট হাসির সঙ্গে জুলিয়া বলে।

'আমরা কি সমুদ্রের ধারে আসতে পারবো?'

'সমুদ্রের ধারে?'

'সমুদ্রের ধারে সূর্যাস্তের সময়?'

'না।'

'না?'

'না।'

আমি চুপ হয়ে যাই। আমরা বসেছি ভাপোরেত্তোর সামনে, সেটা একভাবে মৃদু ভট ভট আওয়াজ করে চলেছে, ওটার ল্যান্ডিং স্টেজের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে, যাত্রীদের ওঠাচ্ছে ও নামাচ্ছে। চারপাশে সবখানে মনোহর, টুংটাং, কারহীন, অ-ক্ষয়কর শব্দ।

দিনের তাপ সহজ করছে বাতাস। পানির খুব কাছাকাছি উড়ছে একটা গাল।

নিরেটভাবে, অদ্ভুতভাবে প্যালেস ও চার্চগুলো দেয়াল তুলে দাঁড়িয়েছে ক্যানালের দিকে। আমার চোখ পড়ে একটা ক্যাসিনোর দিকে, গেটোর একটা সাইন, উইস্টারিয়াসহ একটা চমৎকার বাগান। একটা ছোট্ট নৌকায় কমলা রঙের শার্ট পরা দুই তরুণ, ভাপোরেত্তার পাশ দিয়ে চলে যায়। একজন অভিজাত বৃদ্ধা মহিলা, মোটা মুক্তা আর ব্রচ পরা, চা' দোরায় ওঠে। তাকে অনুসরণ করে এক মহিলা, তার কাছে শপিং করে বোঝাই করা ব্যাগ।

'জিরোনিয়াম না থাকলে ভেনিস চলবে কীভাবে?'

জুলিয়া উপর দিকে তাকাতে তাকাতে বলে।

আমি ঝুঁকে পড়ে ওকে চুমু খাই, আর সেও আমাকে চুমু দেয়— ঠিক কামনার নয়, স্বাধীনভাবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখে কথা ফোটে।

'শেষবার যখন এখানে ছিলে, তখন কোথায় থাকতে?'

'ওই, ইয়ুথ হোস্টেলে। আমি মারিয়ার সঙ্গে ছিলাম, আর আমাদের বেশি টাকা-পয়সা ছিলো না।'

'আমি আশা করি তোমার বন্ধুর কেয়ারটেকার আমার কথা বুঝতে পেরেছে। সে ফোন ধরার পর, তুমি যা লিখেছো আমি শুধু সেটা পড়ে শুনিয়েছি। কিন্তু যদি কেউ আমাদের জন্য সান্ত'এলেনা স্টপে না থাকে—'

'ওটা যদি ঘটে তাহলে চিন্তার কথা।'

BanglaBook.org

'আমাদের লাগেজ কি সেখানে নিরাপদ?' আমি জিজ্ঞেস করি। আমার বেহালার বাক্স রাখা আছে আমাদের বেঞ্চির নিচে, ওটার স্ট্রাপ পেঁচিয়ে রেখেছি আমার পায়ের সঙ্গে।

'ওটা নিয়ে কেউ দৌড়ে পালাবে সে জায়গা কোথায়?'

'দেখ— আরেকটা গন্ডোলা!' আমি বলি।

'হ্যাঁ,' জুলিয়া ধৈর্য্যর সঙ্গে বলে, আমার হাতটা ধরছে। 'আমরা এর মধ্যেই কয়েক ডজন দেখেছি।'

'আমরা অবশ্যই গন্ডোলায় চড়বো।'

'মাইকেল, আমার ভাবনা পড়তে পারছি না।'

'ঠিক আছে, আমার দিকে তোমাকে তাকাতে হবে না,' আমি বলি, আর গাইডবুকে মেতে উঠি।

পাথরের ব্রিজ রিয়াল্টোয়, কাঠের ব্রিজ আক্কাদেমিয়ায়, স্যালুটের বিশাল ধূসর গম্বুজ, সান মার্কোর স্তম্ভ ও ঘণ্টা-মিনার; আর সমস্ত কিছুই এমন আড়ম্বরপূর্ণ, এমন বিস্ময়কর যে তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। উন্মুক্ত লেগুনে থাকাটা একটা স্বস্তি।

আমাদের ডান দিকে দ্বীপস্থিত গির্জা সান জোর্জো মাজ্জোরে। আমি সবিস্ময়ে ওটার দিকে তাকাই। 'কিন্তু সান্ত'এলেনা কোথায়?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'আর কয়েকটা স্টপ পরেই।'

'আমি যখন হেলেনকে বলেছিলাম, তখন তাকে স্তম্ভিত দেখাচ্ছিলো, যেন আমি নিজেই নিজেকে ক্ল্যাপহ্যামে নির্বাচিত করছিলাম।'

'সেন্ট হেলেনায় নির্বাসন।'

'ঠিক তাই।'

'আমি সান্ত'এলেনা ভালোবাসি,' জুলিয়া বলে। একবার আমি ভুলে সেখানে ঘোরাঘুরি করেছিলাম। এলাকাটা সবুজ, শহর উপকণ্ঠ, আর পরিবার ও কুকুরে ভর্তি। গাড়ি নেই কোনও, অবশ্যই— মারিয়া আর আমার মতো দু'একজন ছাড়া কোনও টুরিস্ট ছিলো না। কিন্তু আমি তোমাকে দেখাতে চাই এমন একটা কিছুর খুব কাছাকাছি ওটা।'

'কী সেটা?'

'তুমি দেখতে পাবে।'

'সেটা কী— প্রাণী, উদ্ভিদ, না খনিজ?'

জুলিয়া আমার কথা বোঝার জন্য এক সেকেন্ড সময় নেয়, তারপর বলে, 'প্রাণী, তবে সম্ভবত উদ্ভিদ ও খনিজ দিয়ে তৈরি।'

'আচ্ছা, তাহলে আমরা এলাম।'

'হ্যাঁ, এটা সত্যি।'

'পালাজ্জোয় থাকলেই ভালো হতো, তোমার কী মনে হয়? মানে, আবার কবে আমরা একটা পালাজ্জোয় থাকার সুযোগ পাবো? তোমার জন্য না হলেও আমি অন্তত রাজকীয় খাতির পেতাম : একটা বাথটাবে ডুবে থাকতাম, শ্যাম্পেন পরিবেশন করা হতো সেখানে।'

'শ্যাম্পেন নয়, প্রোসেক্কো, যতোদূর মনে হয়।

BanglaBook.org

'সে তুমি যাই বলো।'

'কোথায় সেটা, তোমার এই পালাজ্জো?' জিজ্ঞেস করে জুলিয়া।

'আমি কীভাবে জানবো? ভেনিস আমার পরিচিত নয়।'

জুলিয়া অধৈর্য্যসূচক একটা শব্দ করে এবং গাইডবুক দেখে। 'আহ্, হ্যাঁ, পালাজ্জো ত্রাদোনিকো। ওটা সান পোলোর কাছে।'

'যাই হোক না কেন।'

'এটা ভেনিসের সবচেয়ে বড় কাম্পো, সান মার্কো বাদ দিলে— ওটা একমাত্র কাম্পো যেটাকে বলা হয় পিয়াজ্জো।'

'এর মানে বোঝা কার সাধ্য।'

'তোমার ঘুমে ধরেছে। তুমি সারা দিনই তন্দ্রালু হয়ে আছো।'

'একমাত্র তুমিই দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর ভ্রমণটা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলে।'

'আমি কুড়ি মিনিট বিশ্রাম নিয়েছি।'

'তোমাকে ছাড়া কোথাও যাবো না আমি। ভেনিস খুব বেশি বিভ্রান্তিকর।'

'তুমি যাবে। আমি তোমার সব রিহার্সালে আসবো না। একটা সংকেত আছে, শোনো। গ্র্যান্ড ক্যানালের এক তীরকে বলো মার্কো এবং আরেক তীরকে পোলো। তার পর স্মরণ করো মার্কো তীরে বা পোলো তীরে কিছু আছে কি না। তখন তুমি জানতে পারবে ওটা পেতে হলে তোমাকে ক্যানাল পাড়ি দিতে হবে কি না।'

'কিন্তু তুমি রিহার্সালে আসবে না কেন? আমাদের আর মাত্র দুটো রিহার্সাল আছে— ইয়ে, মাত্র তিনটে বা চারটে।'

'ভিয়েনার পর, তোমার পক্ষে বেশি ভালো হবে আমাকে ছাড়াই বাজানো। এবং আমার না দেখাও ভালো হবে।'

আমি মাথা নাড়ি।

'ওই দালানটা কিসের জানো?' জুলিয়া জিজ্ঞেস করে সেটা দেখিয়ে। 'সামনের দিকে শাদা ওই দালানটা—'

'আমার সত্যিই আগ্রহ নেই,' আমি প্রায় তীব্র কণ্ঠে বলি।

'ওটা ভিভালদির গির্জা,' সে বলে।

'ওহ,' আমি বলি, অনুতাপ হচ্ছে চ্যাঁচানোর জন্য।

'ভিয়েনার উল্লেখ আমি না করলেও পাতমা,' সে বলে। 'আর না করার চেষ্টা করবো।'

'তোমার ভিতরেই আসল সমস্যা, আর আমিই শুধু কেঁউ কেঁউ করছি।'

'তোমার যা ঘটেছে আসলে সেটাই যথেষ্ট,' জুলিয়া বলে।

'আমি তোমাকে এখানে এনেছি বলে তুমি অসুখী নও নিশ্চয়?' আমি জানতে চাই।

'তোমার সঙ্গে থাকতে পারা আনন্দের,' সে বলে। 'এবং আমি নিজেই এখানে এনেছি নিজেকে।'

সে আমার চোখের দিকে তাকায়, আর হঠাৎ আমি এমন আনন্দ অনুভব করি, আমি ড্রাম বাজাতেও পারতাম! দশ দিন আছি ওর সঙ্গে— দশ দিন— আর সেটা এখানেও।

'ভের্দি। ওয়াগনার,' একটু পর সে বলে। আমাদের চারদিক নীল আর প্রসারিত হয়ে গেছে, আর তীরের দিকে সবুজ। আমি ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে পার্কের পিলারগুলো দেখতে পাই।

BanglaBook.org

'এর পরের স্টপ।'

আমরা রেইলে দাঁড়াই, পানির কিনারা পর্যন্ত বিস্তৃত পাইনগাছগুলো দেখি, এবং আমি কল্পনা করি কী নিয়ে আসবে সান্ত'এলেনা।

৬.২

সিনোরা মারিয়ানি রুদ্ধশ্বাসে আমাদের অভ্যর্থনা জানায়, যেন সে ভাপারেত্তায় আড়ি পেতে ছিলো এতক্ষণ। তার চুলের রং ধূসর, দেখতে ছোটখাটো, আর খুবই বন্ধুসুলভ। মনে হলো তার সঙ্গে কথা শুরু করলে সে গল্পে মজে যাবে। আমরা পাইন বনের ভিতর দিয়ে মূল সান্ত'এলেনার দিকে যাচ্ছি, সে কয়েকজন মানুষের সঙ্গে বোমা ফাটার আওয়াজে কুশল বিনিময় করে, তার কথার ভিতর থেকে আমি যেটুকু উদ্ধার করতে পারি তা হলো 'amici di Signora Fortichiari.' সে সবজি বিক্রেতার উদ্দেশ্যে মাথা ঝোঁকায়, আমাকে ঠিক রাস্তায় চালিত করে, আর মাঝে মধ্যে এবং অনিচ্ছার সঙ্গে আমাদের ব্যাগ বইতে সাহায্য করার প্রস্তাব দেয়। সে আমাদের নিয়ে যায় একটা প্রশস্ত রাস্তা সংলগ্ন একটা ছোট আঙিনায় যেখানে এর রট-আয়রনের গেট আচ্ছাদিত হয়ে আছে উইস্টারিয়ায়। জটিল এক গোছা চাবি নিয়ে আমাদের দেখিয়ে দেয় কীভাবে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে আঙিনায় প্রবেশ করতে হলে, ভবনে প্রবেশ করতে হলে, এবং (খাড়া তিন-তলা ওঠার পর) অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করতে হলে।

মনোহর, সাদামাটা কাঠের মেঝে সম্বলিত অ্যাপার্টমেন্ট, রাস্তা আর আঙিনা দুদিকের দৃশ্যই দেখা যায়। আঙিনায় একটা ছোট ম্যাগনোলিয়া গাছের সঙ্গে দড়ি বেঁধে তাতে কাপড়চোপড় নেড়ে দেয়া হয়েছে, ভিতরের ও বাইরের, নানা রঙচঙের— এমন কি মেরুন রঙের অন্তর্বাসও, দড়ির উৎস দেখে অনুমান করা যায় ওগুলো আমাদের এক তলা নিচের বাসিন্দাদের। জুলিয়া আর আমি উৎফুল্ল হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাই। সিনোরা মারিয়ানি আমাদের দিকে তাকিয়ে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হাসে, তারপর হঠাৎ শাটার বন্ধ করে দেয়। সে আমাদের দেখিয়ে দেয় বেডরুম এবং পরিষ্কার শাদা চাদরপাতা বিছানা, টেলিফোন-অ্যান্ড-অ্যানসারিং-মেশিন, ওয়াশিং মেশিন, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, হলুদ ফুলের পাত্র, এবং ওটার পাশে নোটপেপারে লেখা সিনোরা ফোর্তিকারির চিঠি। তারপর, আমরা জানার আগেই, দেখি কখন সে চলে গেছে। একটু পরেই নিচের তলার একটা দরোজা সজোরে খোলার শব্দ আসে এবং ঘৃণামিশ্রিত কণ্ঠের চিৎকার শোনা যায়।

'থামো, মাইকেল,' জুলিয়া বলে, হাসছে, আমি ওকে বেডরুমের দিকে নিয়ে যাচ্ছি।

ওর কানে মৃদু কামড় দিই। 'ম্‌ম্‌ম্‌, ঝাপসা।'

'না, মাইকেল। জেনির চিঠিটা পড়তে দাও দেখি।'

'পরে।'

আমরা বিছানায় শুয়ে আছি,— পাশাপাশি, এখনও প্রায় পুরোপুরি কাপড়-চোপড় পরা। আমাদের মিলিত হওয়ার ধরন যেমন সে চায় আমার কাছে তাই চমৎকার। আজ সে চায় আমি সবকিছু নিই ধীরে ধীরে, দ্রুত গতিতে নয় কারণ শেষবারের পর অনেক দিন আমরা করিনি। অনেক কিছু ঘটেছে মাঝখানে, অনেক অপ্রত্যাশিত উৎকণ্ঠা আর আশা, তাই তাকে আবারও আমার বাহুর মধ্যে পাওয়াটা এমন ব্যাপার যা আমিও চাই না শেষ হোক।

BanglaBook.org

আমি শাটার খুলে দিতে চাইলাম, কিন্তু জুলিয়া মাথা নেড়ে নিষেধ করলো। আমি ওর ব্লাউজ খুলে ফেলি এবং ওর বুকে আমার মুখ চেপে ধরি। এই সকালে শেভ করার সময় পাইনি, ও একটু অভিযোগ করে।

'তোমার ঠোঁট আরেকটু কোমল হতে পারতো,' সে বলে।

এটা একতরফা আলাপচারিতা হয়ে যায়, যেহেতু সে আমার শব্দগুলো পড়তে পারে না। সে স্পর্শের সাহায্যে আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে, কিন্তু কী সে অনুভব করে এবং করতে চায় এবং আমাকে দিয়ে করাতে চায় তা শব্দ করে বলতে পারে। প্রথমে সে লজ্জা পাচ্ছিলো বলে মনে হচ্ছিলো, কিন্তু এখন সে আগের চেয়ে অনেক বেশি সাহসী— যেন জলপথে ভ্রমণ আর এই অচেনা কামরা তাকে বন্ধনমুক্ত করে দিয়েছে।

এসবের মাঝখানে, আমার তখনও মোড়কখোলা ব্যাগটা খুঁজতে হয়, কিন্তু তাতে আমাদের উত্তেজনার প্রবাহ বিঘ্নিত হয় না। সে হাতের ওপর মাথা রেখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, আর আমি যখন ফিরে আসি মনেই হয় না যে কোনও সন্দেহ বা ভাবনায় আমাদের কামনা বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

পরে আমি ওকে নোটটা এনে দিই। ও বিছানার পাশে বসে; আমি লাইট জ্বালি। ওকে বেশ গম্ভীর দেখায়। স্পষ্টতই, তার বন্ধ নিজের বাড়িতেই কম-বেশি অবরুদ্ধ আছে, কারণ তার বাচ্চার হাম হয়েছে। কেউ সেখানে যা তা সে চায় না, কিন্তু ভাবছে তার সঙ্গে পরশুদিন কাপ্রিয়ানিতে লাঞ্চ করতে পারবে কি না জুলিয়া— আমাকে সঙ্গে নিয়ে যদি আমি যেতে ইচ্ছা করি। সে নিজে সংক্রামক নয় তা সে নিশ্চিত হয়েছে।

'আচ্ছা, মাইকেল, যাবে তুমি?' একটু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জুলিয়া জিজ্ঞেস করে।

'না, আমি আর যাবো না,' আমি উত্তর দিই।

আমি এখন ভাবছি আমাদের যৌনমিলনের কথা, এর মধ্যে বিদঘুটেভাবে অনধিকার প্রবেশ করছে হাম।

জুলিয়া মাথা নাড়ে। 'সে খুব ভালো বন্ধু— আমার ইশকুল জীবনের। বছর পাঁচেক আগে একজন ভেনিসীয়কে বিয়ে করেছে, আর এখন ওর দুই বাচ্চা, এক মেয়ে এক ছেলে।'

"তৈলাক্ত কালো চুলের জেনি?"

'হ্যাঁ, সেই একজন যে সুন্দরীতে পরিণত হয়েছে।'

'তাহলে ওর সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই ভালো,' আমি বলি, এক হাতে জুলিয়ার ঘাড়ে ডলাডলি করছি আর অন্য হাতের আঙুল দিয়ে ওর পিঠে স্পর্শ দিচ্ছি। '... ভাবছি অন্যরা পৌঁছেছে কি না। ওদের বিমান অবতরণের কথা ছটায়। বিমানবন্দর থেকে ওরা আসবে কীভাবে?'

'নৌকায়। আমি বাস্তবিকই আশা করি, মাইকেল, তোমাদের নিশ্চয় এই সন্ধ্যায় একত্র হওয়ার পরিকল্পনা নেই।'

'না। কিন্তু আমি বলেছি ওদের ফোন করবো। আগামীকাল বিকেলে রিহার্সাল আছে।

'আমরা কী করবো?'

'আমি তোমার হাতে।'

'আমার বাহুতে।'

BanglaBook.org

'একেবারে ঠিক। তোমাকে অত্যন্ত গব্‌লেব্‌ল দেখাচ্ছে।'

তাকে অসন্তুষ্ট মনে হয়। 'ভেংচি কাটছো কেন?

আমি কী বলেছি বলে মনে করছো তুমি?'

'কপুলেবল।'

'গবলেবল। প্রথম অক্ষর জি।'

'ওটা কোনও শব্দ নয়... আচ্ছা, এ সন্ধ্যায় আমাদের কী করা উচিত?'

'আমরা ঘুরে বেড়াতে পারি,' জুলিয়া বলে। 'আমার ওটাই ভালো লাগবে। আর আমাদের প্রচুর সময়ও আছে।'

'প্রচুর নয়, বা তার কাছাকাছি।'

সে ঘুরে আমার কপালে চুমু খায়। 'দেখ,' সে বলে, 'আমরা কখনও একসঙ্গে নাচিনি। একটা জায়গা খুঁজে বের করবো যেখানে আমরা নাচতে পারি?'

'ওহ, না—' আমি বলি। 'আমি জানি কীভাবে, তুমি সেটা জানো। নাচের প্রসঙ্গে আমি একেবারেই সমন্বয়হীন। আমার বিদঘুটে লাগবে, তোমার বিদঘুটে লাগবে। আর এতে আমাদের প্রথম সন্ধ্যাটা মাটি হবে। বরং তোমার পরামর্শমতো, এসো ঘুরে বেড়াই।'

আমরা স্নান করি, পোশাক পরি, আর ঘুরতে বের হই। সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। বিপরীত দিকের লিডোর ওপর লেকে বহু দূরে, একটা বিশাল নিওন কাম্পারি সাইন আমাদের দিকে মুখ করে ঝুলছে। পানির ওপর বয়গুলো দেখতে লাগছে মোমবাতির মতো। সম্পূর্ণ অন্ধকার নেমে এলে আমরা নীরব হয়ে গেলাম। আমরা কিছু সময় জলরাশির পাশ দিয়ে হেঁটে গেলাম, তারপর পরের ভাপোরেত্তো আসার ও আমাদের যেখানে খুশি নিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলাম।

৬.৩

সান মার্কোর আগে আমাদের আরও দুটো স্পপে থামতে হয়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় পিয়েতার সামনে, ভিভালদির গির্জা— এই জায়গায় আমার বেহালা নিশ্চয় প্রায়ই বাজানো হয়েছে। কালো পানির ওপর সান জোর্জো মাজ্জোরে ঝলমলে আলো ফেলেছে। এই জায়গায় আমাদের কোয়ার্টেট অঙ্কুরিত হয়েছিলো।

আমরা এখানে আগামীকাল ফিরে আসতে একমত হই, যখন পিয়েতা খোলা থাকবে, ইতোমধ্যে, আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি বিশাল সান মার্কো স্কয়ারে, তারপর আশ-পাশের ছোট গলিঘুঁচির মধ্যে। জুলিয়া আমাকে বলে যে, শেষবার এখানে থাকার সময় সে কখনও খেয়াল করেনি প্রত্যেক গলিতেই রাতের বেলা অন্তত কিছু আলো থাকে। এর মানে হলো, কিছু বলার থাকলে আমি বলতে পারি। কিন্তু আমার বলার মতো কথা তেমন কিছু নেই।

আমরা ফিরে আসি আবাহিকার মুখোমুখি প্রশস্ত রিভার দিকে। অসংখ্য ভাষার কণ্ঠস্বর আমাদের চারপাশে, বলা ভালো, আমার চারপাশে। রাতের বেলা, যখন কিছু দেখা যায় না, শব্দ প্রধান হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর মধ্যে— পাথরে জলের আছড়ে পড়ার শব্দ, একটা শিশুর বেলুন ফেটে যাওয়ার শব্দ, একটা সেতুর ওপর থেকে

BanglaBook.org

গড়িয়ে নামা চাকার শব্দ, কবুতরের পাখা ঝাপটানোর শব্দ, কলোনেডের মেঝের ওপর হাই হিলের শব্দ— সে কী শুনতে পায়? হয়তো একটা ভাপোরেত্তোর ইঞ্জিনের জোরালো ভটভট আওয়াজ; হয়তো তাও নয়।

আমরা হাত ধরাধরি, করে হাঁটি তবুও। নগরীর বাতাসে সেই লেবু গন্ধটা উত্থিত হয়। আমি ওকে জিজ্ঞেস করি ক্ষুধার্ত কিনা, ও বলে না। একটু পানীয় হলে কেমন হয়? হ্যাঁ। একটা পানশালায় এক গ্লাস প্রসেক্কো। সে জুদেচ্চার দিকে একটা জায়গার নাম বলে।

পানশালা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। আমাদের পাশের টেবিলে দুজন তরুণ ফরাসি ব্যবসায়ী, তাদের সঙ্গে একটা পেরামবুলেটরে রয়েছে একটা শিশু, একটা মোবাইল ফোন, এক প্যাকেট সিগারেট, কয়েকটা পত্রিকা।

এক জোড়া বয়স্ক আমেরিকান দম্পতি তাদের দিকে তাকায় অত্যন্ত কৌতূহলী চোখে, তারপর এসপ্রেসসোর অর্ডার দেয়। ধূসর সুট পরিহিত ম্যানেজার চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে, সবকিছু তত্ত্বাবধান করছে, সহযোগিতা করছে, বারবার চশমা খুলছে ও লাগাচ্ছে। আমাদের প্রসেক্কো আসে, আমরা চুমুক, কোনও বিষয়েই কথা বলি না, বৃষ্টি হতে পারে কি না এবং হলে আমরা কী করবো তা নিয়েও কথা বলি না। আমার কোয়র্টেট আর ওর পরিবার বলে যেন কিছু ছিলো না।

এক কমনীয় চেহারার মহিলা, উচ্চারণে বোঝা যায় ইংরেজ, বসে আছে আমাদের পিছনের টেবিলে, এক বন্ধুকে বলছে, 'ওই ত্রাদোনিকোর লোকজন, দেখ...' নামটা শুনে আমি মনোযোগ দিই তার কথায়। 'তুমি তাদের কাছ থেকে ঠিক এটাই আশা করতে পারো। তারা— তারা যা কিছু করতে পারবে শুধু সে সবের জন্য মেয়েদের ব্যবহার করে, কাপড়চোপড়, যার ডিজাইন করতে পারে তারা, গয়নাগাটি যা বিক্রি করতে পারে, তারা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে মেয়েদের ব্যবহার করে... যেমন বইয়ের ক্ষেত্রে, আমি কী মনে করি তোমাকে বলবো, এটা খবরের কাগজের নিবন্ধ, কিন্তু সাহিত্য এটা নয়... আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, কিন্তু আমন্ত্রণ পেলেও তো আমি যেতাম না... তারা একটা বাদাম ছুড়ে দেয়, আর বাঁদররা নাচে... আমি তাদের ঘেন্নার চোখে দেখি।'

জুলিয়া কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে তাকায়, তবে মাথা ঘুরিয়ে মহিলাটিকে দেখে না।

'মনোযোগ দেয়ার মতো কিছু নয়,' আমি মৃদু কণ্ঠে বলি, এসব বিষাক্ত মন্তব্যে চমকে গেছি। 'ত্রাদোনিকোর ভিড় সম্পর্কে সে কিছু বলছে। আমার ধারণা সে পালাজ্জোর লোকজনদের কথা বোঝাচ্ছে। এতো জায়গা থাকতে তুমি এখানে এলে কেন?'

'মারিয়া আর আমি একবার এখানে এসেছিলাম। আমি এটাকে খুব গ্ল্যামারাস ভেবেছিলাম। এটা বদলে গেছে কি না ভাবছি।'

আমরা বিল চাই, এবং তা পরিশোধ করি; আসলে আমরা আগেই জুলিয়া টাকা দিয়ে দেয়।

'তুমি হাই তুলছো, মাইকেল,' আমরা ভাপোরেত্তোর জন্য অপেক্ষা করার সময় জুলিয়া বলে।

'যতোটুকু অনুভব করছি নিশ্চয় তার চেয়ে বেশি ক্লান্ত আমি। আসলে, আমি ক্ষুধার্ত।'

BanglaBook.org

সন্ধ্যার বাকি সময়টুকু সানন্দেই কেটে যায়— ত্রাত্তোরিয়ায় রাতের খাবার, ছোট ছোট রাস্তায় পদচারণা, পানশালায় বেশ দেরিতে একটা ড্রিংক। সেই নারী সে যাকে আমি ভালোবাসি, এবং আমরা ভেনিসে, সুতরাং কোনও বিচার-বিশ্লেষণ না করেই আমি মেনে নিচ্ছি এই হলো আনন্দ। এটাই। আমরা দেরিতে একটা নৌকা নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরি। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ি।

৬.৪

আমি শাটার বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম গতকাল, এখন রুমের ভিতর স্রোতের মতো প্রবাহিত হচ্ছে আলো। সে চোখ খোলে, যেন বুঝতে পারছে আমি তাকে দেখছি, তারপর তাড়াতাড়ি আবার বন্ধ করে, বিড়বিড় করে বলে, 'আমাকে ঘুমাতে দাও।'

তার পাশে ঘুম থেকে জাগার সুযোগ হয়নি আমার বহু বছর। এমন কি আমরা ভিয়েনায় যখন শিক্ষার্থী ছিলাম, তখনও কেবল পল্লী অঞ্চলে বেড়াতে গেলে একসঙ্গে সারা রাত কাটানোর সুযোগ পেতাম।

বাথরুম থেকে এসে দেখি সে একটা শাদা রঙের ড্রেসিং গাউন পরেছে।

'তুমি সব সময় সিল্ক পরো কেন?'

'সিল্ক? সব সময়?' সে চেঁচিয়ে ওঠে। মাথার দুই পাশে দুইবার করে করতালি দেয়।

'শুভ দিন?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'মোটামুটি,' সে মৃদু হাসে, তারপর কাঁধ ঝাঁকায়।

আমি নাশতার জন্য কিচেনে তল্লাসি চালাই এবং ফিরে এসে রিপোর্ট দিই যে কফি ছাড়া আর কিছুই নেই। বাইরে গিয়ে কিছু নিয়ে আসবো? জুলিয়া আমাকে আমার ফ্রেজ-বুকটা নিয়ে আসার পরামর্শ দেয়। এবং প্রাসঙ্গিক শব্দগুলো দেখিয়ে দেয়।

আমি দোকানে যাই এবং ফিরে আসি কিছু পাউরুটি মোরব্বা আর দুধ নিয়ে। আমরা বসি এক সঙ্গে, কফি পান করি, খানিকটা বিদঘুটেভাবে। রাতের চেয়ে সকালটা একসঙ্গে উপভোগ করা আরও অন্তরঙ্গ, আরও উপাদেয়ভাবে বিদঘুটে মনে হয়।

না, ব্যানফেও আমরা একসঙ্গে ছিলাম, শেষের সপ্তাহগুলোই দিনের পর দিন। সে আমাকে বলেছিলো দূর থেকে ভেসে আসা ট্রেনের প্রলম্বিত শব্দ মনে থাকার কথা। কিন্তু এখন যে লেগুনে হর্নের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তার কী?

'এই সকালে সুতির কাপড় পরবো,' আমরা বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে জুলিয়া বলে।

'এবং এমন কি লিপস্টিক লেপন!'

'আমি ছুটিতে আছি।'

'সঙ্গে ক্যামেরা এনেছো?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'ওহ, আমাদের ফটো দরকার নেই,' জুলিয়া তাড়াতাড়ি করে বলে। 'যাই হোক, মারিয়া পিকনিকের কিছু ছবি তুলেছিলো... তুমি অন্যদের ফোন করবে না? গতরাতে কিন্তু করোনি।'

আমি পালাজ্জো ত্রাদোনিকোয় ফোন করে সরাসরি পিয়ার্সকে ধরি। সে আমাকে বলে এগারোটায় আমাদের সাক্ষাৎ হবে। তার কথা বলার ধরন থেকে আমি বুঝতে পারি

BanglaBook.org

কোনও বিষয়ে সে নাখোশ, কিন্তু তার বর্তমান বাসস্থান নাকি গতরাতে তাদের ফোন করতে আমার ভুলে যাওয়া নাকি কনসার্টে যা ঘটেছে নাকি অ্যালেক্স ও ভেনিস সম্পর্কিত তার নিজের স্মৃতি, তা আমি বুঝতে পারবো না।

তারা তিনজন স্বাভাবিকভাবেই আমাকে নিয়ে কথা বলে থাকবে, এবং আমাকে কোনও ধরনের যৌথ অবস্থান তারা দিতে যাচ্ছে কিনা তা চিন্তা করি। জুলিয়া আমাকে দুঃশ্চিন্তা করতে নিষেধ করে, এবং তাদের সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন শান্ত থাকতে বলে।

আমরা আমাদের দ্বীপের সবুজের মধ্যে হেঁটে যাই— যানবাহনহীন ছোট শহর, কাটা ঘাসের ঘ্রাণে ভরপুর— হেঁটে যাই সেইসব ব্রিজগুলোর একটার দিকে যেগুলো মূল ভেনিসের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের বাম দিকে বাঁধের মধ্যে অবরুদ্ধ জলরাশি; আমাদের ডান দিকে একটা ওয়ার্কিং ক্যানাল, একটা বার্জ থেকে চকচকে ভেন্টিলেশন পাইপ খালাশ করা হচ্ছে, আর দুই ফুট দূর থেকে তিন লোক একে অন্যের উদ্দেশে চিৎকার করছে, ক্রোধ নয়, তারা বিনিময় করছে তথ্য। আমরা যে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি তার দুপাশেই কাপড়চোপড় পরিষ্কার করা হচ্ছে, অপরিহার্য জিরোনিয়াম ফুটে আছে প্লাস্টিক পটে।

আমরা একটা পায়ে চলা পথে হাঁটি, সেটার ধার দিয়ে দীর্ঘদেহী লাইম গাছের সারি, সেগুলোর কাণ্ড কালচে, আলোয় পূর্ণ সতেজ পাতা। আমাদের উভয় পাশেই প্রচুর বাগান। এই পথের শেষ প্রান্তে একটা ভাস্কর্য— গারিবালদি আর একটা সিংহ, তাদের ঘিরে রেখেছে কবুতর, গোল্ডফিশ, কাছিম, কুকুর, ছেলে-মেয়ের দল, পেরামবুলেটরে শিশুরা আর খোশগল্পে মগ্ন মায়েরা : কমপক্ষে একশোটা পরস্পরনির্ভর জীবন। সামনে এগিয়ে যাওয়ার আগে আমরা এখানে দাঁড়াই।

'আমাদের অবশ্যই স্কাভোনি দিয়ে যেতে হবে,' জুলিয়া বলে। 'আমি যে জিনিসটা তোমাকে দেখাতে চেয়েছি সেটা ওখানেই।'

যাই হোক, আমরা সেখানে যখন পৌঁছালাম তখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে।

'কিন্তু আজ সোমবার নয়,' জুলিয়া বলে। সে সামনের দরোজায় আওয়াজ করে। কোনও উত্তর আসে না। অন্য টুরিস্টরাও জড়ো হয়, কাঁধ ঝাঁকায়, বিরক্তি অথবা উদাসীনতা নিয়ে বন্ধ দরোজার দিকে তাকায়, এবং পিঠ ফেরায়। জুলিয়া দরোজায় আরও একবার শব্দ করে।

'জুলিয়া, বাদ দাও।'

'না, বাদ দেবো না।' তাকে অস্বাভাবিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখায়, এমন কি ক্রুদ্ধ।

'এই জায়গায় বিশেষ কী আছে?'

'সব কিছু। ওহ, ব্যাপারটা আমাকে হতাশ করছে। কোনও নোটিশ নেই, ব্যাখ্যা নেই, লোকজনও নেই। আর ভিয়েনায় আমার ভের্মিয়ারও পাইনি দেখার জন্য। তোমার কাছে কোনও কাগজ আছে?'

আমার বেহালার বাক্স থেকে একটা পেন্সিল আর এক খণ্ড কাগজ বের করি, আর জুলিয়া কিছু লেখে যার মধ্যে বড় হাতের অক্ষরে 'ভেনেফোনারে' এবং 'প্রন্তো' শব্দ দুটোও আছে। লেটার বক্সে কাগজটা ফেলে দেয় সে।

'সংস্কার বা অন্য কারণে বন্ধ থাকলে ব্যাপারটা ভয়ানক হবে,' সে বলে।

BanglaBook.org

'কিন্তু ওদের তুমি কী করতে লিখে?'

'আমাকে ফোন করতে, অথবা আমার রেথের মুখোমুখি হতে।

'তোমার কোনও রেথ নেই।'

'নেই আমার?' অনেকটা নিজেকেই বলে জুলিয়া।

'এমনকি ওরা যদি ফোনও করে আমাদের, আমি ওদের কথা শুনতে পারবো না।' আর তুমিও ওদের কথা শুনতে পারবে না।'

'আমরা কাল ওই ব্রিজটাতে আসবো ওটা অতিক্রম করার সময়।'

'কী বলছো?'

'মানে, আমরা ওই ব্রিজটা অতিক্রম করবো যখন ওটার কাছে আসবো,' জুলিয়া বলে, রিও দেল্লা পিয়েতা দিয়ে চলে যাওয়া একটা ছোট নীল রঙের নৌকার দিকে ভ্রুকুটি করে। 'এবার তোমার গির্জায়— মানে ভিভালদির।'

৬.৫

কিন্তু সেটাও বন্ধ। আমি বাইরের দরোজা দিয়ে ঢুকতে পারি, কিন্তু এরপর বিশাল ওজনদার একটা পর্দা আর বহু ভাষায় লেখা সাইনবোর্ড আমার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় গির্জার মূল জায়গায় প্রবেশে। আমার টনোনি ভেংচি কাটছে অনুভব করি। এ খুব বেশি।

প্রবেশপথের ডান দিকে একটা কাউন্টারে বসে আছে গোলাকার মুখমণ্ডলযুক্ত একটা মেয়ে। সে একটা বই পড়ছে, প্রচ্ছদ দেখে মনে হচ্ছে ভূতুড়ে কাহিনী।

'আমরা ভিতরে ঢুকে পারবো না?' আমি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করি।

'না। সম্ভব না।' সে মৃদু হাসে।

'কেন?'

'বন্ধ। Chiuso. অনেক মাস। একমাত্র খোদার কাছে মোনাজাত করা ছাড়া।'

'আমরা মোনাজাত করতে চাই।'

'রবিবার।'

'কিন্তু রবিবারে আমরা তোরচেল্লোয় যাবো!'

সে কাঁধ ঝাঁকায়। 'আজ রাতে একটা কনসার্ট আছে— টিকেট?'

'তারা কী বাজাবে?' আমি জানতে চাই।

'বাজাবে?'

'বাখ? মোজার্ট?'

'ওহ!' স্থানীয় একটা দলের অনুষ্ঠানসূচি দেখায় আমাদের। প্রথমার্ধ মন্তেভের্দি আর ভিভালদি, দ্বিতীয়ার্ধ আধুনিক সঙ্গীত, তাতে একজন সমকালীন ইতালিয়ান সুরকারের ইংরেজি শিরোনামযুক্ত একটা রচনাও আছে।

'কতো করে?'

'পঁয়ত্রিশ হাজার লিরা,' মেয়েটা বলে।

'পঁয়ত্রিশ হাজার!' আমি ওটা রেখে দিই, জুলিয়ার দৃষ্টি এড়িয়ে যাই। 'খুব বেশি। Malto caro,' আমি যোগ করি বাক্যটা মনে পড়ায়।

মেয়েটা হাসে।

BanglaBook.org

'আমি একজন মিউজিশিয়ান,' আমি বলি, আমার বেহালার বাক্সটা উঁচু করে দেখাই।

'বেহালাবাদক! ভিভালদি! এটা তার গির্জা।' মেয়েটাকে চমকিত মনে হয়। 'প্লিজ।'

সে বইটা নামিয়ে রাখে, বুথ থেকে বেরিয়ে আসে, চারদিকে ভালো করে দেখে নিশ্চিত হয় কেউ দেখছে না, আর এক সেকেন্ডের জন্য পর্দাটা এক পাশে সরিয়ে আমাদের ভিতরে ঢুকতে দেয়।

'এই যে, দেখ,' আমি জুলিয়াকে বলি। 'হুমকির সামনে সৌন্দর্য।'

'আবার বলো কথাটা।'

'হুমকির সামনে সৌন্দর্য।'

'স্কাভোনিতে তেমন কেউ ছিলো না,' সে বলে।

আমাদের মাথার অনেক উপরে বিশাল ছাদের ভিতরের অংশে দেবদূত আর মিউজিশিয়ানদের ছবি। এছাড়া কুমারী মেরির মাথার ওপর মুকুটের মতো শোভিত পিতা, পুত্র ও কবুতর রূপে পবিত্র আত্মা।

আমরা যখন অবাক হয়ে এসব দেখছি, তখন কাছের বেদি থেকে প্রলাপের মতো নানা শব্দের ঝংকার ফেটে পড়লো। একটা নিচু মঞ্চে স্থাপন করা হয়েছে পিয়ানো। কোনওভাবে সেটার সঙ্গে লাগানো হয়েছে একটা অ্যামপ্লিফায়ার। পাগলামির মতো করে তাতে ঝংকার তোলা হচ্ছে। এটাই কি সেই ইংরেজি শিরোনামযুক্ত রচনা?

জুলিয়াও বিরক্ত হয়, তবে প্রধানত আমাকে বিরক্ত হতে দেখে তার প্রভাবে।

হঠাৎ শব্দ থেমে যায় এবং পিয়ানোবাদক ও শব্দ প্রকৌশলী কিছু অ্যাডজাস্ট করে নেয় আবার রিহার্সাল শুরু করার আগে। তারপর আবার নীরবতা, লিড বন্ধ করা হয়— এবং, স্বস্তির বিষয়, লোক দুটো যেমন হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছিলো তেমনি হঠাৎ নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

'ব্যাপারটা খুব ভয়ানক ছিলো নাকি?' জুলিয়া বলে।

'ওহ, হ্যাঁ। বিশ্বাস করো। এক সেকেন্ডের জন্য আমি তোমাকে ঈর্ষা করেছি।'

'তোমার টনোনি বাজাও, তাহলে, আর গির্জাটাকে ভূত মুক্ত করো।'

'আমাদের বের করে দেয়া হবে। আমাদের তো ঢুকতে দেয়ারই কথা না।'

'মাইকেল, তোমার বেহালা যদি এখানে না বাজাও, তাহলে অবশিষ্ট জীবন এ জন্য পরিতাপ করতে হবে তোমাকে।'

'এবং আমার বেহালাও কখনও ক্ষমা করবে না আমাকে।'

'এখন বুঝতে পেরেছো।'

'কিন্তু, জুলিয়া—'

'কিন্তু, জুলিয়া— কী?'

'আমাকে তাহলে তোমার সাহায্য করতে হবে,' আমি বলি, তাকে নিয়ে যাই পিয়ানোর দিকে।

'ওহ না, মাইকেল। ওহ, না। তুমি আমাকে দিয়ে বাজাবে না। তুমি জানো আমি পারবো না।'

'তুমি এটা আগেও বাজিয়েছো।'

BanglaBook.org

আমার বেহালার বাক্স থেকে বের করে আনি ভিভালদির প্রথম ম্যানচেস্টার সনাটার লার্গো— একটা চমৎকার প্রশস্ত এগ্রি কাগজে ফটোকপি করা— সেটা মেলে ধরি, এবং পিয়ানো-র‍্যাকের ওপর স্থাপন করি।

জুলিয়া বসে। মিউজিকটার ওপর এক সেকেন্ড নজর বুলিয়ে নেয়, আর যেমন সবসময় করে তেমনিভাবে এপাশ-ওপাশ দোলে। আমি টিউন করে নিই।

'তুমি একটা ষন্ড, মাইকেল,' জুলিয়া অত্যন্ত মধুরকণ্ঠে বলে।

আমি তার জবাবে আপবিট বাজাই, এবং সে আর কোনও আপত্তি না করে পরবর্তী নোটে চলে আসে।

এটা র‍্যাপচার, শিগগিরই শেষ হয়ে যায়। এই যন্ত্রটার জন্য এর চেয়ে সুন্দর কখনই কিছু লেখা হয়নি, এবং আমার বেহালা স্পষ্ট অনুভব করে এটা লেখাই হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে তার জন্য— এখানে বাজানোর জন্য। আর কোথায়ই বা এটা বাজানো চলে? ঠিক এইখানেই এতিমখানার মেয়েদের শেখাতেন ভিভালদি, আর ইউরোপের সেরা মিউজিশিয়ান হিসেবে তৈরি করে দিতেন তাদের। এবং যেহেতু মাত্র কয়েক বছর আগে পাণ্ডুলিপিতে এই রচনাটা আবিষ্কৃত হয়েছে ম্যানচেস্টারের সেই লাইব্রেরিতে যেখানে আমি সঙ্গীত বিষয়ে সবচেয়ে বেশি শিখেছি, তাই অনুভব করি এটা রচিত হয়েছে আমার জন্যও।

কেউ আমাদের বিঘ্ন ঘটায় না আমরা ছাড়া গির্জায় আর লোকজন নেই। শুধু ভায়োলা, ট্রাম্পেট আর লম্বা লিউটসহ উপরে কয়েকজন মিউজিশিয়ান হাজির রয়েছে। 'একেবারে নিখুঁত হয়েছে,' আমি শেষ হওয়ামাত্রই বলি। 'এসো, আবার বাজানো যাক।'

'না, মাইকেল,' জুলিয়া বলে, পিয়ানোর লিড বন্ধ করতে করতে। 'যদি নিখুঁত হয়ে থাকে— যেহেতু নিখুঁত হয়েছে— তাহলে অবশ্যই আর বাজাতে হবে না।'

৬.৬

আমরা সংকীর্ণ অলিগলি আর ছোট ছোট সেতু পার হয়ে পালাজ্জো ত্রাদোনিকোর দিকে এগোচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি ধুপধাপ ধরনের কিছু অদ্ভুত আওয়াজ। দেখা গেল, স্থানীয় ছেলেপেলেরা ফুটবল নিয়ে খেলা করছে, আর ফুটবলে লাথি মারার ফলেই অমন আওয়াজ হচ্ছে। পালাজ্জোটা স্থলপরিবেষ্টিত নয়। তবে ওটার পানির দিকের মুখটা অত্যন্ত ছোট একটা ক্যানালের দিকে। সামনের প্রধান অংশটার মুখ একটা ছোট স্কয়ারের দিকে, সেটাকে বলে কাম্পিয়েল্লো ত্রাদোনিকো, সেটা প্রধান টুরিস্ট রুটগুলোর কোনোটার মধ্যেই পড়ে না। তাই সবার স্কোয়াশ ধরনের এই খেলাটার উপযুক্ত আস্তানা এটাই।

আমি ঘণ্টায় চাপ দিই। একটা নারী কণ্ঠ ইতালিয়ান ভাষায় কিছু বলে, তার জবাবে আমি বলি 'সিনোর হোম, কুয়ার্তোত্তো মাজ্জোর,' আর এতে বিস্ময়সূচক ক্লিক শোনা যায় দরোজা খোলার। বিশাল দরোজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে আমরা নিজেদের আবিষ্কার করি একটা বিশাল, অন্ধকার পাথরের হলে, যেখানে একটা দেয়াল ঘেঁসে এক প্রস্থ সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সাহায্যকারী কোনও আলো আসে না, সুতরাং আমরা নিজেরাই প্রথম তলার দিকে এগিয়ে যাই, সেখানে পৌঁছানোমাত্রই একটা দরোজা খুলে যায়।

BanglaBook.org

কন্তে ত্রাদোনিকোর কিশোরী মেয়ে আমাদের স্বাগত জানিয়ে ভিতরে নিয়ে যায়। নিজেকে তেরেসা নামে পরিচয় দেয়। সে আমাদের বলে যে, কোয়ার্টেটের অন্য সদস্যরা জড়ো হয়েছে মিউজিক রুমে। সে দিকটা সে আমাদের দেখিয়ে দেয়, মৃদু হাসি তার মুখে, আর সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সামনের থেকে পিছন পর্যন্ত চলে গেছে প্রধান হলের কালো মেঝে, দুদিক থেকে ভিতরে আলোর প্রবাহ আসছে। বাইরের ভগ্নদশা আর নিরুৎসাহব্যঞ্জক প্রবেশপথ দেখে এমন কিছু আমি আশা করতে পারিনি।

আমরা যেসব কক্ষের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম সেগুলোর প্রতিটাই আশ্চর্য লাগছিলো। সবগুলো পূর্ণ ছিলো শতাব্দী-প্রাচীন সামগ্রীতে : ট্যাপেস্ট্রি, গিল্ট করা সোফা, ভেলভেট চেয়ার, উট আর চিতাবাঘ আঁকা দরোজা, বিশাল সবুজ মার্বেলের টেবিল, হাই-তোলা ভালুকের ওপর ঘড়ি, চীনা তৈজসপত্র, ছোট ছোট ভাস্কর্য, তৈলচিত্র, পারিবারিক প্রতিকৃতি, স্বাক্ষরযুক্ত পেন্সিল স্কেচ, ম্যাডোনা থেকে জুডিথ আর হলোফেরনেস।

ভিতরের একটা কামরা থেকে বিলি আবির্ভূত হয়, আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। 'সব ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ,' আমি বলি।

'নিশ্চিত?'

'অবশ্যই,' আমি বলি।

'এই জায়গার প্রাণ পেয়েছি আমরা,' বিলি বিড়বিড় করে।

'এটা বিস্ময়কর!' জুলিয়া বলে।

'আমরা আছি দ্বিতীয় তলায়, ওটা মিসেস ওয়েসেনের, কিন্তু কনসার্টটা হবে এই ফ্লোরেই। এমন কি এখানে একটা ব্যক্তিগত বাগানও আছে,' বিলি বলে, ক্যানালের দিকে বেরিয়ে যাওয়া ছোট একটা ঝুলন্ত সেতু দেখায়। 'লেইটনস্টোনে আমার বাগানটার চেয়েও ছোট্ট, কিন্তু পিয়ার্স বললো যে ভেনিসের হিসেবে এটা একটা গলফ কোর্স।'

এইসব কিছু থেকে একটা বাগানে আশ্রয় নেয়ার ভাবনায় আলোকিত হয়ে ওঠে জুলিয়ার মুখ। 'দ্রুত এক নজর দেখে আসা যাক,' জুলিয়া বলে। 'নাকি অন্যরা অপেক্ষা করছে মাইকেলের জন্য? আমার একা যাওয়া কি ঠিক হবে?'

'ওহ,' বিলি বলে, 'মাত্র এক মিনিট লাগবে। চলো এক সঙ্গে যাই।'

আমরা সেতুর ওপর দিয়ে হেঁটে আসি এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ও তরতাজা সাদামাটা এক জগতে প্রবেশ করি। ছোট ছোট পাতার গাছগাছালি, সুরভিত শাদা ফুল, আইভি, অলিভার সাইপ্রেসের জগৎ। অগভীর পাথরের বাথে ভাসছে কয়েকটা পাতা। সামনের থাবাগুলো একটা শিল্ডের ওপর রেখে একটা ঝরনার সামনে বসে গায়ে রোদ লাগাচ্ছে একটা সিংহ মূর্তি।

ছোট ক্যানালে কোনও নৌবহন নেই। ছোট্ট একটা পাখি গাইছে আর দূরে একটা গির্জার ঘণ্টা বাজছে, এছাড়া কোথাও কোনও শব্দ নেই। এমন কি কেউ ফুটবলের ধুপধাপ আওয়াজও শুনতে পাবে না। আমি হাতে একটা লরেল পাতা ঘষি, জুলিয়া আমার হাত থেকে সেটার গন্ধ নেয়।

BanglaBook.org

'আচ্ছা,' হেলেন বলে, নিঃশব্দে হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছে আমাদের পিছনে। 'এই সবকিছুই খুবই মনোহর, কিন্তু মনে হয় আমাদের রিহার্সালে যাওয়াই ভালো।' সে কথাটা সরাসরি আমাদের কাউকে বলে না। আরা রিও অতিক্রম করার সময় সে কয়েকটা পাতা ফেলে পানিতে।

মিউজিক রুমে একটা পিয়ানো ও একটা হার্পাসকর্ড আছে।

'তুমি দেখ, জুলিয়া, এখানে ওই ভিভালদি বাজাতে পারি আমরা,' আমি পরামর্শ দিই। 'এতে অনেক...'

'না,' জুলিয়া দ্রুত ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, এক সেকেন্ডের জন্য উপর দিকে তাকায়। আমার চোখ তার দৃষ্টি অনুসরণ করে। দেখতে পাই একটা বিপুল স্টাকো পুটি, ছোট ছোট হাত-পা ও নিম্নাঙ্গ সিলিং থেকে ফুটে আছে।

'বেশ, পিয়ার্স বলে, সে এখানে অপেক্ষা করছিলো আমাদের জন্য। 'আমরা কি, অবশেষে, শুরু করতে পারি?' তার কণ্ঠস্বর শীতল, এবং আমাদের স্বাগত জানানোর কোনও উদ্যোগ নেয় না।

'আমি দুঃখিত, সবাইকে বলছি,' জুলিয়া বলে। 'আমি শুধু এসেছিলাম হ্যালো বলতে, আমি কনসার্টে আসবো, কিন্তু এখন আমাকে যেতে হবে।'

'কিন্তু জুলিয়া—' আমি আপত্তি করি।

'আমাকে কিছু কেনাকাটা করতে হবে,' সে বলে। 'আমার কাছে চাবি আছে।'

'লাঞ্চের কী হবে?'

'তোমার বন্ধুদের সঙ্গে খেয়ে নিও। তুমি তাদের খুব কম সময় দিচ্ছো। অ্যাপার্টমেন্টে ছয়টায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে। ছয়টা ঠিক আছে তো?'

'আচ্ছা, হ্যাঁ, কিন্তু—'

'ছয়টা, তাহলে। বিদায়।'

'আমাদের এক বা দুই ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে,' আমি বলি।' এ সময়টুকু বাগানে বসে বই পড়েই তো পার করে দিতে পারো।'

কিন্তু জুলিয়া ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আমি উঠে দাঁড়াই। আলোহীন সিঁড়িতে সে পড়ে যেতে পারে, এই দুঃশ্চিন্তায় দরোজার কাছে তাকে ধরে ফেলি।

'মাইকেল, ফিরে যাও।'

'আমি তোমাকে নিচের তলা পর্যন্ত দিয়ে আসবো।'

'আসতে হবে না।'

'কী হয়েছে?'

'কিছু না।'

আমরা এখন সিঁড়িতে, অন্ধকারে কথা বলে লাভ নেই, জুলিয়া দেখতে পাবে না।

'তুমি ফেরার পথ খুঁজে পাবে?' আমি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি, সামনের দরোজাটা খুলে ধরে।

কিন্তু দ্রুত মাথা নেড়ে কাম্পিয়েল্লো অতিক্রম করছে জুলিয়া, বিস্মিত তরুণ ফুটবলারদের উপস্থিতি সম্পর্কে কোনই ভ্রুক্ষেপই নেই তার।

BanglaBook.org

৬.৭

আমি ফিরে এসে দেখি উদ্বিগ্নভাবে পিয়ানোয় টুংটাং করছে বিলি।

'কোনও ব্যাপার নয়, আশা করি,' পিয়ার্স বলে, খানিকটা উদাসীনতা নিয়ে।

'না,' আমি বলি, মোটেও প্রফুল্ল হতে পারিনি জুলিয়ার প্রতি তার— তার চেয়েও কম হেলেনের— উপেক্ষার মনোভাব দেখে।

'আমরা সব বিষয়ে কথা বলার সময় পাইনি,' সে বলে। 'কনসার্টের পর দিন লোথারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে আমাদের অভিনন্দন জানাতে ডেকেছিলো। কনসার্টটা, অবশ্যই, বিশাল সফলতা পেয়েছিলো।'

আমি মাথা নাড়ি, সামান্য চিন্তিত।

'আমি লোথারকে বললাম যে, সে ওখানে থাকবে বলে ভেবেছিলাম। সে আমাদের পাশাপাশি জুলিয়াকে উপস্থাপন করেছে, এবং তার বোঝা উচিত ছিলো যে, ওই পরিস্থিতিতে, এক ধরনের বা অন্য ধরনের সমস্যা হতে পারতো।'

পিয়ার্সের এই আনুষ্ঠানিক কথা আমার পছন্দ হয় না। 'আমার মনে হয় অন্য কোথাও আরেক বিষয়ে সে ব্যস্ত ছিলো,' আমি বলি।

'হ্যাঁ, সে সেটাই বললো।'

'যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত, পিয়ার্স। সে সবকিছু বন্দোবস্ত করেছিলো। সে এমন কি বিমানবন্দর থেকে আমাদের রিসিভ করে প্রথম রিহার্সালে পৌঁছে দিয়েছিলো। যাই হোক, তার কেন্দ্র তো স্যালজবার্গে, তাই না? আমি বুঝতে পারছি না তুমি কী বলতে চাইছো। আমার কী ঘটতে যাচ্ছে সেটা আমি জানতাম না। সেই বা কীভাবে জানবে? জুলিয়াকে যে আমি আগে থেকেই চিনি সেটাও তো সে জানে না।'

'অথবা এখন জুলিয়ার সঙ্গে তোমার থাকার বিষয়টাও,' হেলেন যোগ করে। 'বিলি, তুমি কি মাইন্ড করবে?'

বিলি টুংটাং বন্ধ করে।

'আমি মনে করি, জুরিয়ার সমস্যাটা সম্পর্কে লোথারের উচিত ছিলো আমাদের বলা,' হেলেন বলে। 'নয় কি? বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিলো তো আরেকটু হলে।'

'তুমি কীভাবে এ কথা বলতে পারছো?' আমি চেঁচিয়ে উঠি।

'তুমি কীভাবে এটা অস্বীকার করতে পারছো?'

'হেলেন, কথা সোজাসুজি বলো,' আমি বলি, জুলিয়া শান্ত থাকতে বলেছিলো তা আর মনে থাকে না। 'সমস্যাটা ওর ছিলো না, সমস্যাটা ছিলো আমার। আর আমি তো তোমাদের বলেছিলাম, লোথারের বলা না-বলায় কী আসে যায়?'

'বিষয়টা সবাইকে পীড়িত করেছে,' পিয়ার্স বলে।

'এইসব তোমরা বলছো কী পরিকল্পনা করে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'অবশ্যই না,' পিয়ার্স তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে। হাত রাখে আমার কাঁধে। 'কোনও কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর যদি সেটা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন বলে কিছু থাকে, তবে এটা তাই।'

আমি ওর হাত সরিয়ে দিই। 'কথা বলার কিছুই নেই,' আমি বলি, নিজেকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছি। 'জুলিয়া আর কখনই কারও সঙ্গে বাজাবে না। ঠিক আছে? তার

BanglaBook.org

জীবনের ওই অংশটা শেষ হয়েছে। আমরা ওর সঙ্গে বাজাবো না, তাহলে এর মানে কী?' আমি গভীরভাবে শ্বাস নিই, তারপর আবার বলতে শুরু করি। 'ভিয়েনায় যা ঘটেছে তার জন্য আমি ভীষণভাবে দুঃখিত। আমি সত্যিই দুঃখিত। আমার জন্য ভয়ানক ছিলো সেটা, ওর জন্যও ভয়ানক ছিলো, এবং আমি জানি তোমাদের জন্যও। আমি কোনও অনুজাত তৈরি করছি না। এটা ঘটা ঠিক হয়নি। আমি তোমাদের হতাশ করেছি। কিন্তু আবার ওই ধরনের কিছু ঘটবে কীভাবে? এবং ওর প্রতি তোমরা এমন অসহানুভূতিশীল হচ্ছো কেমন করে? আমাকে দোষ দাও ভালো, কিন্তু তাকে কেন?'

কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। হেলেন অথবা পিয়ার্স দুজনের কাউকেই আমার কথায় প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

'তুমি ঠিক বলেছো, পিয়ার্স বলে আচমকা। 'বিষয়টা বাদ দেয়া যাক।'

'ঠিক। মেন্ডেলসন,' আশ্বস্ত হয়ে বলে বিলি।

হেলেন কিছু বলে না, তবে সামান্য মাথা ঝাঁকায়।

'স্কেল তাহলে?' পিয়ার্স বলে।

আমরা ওটা বাজাই ধীরে ধীরে, এবং ক্রমান্বয়ে, প্রায় যন্ত্রণাকাতর হয়ে, রুক্ষতা বিলীন হয়ে যায়। উপর দিকে তাকিয়ে সিলিঙে শিশুদের অবয়ব দেখতে পাই আবারও। আমি নিচের সমান মেঝের দিকে তাকাই এবং স্কেলের প্রথমে উত্থান ও পরে পতনের শ্লথগতির ধাপগুলোয় ফিরে আসি।

'আরও একবার,' শেষ নোটে পৌঁছলে বিলি আমাদের বলে, এবং আমরা সবাই এই নজিরবিহীন অনুরোধে সাড়া দিই। হেলেন ও বিলি শান্ত ও মসৃণভাবে বাজায়, কিন্তু নিজের জগতে পিয়ার্স হারিয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়, সে প্রথম যখন কোয়ার্টেটে যোগ দিয়েছিলো তখন এমন করতো বলে আমার মনে পড়ে।

রিহার্সাল শেষ হওয়ার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিই কনসার্টের আগে আমাদের আর রিহার্সালের প্রয়োজন নেই।

'আমরা কাল সবাই মিলে সান জোর্জো মাজ্জোরে যাই না কেন?' হেলেন প্রস্তাব দেয়। 'এই ট্রিপে এক সঙ্গে আমরা কিছুই করিনি। স্তম্ভগুলোর বিপরীতে আমাদের ছবি তোলার জন্য কাউকে বলতে পারি— ওটা হবে ভালো প্রচারণা শট। আমাকে বলো না যে কাল সারাদিনই তোমার কাজ আছে, মাইকেল।'

'আমার মনে হয় যেতে পারবো— লাঞ্চ টাইমের দিকে হয়তো?'

'ততো সময়ে গির্জা কি বন্ধ হয়ে যাবে না?' বিলি বলে।

'ঠিক আছে তাহলে, কাল সকালে হলে কেমন হয়?' হেলেন পরামর্শ দেয়। 'অথবা এই বিকেলেই?'

'আমি এখন একটু হাঁটতে বের হবো,' আমি বলি। 'কিন্তু আমি সেখানে তোমাদের সঙ্গে মিলতে পারবো তিনটার দিকে।'

'পিয়ার্স?' হেলেন জিজ্ঞেস করে।

'না, আমি ফ্রি নেই।'

'তুমি বলছো আজ?'

'হ্যাঁ।'

'আর আগামীকাল?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' পিয়ার্স বলে।

'তাহলে কাল সকালে ঠিক আছে?' হেলেন বলে।

পিয়ার্স মাথা নাড়ে আর লম্বা শ্বাস ফেলে। 'আমি কালও ব্যস্ত থাকবো।'

'কী? সারা দিন?' হেলেন বলে। 'তুমি কোন কাজটা করছো?' তুমি আসবে বলো, পিয়ার্স। খুব মজা হবে। আর টাওয়ার থেকে চমকপ্রদ দৃশ্য দেখা যায়।'

'আমি ওই দ্বীপটাতে যেতে চাই না,' পিয়ার্স বলে, নিজের বেহালাটা বাক্সে ঢোকাচ্ছে। 'ওই টাওয়ার থেকে কী দৃশ্য দেখা যায় আমি জানি। আমার মাথায় ওটার আঁকিবুকি আছে। খোদার দোহাই, হেলেন, বোকার ভান করো না। আমি ওই দ্বীপে আর যাবো না— আজ না, আগামী কাল না, কখনই না। ভেনিসকে আমি ঘেন্না করি। কখনও কখনও খোদার কাছেই বলি, তিনি কোয়ার্টেট গঠনের ভাবনাটা না দিলেও পারতেন।'

পিয়ার্স হেঁটে রুম থেকে বেরিয়ে যায়। আমরা তিনজন একে অন্যের দিকে তাকাই, হতবাক, জানি না কী বলবো।

৬.৮

জুলিয়া আর আমি মোমবাতির আলোয় রাতের খাওয়ার আয়োজন করেছি অ্যাপার্টমেন্টে। সে রান্না করেছে এবং আমি টেবিল পেতেছি। পিয়ার্সের ক্রোধের বিষয়টা বলার পর আমি জানতে চাইলাম পালাজ্জোয় অমন অদ্ভুত আচরণ করলো কেন সে। 'হেলেনের কারণে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'ধৈর্যের পক্ষে এ খুব বেশি।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

'আমি বলছি যে, এটা সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছে, মাইকেল, কিন্তু মোমবাতির আলোয় আমি লিপ-রিড করতে পারি না। চাঁদের ব্যাপারটা কী বলছিলে?'

'চাঁদ?'

'ওহ, কিছু আসে যায় না। ওই দেখ, অ্যানসারিং মেশিনের আলো জ্বলছে-নিভছে, তার মানে বার্তা এসেছে। জেনির কাছ থেকে এলো কি না ভাবছি।'

'স্কাভোনির লোকটাও হতে পারে।'

'সত্যি।'

'সেক্ষেত্রে বার্তাটা হবে ইতালিয়ান ভাষায়। কীভাবে ওটা আমরা বুঝতে পারবো?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'ডিনারের পর তুমি ওটা শুনবে। শব্দগুলো লিখে দেবে। আমি তাহলে অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করবো সেটা দেখে।'

আমি আলো জ্বালানোর জন্য উঠি। 'আচ্ছা— কিন্তু এটা কি খুবই পীড়াদায়ক? মানে, এখানে অবস্থান?'

'আমি আনন্দিত যে এখানে আমি তোমার সঙ্গে আছি।'

'বেশ, কিন্তু আমি বলছি, এই যে অনেক দূরে— লন্ডন থেকে? এই দূরে থাকা?'

BanglaBook.org

'আমি ওদের মিস করছি,' জুলিয়া বলে। 'কিন্তু আমি ভিয়েনাতে থাকলেও কথাটা সত্যি হতো। কিন্তু এ ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আজ আমি ক্রেডিট কার্ড থেকে কিছু টাকা তুলেছি, পরে ভাবলাম, নথিপত্রে দেখা যাবে টাকা তুলেছি এই ভেনিস থেকে। আমি এভাবে ভাবতে অভ্যস্ত নই। এ হলো এড়ানোর এক ভয়ংকর কৌশল।'

সে একটু নীরব থাকে।

'জেমস কি কখনও—'

'অনুমান করেছে?'

'না। অন্য কারও সঙ্গে শুয়েছে?'

এ প্রশ্নের উত্তর কীভাবে দেবে তা খানিক পরিমাপ করে জুলিয়া। এটাকে কি সে মুর্খতাপূর্ণ মনে করছে? কিন্তু আমি প্রশ্নটাকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে চাইনি।

'মাত্র একবার, যতো দূর আমি জানি,' জুলিয়া অবশেষে বলে। 'কয়েক বছর আগে। আর যখন মনে হচ্ছিলো আমরা ঘনিষ্ঠ হবো সেই সময়ে। কিন্তু ওটা আলাদা ব্যাপার। সে ছিলো ভ্রমণের ওপর— এবং নিঃসঙ্গ— আর ব্যাপারটা ছিলো শুধু এক রাত্রির জন্য। আমি বিশ্বাস করি না সে এখন অন্য নারীর সঙ্গে শোয়।'

'তুমি কীভাবে খুঁজে বের করেছিলে ওই এক রাত্রির ব্যাপারটা?'

'আমি বের করিনি। সে নিজেই আমাকে বলেছিলো। সে সময় ব্যাপারটা আমার কাছে বিদঘুটে মনে হয়েছিলো। এখনও মনে হয় ... কিন্তু আমি যা করছি তার অজুহাত হতে পারে না ওটা। এটা আরও খারাপ এইজন্য যে আমি তোমাকে ভালোবাসি; কথাটা আমি তাকে কখনও কি বলতে পারবো? কিভাবে বলতে পারবো? এ নিয়ে ভাবতে গেলেই আমার মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। কানের ভিতর এক রকম ঢং ঢং আওয়াজ সারা দিন... আমি তোমার জন্য জন্মদিনের উপহার কিনেছি একটা। অনেক দেরি হয়েছে, আমি জানি।'

'সত্যি? আমাকে দেখাও।'

'শিগগিরই পাবে। তোমাকে ওটা দেয়ার আগে ওটার ওপর আমার কিছু কাজ করতে হবে।'

আমাদের ওয়াইন গ্লাসগুলো আবার পূর্ণ করি। 'তুমি হুট করে বিষয় পরিবর্তন করে ফেলো আর আমি করতে পারি না, এটা ঠিক নয়।'

'এটা ছোটখাটো খেসারত,' জুলিয়া বলে। 'আমি ইঁদুর হতে অভ্যস্ত ছিলাম, সম্ভবত তোমার মনে আছে, কিন্তু তুমি বধির হলে ইঁদুর হতে পারবে না। এখন আমি যদি কোনও কিছু না বুঝি, অথবা বুঝতে না চাই, আমি তাহলে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলি, আর সবাইকে খাপ খেয়ে চলতে হয়।'

'তুমি কোনও দিনই ইঁদুর ছিলে না!'

'ছিলাম না? দেখ, আমার হয়তো এখান থেকে একটা ফ্যাক্স পাঠানো উচিত জেমসকে। জেনির একটা ফ্যাক্স আছে। ওর সঙ্গে কাল লাঞ্চের সময় আমি দেখা করবো।'

'তুমি জেমসকে সোজাসুজি বলছো না কেন যে তুমি ভেনিসে আছো? বিশেষ করে সে যখন কোনওভাবে জানতেই পারবে।'

'হ্যাঁ, তুটি ঠিক বলেছো, কেন বলছি না?'

BanglaBook.org

'অবশ্য মারিয়া যদি না তাকে এর মধ্যেই বলে থাকে যে তুমি ওর সঙ্গে আছো।'

'তুমি যে কক্ষে রিহার্সাল করছিলে সেটার সিলিঙে শিশুর অবয়ব আমাকে ভীষণ বিষণ্ন করে তুলেছিলো,' জুলিয়া বলে।

'কী বলছো?'

'এক সপ্তাহের বেশি হয়ে গেল বাচ্চার কাছ থেকে দূরে আছি,' সে বলে।

'ওর দাদীর কাছেই তো আছে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'হ্যাঁ। আমাকে নিশ্চয় মিস করছে না। আমার বেচারা বেবি।'

এই বেচারা বেবির বিরুদ্ধে হঠাৎ করে আমি প্রবল বিরাগ অনুভব করি। ওর সঙ্গে আমি প্রতিযোগিতা করবো কীভাবে? ওদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার কথাই বা আমি ভাববো কেমন করে?

৬.৯

ডিনারের পর আমরা কফি পান করতে বাইরে যাই। দূরে নয়, স্থানীয় স্কয়ারে। বিভিন্ন রকম গাছে জায়গাটা ছায়াঢাকা। তার পর ফিরে আসি, সামনের দরোজায় যাতে কোনও শব্দ না হয় তাতে সতর্ক থাকি।

সে সারা রাত আমাকে আঁকড়ে থাকে, থেকে থেকে আমার নাম বলে। সে আমাকে স্পর্শের অক্ষর শিখিয়েছে, যাতে সে রাতের অন্ধকারেও আমার আঙুল থেকে পড়ে নিতে পারে ভালোবাসার একটা-দুটো কথা, হাসতে পারে আমার ভুল বানানে। ঘুমানোটা অসুবিধাজনক হয়ে যায় আমার জন্য, আঁকড়ে থাকা অবস্থায়। শেষটায়, সে মাথা রাখে আমার কাঁধ ও বাহুর ওপর, তখন আমি চমৎকার ঘুমিয়ে পড়ি।

সকালে কুড়ের মতো লক্ষ করি তার মেকআপ, আমার থুৎনি হাতের ওপর রেখে। তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে— এমন কি প্রচণ্ড মনোহর, দিনের বেলা এই নগরীর আলোয়, এখানে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, একটু বিরক্ত হয়ে, আমার কোনও কাজ আছে কি না। আমি ভেনিস নিয়ে পড়াশোনা করছি না কেন? যেটা আমি সঙ্গে এনেছি সেই 'আর্ট অফ ফিউগ' চর্চা করছি না কেন? শেভ করছি না কেন? তার দিকে তাকিয়ে না থেকে আমি অন্য কিছু করছি না কেন। সে তো আর শেভ করা দেখে না। সে আমার মোহ বুঝতে পারছে না।

কিন্তু আমি মোহাবিষ্ট না হয়ে কীভাবে পারি? আমরা কতো সহজভাবে মিলিত হই, এখানে ভেনিসের এই প্রান্তে। আমরা হাত ধরাধরি করে হাঁটি : এখানে, ওখানে, সবখানে। আমরা দম্পতি : ইরেজ দম্পতি, সিনোরা ফোর্তিকারির বন্ধু। সারা ভেনিসে কোথাও আমার কোনও ইতিহাস নেই, একটা প্রতিশ্রুতি ছাড়া। আমাকে ছাড়া এখানে একবার ঘুরে যাওয়ার স্মৃতি আছে জুলিয়ার। কিন্তু সান্ত'এলেনায় এবারই প্রথম।

অ্যানসারিং মেশিনের বার্তাটা এসেছিলো স্কুওলা দি সান জোর্জো দেলি স্কাভেলি থেকে। কেয়ারটেকার অসুস্থ ছিলো, তড়িঘড়ি করে তার বদলি কাউকে যোগাড় করা যায়নি, তাই সে সময় আমার ঢুকতে পারিনি; কিন্তু এখন একজনকে পাওয়া গেছে, এবং ভবনটা আবার খোলা হবে প্রায় সাড়ে নয়টা থেকে।

আমরা পায়ে হেঁটে স্কুওলায় আসি। ভিড় নেই। যার কাজ দেখাতে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে জুলিয়া তার নাম বলে : কার্পাচ্চো। ছায়াচ্ছন্নতায় আমার চোখ অভ্যস্ত হয়ে

BanglaBook.org

গেছে। কিন্তু বিস্ময়ে আমার মুখ হা হয়ে যায়। দেয়ালের গায়ে কালো কাঠের কাজের ওপর তৈলচিত্রগুলো দেখে আমি শিহরিত হই, এমন চমকপ্রদ কাজ আমি আর দেখিনি কোনও দিন। প্রথম তৈলচিত্রটার সামনে আমরা দাঁড়াই এক সঙ্গে : সেন্ট জর্জ আক্রমণ করেছেন একটা ড্রাগনকে, বর্শার অগ্রভাগ ভেদ করে গেছে ড্রাগনটার মুখ ও খুলি। চার পাশে বিস্তৃত উদ্ভিদহীন উষর পতিত ভূমি। তা পূর্ণ হয়ে আছে বিরক্তিকর সব বস্তুতে— সাপ, ব্যাঙ, গিরগিটি, খণ্ডিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হাড়, খুলি, মৃতদেহ। একটা মানুষের উপরের দেহাংশ, সেন্ট জর্জের মতোই দেখতে অনেকটা, ড্রাগনের একটা শিকার হয়ে থাকতে পারে সে। একজন পরিচারিকা, নিচের দিক থেকে অর্ধেক খাওয়া, এখনও তাকিয়ে আছে অদৃশ্যের দিকে। সমস্ত কিছুই অসম্ভব রকমের অদ্ভুত; তা সত্ত্বেও এই ভয়াবহ উষর ভূমি থেকে বহু পিছনে রয়েছে একটা আশ্চর্য সুন্দর এলাকা : জাহাজ, পানি, লম্বা গাছ সন্নিহিত বাড়িঘরের একটা দৃশ্য।

আমরা দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো দেখতে থাকি একটার পর একটা, কথা বলি না, পরস্পরের মধ্যে একটা ছবির ব্যবধান রেখে। আমি গাইডবুকের পথ ধরে চলি। নিঃশেষিত ড্রাগন বিজয়ীর তরবারির শেষ আঘাত নেমে আসার অপেক্ষা করছে; একটা ছোট লাল টিয়ে অবশ চোখে তাকিয়ে আছে তৈলচিত্রের বাইরে আর ছোট একটা গাছের পাতা খুঁটছে; একটা গির্জায় এক শিশুর ভূত তাড়ানো হচ্ছে; অন্য দেয়ালের বেদীতে কোমলমতি সেন্ট জেরোম ঘুরে বেড়াচ্ছেন তার চেয়েও কোমল সিংহ নিয়ে, তা দেখে ভীত মঠবাসী সাধুরা বাদুড়ের মতো পালাচ্ছে ক্যানভাসের বাইরে; জেরোমের মৃত্যুর সময় আবার দেখা যাচ্ছে ছোট লাল টিয়ের আবির্ভাব; এবং তারপর, সমস্ত কিছুর মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর, তার মৃত্যুর খবর পৌঁছাচ্ছে সেন্ট অগাস্টিনের কাছে, তিনি তখন তার পড়ার ঘরে, সেটা শান্ত, সমৃদ্ধ, বইয়ের সারি সাজানো থরে থরে, খোলা মিউজিকে শোভিত, তিনি বসে আছেন তার শাদা রঙের কুকুরটা নিয়ে, এর চেয়ে নিখুঁত বা আরও প্রয়োজনীয় আর কিছু নেই এই কক্ষে, অথবা ভেনিসে, অথবা জগতে।

তার কাছে একটা ছোট কুকুর খোলা মিউজিক বইয়ের চেয়ে বেশি লক্ষণীয় নয় তা, সেটা বিবৃত করে যে ভিত্তোরে কার্পাচ্চো তাকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এ কি সম্ভব? যিনি ড্রাগন সৃষ্টি করেছেন তিনি তোমাকেও সৃষ্টি করেছেন? তোমার ওস্তাদের হাতে কলম, তার মুখে জ্ঞানের আলো, পুরো মেঝে জুড়ে পড়ন্ত ছায়া, তুমি ছাড়া শূন্য, হে মহিমান্বিত কুকুর। তোমার নাক কেমন আর্দ্র, তোমার চোখ কেমন উজ্জ্বল আর মনোযোগী। তোমাকে ছাড়া এই তৈলচিত্র অকল্পনীয়। খ্রিস্টও তার যথাযোগ্য স্থান থেকে উধাও হয়ে যেতে পারেন, তাকে কেউ মিস করবে না।

হঠাৎ করে শোনা যায় ফরাসি ভাষার কথা বার্তা। হলুদ রঙের ক্যাপ পরা এক দল ফরাসি স্কুল বালক এসব তৈলচিত্র নিয়ে আলোচনা করছে একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। তারা বেঞ্চিতে, চার দিকে দৃষ্টিপাত করে, নির্দিষ্ট দৃশ্যের কাছে ভিড় জমায়। 'Chretien ... une bete feroce... jeune fille...' আমার মনের কানে শুনতে পাই, 'Fou.' 'Non, soul.' 'Non, fou.' 'Non, soul.' আমি উত্তেজনা অনুভব করি, কিন্তু শান্ত হয়ে যাই। আমরা ডান দিকে দাঁড়াই। জুলিয়া আমার হাত ধরে রেখেছে। একটা প্রশ্নের উত্তরে ছোট্ট একটা ছেলে লাজুক ভঙ্গিতে বলে, 'Le chien sait.' সে ঠিকই বলেছে, কুকুরটা জানে, যদিও লাল টিয়েটার মতো করে জানাতে পারছে না, ওটার গতিবিধি সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। নিজের জ্ঞান নিয়ে কুকুরটা শান্ত। তার আস্থা আছে সমস্ত বিষয়ে, এবং তার মর্যাদা ও আত্মত্যাগ নিয়ে।

BanglaBook.org

আমরা উপরতলায় গেলাম, সেখানে অন্য কেউ ছিলো না। আমি ওকে চুমু খাই। ও আমাকে চুমু খায় প্রেমাস্পদতা আর পরিত্যক্ততা সহকারে। জানলার পাশে একটা বেঞ্চ। একটা কবুতর ডাকছে, বাতাসে দুলছে লাল পর্দা, আর ক্যানালের ওপর দিয়ে ভেসে আসছে কাজকর্মের শব্দ : একটা প্লাস্টার করা দেয়াল থেকে তারা ইট বের করছে। আমরা— আসি, আসলে— সিঁড়িতে কেউ এলে শুনতে পাবো। আমরা লম্বা সময় ধরে চুমু খাই। আমি বেঞ্চের ওপর বসি, ও আমার সঙ্গে লেপ্টে থাকে, আমি ওর দেহের ওপর হাতের স্পর্শ দিই, এবং পোশাকের ভিতরেও।

আমিও ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কথা বলি, যা করতে এক সময় আমার ভালো লাগতো, তবে ও শুনতে পাচ্ছে না তা জানি।

'ওহ খোদা—' ও বলে। 'এক্ষুনি থামো! এক্ষুনি!'

কেউ সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে শুনতে পাই। আমরা স্প্রিঙের মতো ছিটকে আলাদা হয়ে যাই এবং নিজেদের মগ্ন করে ফেলি গাইডবুকে আর সিলিঙের প্যানেলে যেখানে বিভিন্ন পবিত্র মূর্তি তাদের পবিত্র কাজ করতে উদ্যত।

একজন বুড়ো মানুষ শক্তভাবে ধীরগতিতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে, শীতল চোখে আমাদের জরিপ করে, তারপর একটিও কথা না বলে আবার নিচে নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে। যদিও তার পক্ষে জানা সম্ভব নয় আমরা কী করছিলাম, তবু ভড়কে দেয়ার জন্য এই যথেষ্ট।

নিচের তলায়, আমরা শেষবারের মতো তৈলচিত্রগুলো দেখি। এখন জায়গাটা দর্শনার্থীতে ভর্তি, অন্তত শ' খানেক স্কুলবালক কিচির-মিচির করছে যা নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য।

আমরা একটা পাশের কক্ষে ঢুকি, এখানে আছে পানপাত্র, ধর্মানুষ্ঠানের পোশাক, তিনটে ম্যাডোনা ও শিশু, এবং নীল-শাদা একটা ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন— যেটার ফোকাস উপরতলায় শূন্য বেঞ্চটার ওপর যেখানে এক মিনিট আগে আমরা বসে ছিলাম।

'এখান থেকে বেরিয়ে যাই চলো,' জুলিয়া বলে, তার মুখ আতংকে পূর্ণ, লজ্জায় গাল দুটো লাল। বুড়োটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

আমরা দ্রুত স্থান ত্যাগ করি, সেতু পার হই, আর অলিগলির জটলায় ঢুকে পড়ি। তখন জুলিয়া বলে, 'এটা ভয়ংকর, ভয়ংকর)'

'এখন, জুলিয়া—'

'এটা এমন রুচিহীন—'

'দেখ, একটা বুড়ো মানুষ শুধু নিজের কাজ করছে, এই তো।'

'আমি এই সমস্ত ব্যাপারে অসুস্থ হয়ে পড়েছি—' ও কাঁদতে লাগলো।

'জুলিয়া, প্লিজ, প্লিজ কেঁদো না।'

'ওহ, মাইকেল—'

আমি ওকে নিজের মধ্যে ধরে রাখি, আশংকা করেছিলাম ও আপত্তি করবে, কিন্তু করলো না।

'তুমি কেন আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে?— এটা চলতে পারে না— আমি এটা ঘৃণা করি— আর এখন কিপ্রিয়ানি— জেমস সেখানে ছিলো একবার—'

আমরা হেঁটে রিভায় আসি।

BanglaBook.org

'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?' যে লঞ্চটা তাকে হোটেলে নিয়ে যাবে সেটাতে ওঠার আগে সে বলে।

'বেদনাদায়ক।'

'আমি ওই রকমই ভেবেছিলাম।'

'আসলে তা নয়। তোমাকে সব সময়ের মতোই সুন্দর দেখাচ্ছে,' আমি বলি, এক গোছা বেরিয়ে থাকা চুল গুঁজে দিই ওর কানের পিছনে। 'আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো তিন-তিরিশে, অপেক্ষা করবো তোমার জন্য। অতোটা মন খারাপ করো না। আমরা দুজনেই পীড়িত, ব্যস।'

কিন্তু কথাটা বেদনাদায়ক ভাবে কমিয়ে বলা হলো। আমি জানি এটা আরও বেশি। অসমাপ্ত কিছু রয়েছে। জলাশয় থেকে পানি কেটে এগিয়ে আসে ছোট বাদামি রঙের বোট। বিশাল শাদা একটা জাহাজ আসে দৃষ্টিপথে। পরিষ্কার নীল আকাশ, ব্যস্ত নীল লেগুন। যা ঘটেছে তা মন থেকে সরিয়ে দিতে আমার স্মৃতিতে ছবিটা আঁকতে চেষ্টা করি, প্রতিটা খুটিনাটি বিবরণ গেঁথে নিই মনে : ক্রুজ-শিপ, কার ফেরি, ওয়াটার-ট্যাক্সি, পুলিশ লঞ্চ, গন্ডোলা, এক জোড়া ভাপোরেত্তো, বার্জের মতো একটা ছোট বোট। কিন্তু এতে কাজ হবে না; এই ভাবনা কখনও ভাষা হয়ে ফুটবে না। জুলিয়াকে ছাড়া নিজেকে কল্পনা করার চেষ্টা করি আমি। আমি ঘুরে দাঁড়াই, পিয়াজ্জোর দিকে এগোই, তারপর সংকীর্ণ স্ট্রিটে পড়ি।

পাশের একটা ক্যানালের ওপর ছোট একটা সেতু, সেখানে আমি দাঁড়াই, এবং একটা অবতরণ-মঞ্চ দেখি। ওটার নীল খুটিগুলোর মাথা সোনালি। অপেরা হাউসে যাওয়ার জলতোরণ দেখা যাচ্ছে। কালো দেয়ালের গায়ে গ্রাফিটি, 'Ti amo, patrizia.' এই হলো সেই ফিনিক্স পাখি যাকে আরও একবার পুড়িয়ে ভস্ম করা হয়েছে, কিন্তু এবার আর সেই ভস্ম থেকে সে উঠে আসতে পারেনি। এতোটা বোকার মতো, এতোটা চকিতে এবং এতোটা সংক্ষিপ্ত সময়ে যা হারিয়ে গেছে, নিশ্চিতভাবেই তা জীবনে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে আরও একবার।

৬.১০

আমি একটা ছোট নীল রঙের পোর্সেলিনের ব্যাঙ দেখতে পাই, জুলিয়ার জন্য সেটা কিনি। তিনটা তিরিশে আমাদের দেখা হয় যেখানে বিদায় নিয়েছিলাম সেই জায়গায়। জুলিয়াকে আরও বেশি চুপচাপ মনে হয়। আমরা মুরানো দ্বীপে যাই। সেখানে আমরা বিরক্তিকর খুবানি আইস-ক্রিম খেলাম আর একটা দোকানে গেলাম যেটা কাঁচের বীভৎস জিনিসপত্রে পূর্ণ। জুলিয়া আমাকে বলে যে হামকে বলা হয় মর্বিল্লো। আমি ওকে লুকের জন্য একটা ইনভিক্তা ব্যাকপ্যাক কেনার পরামর্শ দিলাম। তারপর, বিমর্ষতার মধ্যে, জুলিয়া আমাকে জানায় যে তার বন্ধু বলেছে আমি তার অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে পারবো জুলিয়া চলে যাওয়ার পরও— আর জুলিয়া চলে যাবে আগামী মঙ্গলবার।

'মঙ্গলবার?' আমি বলি, আমার মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে যায়। 'এতো তাড়াতাড়ি কেন?'

আমার কোনও কথাই তাকে বিরত করতে পারবে না। এবং এখন সে বলছে এই সন্ধ্যার কনসার্টেও সে আসতে পারবে না। কেন পারবে না? আমি জিজ্ঞেস করি।

BanglaBook.org

পালাজ্জোর কারণে? কোয়ার্টেটের অন্য সদস্যদের কারণে? সে মাথা নাড়ে— উত্তর বের করা মুশকিল। একটা ফ্যাক্স করতে হবে তার, ফেরার পথে সেটা করতে হবে। একটু তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাবে সে।

নিষ্ঠুরের মতো, আমি তাকে বলি ভেনিসের শব্দের কথা, আর এখন তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, যদি কিছুই বলে না সে। আমি সুন্দরভাবে তার বিবরণ দিই। কেমন করে সে মঙ্গলবারে আমাকে ছেড়ে যাবে? কেমন করে? কেমন করে? আমরা কি শুধু চারটে পূর্ণ দিন এখানে এক সঙ্গে কাটাবো? আর আজ তো মাত্র দ্বিতীয় দিন।

কনসার্টের সময় আমার হাত প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো ফিঙ্গারবোর্ডের ওপর নড়াচড়া করে। হেইডন ও মেন্ডেলসন যথাসময়ে সম্পন্ন হয়। হাততালি দিয়ে শ্রোতারা অভিনন্দন জানায়। এনকোর হিসেবে আমরা ভের্দি কোয়ার্টেটের একটা আলোড়ন পরিবেশন করি, মিসেস ওয়েসেন আগেই এ জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ইল কন্তে ত্রাদোনিকো এবং তার কন্তেস্সা সহ-আপ্যায়নকারীর ভূমিকা পালন করেন। প্রত্যেকের প্রতি তারা মনোযোগ দেন কোনও বাছ-বিচার না করে। কউন্টের এক তিক্ত ভাই ভাস্কর্য শিল্পী। অভ্যাগতদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছিলো। তার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই, কিন্তু হঠাৎ থেমে যাই। জুদেচ্ছা পানশালায় যে কুটনা-কথা শুনেছিলাম তার সঙ্গে এখানকার পরিবেশের কোনও সম্পর্ক দেখতে পাই না।

পনেরো বছরের তেরেসা আমাদের উদ্দেশ্যে মৃদু হাসে, বিশেষ করে তার প্রিয় বিলির উদ্দেশ্যে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে, সুতরাং ছোট সেতু পার হয়ে বাগানে আসে না কেউ। প্রসেক্কো আর কানাপে পরিবেশন করা হয় কামরায়। মিসেস ওয়েসেন উচ্ছ্বসিত। পরিচিত নয় কেউ, এটা একটা স্বস্তির বিষয়। ম্যাগিওয়ের কারও সঙ্গে আমার বেশি কথা হয় না; ভেনিসে আমাদের আরও দুটো কনসার্ট আছে, সেগুলোর রিহার্সালের সময় নিয়েও আলাপ করি না। আমি শান্ত'এলেনার উদ্দেশ্যে স্থান ত্যাগ করি।

আমি খুব বেশি প্রসেক্কো পান করেছি; সে আমার চামড়ায় এর গন্ধ পাবে কোনও সন্দেহ নেই। ভাপোরেত্তোর পথে আমি একটা পানশালায় থামি এবং আরও খানিকটা পান করি— এবার কড়া গ্রাপ্পা। এর মধ্যে মাঝরাত পেরিয়ে গেছে।

শাটারের ফাঁক দিয়ে কোনও আলো আসতে দেখা যায় না ভিতর থেকে। আমি অ্যাপার্টমেন্টে শব্দ করতে পারি, কিন্তু আলো জ্বালাতে পারবো না, কারণ সে ঘুমাচ্ছে, এবং তার স্বপ্ন থেমে যেতে পারে। আমি জামা-কাপড় ছেড়ে তার পাশে শুয়ে পড়ি। রাত গভীর হয়, অজান্তেই পরস্পরকে আঁকড়ে ধরি আমরা। ওই ভাবেই ঘুম থেকে জাগি।

৬.১১

ঘড়ির অ্যালার্ম বাজে। প্রথমবারই শুনতে পাই। তার মানে আমার তেমন ঘুম হয়নি।

আমি ঘড়ির জ্বলজ্বলে সংখ্যাগুলো দেখি, তাতে ফুটে আছে ০৫:০০।

সে এখনও ঘুমাচ্ছে। কিন্তু সে যদি অ্যালার্ম সেট করে থাকে, তাহলে নিশ্চয় এই সময়ে ঘুম থেকে উঠতে চায়।

আমি নম্রভাবে ওকে জাগাই, চুমু খাই ওর চোখের পাতায়। ও একটু আপত্তি করে। আমি ওর পায়ে হালকাভাবে সুড়সুড়ি দিই।

BanglaBook.org

'আমাকে ঘুমাতে দাও,' সে বলে।

আমি আলো জ্বালাই। সে চোখ খোলে।

'তুমি জানো কয়টা বাজে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'না— ওহ, আমি এমন ঘুমিয়েছি।'

'তুমি পাঁচটার জন্য অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছো কেন?'

'ওহ, হ্যাঁ'— সে হাই তোলে— 'আমরা প্রত্যুষ মিস করি তা চাইনি বলে।'

'প্রত্যুষ?' আমি বোকার মতো বলি। 'আমার মনে হয় হ্যাংওভার হয়েছে।'

'কিছু গরম কাপড় চাপাও, মাইকেল।'

'কেন?'

'ভাপোরেত্তোয় করে সান মার্কো, স্থল পথে ফন্দামেন্তে নুওভে, এবং ছয়টার নৌকায় তোর্চেল্লো।'

'ওহ না।'

'ওহ হ্যাঁ।'

'ছয়টার নৌকা?'

'ছয়টার।'

'কফি প্রথমে তাহলে। আমি চড়িয়ে দিচ্ছি। কফি ছাড়া আমি নড়াচড়া করতে পারবো না।'

'আমরা প্রত্যুষ মিস করে ফেলতে পারি।'

'প্রত্যুষ কয়টার সময়?'

'আমি নিশ্চিত নই।'

'ঠিক আছে, একটা সন্দেহজনক বিষয়ের বিপরীতে একটা নিশ্চিত বিষয়ের পরিমাপ করা যাক, আর এক কাপ কফি পান করা যাক।' আমি বলি, কিন্তু তাকে ভীষণ নিরাশ দেখায়।

পাইন বনে বাতাস বইছে শন শন করে। আকাশ বিশাল, এখানে-ওখানে সোনালি ছোয়া। অবতরণের মঞ্চে পাখিরা সমাবেশ করছে। ওটা ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ করছে আর দুলছে। কোনও কিছু এগিয়ে আসার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে; একটা জলযান, প্রায় খালি, যেহেতু আজ রবিবার সকাল, এবং সময় বড় জোর ৫:৩০।

বিস্তৃত লেগুনের ওপর ঝলমল করছে সোনালি আলো; ইঞ্জিনের শব্দ উঠছে-নামছে। আমরা শিগগিরই সান মার্কোয় পৌঁছে যাই।

'এবং এখন?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'এখন আমরা পিয়াজ্জা অতিক্রম করবো, আর এর শূন্যতা উপভোগ করবো।'

'পিয়াজ্জা অতিক্রম। শূন্যতা সেভার।'

পিয়াজ্জায় অসংখ্য কবুতর আর ঝাঁটা হাতে একটা লোক ছাড়া আর কেউ নেই। আমি এটা সেভার করি সর্বোত্তমভাবে।

কবুতরগুলোর সঙ্গে যোগ দেয় একটা ধূসর বেড়াল; হানা দেয়ার কোনও উদ্যোগ নেয় না ওটা, আর কবুতরগুলোর মধ্যেও সতর্কতার চিহ্ন দেখা যায় না।

'তুমি ব্যবহার করে চলেছো এই লেবুগন্ধী পারফিউমটা কী? জিনিসটা দারুণ সুন্দর।'

BanglaBook.org

'এটা লেগুগন্ধী নয়, মাইকেল,' জুলিয়া বিরক্তির সঙ্গে বলে। 'পুষ্পগন্ধী। আর এটা ঠিক পারফিউম নয়। কেবল একটা অ ডি টয়লেট।'

'দুঃখিত, দুঃখিত, দুঃখিত। যাকগে, এটা জাঁকাল। প্রায় ঠিক তোমার মতোই জাঁকাল।

'ওহ, মুখ বন্ধ রাখো, মাইকেল, নইলে আমি তোমাকে জাঁকাল বলে ডাকতে শুরু করবো।'

'কবুতরগুলোর সামনে, বলছো? বটে, আমি নই?'

'হ্যাঁ। যদি তুমি পছন্দ করো।'

'তুমি আসলে যা বুঝাতে চাও, তাহলো, চুপ থাকো।'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি গুনগুন করতে পারি?'

'হ্যাঁ।'

এক জাপানি দম্পতি, যারাও আমাদের মতো পাগল, বাইরে ঘুরতে বেরিয়েছে। তারাকলোনেড থেকে আবির্ভূত হয়, এবং মেয়েটা ঝাড় দারকে বুঝিয়ে রাজি করায় তার ঝাড়ু নিয়ে ফটো তোলার জন্য। লোকটা ওর হাতে ঝাড় হস্তান্তর করে। পিছনে সান মার্কো আর সামনে কবুতর নিয়ে ছবি তোলে সে।

'প্রত্যুষ কোথায়?' আমি জিজ্ঞেস করি। আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে।

'এই সেই মেঘমালা। আমরা দেখতে পাবো ভাবিনি।' জুলিয়া বিষণ্ন কণ্ঠে বলে।

আমি এখনও ঈষৎ মাতাল। আমরা এগিয়ে চলি। এক বা দুইবার এমন সব গলির মধ্যে পড়ে যাই যেগুলো ক্যানালে গিয়ে শেষ হয়েছে। বেকারির একটা ছেলে কোনও জায়গা থেকে উদয় হয় একটা ট্রে নিয়ে, এক লোক একটা সংবাদপত্র স্ট্যান্ড খুলছে, বিশাল উন্মুক্ত স্কয়ারে পাখা মেলে নেমে আসে কবুতর। এ ব্রোঞ্জের অশ্বারোহী তার নিদ্রাহীন উচ্চতা থেকে আমাদের জরিপ করে। আমরা ফন্দামেন্তে নুওভেতে পৌঁছে দেখি আমাদের বোটটা চলে যাচ্ছে।

'বেশ দেরি হয়ে গেছে,' আমি বলি। 'এবং এখন?'

'এখন আমরা আকাশ উপভোগ করবো,' জুলিয়া পরামর্শ দেয়।

'ঠিক।'

আমরা একটা সেতু বরাবর হাঁটি, আর সেতুটার ওপর দাঁড়াই, উত্তর দিকে তাকাই সেই দ্বীপটাকে দেখার জন্য যেটা খুবানি আইসক্রিমের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে। আমাদের জলযানটা চলে যাচ্ছে ওটার গতিপথে।

'তুমি যদি ওই রকম মন্থন না হতে...' জুলিয়া শুরু করে।

'তুমি যদি অতোগুলো ভুল বাঁক না নিতে...' আমি উল্লেখ করি।

'তুমি ম্যাপ-রিডার বলে ধারণা করা হয়েছিলো'

'এবং তুমিই সেই ব্যক্তি যে অভিজ্ঞতা থেকে রুটটা চেনে বলে দাবি করেছিলো।'

'আচ্ছা, তুমি অবশ্যই স্বীকার করবে এটা সুন্দর।'

আমি স্বীকার করি। কবরখানার দ্বীপের ওপর আকাশ উন্মুক্ত হয়ে যায় নিষ্প্রভ সোনালি রঙে আর মুরানোর ওপর পরিষ্কার গোলাপি আভা খেলে যায়। কিন্তু পরের জলযানটা আসবে এক ঘণ্টারও বেশি সময় পর। এখানে সেতুর ওপর বেশ ঠাণ্ডা, আবার

BanglaBook.org

তোর্চেল্লো স্টপে বসার পক্ষেও জায়গাটা বেশি নির্জন, তাই আমরা এমন একটা জায়গায় বসি যেখানে অন্তত মানুষের কিছু যাতায়াত আছে। গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক শব্দ করে একটা জলযান সেখানে ভিড়তেই। বাদামি পোশাক পরা একজন যাজক নেমে আসে আর নীল শার্ট পরা কয়েকজন মজুর ওঠে জলযানটিতে। বিপরীত দিকের দোকানটা খোলে, আমরা সেখান থেকে আরও কিছু কফি পান করি। এরপর পাশের একটা পানশালায় ঢুকি যেটা এইমাত্র খুলেছে, আর আমি গ্রাপ্পা পান করি।

জুলিয়া নিজের মন্তব্য নিজের মধ্যেই রাখে। পরের জলযানটা ছেড়ে যাওয়ার দুই মিনিট আগে, আমি আরেকটা গ্রাপ্পার অর্ডার দিই।

'কুকুরের লোম,' আমি বলি।

'বিরক্তিকর কথা বলো না,' জুলিয়া বলে।

'আমাকে উপভোগ করতে দাও। আমি দেরিতে অনেক কিছু উপভোগ করছি।'

'মাইকেল, তোমাকে ছাড়াই আমি চলে যাবো।'

'ট্রেনের কথা মনে আছে? প্লেনের কথা? তুমি ওগুলো ধরেছিলে, তাই না, কিন্তু মাত্র ধরেছিলে।'

সে আমার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকায়, কাউন্টার থেকে গ্রাপ্পা ছোঁ মেরে তুলে নেয়, নিজেই ঢকঢক করে পান করে, এবং আমাকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যায় জলযানের দিকে।

৬.১২

লেগুনে কাঠখণ্ডের বান্ডিল এককেটা লেনের চিহ্ন সৃষ্টি করেছে অ্যাসপ্যারাগাসের আঁটির মতো। মৃতদের দ্বীপে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে সাইপ্রেস গাছগুলো। ধূসর পানির ওপর ভাসছে ফেনা। আমি ফিরে তাকাই ভেনিসের সবুজ-কালো প্রান্তসীমার দিকে। রবিবার শুরু হয়ে গেছে এরই মধ্যে।

একটা বাতিঘরের মিনার, অনেক উঁচু ও শাদা। আমরা কারখানার ভাঙা জানলাগুলোর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাই, তারপর আবার একটা নিচু লেগুনে পড়ি, প্রায় অবয়বহীন।

আমার বাম দিকে বিমানবন্দর। ওই বিমানটা কতো ছোট; আর দুই দিনের ভিতর ওখানে জুলিয়া পৌঁছাবে, আকাশে আরও ছোট; এবং ওর ঠোঁট, ওর চোখ, ওর হাত, ওর পা, ওর বুক, ওর আত্মা, ওর কাঁধ, ওর চুল, ওর পায়ের আঙুল, ওর কণ্ঠস্বর, ওর সমস্ত কিছু দ্রুতগতিতে দূরে চলে যাবে। আর হোল্ডের মধ্যে থাকবে পোর্সেলিনের নীল ব্যাঙ, যেটা ওকে আমার দেয়া হয়নি এখনও।

এখন কি ভাটা? লেগুনের পানি নেমে যাওয়ায় কিনারায় বেরিয়ে পড়েছে ভেজা কাদামাটি, সেখানে বসে আছে জলচর পাখি গাল। দেখ : একটা মানুষ ওই কাদার মধ্যে একটা খুঁটি আর শাদা রঙের কিছু একটা দিয়ে কী যেন করছে, বাম দিকে। অমন প্রবল চেষ্টার সঙ্গে কী করছে সে? আমাদের অতো জানার দরকার আছে? এখন দ্বীপগুলোর মধ্যে একটা সংকীর্ণ পথ দিয়ে এগোচ্ছে আমাদের জলযান। এবার আমরা পৌঁছে গেছি।

অন্য সব যাত্রী মাৎসোর্বোয় নেমে গেছে। সুতরাং আমরা দুজন সকাল আটটায় তোর্চেল্লোয় কী করবো? দুটো লাল রঙের বেঞ্চিতে বসে আছে ধূসর রঙের দুটো বেড়াল, গায়ে বাঘের মতো ডোরাকাটা দাগ

BanglaBook.org

ক্যানালের পাশ দিয়ে আমরা হাঁটি, পানির রঙ ঘোলাটে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। মিষ্টি পাখির গান, দূরে শোনা যায় মোরগের ডাক, একটা ইঞ্জিনের ঘরঘর। আমরা হেরিংবোন ইটের পথ দিয়ে হেঁটে যাই। উইইইইই-উইইইইই-উইইইইই-উইইইইই-উইইইইই-চাক-চাক-চাক-চাক। কোনও শব্দই শুনতে পায় না জুলিয়া। কিন্তু সে দেখতে পায় আঙ্গুর ও ডুমুর, পপি, একটা সরাইখানার সামনে গাঢ় লাল রঙের গোলাপ। সে দেখতে পায় একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে, লেজ খাড়া, দৃষ্টি ক্রুদ্ধ। ভালো খাবার খাওয়া বেশ মোটাসোটা ওহে তিন-পেয়ে কুকুর, তোমার তর্জনগর্জনের দরকারটা কী? তুমি গন্ধ শুঁকবে, আমাদের পাশে পাশে দৌড়াবে, তুমি উঠবে ডেভিল'স ব্রিজে। আচ্ছা, রুপালি-শ্বেত পাতাযুক্ত এই বৃক্ষগুলো কি চমৎকার। তোমরা নিজেদের পীড়িত করো না। আমরা শান্তি ভঙ্গ করবো না। চাক-চাক-চাক। উইইইইই।

ছোট সান্ত ফস্কায় শান্তি। জুলিয়া হাঁটু গেঁড়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে নীরবে। কালো পোশাক পরা মোটা গোছের এক যাজকের চুল নেমে এসেছে ভুরু পর্যন্ত। এক বৃদ্ধ সহকারি ধরে রেখেছে কমলার থলি। বাক্সগুলো থেকে থলিটার মধ্যে চালান করে দেয়া হচ্ছে এ সপ্তাহের খয়রাত, একটার পর একটা। টাকা, টাকা, অতিব সুমিষ্ট লিরা : ধাতব মুদ্রাগুলো পড়ছে বৃষ্টির মতো, তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে বাদ্যের আওয়াজ। আর খোলা দরোজা দিয়ে ঢুকে পড়া দূরবর্তী পাখির গান ও ইঞ্জিনের ঘরঘর শব্দও মিশে যাচ্ছে এর সঙ্গে।

যাজক কাশি দেয়, মাম্মোনের সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে, তার পিঠ খ্রিস্টের দিকে। স্ট্যান্ডের ওপর কাঠের কালেকশন বক্স। অস্থির, আমি উঠে পড়ি। বেদীর বাম দিকে মেরি, ক্ষুদ্রকায় বৈদ্যুতিক বাল্ব যুক্ত বারো-তারকা খচিত মুকুটশোভিত, তার কোলে হাতের ওপর তার শিশু। সে একজন ভালো শিশু, সে ভান করে হাসে না অন্যদের মতো, সে জানে তারাই জগতের আলো। ডান দিকে এক লোক হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে পরম করুণাময় ও দয়ালু খোদার সামনে; তার হাতুড়ি ও অন্যান্য কেজো যন্ত্রপাতি পড়ে আছে পাশে, মাথা উপরমুখো করে রাখায় তার থুৎনি দেখা যাচ্ছে, সে প্রার্থনার ভঙ্গিতে দুই হাত তুলে আছে।

জুলিয়া দুটো মোমবাতি জ্বালায়, এবং আমার দিকে তাকায়। আমি এক সেকেন্ড ইতস্তত করি, তারপর নিজেও একটা জ্বালাই।

আমরা বাইরে এসে হাঁটি, রোদের ভিতর, এবং কিছুক্ষণ পর ক্যাথেড্রালে।

৬.১৩

খোদার বিশাল গোলাবাড়িতে আত্মা ওজন করা হয়েছে। শয়তানের কোলে বসে আছে নকল খ্রিস্ট, অশিষ্ট ও শান্ত। দেয়াল ভেদ করে এসে ছাদ ফুঁড়ে গেছে বিশাল আলোকরশ্মি। নীল পোশাকাবৃত মহিমান্বিত রানী বুকের মধ্যে ধরে রেখেছেন তার বুদ্ধিদীপ্ত অবয়বের শিশুকে।

কিয়ামতের দিনটার চিন বাঁধাই করা হয়েছে সোনা দিয়ে। বন্য জানোয়ারেরা শিঙ্গার আওয়াজ শুনতে পেয়ে যাদের ভক্ষণ করেছিলো তাদের উগরে দেয়। মৃতেরা কাফনের কাপড় খুলে উঠে দাঁড়ায়।

Banglabook.org

কালো এলাকাগুলোয় মাথার খুলি ছিদ্র করে কীটের দল।

যারা রক্ষা পেয়েছে তারা উঠে দাঁড়ায় এবং খোদার মহিমা কীর্তন করে। এই তাদের ধৈর্যের ফল।

জুলিয়া আরও একবার হাঁটু গেড়ে বসে। ঘণ্টা বাজে। যাজক এবং তার ছোট দল, এই বিপুল হলে তারা দশজনের বেশি হবে না, স্তুতী গীত শুরু করে। ওহে গোলাকার ধর্ম-যাজক, তোমার এই বিলাপ থামাও, চড়া আর খাদে গান গেও না : এর না আছে সুর না আছে তাল, আমার কানে কর্কশ শোনাচ্ছে।

আমার একঘেয়ে আর ক্লান্ত লাগে। আমি এমন করি যেন চলে যাবো। জুলিয়া তা বুঝবে না। আমি ঘণ্টা-ব্যাপী গণপ্রার্থনার ভিতর বসে থাকি, কিন্তু আমি এখানে নেই।

রুটি আর মদিরা আশীর্বাদপুষ্ট। প্রথমে নিশ্চিত হতে পারে না, পরে নিশ্চিত হয়ে জুলিয়া তা গ্রহণ করে। এবং তারপর, সকল প্রশংসা খোদার, চলে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

কিন্তু এখন আমি তার দিকে তাকিয়ে তার পরমানন্দিত ভাবাবেশ দেখতে পাই। ওহ, এইভাবে চালিত হওয়া, এই লক্ষ্য অনুভব করা, অবশেষে এও ভালো। আমিও হাঁটু গেঁড়ে বসেছিলাম, কিন্তু এটা বা ওটার উদ্দেশ্যে নয়। সে যেমন আবিষ্ট হয়েছিলো, আমি তেমন হইনি। এই জায়গা ছেড়ে আমরা চলে যাওয়ার পর আমি তাকে কী বলবো অথবা সে আমাকে?

৬.১৪

আমরা গাদাগাদা জিনিসপত্রের মধ্যে আবির্ভূত হই : শীতল পানীয়, ঝালরযুক্ত টেবিলক্লথ, ছোট ছোট গয়না ও আববাব; মুরানোর কাচের জিনিস। জনশূন্য জায়গাটা এক ঘণ্টার মধ্যে হাটুরে জনারণ্যে পরিণত হবে। আমি কয়েকটা ছবিযুক্ত পোস্টকার্ড কিনি। বিদেশ থেকে পৃথকভাবে পাঠানো পোস্টকার্ড পেতে বাবা ও জোয়ান ফুফু ভালো লাগবে। একটু অপরাধ বোধ করলাম এই ভেবে যে, ভিয়েনা থেকে তাদের জন্য কিছুই পাঠাইনি।

আমরা চলে আসি অসংখ্য প্রণালীযুক্ত ও লবণাক্ত বাতাসময় জলাভূমির দিকে। একটা কোকিল গাইছে তৃতীয় কর্ডেম বার বার। ধর্মযাজক যখন একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর বক্তৃতা দিচ্ছিলো, সেই সময় বাইরে নিশ্চয় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ঝরছিলো; মাঠ-প্রান্তর ভেজা-ভেজা হয়ে আছে। পথের পাশে জন্মেছে বুনো ওট আর বার্লি। পথটা গিয়ে শেষ হয়েছে লেবু-সবুজ জলায়। সেখানে পানির কিনারায় জড়ো হয়েছে বাতিল প্লাস্টিকের বোতল, পেট্রল ক্যান, স্টাইরোফোমের ভাঙা বাবরন।

পাঁচ মিনিট বা তারও বেশি সময় সে কথা বলে না। আমার খুতি থেকে পোর্সেলিনের ব্যাঙটা বের করে তাকে দিই। ম্যাডোনার মোজাইক আলখেল্লার ল্যাপিসের মতো নীল ওটা।

'এটা খুবই সুন্দর।'

'তাই না?'

'গির্জায় শান্ত আর ধৈর্যশীল থাকার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।'

BanglaBook.org

'ধন্যবাদের কি আছে,' আমি খানিকটা কাচু-মাচু করে বলি। 'আচ্ছা, আমার উপহার কোথায়?'

'আমি ওটা বাড়িতে রেখে এসেছি— মানে, অ্যাপার্টমেন্টে। ওটা এখন তৈরি। গতরাতে ওটার ওপর কাজ করেছি। এখানে ওটার মোড়ক খুললে ভিজে যেতো।'

'তুমি এতো তাড়াতাড়ি ভেনিস থেকে চলে যাচ্ছো কেন?'

'আমাকে যেতে হবে। সেটাকে কঠিন করে তুলো না। প্লিজ, জিজ্ঞেস করো না কেন।'

'আগামীকাল আমার অন্তত এক ঘণ্টা প্র্যাকটিস আছে। তারপর একটা রিহার্সাল। সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে।'

'শুধু আমরা দুজন যদি থাকতাম,' সে বলে।

'তুমি লন্ডনে ফিরে যাচ্ছো, না ভিয়েনায়?'

'লন্ডনে।'

'আর... এই সবকিছু শেষ হয়ে যাবে?'

'মাইকেল, আমি এখানে তোমার সঙ্গে সুখী। তুমি আমার সঙ্গে। এ কথা সত্যি নয়? এখানে যে আদৌ আমরা একসঙ্গে থাকতে পেরেছি, এ তো অলৌকিক ঘটনা। এই কি যথেষ্ট নয়?'

আমি একটু নীরব থাকি এবং তার কথা আত্মস্থ করি। হ্যাঁ, সত্যি, কিন্তু না, যথেষ্ট নয়।

৬.১৫

আমরা পালাজ্জো ত্রাদোনিকোর বাগানে ঝরনার কাছে একটা পাথরের বেঞ্চির ওপর বসে আছি। সোমবারের সকাল শেষে দিকে। সূর্য উজ্জ্বল। এক গাছের নিচে ছায়ার মধ্যে আছি আমরা, গাছটার নাম আমার জানা নেই, চকচকে পাতা আর সৌরভযুক্ত ছোট ছোট শাদা ফুল। আমার কোলের ওপর একটা বই। প্রস্তুতকারকের কার্ডটা পড়ে গেছে ওটার ভিতর থেকে। আমি সেটা তুলে নিই : নাম, টেলিফোন নম্বর, সান মার্কোর সংখ্যাভুক্ত ঠিকানা, রাস্তার নাম : কাল্লে দেল্লা মান্দোলা।

'মান্দোলা' মানে কী?' আমি জিজ্ঞেস করি কার্ডটার দিকে তাকিয়ে।

'ম্যান্ডোলিন,' জুলিয়া বলে। 'নাকি অ্যালমোন্ড? না, ম্যান্ডোলিন।'

'ওহ, সত্যি?'

'ওহ, সত্যি?' সে মৃদু হেসে বলে। 'তুমি শুধু এটুকুই বলতে পারো?'

'আমি কিছুই বলতে পারি না,' আমি। 'আমি সত্যিই পারি না। আমাকে এতো সুন্দর কিছু কেউ কখনও দেয়নি। এমন কি তুমিও।'

একটা হাতে তৈরি বই। এখানে আমাদের প্রথম দিন একটা দফতরিখানার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখান থেকে পেয়েছি। প্রাচীন মিউজিক কপি-বুকের মতো, যতোটা উপর-নিচে তার চেয়ে বেশি চওড়া ডানে-বামে। মলাটের ফলকা মার্বল ধূসর। ভিতরে আছে একশোটিরও বেশি ভারি কাগজের পৃষ্ঠা। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আছে আটটা করে পাঁচ পঙ্‌ক্তির অমিত্রাক্ষর গানের স্তবক। প্রথম কয়েকটা পৃষ্ঠা থেকে সে নিজের হাতে কপি করে দিয়েছে 'আর্ট অফ ফিউগের' প্রথম আশিটার মতো বার।

BanglaBook.org

একটা নোটেও কাটাকুটি হয়নি কিংবা শাদা লিকুইড দিয়ে মোছা হয়নি, আমি যতো দূর বলতে পারি। এতে নিশ্চয় তার কয়েক ঘণ্টা সময় লেগেছে। তবু পৃষ্ঠাগুলোয় সে শ্রম বোঝা যায় না।

ওপরে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা : Das Grosse Notenbuch des Michael Holme.

প্রথম পৃষ্ঠায় জুলিয়া লিখেছে : 'প্রিয় মাইকেল, আমাকে এখানে আসতে উদ্বুদ্ধ করায়, এবং এই কটা দিনের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। ভালোবাসা, জুলিয়া।'

আমি ওর কাঁধে মাথা রাখি। ও আমার কপালে এবং চুলের ভিতর হাত বুলিয়ে দেয়। 'তোমার ভিতরে যাওয়া উচিত। এখন প্রায় এগারোটা।'

'তুমি আমার জন্য এটা বাজাবে? রিহার্সালের আগে আমাদের হাতে আরও কয়েক মিনিট সময় আছে।'

'না। কীভাবে বাজাবো?'

'আমার মনে আছে ভিয়েনায় তুমি এর কিছুটা বাজিয়েছিলে, অনেক বছর আগে।'

'সে আমার নিজের জন্য। তুমি আমার ওপর চড়ে বসেছো!' সে বলে।

'আচ্ছা?'

'আমি এইসব দ্রুত পড়তে পারি না, মাইকেল। তোমার স্কোরও তুমি সঙ্গে আনোনি, তাই না? এতে আছে একটা পিয়ানো ট্রান্সক্রিপশন।'

'না। অ্যাপার্টমেন্টে আছে। যদি জানতাম...'

'আচ্ছা, আমার ওজোর ওটাই।'

'কিছুটা হয়তো এখনও তোমার আঙুলে রয়ে গেছে?'

সে দীর্ঘ শ্বাস ফেলে। এবং হাল ছেড়ে দেয়।

আমরা সেতু পেরিয়ে মিউজিক রুমে আসি। আমার উপহার রেখে দিই পিয়ানোর ওপর আর পাশে দাঁড়িয়ে থাকি পৃষ্ঠা ওল্টানোর জন্য। সে বসে, একজোড়া বারের জন্য বেস লাইন বাজায়, তারপর তুলে নেয় সপ্রানো ও ভিতরের অংশগুলো। সে চোখ বন্ধ করে, আর নিজের হাত ও মন দিয়ে স্মরণ করার চেষ্টা করে। থেকে থেকে তার আঙুল থেমে যায়; সে চোখ খোলে, আরেকটু মনে করে, এবং বাজানো অব্যাহত রাখে। সে যেমন বাজাচ্ছে তা স্বর্গোপম। শেষ পর্যন্ত সে প্রায় মাঝখানে হাতের সঞ্চালন থামিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কোনওখানে ওটা, কিন্তু কোথায়?'

'তুমি সত্যিই চমৎকার বাজাচ্ছো।'

'ওহ না, ওহ না; আমি জানি।'

'আমি জানি না।'

'উইগমোর হলে তোমার বাজানো শোনার পর সেই রাতে এই ফিউগ বাজিয়েছিলাম। আমার মনে পড়া উচিত ছিলো।'

'বেশ, তাহলে, লন্ডনেই হবে?'

সে ইতস্তত করে। ওই শব্দ কি তার খুব বেশি স্থির জীবনে অস্থিরতা সৃষ্টি করবে? সে মৃদু কণ্ঠে বলে, 'আমি জানি না, মাইকেল।'

'হয়তো?'

'হ্যাঁ, হয়তো।'

'কথা দাও, জুলিয়া। আমার উপহারের দ্বিতীয়ার্ধ।'

BanglaBook.org

'আমি কথা দিতে পারবো না। এটা এমন এক পৃথক... পরিস্থিতি। আমি এমন কি এও জানি না যে ওখানে এটা আমি বাজাতে চাইবো কি না।'

'তুমি আমার কাছ থেকে পাঁচটা দিন নিয়ে নিয়েছো, জুলিয়া। তুমি পারবে না এটা আমাকে দিতে?'

'ঠিক আছে,' সে অবশেষে বলে, 'কিন্তু এটা সেই জিনিস নয় যা তুমি ছাড়া আর কারও জন্য বাজাবো।'

৬.১৬

সে পিয়ানোর ওপর থেকে আমার বইটা তুলে নেয় এবং বাগানে ফিরে যায়।

কয়েক মিনিট পর হেলেন, পিয়ার্স ও বিলি প্রবেশ করে এবং আমরা সুর ধরি। আগামীকাল স্কুওলা গ্রান্দে দি সান রক্কোয় যে কনসার্ট হবে তার জন্য আমরা রিহার্সাল করছি। জুলিয়ার বিমান উড়াল দেবে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে; তাকে এমন কি বিমানবন্দরে সি অফও করতে পারবো না।

আমরা যেগুলো বাজাচ্ছি তার মধ্যে একটা হলো ব্রামস সি মাইনর যেটা আমরা কয়েক মাস আগে এক অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেছিলাম। আগের চেয়ে এবার আমার বাজানো ভালো হচ্ছিলো, কারণ আমি তেমন পরোয়া করছিলাম না। ফলে আগের মতো হতাশার মধ্যে জট পাকিয়ে যাচ্ছিলো না। যাই হোক, আমার মনটা পড়ে আছে ছোট রিওর ওপাশে বাগানটায়। অন্যরা যদি আমার অনুপস্থিতি বুঝেও থাকে, তারা কিছু বলে না তা নিয়ে।

প্রত্যাশার চেয়ে আগেই বিরতি দেয়া হয় রিহার্সালে। আমি বাগানে পদচারণা করি। জুলিয়া নিশ্চয় বিথরে চলে গেছে। গাছের নিচে পাতা বেঞ্চির ওপর পড়ে আছে বইটা। কাছেই মাটির ওপর রাখা তার ব্যাগটা।

আমি লক্ষ করি এক টুকরো কাগজ বের হয়ে আছে পৃষ্ঠাগুলোর ভিতর থেকে। সেটা বের করে দেখি। তার স্বামীকে লেখা ফ্যাক্স। এটা ব্যক্তিগত বিষয়, কিন্তু আমার নির্লজ্জ চোখ বাধা মানে না, তার সম্পর্কে সবকিছু জানতে চায়, সহজ-সাবলীল তার হাতের লেখায় আটকে যায় আমার চোখ।

প্রিয় জিম্বো,

আমি ভয়ানকভাবে তোমার অভাব বোধ করছি— তোমাদের দুজনেরই। তোমাকে আবার দেখার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে আছি। জেনি তোমাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। সে দিনের অধিকাংশ সময় ঘরেই ব্যস্ত থাকে, সুতরাং আমাদের অধিকাংশ সময় এক সঙ্গে কাটানো হয় না। ওর জন্য এটা কঠিন; ওর বাচ্চাদের হাম ওঠার কথা বলেছি মনে হয়। বাচ্চারা ওকে চোখের আড়াল হতে দেয় না ওর মতে, বাচ্চারা স্বাভাবিকভাবে সময় কাটিয়ে দেয় মারামারি করে। কিন্তু এখন তারা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। ঘটনাক্রমে, তাদের হাম সংক্রামক পর্যায়ে পৌছায়নি, সুতরাং আমার দুই হ্যানসেন পুরুষ সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমাকে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে না।

BanglaBook.org

ভেনিসে আমার সময়টা অত্যন্ত চমৎকার কাটালাম। এখানে এসেছিলাম বলে ভীষণ ভালো লাগছে। ভিয়েনা খুব বেশি হট্টোগোলপূর্ণ হয়ে উঠেছে, এবং আমি যদি মারিয়ার সঙ্গে কার্নটেনে যেতাম, সঙ্গে থাকতো তার স্বামী ও বাচ্চা, তাহলে আমার অবস্থা হতো শোচনীয়।

আমার এই অবকাশটুকু প্রয়োজন ছিলো। এখন ভীষণ তরতাজা লাগছে নিজেকে। আমি প্রতিদিন কয়েক মাইল হাঁটি। কিন্তু আমি তোমাদের দুজনের অভাব অনুভব করি এবং আরও এক সপ্তাহ তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকার কথা ভাবতে পারি না, সে জন্যই তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি। সে দিন জেনি আর আমি দুপুরের খাবার খেয়েছি কিপ্রিয়ানিতে, এবং তখন বারবার তোমার কথা ভেবেছি, ওখানে আছো আমাকে ছাড়া এবং আমার কথা ভাবছো। লুককে বলো ওর কাছ থেকে এতো দিন এতো দূরে থাকার অন্যায় যদি ক্ষমা করে, তাহলে দুটো সারপ্রাইজ পাবে সে, একটা ছোট একটা বড়ো, ভেনিসের, সেই সঙ্গে তার ওমার কাছ থেকে একটা উপহার। আমার পুচকে বেটিন ভালুককে বিপুল আদর।

আলিতালিয়ার ফ্লাইটে আগামীকাল (মঙ্গলবার) আমি ফিরে আসবো। হিথ্রোয় বিমান অবতরণ করবে সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটে। আমি তোমাকে খুঁজবো, কিন্তু প্লিজ, ডার্লিং, তোমার যদি কাজ থাকে বা কোনও কিছু তাহলে বিমানবন্দরে আসতে হবে না। আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেবো। বেশি মালপত্র নেই আমার সঙ্গে।

আমি তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি আর সারাক্ষণ তোমার কথা ভাবি। আশা করি অতিরিক্ত খাটুনি খাটছো না। তোমাকে ফোন করতে না পারাটা খুব কষ্টকর। আমার সবচেয়ে ভয়াবহ আশংকা হচ্ছে যে, তোমার কণ্ঠস্বর আমি আর শুনতে পাবো না।

অনেক ভালোবাসা,
জুলিয়া

আমি শাদা, সুরভিত ফুলের একটা তোড়া ভাঙি। আমি অসুস্থ বোধ করি। আমার মনে হয় আমি যেন একটা চোর, একটা ঘরে চুরি করতে ঢুকে দেখি সেখানে রয়েছে আমার কাছ থেকেই চুরি হয়ে যাওয়া সব জিনিসপত্র।

বাগানের ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত সিংহ যেন হাই তুলে বলছে, 'বটে, তুমি কী আশা করেছিলে?'

একটা কালো রঙের কার্প মাছ ঝরনার পানিতে ভাসা একটা কমলালেবুতে ঠোকর দেয়, এবং লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরতে থাকে।

আমি সেতু পার হই। ভিতরের কোনও জায়গা থেকে ভেসে আসে দ্রুত উচ্চারণে ইতালিয়ান ভাষায় বলা তেরেসার প্রফুল্ল কথা, তারপর জুলিয়ার কণ্ঠস্বর, অনেকটা দ্বিধাজনিত। আমি 'ওয়েসেন,' 'বিলি,' 'লন্দ্রা' শব্দগুলো বুঝতে পারি। আমি ভীষণ অসুস্থ বোধ করি।

আমরা রিহার্সাল চালিয়ে যাই আবার। যেমন বাবে হওয়া উচিত সব সেভাবেই হয়। আমাদের মানসমৃদ্ধ অনুষ্ঠানগুলোর মতোই হবে আগামী কালকের অনুষ্ঠান।

৬.১৭

'তোমার কী হয়েছে?' সে বলে। সে বিছানার পাশের বাতি জ্বালিয়েছে আর আমাকে দেখছে,শংকিত ও বিহ্বল।

আমি আগে তাকে কামড় দিয়েছি কোমলভাবে, তার ঘাড়ের পাশে, তার কাঁধে, তার বাহুতে, তার বোঁটায় যা থেকে বেরিয়ে আসে তার দেহের পাগল-করা সৌরভ, আমি

BanglaBook.org

জানি না কীভাবে— হয়তো এটা আমার প্রতি ভার্জিনিয়ের অদ্ভুত আচরণগত উত্তরাধিকার— কিন্তু আজ রাতে আমার কামনার তিক্ততায় কী ঘটেছে আমি জানি না। আমার এ অনুভূতিই জাগে না যে তার সঙ্গে দৈহিকভাবে মিলিত হচ্ছি— আমি আসলে নিজের মধ্যে ছিলাম না।

'তুমি পাগল হয়ে গেছো,' সে বলে। 'দেখ সব জায়গায় দাগ বসিয়ে দিয়েছো।'

'বেচারা জিম্বো : ভাবছি হিথ্রোয় তোমাকে নিতে এসে ওগুলো দেখে সে কী বলবে। তোমার কি মনে হয় সে বেনিটন ভালুকটাকেও সঙ্গে আনবে, নাকি তার বেডটাইমের জন্য থাকবে?'

আমার দাঁতের মতোই নৃশংস হয়ে ওঠে আমার জিভ। সে আমার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে এবং কেঁদে ফেলে চিৎকার করে— ক্রোধ, আঘাত, অবিশ্বাস আর অবমাননার এক ভয়ংকর আওয়াজ— তারপর দুই হাত আর চুল দিয়ে মুখ ঢাকে। আমি তাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করি। সে ঝটকা মেরে আমার হাত সরিয়ে দেয়।

সে প্রায় প্রচণ্ড ক্রোধের সঙ্গে কাঁদতে আরম্ভ করে। আমি তাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করি, কিন্তু সে আমার হাত সরিয়ে দেয় ঝাঁকুনি দিয়ে। আমি কিছু বলার চেষ্টা করি, কিন্তু সে আমার কথাগুলো দেখতে পাবে না।

সে আকস্মিকভাবে বাতি নিভিয়ে দেয়, অন্ধকারে শুয়ে পড়ে, কোনও কথা বলে না। আমি তার হাত ধরার চেষ্টা করি; সে ঠেলে দেয়। আমি তার গালে চুমু খাই, তার ঠোঁটের প্রান্তে। আমি তার চোখের পানির স্বাদ পাই জিভে। ধীরে ধীরে সে স্থির হয়। আবার আমি তার হাত ধরি, দুঃখ প্রকাশের সংকেত দিতে। পাঁচটার মধ্যে দুটো অক্ষর সে বোঝে এবং আবার হাত সরিয়ে নেয়।

অদ্ভুতভাবে সে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ে, এবং আমি পরিত্যাক্ত হই নিদ্রাহীন, তাকে এবং যার জন্য সে ব্যকুল তার সেই জগৎটাকে নিয়ে তিক্ত, এবং আমার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত।

আমি জেগে উঠে দেখি সে ঘুমের মধ্যে দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে, কিন্তু আমি অনুভব করি না যে আমাকে ক্ষমা করা হয়েছে। দাগগুলো দেখা যাচ্ছে ওর কাঁধে। ওগুলো হলুদ হয়ে যাবে এবং আরও কয়েক দিন থাকবে। কথার মাধ্যমে ওগুলো মুছে ফেলা যাবে কীভাবে?

৬.১৮

জগতের সমাপ্তির দিকে হেঁটে যাওয়া, একাকী; প্রকৃত ক্রুশ যে খুঁজে পেয়েছিলো সেই একজনের আশ্রম। তারপর ভূমিকম্পের দিনে নগরতে জন্ম নেয় দুর্বল আজকরা যাদের লেখা ছড়িয়ে পড়েছিলো চারদিকে, তারা খাঁজকাটা দেয়ালের লাইব্রেরিতে আসে হাতে হাত ধরে। সেখানে তারা শুয়ে থাকে যতক্ষণ না মুকুটশোভিত ফেরেশতা আর কবুতরের অশ্রুত ভাবাবেশ জেগে ওঠে। যদি আমরা ডলফিন হতাম তাহলে আমরা বাজাতে পারতাম কিছু? আমাদের যদি চারটে হাত থাকতো তাহলে কি বাখের মন আরও প্রশাখা বিস্তার করতো? বিপরীত প্রান্তে আমাদের বুড়ো আঙুলগুলো বিরোধিতাযোগ্য হোক। আমাদের দাঁত উপড়ে ফেলা হোক, তিমির মতো আমাদেরও টাকরার হাড় গজাক, যাতে আমাদের প্ল্যাঙ্কটন প্রেম জন্মাতে পারে, যাতে আমরা পানির মধ্যে ঝাঁপাতে এবং খেলা করতে পারি।

BanglaBook.org

দুঃখ আর অনুতাপ, দুঃখ আর অনুতাপ, ভ্রান্ত হৃদয় ভেঙে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়। সেগুলো চিৎকার করে কাঁদে আকাশ পানে, সেখানে নিশ্চয় সে আছে ৬ডি ফ্লাইটে, দৃশ্যের বাইরে, শূন্যের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে সশব্দে। সে কি অবতরণ করবে, অবতরণ করেছে, অবতরণ করতে পারবে, এবং তার সমস্ত কাগজ জরিপ করা হবে? এইসব কি তার জন্মদাগ? তার চোখ কি সোনালি, তার চুল নীল? সে অ্যাপার্টমেন্টে ধূসর বসিয়ে গেছে। সে die Liebe লিখে গেছে আমার নোটবুকে। লিডো থেকে আহ্বান জানায় কাম্পারি, এবং আমি ট্রুট গাই। উপর থেকে আসা আলো পতিত হয় লাল রঙের স্তম্ভগুলোর ওপর, সঙ্গীতের সুর ভেসে যায়।

সিনোরা মারিয়ানি তার কাগজে যা ইচ্ছা তৈরি করতে পারে। ত্রাদোনিকো কাউন্টি থেকে যেতে পারে কুঞ্জবনে। ধোঁয়াটে কেল নিজেকে ঝুলিয়ে রাখুক মঙ্গলগুহের ওপর, এবং বিটোফেনের কবরে অনুতাপ করুক ইউকো। রচডেলের জমিদার ক্যানায় পরিণত করুক তার কফিনটাকে এবং জলভ্রমণে বেরিয়ে পড় ক। মারিয়ার চেলোর বাক্সে একটা হ্যাডক মাছের বালিশে ঘুমাক সা-সা। মিসেস ওয়েসেন এক হাজার বছর বেঁচে থাকুক। ইসোবেল তার কোঁচকানে কপাল সমান করুক। বেচারা ভার্জিনিয়েকে যেন আর কাঁদতে না হয়। কিছু যেন আর চলে যেতে না আসে, না হলে এইসব দিন আমি পার করবো কেমন করে?

আমরা এখানে এই অন্ধকার স্কুলে বাজাই, তবু লোকজন হাততালি দেয়। আমরা ওখানে একটা ভিলায় বাজাই যেটা নিরেট ইতালির চিহ্ন বহন করে, রোদের তাপে উষ্ণ এর গোলাপ, দেয়ালঘেরা একটা মাঠে মরে যাচ্ছে এর আইরিস। সেখানে আছে বিশাল দুটো শাদা কুকুর, মেরু ভালুকের মতো। চেরি পেকে গেছে। আমি কুঞ্জবনের ভিতর হাঁটি। গাছ থেকে পেড়ে চেরিতে কামড় দিই।

আমার উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছি। একটা নৌকার ওপর আমি একটা কুকুর দেখেছি, যেটা ছিলো কার্পাচ্চোর কুকুরটারই বাস্তব রূপ। আমি ওটাকে দেখি, ওটা ছিলো ছোট, শাদা ও বিশ্বাসী, এবং চলমান ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সচেতন। ওটা বুঝতে পেরেছিলো মহিলার মুক্তার মূল্য, পরিমাপ করতে পেরেছিলো বালিকার অনুতাপ। নৌকার অগ্রভাগে সুন্দর কুকুরটা ছিলো একটা রত্ন। আমার হাত কি তখন থেমে গিয়েছিলো, নাকি পরে? প্রত্যেক পশু-ই পরবর্তী সময়ে বেদনার্ত হয়, কিন্তু কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে সামান্যই।

দেখ কেমন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এবং কালো লেগুনের ওপর ঝড় বইছে। দীক্ষাবারিতে আমাদের এজমালি জাল ফেলা হয়েছিলো, যদিও আমরা পালিয়ে গেছি। পিয়ার্স, হেলেন, বিলি, অ্যালেক্স, মাইকেল, জেন, জন, কেড্রিক, পেরেগ্রিন, অ্যান, রড, টড, চ্যাড, জেমস, সের্গেই, ইউকো, উলফ, রেবেকা, পিয়ের : কোন জাহাজের ক্যাটালগ ও বীজ পূর্ণ করতে এই বাহিনী, এই খামার, এই সসেজ-স্কিন? এই সারি পথ আওয়াজে পূর্ণ। ওই গোলাপি-শাদা দেয়ালের পিছনে একটা তাক টানা হচ্ছে কপিকল দিয়ে। একটা যুদ্ধ-জাহাজ যাচ্ছে এবং একটা চড় ই চিৎকার করছে। উপচে পড়া সবুজ পানি, একটা শিশুর বেলুন, তামার ঘণ্টা। সে এসব পাঠ করে আমার ঠোঁটে : তার নিজের ঠোঁট পাণ্ডুর হয়ে যায়।

অংশ ৭

৭.১

'লন্ডনে ফেরায় স্বাগতম, স্বাগতম, স্বাগতম, স্বাগতম। আমি শুনেছি অনুষ্ঠান বিপুল সফল হয়েছে,' এরিকা বলে। 'অভিনন্দন, অভিনন্দন, দরুণ করেছো! লোথার এ নিয়ে প্রশংসায় পাগল।'

'লোথার সেখানে যায়নি,' আমি জবাব দিই, কানের কাছ থেকে রিসিভারটা একটুখানি দূরে সরিয়ে নিই।

'আমি জানি,' এরিকা বলে, সামান্য দমে যাওয়া গলায়। 'সে ছিলো স্ট্রাসবুর্গে— দুঃখিত, স্যালজবুর্গে— গাধা আমি!'

'সুগার ক্লাবে লাঞ্চ, এরিকা?'

'না, না, না, কী বলতে কী। আশা করি পিয়ার্স কিছু মনে করেনি। এ ধরনের ব্যাপারে ও মাঝে মাঝে মুখের চেহারা খারাপ করে ফেলে। ও মনে করে কারও সেখানে থাকতে হবে, হাত নাচাবে, খোশ আলাপ করছে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে, আর এইসব। কিন্তু তোমাদের অনুষ্ঠান নিয়ে চমৎকার লেখালেখি হয়েছে। সুতরাং তার আনন্দিত হওয়া উচিত। আমার ইচ্ছা করেছিলো ওখানে গিয়ে তোমাদের সবার ছোট ছোট হাতগুলো চেপে ধরি, বিশেষ করে ওই বিরতির সময়, কিন্তু হলো না। আগামীবার!'

'ওটার কথা তোমাকে কে বলেছে?'

'কোনটার কথা?'

'বিরতির কথা।'

'কেউ না, কেউ না, আমি এই এমনি এখান-ওখান থেকে শুনেছি। ছোট্ট পাখি, দ্রাক্ষালতা...ভয়ানক নাটকীয়, আমি বলবো। কখনও কখনও এতে অবিশ্বাস্য কাজ হয় বাজানোর ক্ষেত্রে, সব অ্যাড্রেনালিন ভাসতে থাকে— মানে বইতে থাকে।'

'ব্যাপারটা কতোদূর পর্যন্ত গেছে?'

'বেশি নয়। প্রকৃতপক্ষে লোথার বিষয়টা জেনেছে Musikverein-এর ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে। তাকে জানানো প্রয়োজন মনে করেছিলো তারা; আর লোথার নিজেই স্বেচ্ছাধীনে কাজ করার মূর্তি— আর সে জন্যই পিয়ার্সের সঙ্গে তার ঝামেলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, entre nous, আমি পিয়ার্সের ব্যাপারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি— আর সেও আমার ব্যাপারে ক্লান্ত বলে শুনেছি। কথাটা কি ঠিক?' এরিকার কণ্ঠস্বর হঠাৎ খুব সতর্ক শোনায়।

'তুমি কী বলতে চাইছো?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'শোনো, তোমার জুলিয়া, তুমি জানো। বলা অথবা না বলা। লোথার বলেনি, অথবা সে বলতে পারেনি, আর তাতেই পিয়ার্সের মনে হয়েছে এটা বিশ্বাস ভঙ্গ। বেচারা

BanglaBook.org

মেয়েটা খুঁটির মতো বধির, নিশ্চয় আমাদের জানার কথা, এমন ব্যাপার। পিয়ার্স কেমন সেটা তুমি জানো। তুমি কি মনে করো সে আমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করছে?'

'না, আমি তা মনে করি না, এরিকা। তুমি অত্যন্ত বিস্ময়কর এক ম্যানেজার। তোমার মনে এ ভাবনা এলো কীভাবে?'

'এজেন্ট। আমি শুধুই এজেন্ট। এর বেশি কিছু নই। তো, বেশ সাম্প্রতিক। ওহ, আচ্ছা, আমি কেবল বাফন শোনাচ্ছি সবাইকে,' এরিকা বলে শিল্পহীন ভাবে— নাকি শৈল্পিক? 'পিয়ার্স সুখী নয়। কখনও সুখী ছিলোও না। আমি শুনেছি সে ভিয়েনায় বজ্জাতি করেছিলো। তুমি ভালো ছিলে?'

'ভালো বলতে কী বোঝাচ্ছো?'

'শোনো, তুমি আগে সংজ্ঞা নিরূপণ করো, কৌশলী বালক, তারপর প্রশ্নটার উত্তর দাও।'

'না, তুমি সংজ্ঞা নিরূপণ করো... প্রসঙ্গত, জুলিয়া খুঁটির মতো বধির নয়।'

'না, না, অবশ্যই না, অবশ্যই না, কিন্তু আরও ভালো হতে পারতো। লোথারের এটা চেপে রাখার চেষ্টা করা উচিত হয়নি। ওই বিষণ্ন হাসির পিছনে কী লুকিয়ে আছে? মেয়েটা পরীর মতো বাজায়, কিন্তু একটা নোটও শুনতে পায় না... সঠিকভাবে দল গড়লে তোমরা পূর্ণ করে দিতে পারতে অ্যালবার্ট হল।'

'খোদার দোহাই, এরিকা! কী এটা— বার্নাম অ্যান্ড বেইলি?'

কিন্তু এরিকার ভাবনা আরও এগিয়ে গেছে। 'তোমাদের ওটাই সবচেয়ে কঠিন বিষয় : তোমরা কীভাবে উন্নীত করবে একটা কোয়ার্টেট? কে এই কোয়ার্টেট? এর আসল ব্যক্তিত্ব কী? চারটে অবয়বহীন অবয়ব। এখন, আমি যদি তোমাদের ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত করতে পারতাম, স্পাইস গার্লসের মতো, তাহলে অকল্পনীয় সম্ভাবতা ছিলো...'

'সত্যিই, এরিকা!'

'ওহ, মাইকেল, এমন রসকষহীন আচরণ করো না তো। আমি কেবল আরও কিছু বেকন ঘরে নিয়ে আসার উপায় নিয়ে ভাবছি— কথা এই! ইসোবেল, তুমি জানো, ভয়ানক চালাক এই ব্যাপারে। কিন্তু সাঙ্গীতিকভাবে সে রুচীবাগিশ বলে এসব থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। আচ্ছা, এখন আমার তাড়া আছে।'

'বিকেলের ঘুম?'

'হাহ! আর তুমি কী করছো?'

'ভায়োলা অনুশীলন করছি। এতোকাল পর আবার এতে আমার আঙুল অভ্যস্ত করছি।'

'ওহে, সেয়ানা... শিগগির তোমার সঙ্গে দেখা হবে বলে আশা করি... ভালো থাকো... আর পিয়ার্স যদি নোংরা কথা বলে তাহলে আমার জন্য লড়াই করো... অনেক ভালোবাসা... বা-ইইই!' এরিকা বলে, তাড়াতাড়ি ফোন নামিয়ে রাখে।

BanglaBook.org

৭.২

ভেনিসে আমাদের শেষ দিনটার কথা আবার আমি স্মরণ করি, জুলিয়ার ও আমার।

আমার ছিলো রিহার্সাল, তার ছিলো বিমান ধরার ব্যাপার। আমরা পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বের আশংকা করছিলাম। আগেভাগেই এক অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিলাম। সে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলো, আমার চোখে যাতে চোখ না পড়ে সেই চেষ্টা করছিলো।

আমার কৃতকর্মটা ছিলো ক্ষমার অযোগ্য— কিন্তু ক্ষমাশীল মেজাজে ছিলাম না আমিও।

আমাকে বইটা দেয়ার আগের রাতে আমরা দৈহিকভাবে মিলিত হয়েছিলাম, আমার চেয়ে তার আগ্রহই ছিলো বেশি। তা সত্ত্বেও, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে, ওই রকম একটা চিঠি অপর মানুষটাকে : হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার স্বামী, হ্যাঁ।

'তুমি ওই চিঠি কীভাবে পড়লে? লুকের কথা কীভাবে তুমি বলতে পারলে? আমি ভেবেছিলাম, আমরা চালিত হয়েছি ভিন্ন স্তরে।'

এ কথা কেন? আমি কি একটা ফর্ক-লিফট?

'আমি ওকে ঘৃণা করি না। আমি তোমাকে ঘৃণা করি না। আমার কৃতকর্মের জন্য আমি দুঃখিত।'

সে আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকায় যেন আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। 'আমাকে কোথাও লুকাতে হবে আর জেমসকে মিথ্যা কথা বলতে হবে। তাকে বলতে হবে আমি কারও কাছে বেড়াতে এসেছি বা কিছু করছি। আমি তোমাকে আর একেবারেই বুঝতে পারছি না— আগে যদি বুঝেও থাকি। তোমার দুঃখ প্রকাশের অর্থ কী? আমি এমন কি লুকের সামনেও আসতে পারবো না।'

'আমিও তোমাকে আর বুঝতে পারছি না— আগে যদি বুঝেও থাকি। কেন তুমি আমাকে তোমার বাড়িতে ডেকেছিলে তোমার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে? কেন তুমি আমার সঙ্গে বাজাচ্ছো? আমি এখনও হতবাক। আমাদের মধ্যকার সবকিছুই যদি মিথ্যা হয়ে থাকে, তাহলে কেন তুমি এখানে এসেছো আমার সঙ্গে?'

অতীতের ঘটনা নিয়ে শুরু হয় ময়না তদন্ত। তাহলে কি সমস্যাটা ছিলো ত্রিমুখী? ব্যাপারটা শুধু শিক্ষক ও ছাত্রের ইচ্ছার লড়াই ছিলো না? বিষণ্নতা আমাকে প্রাপঞ্চিক করে তুলেছিলো। আমি বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেছিলাম, এমন কি তার কাছ থেকেও। কার্লের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক শুরু হয়েছিলো প্রায় প্রেমের মতো। 'এই পর্যায়ে আমি কাউকেই গ্রহণ করতে পারি না,' জুলিয়া আমাকে বলে— কিন্তু আমি কি তা বলতে পারতাম এবং বেশি কিছু নয়? এই তরুণী মহিলাটি কি আমাকে হীনতর করে ফেলেছে বলে আমি অনুভব করেছিলাম, আমার অজ্ঞতার সঘৃণ ছায়া? 'আমি ভেবেছিলাম, আমরা চালিত হয়েছি ভিন্ন স্তরে।' যা সে ভুলবশত দান হিসেবে বিবেচনা করেছিলো— করছে— তা আমার কখনও জোটেনি।

BanglaBook.org

এবং এখন সে আমাকে বলে যা সে পড়েনি, 'তোমার পাঠানো চিঠিগুলো ভিয়েনায় ছিলো, একটা বাক্সের মধ্যে। গত সপ্তাহে ওগুলো আমি পেয়েছি। বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। আমার বাবাকে চিঠিগুলো পাঠাতে নিষেধ করছিলাম। আমি জানতাম না ওগুলো সে জমিয়ে রেখেছে— যাই হোক, ওগুলো ওখানে তার অন্য কাগজপত্রের সঙ্গেই ছিলো। আমি পুরনো পুতুল আর অন্যান্য জিনিসের ভিতর ওগুলো খুঁজে পেয়েছিলাম। আমি চিঠিগুলো পড়িনি— কেমন করে পড়বো? ওগুলোর মধ্যে শুধু যে তুমিই ছিলে তা তো নয়। আমি স্মৃতিগুলো নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েছিলাম, হয়তো আবার জেগে উঠতে পারে, দশ-বছর-পুরনো ভাবনাগুলো আমাদের কাছে শুধুই অর্ধ সত্য।'

'সে জন্যই কি তুমি আমার সঙ্গে ভেনিসে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে?'

'আমি জানি না— এতো সব ঘটনা ঘটছিলো— হ্যাঁ, সম্ভবত— আংশিকভাবে।'

'তাহলে চিঠিগুলো পড়েছিলে।'

'না, পড়িনি— একটা পড়তে শুরু করেছিলাম। ওটা খুলেছিলাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কিন্তু পড়া চালিয়ে যেতে পারিনি। ছুঁয়ো না।'

এই অ্যাপার্টমেন্টে আর কেউ নেই। তার কাঁধে আমার হাত রেখেছি এবং কয়েক সেকেন্ড সে রাখতে দেয়। আমার হাতের তালু তার কাঁধের ওপর স্থির থাকে, আঙুল নড়াচড়া করে না। সে আমার বিষণ্নতা ও দুঃখ পড়তে পারে।

'মাইকেল, আমাকে চিঠি লিখো না,' সে বল।

'তুমি আমাকে ফোন করবে— অথবা ফ্যাক্স করবে— অথবা আসবে?

'আমি জানি না। হয়তো। হ্যাঁ, সময় মতো। এখন আমাকে নিজের মতো থাকতে দাও।' কিন্তু এ কথায় আমি শুনতে পাই তার বার কণ্ঠস্বর : একটা ছোট্ট মিথ্যা, তাকে বিযুক্ত করতে পারে সহজেই।

সে একটা ফ্যাক্স পাঠাতে বাইরে যায়। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসে। আমি তার মালপত্র নিয়ে যাই স্টপ পর্যন্ত। সে আমাকে ফিরে যেতে বলে। আমি প্রত্যাখ্যান করি। আমরা সেখানে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকি তাকে লিডোতে নিয়ে যাওয়ার বোটটা না আসা পর্যন্ত, ওখান থেকে সরাসরি বিমানবন্দরে চলে যাবে সে। তড়িঘড়ি করে সে বোটে উঠে পড়ে। বিদায়কালীন কোনও চুম্বন নয়, এমন কি অশোভন আচরণ লুকানোরও প্রয়াস নেই।

আমি রিহার্সালে আসি। সান্ত'এলেনার ওই অ্যাপার্টমেন্টেই আমি থাকি। আমি বই পড়ি, হাঁটি, আর দৈনন্দিন কাজ সবই করি। তোমার জীবন যখন আর তোমার নিজের হাতে থাকে না তখন কি এই ঘটে?

হ্যাঁ, যেখান থেকে এসেছি সেখানেই আমাকে যেতে হবে। কিন্তু অধিক শক্তির কাছে আমিও একটা বিষয়— সঙ্গীতের কাছে, আর সহশিল্পীদের কাছে, একজনের জীবনের কাছে যে আমাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছে। এমন কি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও, আমি কি এখন তাকে সেবা করতে পারি? কখনও কখনও আমার আঙুল তার বইয়ের ওপর নড়াচড়া করে যেন এক অজানা গঠনের ব্রেইন ছুঁয়ে আছে। এই লন্ডনেও এটা এক রক্ষাকবচ যা আমাকে শান্ত রাখে তার জন্য আমার এই প্রতীক্ষার সপ্তাহগুলোয়।

BanglaBook.org

৭.৩

ধূসর মার্বেল রঙের মলাটযুক্ত তার এই বই থেকে, যেটা আমার কুঠরিতে মিউজিক স্ট্যান্ডের ওপর মেলে রাখা আছে, আমি প্রথম কন্ট্রাপাংটাস বাজাই, কিন্তু এবার বেহালায়। এটা লেখা হয়েছে অ্যাল্টো ক্লেফে, সুতরাং পড়া সহজ।

আমরা বুঝেছি যে 'আর্ট অফ ফিউগ' নিয়ে আমাদের কাজের জন্য প্রয়োজন হবে দুটো নয়, তিনটে ভায়োলা। হেলেনের যা নিয়মিত বাদ্যযন্ত্র। বিশেষ বড় ভায়োলা, নিচুতে বাঁধা তার। আর আমার জন্য একটা, সেটা আমি বাজাবো যেখানে আমার অংশটা পড়েছে বেহালার কম্পাসের নিচে।

এই কারণেই হেলেনের নিয়মিত ভায়োলাটা ধার নিতে পারছি না, তাছাড়াও যেহেতু ঘরে আমার অনুশীলন করা প্রয়োজন।

যেটা বাজাচ্ছি সেই ভায়োলাটা আমি ধার নিয়েছি এক ডিলারের কাছ থেকে। এতো বছর পর আবারও এমন বড় একটা বাদ্যযন্ত্র বাজানোর মধ্যে দারুণ আনন্দ আছে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম— ঠিক ভুলে গিয়েছিলাম বলা যাবে না, বরং অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম— যে জড়তা ভাঙা কতখানি জরুরি।

আমাদের প্রকল্পের জটিলতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছি আমরা। আমাদের রেকর্ডিংয়ে ঠিক কী জিনিস যোগ হবে? কোন ক্রম অনুসারে বাজানো হবে বিভিন্ন ফিউগ ও ক্যানন? যেখানে শুধু আমরা তিনজন বাজাচ্ছি, সর্বোচ্চ ভয়েসে সেখানে পিয়ার্স বাজাবে না আমি? ঠিক কোন ফিউগে হেলেন টিউন নিচুতে বাঁধবে অথবা ভায়োলার সঙ্গে আমার বেহালা বিনিময় করতে হবে? এসব রচনার সেরা পেস কোনটা, যার কোনওটাই বাখ ছন্দে বাঁধেননি?

আমরা এসব বিষয়, প্রাথমিকভাবে, বিলির ওপর ছেড়ে দিয়েছি। সেই হবে আমাদের গবেষক, চিন্তাবিদ ও পরিচালক। সে যদি আমাদের শবানুগমনমূলক কিছু বাজাতে বলে, আমরা শবানুগমনমূলক বাজাবো; যদি বলে হঠকারীমূলক, হঠকারীমূলক। তার বাতলানো পন্থায় আমরা বাজানোর পরই না তা আমরা অনুমোদন কিংবা ঠিকঠাক কিংবা চিৎপাত করতে পারবো। এটা হয়তো এমন যে, কেবল সহজাত সুরকারের প্রবৃত্তিসম্পন্ন একজনই আমাদের দিকনির্দেশনা দিতে পারবে এইসব সাঙ্গীতিক ঘনজঙ্গলের ভিতর। পিয়ার্স বিষয়টা জানে এবং মেনে নেয়। আমি বুঝতে পারিনি সে 'আর্ট অফ ফিউগ' নিয়ে তার সন্দেহের কথা আবারও প্রকাশ করবে এরিকার কাছে।

লক্ষণীয় সংক্ষিপ্ত সময়ে— এবং আমার সন্দেহ এ নিয়ে সে কাজ শুরু করেছিলো আমার ভেনিসে থাকতেই— বিলি বারো পৃষ্ঠার একটা ডকুমেন্ট তৈরি করে ফেললো। তাতে আমাদের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সে তুলে ধরেছে : বর্জন, বিন্যাস, লয়, প্রতিস্থাপন, সুর পুনর্বন্ধন, সম্পাদন, ভিন্ন-পাঠ। সে বাখের পাণ্ডুলিপি নিয়ে কথা বলে, বাখের মৃত্যুর এক বছর পর যেটার খোদাই করা সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো ১৭৫১

BanglaBoi.org

সালে। সন্দেহজনক প্রশ্নটা হলো, বাখ যখন অন্ধ ও মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন তখন তার টিমেসুরের নির্দেশনার উদ্দেশ্য ছিলো কি কাজের অংশ গঠন করা, অসমাপ্ত 'তিন বিষয়' ফিউগের জায়গা করে দেয়া, যা কি না যদি সম্পূর্ণ হতো তাহলে নিশ্চয়ই ওই কাজের প্রধান থিমে চতুর্থ বিষয় হিসেবে যোগ করা হতো।

বিলি তার কম্পিউটারে পিয়ার্স, হেলেন ও আমার অংশগুলোও ঢুকিয়ে দিয়েছে যেগুলো আমরা বাজাবো। আমরা আগে এক সঙ্গে পড়ে নিয়ে তারপর অনুশীলন শুরু করি, আর এ পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে প্রথম কনট্রাপাংটাস বাজিয়েছি। কিন্তু এই কাজটাতে, বিশেষ করে হেলেন ও (একটু কম) আমার জন্য, ব্যাপক প্রস্তুতির দরকার আছে যদি আমাদের সাবলীলভাবে বাজাতে হয়। তাই জুলিয়ার বই থেকে প্রথম রচনাটা বাজানোর পর এবং শূন্য পৃষ্ঠাগুলো একটার পর একটা উল্টে যাওয়ার পর, সে সময় ওগুলোর ওপর ছায়া পড়েছিলো ভেনিসের পানি আর আকাশ আর পাথরের, আমি ফিরে আসি বিলির কম্পিউটারে পাঠানো অংশগুলোয়।

এসব আমি কয়েক ঘণ্টা নিবিড়ভাবে খুঁটিয়ে দেখি আমাদের প্রথম রিহার্সালের প্রস্তুতি হিসেবে। এগুলো নিয়ে ভাবি। আমার মন ও আঙুল একসঙ্গে মিলিত হয়ে কাঙ্ক্ষিত শব্দ বরে করে না আনা পর্যন্ত বাজাই।

৭.৪

আমাকে কিছু ভালোবাসার কথা লেখো আর সান্ত্বনা দাও। কিংবা আমার অ্যানসারিং মেশিনে একটা বার্তা পাঠাও। অথবা আবির্ভূত হও আমার দরোজায়, কিংবা আমার ছোট নীল স্ক্রিনে। আমি তোমাকে লিখেছি। আমি জানি ফ্যাক্সটা পৌঁছেছে।

এখন জুন মাস : দেয়ালের ওপর কাঠবেড়াল কাঁচা ডুমুর খাচ্ছে, শুকনো কাঠবাদামের ফুল ছড়িয়ে আছে মাটিতে।

আমি তোমার কাছ থেকে কোনও খবর পাইনি। তুমি আমার ফ্যাক্সের উত্তর দাওনি। তুমি কি শহরে নেই? তোমার স্বামী, শাশুড়ি ও তোমার বাচ্চাকে নিয়ে কোথাও গিয়েছো? তোমার দাগগুলো মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত এক সপ্তাহ কোথায় লুকিয়ে ছিলে? ভিয়েনায়, তোমার মায়ের বাড়িতে?— আমার কাছ থেকে যে দিনগুলো তুমি নিয়েছিলে তার কয়েকটা দিন তোমাকে বাদ দিতে হয়েছিল। আমি নিজেকে ক্ষমা করি না।

পাবলিক স্কয়ারে জন্মেছে লেবারনাম। ডুবন্ত বাগানের কাছে ব্যাঙের ছাতা আর ঘন ফুল। আমি লাইলাক ভালোবাসি। আমি এখানে-ওখানে হেঁটে বেড়াই। আর তুমি বাখ বাজাও আমার জন্য। ওজনযন্ত্রে ভালোবাসা কি এতোই হালকা? আমি বাসের উচ্চতা থেকে স্তম্ভ আর পায়ে-চলার পথ দেখি। আমার চোখের ওপর যেন একটা ফিল্ম : লন্ডন টাউনে তার চারটে খণ্ড নিয়ে এই কাজ করেছে মহান পাথরমিস্ত্রি। কাজের গতি কতো ধীর, কিন্তু একবার স্থাপিত হয়ে গেলে অন্য রকম।

BanglaBook.org

বেড়ালও দেখি আমি, কল্পনায় আর বাস্তবেও। এক রাতে হাঁটার সময় দেখি এক নারী। আর্সেনালের কাছে ছিলো সে। এগারোটা বেড়াল অনুসরণ করছিলো তাকে আর বেড়ালগুলোকে সে ডেকে ডেকে খাবার দিচ্ছিলো। বৃদ্ধা সে। একটা ব্যাগ থেকে খাবার বের করে ছুড়ে দিচ্ছিলো বেড়ালগুলোর দিকে। আর বেড়ালের দল কৃতজ্ঞতায় মিউ মিউ করছিলো। ওগুলো ছিলো প্রণের সজীবতায় চঞ্চল, অতি-আদুরে সা-সার মতো নয়, যে কি না এখন মুমুর্ষ দিন কাটাচ্ছে উত্তরে।

তুমি বলেছিলে তোমার ফোনের জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। এতো বছর পর যার স্পর্শ পেয়েছো তাকে আর কতো মুহূর্ত অপেক্ষা করতে হবে? আমার দিকে নরম ভাবে তাকাও তোমার নীল-ধূসর চোখে। হ্যাঁ, তুমি মৃদু হাসতে পারো, তুমি মৃদু এবং জোরেও হাসতে পারো। বিচক্ষণ হও!

তারপর আমার মনে আসে কাপড় শুকানোর আঙিনা আর উইস্টারিয়ার কথা যা আমরা দেখতাম উপর থেকে, সেই কামরা থেকে যেখানে সপ্তাহের সেই দিনগুলো আর সেই রবিবারে আমরা শারীরিক মিলিত হয়েছিলাম।

যেখানে তুমি মাথা রেখেছিলে আমার কাঁধের সেই জায়গায় আমি হাত দিয়ে স্পর্শ করি। তারপর আমি তোমার নাম উচ্চারণ করি একবার, দুবার, তিনবার, চারবার। কোনও রাতে ওভাবেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি, তোমার কথা ভাবতে ভাবতে; কোনও রাতে ঘুম আসে সকালের দিকে।

৭.৫

কিন্তু এখন আমি তার দরোজায়। লুক গেছে স্কুলে, তার মা ফ্রেঞ্চ ইন্সটিটিউটে, জেমস তার হিসাবপত্রের কাজে ক্যানারি হোয়ার্ফে। জুলিয়া ঘণ্টার আওয়াজ শুনবে কীভাবে? নিশ্চয় কিছু মেকানিজম আছে, তাই সে এসে দরোজা খোলে। আমি তার মুখ পড়ি। সে কি তাহলে আমাকে দেখে খুশি? হ্যাঁ এবং না। কিন্তু কোনও বিস্ময় নেই। তাকে ভীষণ ক্লান্ত দেকাচ্ছে; তার মুখ শুকনো। খুব কি ঘুমের অভাব হচ্ছে তার, নাকি শান্তির? সে পিছনে সরে দাঁড়ায়, আমি ভিতরে ঢুকি।

'তুমি কিছু মনে করোনি?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'আমার আরও কিছু সময় প্রয়োজন।'

'বাড়িতে আর কেউ আছে?'

'না। কেউ থাকলে আমি এভাবে কথা বলতাম?'

'তুমি আমাকে ক্ষমা করবে, জুলিয়া? আমি যা বলেছিলাম তা বলতে চাইনি, আমি যা করেছিলাম তা করতে চাইনি—'

'হ্যাঁ,' সে বলে, অতি তাড়াতাড়ি।

'আমি জানি না কিসে আমাকে পেয়ে বসেছিলো—'

'আমি বললাম তো হ্যাঁ। এসব কথা আর বলো না।'

BanglaBook.org

'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করবো না তুমি কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসোনি। কিন্তু লিখতে তো পারতে?'

'যা ঘটে গেছে তার পর আমি কেন তোমাকে প্রবঞ্চনা করবো?'

আমি কিছুই বলি না, তারপর, 'আজ আমাকে তোমার মিউজিক রুমটা দেখাবে?'

সে এক রকম নিঃশেষিত চোখে আমার দিকে তাকায়। এই কথাটা হয়তো বা আশা করতে পারেনি, কিন্তু এমন ভাব করে থাকে যেন কোনও কিছুতেই সে আর বিস্মিত হয় না। সে মাথা ঝাঁকায়, কিন্তু এটা না-বলা ছাড়— যেন আমার শেষ খাবারটা বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হচ্ছে।

আমরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে আসি। প্রথম তলার পুরোটাই একটা রুম। মাঝখানে, অব্যবহৃত একটা ফায়ারপ্লেসের পাশে, রাখা আছে একটা কালো রঙের স্টেইনওয়ে। একটা বে উইন্ডোর পাশে পাতা আছে ডেস্ক, যেখান থেকে চন্দ্রাকৃতির বাগানটা দেখা যায়। ডেস্কের ওপর এক গাদা কাগজ, তার মধ্যে আমার নীল পোর্সেলিনের ব্যাঙ, অর্ধ-সমাপ্ত একটা চিঠির দিকে সেটার মুখ। আমি চোখ সরিয়ে নিই।

'কঠোর পরিশ্রম করছো?' আমি জিজ্ঞেস করি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

'হ্যাঁ। ভিয়েনা আমার সব কিছু স্থির করে দিয়েছে।'

'তাহলে এখন থেকে তুমি একাই বাজাবে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট বা এমন কিছু করতে পারো না?' আমি হঠাৎ বোকার মতো বলে ফেলি।

'তুমি কী বলছো? এর সম্পর্কে প্রথম বিষয়টাই তুমি জানো না,' সে বলে, তার ক্রোধ বাড়ছে। আমি একবারও ভেবেছিলাম তার মধ্যে কোনও রোষ নেই?

বাড়ির ভিতর কোথাও একটা ফোন বাজে চারবার, তারপর থেমে যায়।

আমি লক্ষ করি গোল্ডবার্গ ভেরিয়েশন্স রাখা আছে পিয়ানোর ওপর। 'বেশ, যেহেতু আমার বলা সব কথাই বোকার মতো শোনায়, তুমি কিছু বাজাও না কেন?'

সে কোনও রকম বাদ না সেধে অবিলম্বে বসে পড়ে এবং ভলিউম খোলার ঝামেলায় না গিয়ে ২৫তম ভেরিয়েশন বাজাতে শুরু করে। কিন্ত এমনভাবে যেন আমি সেখানে নেই। আমি দাঁড়িয়ে, চোখ বন্ধ। শেষ করার পর সে উঠে পড়ে আর লিড বন্ধ করে। আমি নিচে তাকাই।

'আমি 'আর্ট অফ ফিউগের' প্রথম অংশ বাজাচ্ছি,' আমি বলি।

'তুমি মুখ তুলবে? ধন্যবাদ। হ্যাঁ?'

'আমি 'আর্ট অফ ফিউগের' প্রথম অংশ বাজাচ্ছি। ভায়োলা দিয়ে। তোমার পাণ্ডুলিপি থেকে।'

তাকে নৈর্ব্যক্তিক দেখায়, বিক্ষিপ্ত দেখায়। আমার কথাগুলো তাকে নিয়ে গেছে ভাবনার বিহ্বলতায়।

'পরের ফিউগটা তুমি কপি করে দেবে আমার বইটাতে?' আমি জিজ্ঞেস করি। আমি এটা বিশেষ চাই না, কিন্তু অনুভব করি প্রশ্ন না করলে সে কথা বলবে না।

BanglaBook.org

'আমি অনেক কাজ করছি,' সে বলে। তার উত্তর থেকে আমি কিছু বুঝতে পারি না।

'চপিন? শুমান?' আমি বলি, উইগমোর হলে তার কনসার্টের কথা ভাবতে ভাবতে।

'এবং অন্যান্য বিষয়।' সে এগুলো নিয়ে কথা বলতে চায় না। তাকে অস্থির লাগে। যেখানে নীল ব্যাণ্ডটা পড়ে আছে সেই টেবিলটার দিকে যায় তার চোখ।

'আমি তোমাকে ছাড়া ঘুমাতে পারি না,' আমি বলি।

'ও কথা বলো না। সবাইকেই ঘুমাতে হয় ঘটনাক্রমে।'

'তাহলে কী বলবো আমি?' আমি জিজ্ঞেস করি। 'তোমার কানের ভোঁ-ভোঁ আওয়াজের কী অবস্থা? কেমন আছে জেমস? বুজবি? লুক? বাস্তবিক, লুক কেমন আছে?'

'আমার ধারণা সে প্রতিদিনই বেড়ে উঠছে বুদ্ধিবৃত্তিক, শৈল্পিক, সাঙ্গীতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, শারীরিক ও নৈতিক গুণের মধ্যে,' জুলিয়া বলে স্বপ্নাচ্ছন্ন কণ্ঠে।

আমি হাসতে শুরু করি। 'তাই নাকি? একটা ছোট্ট ছেলের পক্ষে এ তো প্রচুর বাড়।'

'আমি ওর স্কুল ব্রশিওর থেকে উদ্ধৃতি দিলাম।'

আমি তার গলার পাশে চুমু দিলাম, যেখানে দাগের কোনও ছায়াও নেই।

'না— না— আমাকে ছাড়ো। পাগলামি করো না। এই সব আমি চাই না।'

আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে জানলার কাছে যাই। একটা ব্ল্যাকবার্ড বৃষ্টিভেজা রডোডেনড্রন ঝোপের নিচে ঠোকর দিচ্ছে কোনও কিছুতে। হয়তো জুলিয়ার মনে হয় অতিমাত্রায় কর্কশ ব্যবহার করে ফেলেছে। সে আমার কাছে আসে আর অত্যন্ত হালকাভাবে হাত ছোঁয়ায় আমার কাঁধে।

'আমরা কি শুধু বন্ধু হয়ে থাকতে পারি না?'

তাহলে, শেষ পর্যন্ত, বেরিয়ে এলো সেই কথাগুলো।

'না!' আমি বলি, ফিরি না তার দিকে। আমার কাঁধের ঝাঁকুনি পড় ক সে।

'মাইকেল, আমার কথা একটু ভাবো।'

আমরা নিচে নেমে আসি। সে কফি খেতে বলে না।

'আমি এখন চলে যাচ্ছি,' আমি বলি।

'হ্যাঁ। আমি চাইনি তুমি আসো, কিন্তু তুমি এসেছো, সে বলে, শোচনীয় দৃষ্টিতে তাকায় আমার দিকে। 'আমি যদি তোমাকে ভালো না বাসতাম, তাহলে সব কিছু খুব সহজ হতো।'

সে কি আসবে আমার ওখানে? আমি এখানে আবার আসতে পারি? তার উত্তর যাই হোক, আমি আর স্থির হতে পারবো না। ভালোবাসা কি জানে না সহজকে কীভাবে কঠিন করতে হয় আর কঠিনকে সহজ?

সে আমার হাতটা নেয় তার হাতের মধ্যে, কিন্তু আবেগের শক্তি থাকে না তাতে। দরোজা খোলে, বন্ধ হয়। আমি উপরের ধাপ থেকে নিচে তাকাই। পানির ধারা প্রবাহিত হয় এলগিন ক্রিসেন্ট থেকে, ল্যাডব্রোক গ্রোভ থেকে, সার্পেন্টাইন হয়ে টেমসে, আর পানির বুকে মিসিসিপির স্টিমবোটের মতো ভেসে যায় লাল রঙের দোতলা ভাপোরেত্তি।

BanglaBook.org

একটা ছোট শাদা রঙের কুকুর বসে আছে গোলুইয়ের দিকে। যাও, তাহলে, স্ফীত জোয়ারের টানে, আর অপ্রীতিকর দৃশ্যের অবতারণা করো না, এবং ছোট্ট কুকুরটার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করো, যে সবখান থেকে ভ্রমণ করে আসে, এবং যে জানে যা হয়, হয়, এবং, কঠিনতর জ্ঞান, যা নয়, নয়।

৭.৬

আমাদের রিহার্সালের জন্য আমরা জড়ো হয়েছি হেলেনের বাড়িতে।

'আমি ডায়েট করছি,' বিলি বলে। 'আমাকে বলা হয়েছে যে আমার ওজন বেশি হয়ে গেছে।'

'না!' হেলেন বলে। 'কি ক্ষীণকায়।'

'ডাক্তার,' ব্যাখা করে বিলি, 'বলে আমি বেধড়ক ওজনদার হচ্ছি, বেধড়ক, আর আমার ব্লাড প্রেসার বিপজ্জনক রকমের হাই, এবং লিডিয়া আর জ্যাঙ্গোর প্রতি যদি আমার ভালোবাসা থাকে তাহলে আমাকে হালকা হতে হবে, তাই আমি সেটাই হতে যাচ্ছি। আমার কোনও সুযোগ নেই। গত সপ্তাহে আমি তিনবার জিমে গেছি, আর আমার মনে হয় এর মধ্যেই আমি দুই পাউন্ড ওজন হারিয়েছি।'

হেলেন মৃদু হাসতে আরম্ভ করে।

'এটা খুবই ভয়ংকর,' বিলি বলে। 'সে বললো 'বেধড়ক'... এমন কি একটু কায়দা করে বলারও কোনও চেষ্টাই করলো না... তোমরা সবাই কি আমার নোট দেখেছো?'

'ওগুলো দুর্দান্ত,' আমি বলি। হেলেন আর পিয়ার্স মাথা নেড়ে সায় দেয়। তো আবার আমরা এক হই। আমিও এখন নিজের পরিবার পেয়েছি।

'আমাদের অংশগুলো করতে তোমার নিশ্চয় কয়েক সপ্তাহ লেগেছে,' আমি বলি।

'আরে না,' বিলি বলে। 'আমি কেবল ওটা স্ক্যান করে নিয়েছি— একটা স্কোর থেকে— কেবল স্ক্যান করেছি, ঝাড়াই-বাছাই করেছি, বিদঘুটে ক্লেফ ঠিকঠাক করছি, এবং প্রিন্ট নিয়েছি। এইসব দিনে তোমরা যা করতে পারো তা চমকপ্রদ।' সম্ভাবনায় তার চোখে আলো জ্বলে ওঠে। 'আমার প্রোগ্রাম এখন পিয়ানোর জন্য একটা প্লেব্যাক সেটিং পেয়েছে যার নাম এসপ্রেসসিভো— মুষ্টিমেয় কয়েকটা নিয়ন্ত্রিত বিরতি, আর ধরাই যাবে না যে একটা কম্পিউটার ওটা বাজাচ্ছে; কোনও মানুষ বাজাচ্ছে না। শিগগিরই তারা ওটাকে নিখুঁত করে তুলবে, আর তখন ধরাই যাবে না। পারফরমাররা সমস্ত বাস্তব দিক থেকে বাড়তি হবে...'

'সুরকাররা হবে না,' কথা কেড়ে নিয়ে বলে পিয়ার্স।

'ওহ, হ্যাঁ,' বিলি বলে সোৎসাহে। 'উদাহরণ হিসেবে ফিউগের কথাই ধরো— তুমি কম্পিউটার দিয়ে সবকিছুই করতে পারবে। ধরো, তুমি একটা ফিউগাল সাবজেক্ট পুনরাবৃত্তি করতে চাও বারোতে, এবং এক বার ও অর্ধেক বিলম্বিত, বন্ধনিতে, খণ্ডিত— মাত্র কয়েকটা কি স্পর্শ করলেই সব হয়ে যাবে।'

'কিন্তু এইসবের মধ্যে সৃষ্টির কল্পনা কোথায়? সঙ্গীত কোথায়?' আমি জিজ্ঞেস করি।

BanglaBook.org

'ওহ,' বিলি বলে, 'ওটা সমস্যা নয়। কেবল প্রচুর কম্বিনেশন ঢুকিয়ে দাও, বৈচিত্র্যের সন্নিবেশ যোগ করো, আর সৌন্দর্যের জন্য মানুষের ওপর নিরীক্ষা চালাও। আমি নিশ্চিত, আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে, কম্পিউটার আমাদের ছাড়িয়ে যাবে। হয়তো আমরা নন্দনতত্ত্বের জন্য সূত্র পাবো, নানা রকম প্যারামিটার পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে। এটা আমাদের বেশির ভাগের চেয়ে নিখুঁত হতে পারবে না।'

'বিরক্তিকর,' হেলেন বলে। 'গা শিউরানো। এক রকম দাবা।'

বিলিকে আহত দেখায়। 'এক রকম পরিবত্রতর দাবা।'

'ঠিক আছে,' পিয়ার্স বলে। 'অবিশুদ্ধ বর্তমানে আসা যাক। এ সবই চমৎকার, বিলি, কিন্তু তুমি কি বিস্তারিত জানাবে?'

বিলি মাথা নাড়ে। 'আমরা এমন কিছু দিয়ে শুরু করতে পারি যেখানে মাইকেলের ভায়োলা বাজানোর দরকার হবে না,' সে বলে।

'এটা আস্থার প্রশ্ন নয়, অবশ্যই...'

আমি সতর্ক চোখে তার দিকে তাকাই।

'না, বাস্তবিকই,' বিলি বলে। 'বাস্তবিকই। এটা হলো কেবল সব কিছুকে সাদামাটা রাখা, যতোটা সম্ভব। আর শুরু করার ক্ষেত্রে হেলেনের ওই বিশাল ভায়োলা নিচু গ্রামে না বাজানোই সম্ভবত ভালো।'

হেলেন সামান্য মাথা নাড়ে।

'বেশ,' বিলি বলে, 'ওটা সংকীর্ণ হয়ে যায় পাঁচ বা নয় কন্ট্রাপাংটাসে। আর কারও কোনও প্রস্তাব আছে?'

'তুমিই বল,' পিয়ার্স বলে।

'ওহ, ঠিক আছে,' বিলি বলে। নাম্বার ফাইভ। আগাগোড়া পিজ্জিক্যাটো।'

'কী?' আমরা তিনজন এক কণ্ঠে বলে উঠি।

এই প্রতিক্রিয়ায় বিলি খুশি হয়। 'আচ্ছা, তোমাদের হারানোর কী আছে?' সে জিজ্ঞেস করে। 'এতে তো সময় লাগবে মাত্র তিন মিনিটের মতো। ঠিক, মাইকেল, শুরু করো,' সে অনেকটা একনায়কের মতো সুরে বলে। 'এই যে টেম্পো।'

'বিলি, তুমি মাথামোটা,' আমি বলি।

'আমরা স্কেলটাও বাজাইনি এখনও.' হেলেন ধরিয়ে দেয়।

'স্কেলের কথা ভুলে গিয়েছিলাম,' বিলি বলে। 'তাহলে ওটা বাজানো যাক। ডি মাইনর স্কেল— পিজ্জিক্যাটো।'

'না!' পিয়ার্স বলে, 'পিজ্জিক্যাটো স্কেল আমরা বাজাতে পারবো না। এটা হবে একটা হাস্যকর অনুকরণ। আমরা প্রথমে বাজাবো আর্কোয়, তারপর তুমি যা করতে চাও করতে পারো।'

কাজেই আমরা প্রথমে স্কেলে ছড় টানি, তারপর বিলি আমাদের হঠাৎ থামিয়ে দেয়, এভাবে কন্ট্রাপাংটাস পাঁচ পর্যন্ত চালাই আমরা। যদিও আমরা স্থিতিশীল নোটের দৈর্ঘ্য

BanglaBook.org

সম্পর্কে প্রকৃত কোনও ধারণা পাই না, যদিও হঠাৎ থামানো বেহালার শব্দ চেলোর তুলনায় বেদনাদায়ক, তবুও কাউন্টারপয়েন্ট উত্থিত হয় স্পষ্টতা নিয়ে। এ ছাড়া এটা অন্তর্স্বরের এক রকম অনুশীলন। এনকোরের জন্য আমরা যখন প্রথম বান্ত্রাপাংটাস চর্চা করেছিলাম তখন একবারও এটা আমরা করিনি। হয়তো করা উচিত ছিলো।

আমাদের গতিময়তার ভিতর দিয়েই ধারাবাহিকভাবে বিলি আমাদের বাজানো অনুমোদন করে। পরের পাসে আমরা বাজাই ভাইব্রেটো সহযোগে, যা আমরা স্বাভাবিক ভাবে প্রয়োগ করে থাকি। তৃতীয় ও পরবর্তী পাসগুলো প্রায় ভাইব্রেটো বিহীন : এই স্টাইলে আমাদের রেকর্ড বা অনুষ্ঠান করা দরকার বলে বিলির অভিমত। এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা আরেকটা রচনায় চলে আসি যেটা রাখা আছে আমাদের কম্পাসে, এবং অনেকটা একই প্রকারে এটারও অনুশীলন করি।

তারপর, একটা অভিঘাতে, কোয়ার্টেট ট্রান্সফিগার হয়— এর শব্দ, এর বুনন, এর অবয়ব। আমরা সরাসরি একটা খণ্ডে সঞ্চারিত হই যেখানে হেলেনকে ও আমাকে ব্যবহার করতে হবে আরও গভীর আর বৃহতাকার যন্ত্র। আমাদের বিদঘুটে লাগে নিজেদের ও অন্যদেরও। আমার ধার করা ভায়োলা বাজাই আমি, আর হেলেন যে জিনিসটা বাজায় সেটাকে বলা যেতে পারে টেনর ভায়োলা। তাতে উৎপন্ন হয় আশ্চর্য শব্দ, অলস আর growly এবং সমৃদ্ধ ও ভূতুড়ে। এবং অকস্মাৎ আমরা চারজনই হেসে উঠি উল্লাসে— হ্যাঁ, উল্লাস, কেননা বাইরের জগৎ হালকা হয়ে গেছে অস্তিত্বে— এমন কি আমরা বাজানো অব্যাহত রাখার মধ্যেও হাসি।

৭.৭

আমরা এক রচনা থেকে আরেক রচনায় যাই, একটা নিয়মে বিলি যেভাবে ভেবে রেখেছে। পরিকল্পনা করা হয়েছিলো আমাদের সেশনের স্থায়িত্ব হবে দুটো থেকে ছয়টা পর্যন্ত। কিন্তু ডিনারের পর আবার চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই আমরা। হেলেন ও বিলি পাস্তা ও সস প্রস্তুত করে, এ সময় পিয়ার্স ও আমি ওয়াইন, সালাদ ইত্যাদি দিয়ে টেবিল সাজাই। বিলি ফোন করে লিডিয়াকে জানায় তার ফিরতে দেরি হবে। পিয়ার্সও একটা ফোন করে।

হেলেনের বাসস্থানে তাৎক্ষণিক এই ডিনার অনেক মাস পর আজ আবার হচ্ছে যেখানে আমরা চারজনই আছি; আর এটাও বিদঘুটে যে রাস্তায় না হয়ে এটা লন্ডনে ঘটছে। ভিয়েনা বা ভেনিস কোথাও আমরা এক সঙ্গে খাইনি। জুলিয়ার সঙ্গে ওই কটা দিন বাদ দিতেও পারতাম না আবার ভাগ করতেও পারতাম না। এবং সে চলে যাওয়ার পর আমি আবার নিজের একাকীত্বতা নিয়েই চলতে থাকি।

বিলি এক সেকেন্ডের জন্য বাদ সাধে। প্রকৃত ঘটনা হলো, সামনে আমাদের কয়েক ঘণ্টা বাজাতে হবে তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা 'আর্ট অফ ফিউগ' বাজাচ্ছি এটাই হলো উত্তেজনার ব্যাপার, এবং তা রেকর্ডিংয়ের জন্য, সুতরাং কাজের চেয়ে বিষয়টা বেশি আমেজ সৃষ্টি করে উৎসবের।

BanglaBook.org

'রেবেকার বেবির নাম রাখা হচ্ছে হোপ,' হেলেন।

'তাহলে ওর মেয়ে হচ্ছে?' পিয়ার্স জিজ্ঞেস করে।

'না, ওরা নিশ্চিত নয়। ওরা ওটা জানতে চায় না। তবে ওরা বাচ্চাটার নাম রাখবে হোপ।'

'বোকা বাবা, বোকা নাম,' পিয়ার্স বলে। 'আমি বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানে যাবো না। স্টুয়ার্ট আমার দেখা সবচেয়ে বিরক্তিকর মানুষ।'

'তুমি রেবেকাকে আঘাত দিতে পারো না,' হেলেন বলে। 'তাছাড়া, স্টুয়ার্ট বিরক্তিকর নয়।'

'সে বিরক্তিকর। সে বিরক্তির এক রকম মাইক্রোওয়েভ। তুমি তিরিশ সেকেন্ডের ভিতর বিরক্ত হয়ে পড়বে।' পিয়ার্স বলে, বিপুল পরিমাণ মরিচ মিশিয়ে নেয় তার পাস্তায়।

'সে কী কাজ করে?' বিলি জানতে চায়।

'ইলেকট্রনিকের কোনও কাজ,' পিয়ার্স বলে।

'আর সেই কথা সারাক্ষণ বলে বেড়ায় ভয়াবহ অনুনাসিক কণ্ঠস্বরে, এমন কি তার কথা কেউ না বুঝলেও। সে এসেছে লিডস থেকে।'

'লিভারপুল,' হেলেন বলে।

'আরে, ভ্রমযোগ্য এক জায়গা থেকে,' পিয়ার্স বলে।

একটা সময় ছিলো যখন আমিও এমন উপহাস করতে পারতাম, কিন্তু সে অনেক বছর আগে।

'তারা মাথাগরম লোকদের জন্য বিশেষ একটা শ্যাম্পু নিয়ে এসেছে,' হেলেন বলে।

'ভালো,' পিয়ার্স কৃত্রিম আগ্রহের সঙ্গে বলে। 'খুব ভালো। আমাদের আরও কিছু বলো।'

'তোমরা কি মনে করো কোনও সময়ে আমরা 'আর্ট অফ ফিউগ' নিয়ে মঞ্চে অনুষ্ঠান করার একটা লক্ষ্য নিতে পারি?' বিলি জিজ্ঞেস করে।

'ওহ, বিলি, আমাদের একটু বিরতি দাও,' পিয়ার্স বলে।

'কেন?' আমি জিজ্ঞেস করি। 'বিলির কথাটা আলোচনা করা যাক। বিলি বা আমি যাদের চিনি না সেই রেবেকা বা স্টুয়ার্টকে নিয়ে আলোচনার চেয়ে এটা অনেক ভালো।'

'তুমি জানো না কতোটা ভাগ্যবান তুমি,' পিয়ার্স বলে।

'রেবেকা সেই শৈশব থেকেই আমাদের বন্ধু,' হেলেন বলে। 'এবং সে ছিলো পিয়ার্সের প্রথম মেয়েবন্ধু।'

'সে তা ছিলো না,' পিয়ার্স বলে। 'যাই হোক, রেবেকার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই।'

'হ্যাঁ, আমি মনে করি মঞ্চে আমরা অনুষ্ঠানটা করতে পারি,' আমি বলি। 'আমাদের এনকোর ভালোই হয়েছে।'

BanglaBook.org

'কিন্তু অতোটা লম্বা সময় কি উপস্থিত শ্রোতাদের ধরে রাখা যাবে?' বিলি জিজ্ঞেস করে। 'পুরো রচনাটাই একই রকম একটা কি এর মধ্যে— কিংবা, বলা যায়, প্রতিটা ফিউগ শুরু ও শেষ হয়েছে ওই একটার মধ্যেই।'

'গোল্ডবার্গের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্যি,' হেলেন বলে। 'সেই একই টনিক দিতে হবে আর কি। পিয়ানোবাদকরা হল ভরে ফেলবে নৈপুণ দিয়ে।'

'কিন্তু এটাও 'আর্ট অফ ফিউগের' প্রায় অনুরূপ যা আমাকে বিরক্ত করে,' বিলি বলে। 'মানে হলো, বুননের দিক থেকে— একটা অনুষ্ঠান উপযোগী রচনার জন্য। অন্যদিকে এটা নির্মাণ করতে হয়। হয়তো আমরা এটার অর্ধেক বাজাতে পারি ...'

'তোমার ব্রিফে এসব কথা লেখোনি কেন, বিলি?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'ওহ, আমি জানি না, আমি ভেবেছিলাম আমার নোট বেশি লম্বা হয়ে গেছে।'

'লম্বা নয়,' হেলেন বলে।

বিলি এক মুহূর্ত ইতস্তত করে, তারপর আবার কথা বলতে থাকে। 'ব্যক্তিগতভাবে— এবং এর সঙ্গে ইসোবেল অথবা স্ট্র্যাটাস অথবা আমাদের কোয়ার্টেটের কোনও সম্পর্ক নেই— আমি মনে করি ফিউগের জন্য স্ট্রিং হচ্ছে আদর্শ, আদর্শ। হার্পসিকর্ড অথবা পিয়ানোর চেয়ে ওতেই নোটগুলো ভালোভাবে স্থিত হয়। স্বতন্ত্র পংক্তিগুলো ওতেই প্রকাশ পায় ভালো। কিন্তু উইন্ড ইন্সট্রুমেন্টে এর বিপরীত, তাতে দুইবার করে থামতে হয়— আজ প্রথম খণ্ডটার শেষ দিকে যা করতে হয়েছে পিয়ার্স ও আমাকে, যখন চার অংশ পরিণত হয় ছয়ে। তাছাড়া, মোজার্ট ও বিটোফেন আমার সঙ্গে একমত।'

'ওহ, তাই নাকি?' পিয়ার্স জিজ্ঞেস করে। 'তাদের সঙ্গে তোমার শেষ কবে যোগাযোগ হলো?'

'তার দরকার হয়নি আমার। এটা সর্বজনবিদিত যে বাখের ফিউগ আয়োজন করেছিলেন মোজার্ট স্ট্রিং কোয়ার্টেট, আর বিটোফেনও তাই।'

আমরা সবিস্ময়ে তাকাই।

'এটা সর্বজনবিদিত, তাই নাকি?' হুমকির সুরে পিয়ার্স জিজ্ঞেস করে।

'আচ্ছা, হয়তো কতিপয় মহল বিষয়টা জানে,' আত্মতুষ্টির হাসি হেসে বিলি বলে।

'যদি এটা সত্যি হয়...' হেলেন বলে, 'যদি এটা বাস্তবিকই সত্যি হয়, আমরা কি তাহলে 'আর্ট অফ ফিউগের' প্রথমার্ধ বাজাতে পারি না, এবং তারপর— বিরতির পর— মোজার্ট আর বিটোফেনের এই আয়োজনগুলো? এটা হবে একটা বিশাল অনুষ্ঠান, উপস্থিত শ্রোতারাও বৈচিত্র্যের স্বাদ পাবে।'

'হ্যাঁ, পিয়ার্স গরগর করে, 'আমরা ফিউগের অনুষ্ঠান করেই জীবন কাটিয়ে দিই না কেন?'

'মধ্য স্বরের জন্য ফিউগ অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন,' হেলেন বলে।

ক্ষমতাসম্পন্ন, ক্ষমতাসম্পন্ন,' পিয়ার্স বলে।

BanglaBook.org

'ক্ষমতার ব্যাপারে কে কথা বলেছে তোমার সঙ্গে? না, আমাকে বলো না। আমি চন্দনের গন্ধ পাচ্ছি।'

'ওহ, বিলি,' হেলেন হঠাৎ করে বলে, 'তোমার জন্য একেবারে আদর্শ ডেসার্ট পেয়েছি। বড়ো জোর তিরিশ সেকেন্ড লাগবে।'

সে লাফ দিয়ে ওঠে, ফ্রিজারের কাছে যায়, তারপর মাইক্রোওয়েভে, দশ সেকেন্ড জিনিসটা ওতে রাখে, তারপর একটা প্লেটের ওপর পাঁচটা হলুদ চেরি নিয়ে ফিরে আসে, বিলির সামনে রাখে।

'কী এগুলো?' বিলি জিজ্ঞেস করে।

'হলুদ চেরি। একটুও ক্যালোরি নেই।'

'কিন্তু তুমি এগুলোর কী করেছো?'

'আগে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, তারপর জিজ্ঞেস করো। তাড়াতাড়ি।'

বিলি একটা নিয়ে মুখে দেয়, তারপর সমঝদারের মতো চোখ বড়ো বড়ো করে। সে আরেকটা খায়, এবং আরেকটা, শেষে সবগুলো।

'এগুলো অলৌকিক,' সে বলে। 'বাইরে এক রকম, কিন্তু ভিতরে যেন শরবত। আমাকে বিয়ে করো, হেলেন।'

'তুমি ইতিমধ্যেই বিবাহিত।'

'তাই তো। তুমি কীভাবে এটা করলে?'

'কিনে এনেছি, ধুয়েছি, ফ্রিজে রেখেছি, মাইক্রোওয়েভে দিয়েছি। ব্যস।'

'তুমি একটা প্রতিভা।'

'আমি এর নাম দিয়েছি কেরিজ মাইক্রোশরবত। নিজের স্কুল খোলার চিন্তা করছি এ নিয়ে।'

'দারুণ হবে,' আমি বলি। 'একটা স্ট্রিং কোয়ার্টেট কুকিং স্কুল। হেলেন হবে পরিচালক, পিয়ার্স আর আমি শিক্ষার্থী, এবং বিলি হবে গিনি-পিগ। এই ব্র্যান্ড ইমেজ নিয়ে এরিকার নিশ্চয় কোনও সমস্যা হবে না।'

'আমাদের ব্র্যান্ড করার দরকারটা কী এরিকার?' পিয়ার্স জিজ্ঞেস করে।

'ওহ, সে মনে করে সঙ্গীতপ্রিয় লোকজনের কাছে আমাদের সুপরিচিত করে তোলার জন্য আমাদের কিছু প্রয়োজন। স্ট্রিং কোয়ার্টেট প্রমোট করা বেশ কঠিন।'

'সব বিষয়েই এরিকা,' পিয়ার্স বলে। 'আমি তার ব্যাপারে চিন্তা করছি। আমি মনে করি, আরেকজন এজেন্ট নিয়োগের ব্যাপারে আমরা বিবেচনা করতে পারি।'

বিলি, হেলেন ও আমি আপত্তি করি, ভিন্ন ভিন্ন কারণে।

'এই সফরে আমি খুশি নই,' পিয়ার্স বলে। 'আমরা আর্থিকভাবেও ভেঙে পড়েছি, এবং— বেশ, পাশাপাশি অন্য বিষয়ও ছিলো।' পিয়ার্স আমার দিকে তাকায় না। 'এখন কসমো নিয়ে আসছে ক্ল্যারিনেট কুইন্টেট। আমরা আগে তার সঙ্গে বাজিয়েছি, সুতরাং আমরা জানি সে ঠিক আছে, কিন্তু না বাজালে জানতাম কীভাবে? আমাদের এজেন্টকে কীভাবে বিশ্বাস করবো যদি সে আমাদের পুরোপুরি না জানায়?'

BanglaBook.org

'জুলিয়া সম্পর্কে এরিকা কিছু জানতো না,' আমি বলি। 'নিরপেক্ষ হও পিয়ার্স। লোথার জানতো, কিন্তু বলবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। তুমি যদি কাউকে অব্যাহতি দিতে চাও, তাহলে তাকেই দিতে হবে। তুমি তা করবে না, কারণ সেই সবচেয়ে সেরা এজেন্ট অস্ট্রিয়ায়।'

'আমাকে আরও কিছু চেরি দাও,' বিলি দ্রুত বলে ওঠে।

হেলেন আরও কিছু বানিয়ে দেয়, এবার আমরা সবাই একটা-দুটো খাই ভেনিস থেকে আনা কিছু গ্রাপ্পাও সে ঢেলে দেয় আমাদের।

রিহার্সালের দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হয়। কিন্তু এবার আমি বাইরের জগতের কথা ভুলতে পারি না, এবং থেকে থেকে আমি আক্রান্ত হই কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী ছোট ছোট ত্রাসে, যখন আমার মন নয় হাত চলে আসে চোখের সামনে রাখা নোটের ওপর, আর আমার মনে হয় ব্রামস-সালের ধূসর বাথরুম চেপে আসছে আমার দিকে।

৭.৮

আমি অনেক রাতে ঘরে ফিরি আর আমার মেসেজ চেক করি।

'মাইকেল, আমি জেমস; জেমস হ্যানসেন। আপনার সঙ্গে আমার কথা বলা প্রয়োজন। দয়া করে আমার অফিসের নম্বরে ফোন করুন,' মেসেজ আরম্ভ হয়। একটু বিরতি দিয়ে আবার কাগজ বেরিয়ে আসে। সে আমাকে তার নম্বর দেয়, এবং যোগ করে, 'আপনি যথা শিগগির সম্ভব ফোন করলে আমি খুশি হবো।'

এরপর আরেকটা মেসেজ, কিন্তু আমি ওটা দেখি না, টেপটা রিউইন্ড করে দিই ওটা ধারণ করতে। একটা লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসা স্কোর সম্পর্কিত কিছু একটা। আমি বাম হাত ভাঁজ করে আবার প্রসারিত করি। হাতটা একটু অবশ লাগছে— রিহার্সাল ছিলো দীর্ঘ, আর ভায়োলা বাজাতেও আমি অভ্যস্ত নই।

জুলিয়া না করে সে কেন বার্তা পাঠালো? তার অফিসে আমাকে ফোন করতে বলছে কেন? জুলিয়া তাকে কী বলেছে?

ফোনের শব্দে বাধা পড়ে আমার ভাবনায়। এই সময়ে কে হতে পারে? নিশ্চয় এগারোটা বেজে গেছে।

'হেল্লো— মাইকেল?' আমার বাবার কণ্ঠস্বর।

'বাবা? কী ব্যাপার? সব ঠিক আছে?'

'সে মারা গেছে— সা-সা মারা গেছে। এই বিকেলে। আমি ফোন করেছিলাম, কিন্তু শুধু অ্যানসারিং মেশিন পাচ্ছিলাম,' বাবার কণ্ঠস্বরে কান্নার আভাস।

'আমি ভীষণ দুঃখিত, বাবা।'

'আমি জানি না কী করবো।'

'না— লাঞ্চের পর সব সময় যেমন করে তেমনি টেবিলের নিচে গিয়ে শুয়ে ছিলো। আর এক বা দুই ঘণ্টা পর আমরা ওখানে পাই ওকে।'

'ওহ বাবা। আমি ভীষণ দুঃখিত। ওটা ছিলো বিস্ময়কর এক বেড়াল।'

BanglaBook.org

'ও আমার কোলে মারা যেতে পারতো,' বাবার কণ্ঠস্বর ভেঙে যায়। 'তোমার মা যেদিন ওর নাম দিয়েছিলো সেদিনের কথা আমার মনে পড়ে।'

'জোয়ান ফুফু কেমন আছেন?'

'সে বিষণ্ন,' বাবা বলে, নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে।

বেচারা সা-সা। বেচারা পুরনো বিশ্বাসী, আগ্রাসী, আঞ্চলিক, ধূর্ত বেড়াল। কিন্তু সে দীর্ঘজীবন পেয়েছিলো এবং ঘটনাবহুল।

'বাবা, আগামী সপ্তাহে আমি তোমাকে দেখতে আসবো। অথবা পরের সপ্তাহের শেষ দিকে।'

'এসো অবশ্যই, মাইকেল, প্লিজ।'

'বাবা, আমি দুঃখিত আমি আসতে পারিনি... ওটাকে কোথায় কবর দেয়ার পরিকল্পনা তোমার?'

'তুমি জিজ্ঞেস করছো এ বেশ আনন্দের,' আমার বাবা বলে। 'আমরা মাত্রই এ নিয়ে কথা বলছিলাম। জোয়ান মনে করে ওকে দাহ করা উচিত, কিন্তু আমি মনে করি বাগানে কবর দিতে পারি আমরা।'

'বামন ভূতের কাছে নয়, আশা করি?'

'বামন ভূতের কাছে নয়?'

'না,' আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলি।

'কিন্তু ওটা তো বয়েডদের বাগানে,' বাবা বলে।

'আমি জানি, কিন্তু ওটা আমাদেরটার থেকে দুই ফুট দূরে, আর অর্ধেক মুখোমুখি।'

'তাহলে কোথায়?' বাবা জিজ্ঞেস করে।

'ফ্লাওয়ার-বেডে।'

'ঠিক আছে, আমি ভাববো এ নিয়ে,' বাবা বলে। 'আমাকে ফোন করেছো বলে ধন্যবাদ। আমি খুব বিষণ্ন ছিলাম। আর তুমি ফোন না করলে আমিই করতাম যতো রাতই হোক।'

'কিন্তু আমি করিনি তো,' আমি বলতে শুরু করি, তারপর থেমে যাই। 'আচ্ছা ঠিক আছে, বাবা। বিদায়, বাবা, শুভরাত।'

'শুভরাত, মাইকেল,' বাবা বলে, আর ফোন নামিয়ে রাখে।

আমি ক্লান্ত : মন, হাত আর হৃৎপিণ্ড। আমি ভাবনার মধ্যে ডুবে যাই। তার স্বামী কী নিয়ে কথা বলতে চায়?

আমার স্বপ্ন দেখা হয় তবুও সা-সাকে নিয়ে। এক পর্যায়ে সা-সাকে আমি বলছি— তার মাথা আমার হাতের ওপর— দেখ, আমি জানি এ এক স্বপ্ন, সা-সা, এবং তুমি মৃত, কিন্তু তোমার অনুমোদন নিয়ে আমি এটা অব্যাহত রাখতে চাই। আর কোনও ভাবে আমি তা করতে জোগাড়যন্ত্র করি।

BanglaBook.org

৭.৯

আমি জেমস হ্যানসেনের নম্বরে ফোন করি তাড়াতাড়ি: কিন্তু কেউ রিসিভার ওঠানোর আগেই রেখে দিই। কয়েক মিনিট পর আবার ডায়াল করি। তার সেক্রেটারি ফোনের লাইনটা দিয়ে দেয়।

'এতো শিগগির সাড়া দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, মাইকেল,' জেমস বলে। 'এক সপ্তাহেরও কম সময়ে জুলিয়ার জন্মদিন, হয়তো আপনি জানেন, আমি তার জন্য একটা পার্টি দিচ্ছি— এবং আমি কল্পনা করি, যেহেতু আপনারা ভালো বন্ধু ছিলেন, আপনি আসতে পারবেন কিনা... হেল্লো, মাইকেল, আপনি কি লাইনে আছেন?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। ধন্যবাদ, জেমস, আমি আসতে পারলে খুশি হবো।'

'ঠিক আছে, তাহলে, বুধবার, সাতটার দিকে। কিন্তু সারপ্রাইজ দিতে হবে, তাই কাউকে যদি না জানান আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।'

'কোথায় আয়োজন করেছেন?'

'বাড়িতে। খাদ্য ও পানীয় একেবারে তৈরি অবস্থায় রাখবে আমাদের এক প্রতিবেশী, সুতরাং আমি কী করছি জুলিয়া বুঝতে পারবে না। অতিথির সংখ্যা যতোদূর সম্ভব কমিয়ে বারোজনের মতো রাখার চেষ্টা করছি, কারণ ও বেশি ভিড়ের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে না— তাই আপনার কোয়ার্টেটের সহকর্মীদের দাওয়াত দিতে পারছি না।'

'না, আমি— আমি জানি, হ্যাঁ, এটা চমৎকার আইডিয়া।'

'আশা করি আজকের চেয়েও সেদিন বেশি ভালো থাকবে আবহাওয়া।'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, আপনি আসবেন জেনে আমি সত্যিই ভীষণ খুশি হলাম। দেখা হচ্ছে কয়েক দিনের মধ্যেই। গতবার আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভালো লেগেছিলো।'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ আপনাকে। আমার শুভেচ্ছা জুলিয়াকে।'

'আচ্ছা, শুভেচ্ছা জানাবেন এসে, তাই না?'

'ওহ, হ্যাঁ, স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু আপনি আমার ফোন নম্বর পেলেন কীভাবে?'

'যে-কোনও ব্যক্তি যেভাবে পেতে পারে। ফোন বুক থেকে।'

'তা-বটে।'

আমি ফোন নামিয়ে রাখি, স্বস্তিতে হাফ ছাড়ি। হ্যাঁ, আমি যাবো— হ্যাঁ, নিজেকে বলি, আমাকে যেতে হবে, যে কোনও প্রকারেই হোক না কেন। সে আমাকে দেখে কী বলবে? তার জন্য কী উপহার নিয়ে যাবো? জেমসকে সে নীল ব্যাণ্ডটা সম্পর্কে বলেছে কিছু? সে তা পারবে না। আমি তাহলে বুঝতে পারতাম, নিশ্চিতভাবেই।

BanglaBook.org

৭.১০

বুধবার আসে। আমি কাগজে মোড়ানো উপহার নামিয়ে রেখেছি দরোজার কাছে পাতা টেবিলের ওপর। আমি করমর্দন করছি।

কিন্তু আজ জেমস তেমন উৎফুল্ল নয়, আন্তরিকতাপূর্ণ নয় তেমন। সে ভদ্র আচরণ করছে, তার বেশি নয়। সে হৈচৈ করছে না, বরং শীতল। আবহাওয়া চমৎকার আর অতিথিরা বাগানে ছড়িয়ে পড়েছে। জুলিয়া আজকের জন্য বিশেষ কোনও পোশাক পরেনি, কিন্তু তাকে খুবই সুন্দর লাগছে।

জেমসের আচরণের ব্যাখ্যা কী? তার অফিসে কিছু হয়েছে? ছোটখাটো কলহ? যদি কিছু হয়ে থাকে, আমাকে নিয়ে, সে কি ফোন করে আমাকে বলতে পারতো না সবকিছু বাতিল করা হয়েছে?

জুলিয়া হাসে, কথা বলে, তারপর আমাকে দেখতে পায়— তাকে পীড়িত দেখায়। লুক আমার কাছে আসে এবং আমরা কিছুক্ষণ কথা বলি। দৈত্যের দাঁত তুলে ফেলার পর সে কি খেতো? দাঁতের ডাক্তার। বুজবি ছোটাছুটি করছে, লুক ওটার দিকে দৌড়ে যায়। আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকি আর লক্ষ করি।

একটু পর জুলিয়া আমার কাছে আসে এবং কোনও সম্ভাষন ছাড়াই বলে, 'মাইকেল, আমি জানি না জেমস কেন তোমাকে দাওয়াত দিয়েছে— কিন্তু আমার মনে হয় সে আমাদের বিষয়টা জানে, কোনওভাবে, আমি নিশ্চিতভাবে জানি না কীভাবে। গত দুইদিন সে নিজের মধ্যে নেই।'

দূর থেকে জেমস আমাদের দেখে।

'আমি নিশ্চিত সে গত সপ্তাহে জানতো না,' আমি বলি। 'তুমি নিশ্চিত?'

সে মাথা ঝাঁকায়।

'কিছু বলেছে সে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'না— সরাসরি কিছু বলেনি।'

'আদৌ শুভ জন্মদিন নয় তাহলে।'

'না।'

'আমি কয়েক দিনের মধ্যে রচডেলে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে চলো। তুমি বলতে আমার সঙ্গে ওখানে যাবে— তুমি দেখতে চাও কোথায় আমি জন্মেছি আর বেড়ে উঠেছি।'

'আমি পারবো না, এখন কিংবা আর কখনই।'

'ওহ, জুলিয়া, এটা ভালো নয়, কী হচ্ছে এসব?'

'আমি জানি না কী ঘটতে যাচ্ছে... আমার এখন অন্য অতিথিদের সঙ্গে কথা বলা উচিত।'

'তোমার জন্য যে উপহার এনেছি তা টেবিলের ওপর আছে।'

BanglaBook.org

'ধন্যবাদ।' সে আমার চোখের দিকে তাকাতে পারে না। সে কী বলবে যখন উপহারের মোড়ক খুলে দেখবে ওটা একটা বনসাই, বারো বছর বয়সী, দুই দিন পর পর একবার করে পানি দিতে হয়? যদি তার এদিকে ঝোঁক না থাকে, তাহলে নিশ্চিত ওটা মরে যাবে।

আমি অপেক্ষা করি, শেষ পর্যন্ত সে মুখ তুলে তাকালে বলি, 'আমি কিছু অজুহাত দেখিয়ে চলে যাচ্ছি। কিন্তু প্লিজ আমার সঙ্গে দেখা করো। প্লিজ।'

যদিও শব্দগুলো আমার মুখ থেকে বেরোয়, আমি ভাবি : আমি কী, পোষা কুকুর?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসবো— এখন আমাকে একা থাকতে দাও, মাইকেল।'

'ঠিক আছে,' আমি বলি। 'আমি গিয়ে জেমসকে মুখের ওপর বিরোধিতা করবো।'

'না।' জুলিয়া বলে। 'তাকে এড়িয়ে যাও। আমি জানি না কীভাবে সে জানলো। হয়তো আমি ঘুমের মধ্যে বলছি— হয়তো সোনিয়া কিছু বলেছে— অথবা জেনি— ওহ, কি ভয়ানক এই সবকিছু।'

'জুলিয়া, আমরা দুজনেই স্বচ্ছ মানুষ।'

'তাই কি?'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি। এটা যথেষ্ট স্বচ্ছ?'

সে ঠোঁট-ভাষা পড়তে পারে না, না কি পারে?'

'আমাকে এখন যেতে হবে,' সে বলে। 'কিন্তু এক্ষুনি চলে যেও না। খারাপ দেখাবে। বিদায়, তাহলে, মাইকেল।'

সে আমাকে রেখে চলে যায়। কয়েক মিনিট এদিক-ওদিক করে আমি চলে যেতে উদ্যত হই। লুকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পথে জেমস পড়ে সামনে।

'আপনি জুলিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন?' জেমস জিজ্ঞেস করে। 'আপনাকে অবশ্যই জুলিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে।'

'আমি ওকে বলেছি আমাকে আগেভাগেই চলে যেতে হবে, সুতরাং ও জানে।'

'কী পরিতাপের কথা। কোনও কাজ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কীসের ওপর কাজ করছেন?' সে জিজ্ঞেস করে। সে কি আমার সঙ্গে খেলছে?'

'কাজ করছি 'আর্ট অফ ফিউগ' নিয়ে। কাল আমাদের একটা বড় রিহার্সাল আছে। অথচ আমার একদম প্রস্তুতি নেই।'

'জুলিয়াও ওটার অনুরাগী— সম্ভবত আপনি জানেন,' জেমস বলে। 'কখনও কখনও ওটার খানিকটা বাজায়। নিগূঢ় সঙ্গীত, তাই না?'

'নিগূঢ়?'

'ওহ, কেউ প্রথমে বুঝে ওঠার আগেই অনেক কিছু ঘটে যায়। আমি মিউজিশিয়ান নই, তাই জানি না সঠিক শব্দ ব্যবহার করছি কিনা... জুলিয়া আমাকে বলে আমি

BanglaBook.org

মিউজিশিয়ান নই বলে সে বেজায় খুশি। ওর কথা আত্মবিরোধী কিন্তু সত্য। যদি আমি মিউজিশিয়ান হতাম, তাহলে ওর জন্য আমি সঙ্গীত তৈরি করতে পারতাম। আরেক দিকে, যখন সে শ্রবণশক্তি হারালো তখন আর এ বিষয়ে ওকে হয়তো উৎসাহ জোগাতাম না। অবশ্য এটা একটা প্রকল্পিত প্রশ্ন, কিন্তু এ ব্যাপারে অবহিত কারও সঙ্গে কথা বলা আমার পক্ষে স্বস্তিদায়ক।'

'হ্যাঁ। আমি ভীষণ দুঃখিত, জেমস। আমাকে এখন যেতে হবে। ধন্যবাদ। পার্টি উপভোগ করেছি আমি।'

সে আমার দিকে অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাকায় এবং হাত বাড়িয়ে দেয়। আমি করমর্দন করে চলে আসি

৭.১১

প্রতিশ্রুতি মতো আমি আবার রচডেলে এসেছি। বড়দিনের ছুটি থেকেই আমার বাবা বুড়িয়ে গেছে।

আমরা বেলা দুটোর সময় ওউড বেটসে এসে বসেছি, এবং তার আত্মা অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। বাইরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। নিচের দিকটা হালকা গোলাপি আলোর আভাস।

'ওটা তো শুধুই একটা বেড়াল, স্ট্যানলি,' জোয়ান ফুফু বলে। 'ওটা তো আড়া নয়।'

এ কথায় আমার বাবার চোখ আরও জ্বলে ওঠে।

'বাদ দাও, স্ট্যানলি, তোমার সময়ে তুমি অনেক টার্কিকে মরতে দেখেছো।'

'জোয়ান ফুফু,' আমি প্রতিবাদ করি।

'এটা তার জন্য ভালো,' জোয়ান ফুফু অনুভূতিহীনভাবে বলে। 'কয়েক দিন ধরে সে এইভাবে আছে। একটা কথাও বলে না। এটা ঝুঁকিপূর্ণ। আর আমার জন্য বিরক্তিকর। তোমার আসাটা তার জন্য ভালো হয়েছে।'

'তাই যেন হয়। বাবা, তুমি একটা বেড়ালছানা নিয়ে আসো না? আমি তোমাকে এনে দেবো দাঁড়াও।'

'ও কথা বলো না,' জোয়ান ফুফু দৃঢ়কণ্ঠে বলে।

'আমি যদি প্রথমে মারা যাই তাহলে ওটার কী হবে? আর সে যদি প্রথমে মারা যায়, তাহলে ওটা আমার দরকার হবে না।'

আমি তার নিষ্ঠুর যুক্তির সামনে বোবা হয়ে থাকি। মৃত্যুশোকের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে নেয়া আর লোকজনকে কঠোর সত্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়ার তার এই ক্ষমতায় আমি অভিভূত হই। এর কারণ হতে পারে এই যে তার স্বামী ছিলেন ব্যান্ডারস্টোনে গোরখোদক।

'আর তোমার ব্যাপারটা কী?' জোয়ান ফুফু কথা ঘুরিয়ে যান। 'সে কি তোমাকে পরিত্যাগ করেছে?'

আমি গিনেস বুকটা নামিয়ে রাখি।

BanglaBook.org

'কে?' জিজ্ঞেস করি।

'সে যেই হোক। এইসব বেওয়ারিশ কুকুর হঠাৎ তোমার সঙ্গে জুটে যাবে।'

'জোয়ান ফুফু, স্কানথর্পে গিয়েছিলো যারা সেই জুটির আসলে কী ঘটেছে?'

'বটে, লোকটা ডিভোর্স পেয়ে মেয়েটাকে বিয়ে করেছিলো। কিন্তু বেচারি বউটা দোকানের পুরো বিমা কখনই পায়নি। লরি-ড্রাইভারের বিমা কোম্পানি কিছু টাকা দিয়েছিলো, তারপর আর দেয়নি।'

আমার বাবা গ্রেসি ফিল্ডসের একটা গান শুরু করেছে গুণগুণ করে। তার ব্যথিত অন্তরে জীবনের স্পন্দন ফিরে আসছে।

'সেইসব দিনে মৃতদেহে সুগন্ধী ওষুধ লেপনের চল ছিলো না,' কোনও কারণ ছাড়াই ফুফু বলে। 'সে যখন মৃতের বাড়িতে যেতো তখন তারা তাকে একপাত্র হুইস্কি দিতো। ওভাবেই স্বাগত জানাতো তাকে। তারপর সে কাজে হাত দিতো আর মৃতদেহে পোশাক পরাতো। কোনও সুগন্ধী ওষুধ লেপন করতো না। তারা মৃতদেহ বাড়িতে রাখতে এবং পরে কবর দিতো।'

বাবার জিঞ্জার অ্যান্ড লেমন পুডিং এসে গেল কাস্টার্ডের মধ্যে। খাবারের ওপর সা-সার ভূত ঝুলছে না। জোয়ান ফুফু আরও বেশি করে স্মৃতি আর গল্পের মধ্যে ডুবে গেছে।

'ভুলে যেও না, স্ট্যানলি,' সে বলে, হঠাৎ বাবার দিকে ঘুরে, 'জীবন নিয়ে নালিশ করা অর্থহীন।'

এখানে ঢোকার সময় নিচু আড়কাঠে আমার মাথা ঠুকে গেছে, তবু এখানে আমার ভালো লাগে। ওউড বেটস আমার জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ আশার একটা চিহ্ন। তৃণভূমির মধ্যে এটা দাঁড়িয়ে আছে পথের পাশে। স্কুলে পড়ার সময় আমার এক বন্ধু আর আমি ব্ল্যাকপুল থেকে রচডেল পর্যন্ত পায়ে হেঁটে এসেছিলাম একটা প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচিতে। আমাদের বাসে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো সাগরতীরে। সেখানে নামিয়ে দিয়ে বলা হয়েছিলো পথ খুঁজে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে। বৃষ্টিভেজা, অবসন্ন, ক্ষুধার্ত আমরা দুই বন্ধু শেষ পর্যন্ত ওউড বেটসের দেখা পেয়ে প্রথমবারের মতো অনুভব করেছিলাম বাড়ির কাছেই পৌছে গেছি। বাড়িতে পৌছানোর পর মায়ের চোখে যে হতভম্ব দৃষ্টি দেখেছিলাম তা আজও আমার মনে পড়ে। তিন দিন ঘুমিয়েছিলাম আমি।

আমি সেইসব দিনের কথা ভাবি, এখনকার দিনগুলো থেকে সেসব সরে গেছে কতো দূরে, যখন আমার হৃদয় জানতো ভালোবাসা কী আর আর ব্যাকুল হতো না ভালোবাসার জন্য। আমার মা-বাবার দাম্পত্য জীবনে একজন বাইরের লোক যদি অনুপ্রবেশ করতো, তাহলে আমি কী ভাবতে পারতাম? জেমস চতুরতা দেখিয়েছে; লুকের কথা উল্লেখ করেনি।

'আমি হেঁটেই ফিরে যাবো,' আমি বলি।

'কিসের জন্য, মাইকেল?' বাবা জিজ্ঞেস করে।

'আমার হাঁটতে ইচ্ছা করছে।'

BanglaBook.org

'তাহলে গাড়ি চালিয়ে আমাদের নিয়ে যাবে কে বাড়িতে?' জোয়ান ফুফুর প্রশ্ন।

'তুমি, অবশ্যই,' আমি হাসিমুখে বলি। 'তুমিই তো গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছো।'

'কিন্তু কয়েক মাইল পথ। তোমার কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে যাবে।'

'মাত্র কয়েক মাইল। আমি সন্ধ্যার মধ্যেই পৌঁছে যাবো। অনেক দিন লন্ডনে আছি। আমার এটা প্রয়োজন।'

'আচ্ছা,' জোয়ান ফুফু বলে, 'কিন্তু গর্তে পড়লে আমার দোষ দিও না।'

আমি খাবার দাম পরিশোধ করি, তাদের গাড়িতে তুলে দিই, আর ফিরতি পথে একটু অনিশ্চয়তার সঙ্গে গাড়িটা চলে যেতে দেখি। জোয়ান ফুফুর আর্থ্রাইটিস হয়েছে ঠিকই, কিন্তু চুলোর মতো গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলটাও ছেড়ে দিতে রাজি নয় কারও হাতে।

ওউড বেটস ছাড়িয়ে একটা জায়গায় রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কোনও কারণে, লাইম-গ্রিন রঙের জ্যাকেট পরা পুলিশ সব গাড়ি ঘুরিয়ে দিচ্ছে রচডেলের দিকে। একটা লোক প্রতি প্রতিবাদ করে, কিন্তু কাজ হয় না। নিশ্চয় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমি রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের দিকে হাঁটা ধরি।

৭.১২

এখানে উপর থেকে ওউড বেটস, সড়ক, জলাশয়, পুলিশ সব কিছু দূরে সরে যায়, চারপাশে শুধু ঘাস আর বাতাস।

গাড়ির আওয়াজ উধাও হয়ে গেছে, কিন্তু বাতাসের সঙ্গে অশ্ব ক্ষুরের শব্দ শুনতে পাই। হালকা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ঝরছে, কাজেই ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলা যাবে না, কিন্তু পশ্চিম দিকে এক টুকরো নীল দেখা যাচ্ছে।

বাতাস তাজা আর তীব্র। কালো মাটি ফুঁড়ে গজিয়েছে নানা রকমের ঘাস। বিলবেরির নিচু ছোট ছোট ঝোঁপ, বেরি ধরে আছে তাতে, এখনও সবুজ— বাতাসের তোড়ে সেগুলো দুলছে।

আমি একটা গর্তে গুটিশুটি মেরে থাকি; তারপর শুয়ে পড়ি, যদিও আর্দ্র, বাতাসের বেগ লাগে না গায়ে, দিগন্ত দেখা যায় না, শুধু নীরবতা ও আকাশ ছাড়া আর কিছু থাকে না।

কোথাও থেকে ভেসে আসে একটা গভীর ডাক; তারপর হট-হট আওয়াজ, আনন্দ আর শক্তির শিস, যা পরিণত হয় সঙ্গীতে, নিচু ধূসর আকাশে লার্ক পাখি পাক খেতে থাকলে সেগুলোর গানের আওয়াজ আরও জোরালো হয়ে ওঠে।

আমি হয়তো ওদের দেখতে পাবো, যখন ওরা দ্রুত নেমে আসবে। না, আমাকে উঠে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে; চোখের ওপর হাত রেখে শুয়ে থেকেই আমার ভালো লাগছে— আঙুলের ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখেও।

এখন দুটো, এখন তিনটে, এবং এখন, আকাশ অনেক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আর্দ্র মাটির বুক থেকে অসংখ্য লার্ক উড়াল দিচ্ছে, অসংখ্য।

কিন্তু যারা সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছে তাদের কাছেও লার্ক কেন একক হতে পারে না?

Type of the wise who soar, but never roam;
True to the kindred points of Heaven and Home!

ওহ্ অপদার্থ লোক।

Like a high-born maiden
In a palace tower,
Soothing her love-laden
Soul in secret hour
With music Sweet as love which overflows her bower.

ওহ্ বোকা লোক।

He rises and begins to round,
He drops the silver chain of sound
Of Many links without a break
In chirrup, whistle, slur and shake...

আহ্, এই তো, এই হলো কথা।

মনে হয় অখুশি আর অস্বস্তিতে ভুগছেন। আমার নিজের হৃদয়ও ভারাক্রান্ত হয়।

'মাইকেল, বেহালাটা, আমার আশংকা ওটা ভালো নয়। পানির চেয়ে রক্ত বেশি গাঢ়, এবং...'

আমি মাথা ঝাঁকাই।

'বস্তুত আমার রক্ত একটু বেশি গাঢ়। হাইপারটেনসন। কেন, তার কারণ দেখি না কোনও। আমি যথেষ্ট শান্ত প্রকৃতির মানুষ।'

'আমি আশা করি আপনি সুস্থ থাকবেন।'

'হ্যাঁ, ভালোই আছি। আমি হয়তো একশো বছর বেঁচে থাকবো। আচ্ছা, যা বলছিলাম, মাইকেল, আমার ভাইয়ের ছেলেকে তেমন পছন্দ করি না, কিন্তু কী করবো।'

'এটা আমি আশংকা করেছিলাম।'

'কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে।'

'অবশ্যই। আর তাছাড়া—'

'হ্যাঁ?'

BanglaBook.org

'আপনি কয়েক মাস আগে আমার নম্বর চেয়েছিলেন বাবার কাছে, তাই আমি ভেবেছিলাম আমাকে আপনার কিছু বলার আছে।'

সে একটু সময় চুপ থাকে, তারপর বলে, 'তোমাকে ফোন করার মতো মনের জোর আমার ছিলো না। আচ্ছা, একটা বেহালার জন্য তুমি কী করবে?'

'এ নিয়ে আমি এখনও কিছু ভাবিনি।' আমি একটু সময় চুপ থাকি। 'আপনি বেহালাটা কখন ফেরত চান?'

তাকে বিভ্রান্ত দেখায়, যেন সে প্রশ্নটা বুঝতেই পারেনি।'

'মিসেস ফর্মবি, আপনি নিশ্চয় জানেন বেহালাটা আমার কাছেই আছে,' আমি বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলি। 'রচডেলে এলেই আমি ওটা সঙ্গে আনি। ওটা আপনার, সব সময় আপনারই আছে। তবে আর কয়েকটা মাস যদি রাখতে পারতাম। আমাদের রেকর্ডিং হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। আপনি যদি ওই সময়টুকু আমাকে দিতেন।'

'ওহ, ট্রাস্ট এখনও গঠন করা হয়নি। সেও কয়েক মাস সময় লেগে যাবে।'

'ধন্যবাদ।'

'না, মাইকেল, না— আমাকে ধন্যবাদ দিও না। এটা নিশ্চয় কঠিন হবে।'

আমি মাথা নাড়ি। 'দেখুন, একেবারেই না পাওয়ার চেয়ে ভালোবাসা পেয়ে হারানোও ভালো, তাই না মিসেস ফর্মবি?'

আমি কী বলছি? সে কেন হাসছে?

'তোমরা 'আর্ট অফ ফিউগ' কেমন রিহার্সাল করছো?' সে জিজ্ঞেস করে।

আমি তাকে বলি কীভাবে বিলি সব কাঠামো তৈরি করছে, হেলেনের গভীর ভায়োলা, আমার নিজের ভায়োলা-বাদন, পিয়ার্সের সন্দেহ, ইসোবেল শিঙ্গল ও এরিকার কথা।

'তোমার কতোটা দীর্ঘ যেতে হবে?'

'সাধারণত এফ, কিন্তু কখনও কখনও— দুই বা তিনটে রচনায়— ই অথবা ডি।'

'তুমি কি বলোনি আমাকে যে, আমাদের বেহালার নিম্নতম স্ট্রিং তুমি এফে টিউন করেছিলে উইগমোর হলের অনুষ্ঠানে, এবং ওই টিউনিংয়েই ওটা তুমি বাজিয়েছিলে সহজাতভাবে?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা তুমি এখন করছো না কেন?'

আমি তার দিকে তাকাই। সত্যিই। আমি তা করছি না কেন? আমি, বস্তুত, এ কথা আগে ভেবেছিলাম, কিন্তু কখনই খুব গুরুত্ব দিয়ে ভাবিনি। এতে নিজস্ব সুবিধাও আছে : তিনটে সুরের বাইরে যেখানে গতি হবে ধীর, সেখানে ভায়োলা ব্যবহার না করে বেহালাতেই থাকতে পারি। আমাদের কোয়ার্টেটের বুনন হবে আরও সুবিন্যস্ত।

'মিসেস ফর্মবি, এ সত্যিই এক দারুণ আইডিয়া।'

'আমি সমস্ত বিষয়টার জন্য দুঃখিত, মাইকেল। আমি চাই না যে তুমি ভাবো আমি তোমার কথা চিন্তা করিনি।'

'না, না, মিসেস ফর্মবি। ও কথা বলবেন না।'

BanglaBook.org

আমি তাকে গতকাল আমার হাঁটার কথা বলি, এবং লার্কের কথা। পুরু কাঁচের চশমার পিছনে তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে ওঠে, সে মৃদু হাসে।

'হি রাইজেজ অ্যান্ড বিগিনস টু রাউন্ড,' সে তাৎক্ষণিক আবৃত্তি করে।

'হি ড্রপস দ্য সিলভার চেইন অফ সাউন্ড,' আমি ধুয়া ধরি। এবং একবার সে একটা পংক্তি আউড়ায়, আবার পরের পংক্তিটা আমি আউড়াই, এভাবে আমরা পুরো কবিতাটা আবৃত্তি করি নির্ভুলভাবে।

'টিল লস্ট অন হিজ এরিয়াল উইংস,' শেষে সে বলে, আর লম্বা শ্বাস ফেলে।

আমি নীরব, আর কিছুক্ষণ পর, প্রায় শোনা যায় না এমনভাবে, শেষ পংক্তিটা আউড়ায় সে বিড়বিড় করে।

৭.১৪

তাহলে আমার সম্পত্তি কী, আমার অবলম্বন? বো আমার নিজের, আমার আসবাবপত্র, আমার বই, ৪০০০ পাউন্ড সঞ্চয়, আর আমার ফ্ল্যাটের মালিকানা। যদিও গাড়ি নেই কোনও।

লন্ডনে ফিরে পিয়ার্সের সঙ্গে কথা বলি, তার নিজেকেই একটা বাদ্যযন্ত্রের মতো দেখাচ্ছে। সে কিছু বলে না, শেষে সাদামাটাভাবে, 'মাই ডিয়ার মাইকেল।'

সে আমাকে একটা ফান্ডের কথা বলে— সেটার কথা আগেও শুনেছি— বাদ্যযন্ত্র কিনতে চায় যেসব মিউজিশিয়ান তাদের সামান্য সুদে ক্ষুদ্র ঋণ দেয় তারা। কিন্তু সে ঋণ যথেষ্ট নয়।

আমার ব্যাংক সহযোগিতা দিতে পারে? আমি টাকা পরিশোধ করতে পারলে, আমার বেহালা নিজের কাছে রাখতে পারবো। পিয়ার্স জানে না। তার বেলায় হয়নি।

এই গত দুই বছরে লন্ডনে এমন কোনও ডিলার নেই যার কাছে খোঁজ নেয়নি পিয়ার্স, কিন্তু তার ভালো লাগে আবার তার সাধ্যে কুলায় এমন কিছুই খুঁজে পায়নি। এখন সে বেহালার নিলামে অংশ নেয় যদি একটা পছন্দমতো পেয়ে যায় এই আশায়। আমারও তাই করা উচিত, সে বলে; আমরা এক সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র পরীক্ষা করতে পারবো, বাজাতে পারবো, দর দিতে পারবো সাধ্য অনুযায়ী। আমি কী আগ্রহী? কিন্তু এতে তোমার হৃদয় ভেঙে যেতে পারে, সে সতর্ক করে; এ পর্যন্ত তার পছন্দ হয়েছে তিনটে বেহালা।

অথবা আমি হয়তো আমার বেহালার পরিমাপ অনুযায়ী আমার জন্য ম্যান্ডারসনের বানানো একটা যন্ত্র পেতে পারি। বেহালা; বেহালা। অনুশীলন করো ওটা।

সময় আমার অনুকূলে নেই। আমার যা আছে তা আর হালনাগাদ করি না পিয়ার্সের মতো। এ বছরের শেষ নাগাদ আমি পরিত্যক্ত হয়ে যাবো শূন্য হাতে।

BanglaBook.org

৭.১৫

আমার ব্যাংকে আসি। বিষয়টা জানাই। আমার কাছে কাগজপত্র ও প্রমাণ চাওয়া হয়। আমি দুদিনের মধ্যে ফিরে আসি।

প্রফুল্ল এক তরুণের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি, যার কথার মধ্যে ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার উঠে গেছে একেবারে। সে আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়। বসুন দয়া করে। আমরা ডেস্কে বিশ্বাস করি না। কফি? হ্যাঁ, এবং চিনি, দয়া করে। আমার গ্রাউন্ড এবং তার বন্ধুসুলভ করুণাহীন চোখ পড়ি আমি। তার কাছে থেকে জানতে পারি ব্যাংক আমার সমস্যাটা বিবেচনা করেছে। ব্যাংক আমার সততা স্বীকার করে। আমি কখনই অতিরিক্ত উত্তোলন করিনি ব্যাংক তার প্রশংসা করে। ব্যাংক আমাকে কাস্টমার হিসেবে মূল্য দিয়ে থাকে। ব্যাংক আমাকে সাহায্য করবে না।

কেন? কেন? এটা কি আমার বাণিজ্যের যন্ত্র নয়? তোমাদের কাছে কি আমার কথা ও ক্রেডিট ভালো মনে হয়নি?

মিস্টার মর্টন— আমার মনে হয় ওটাই তার নাম— ব্যাখ্যা দেয় যে আমার আয় খুব কম। আমার আয় অনিশ্চিত। প্রাতিষ্ঠানিক কোনও বৃত্তিও আমার নেই। আমি এমন কি ক্যামেরাটা অ্যাংলিকার স্থায়ী সদস্যও নই। আমি একজন এক্সট্রা, যখন দরকার হয় কেবল তখনই আমার ডাক পড়ে। আমার মর্টগেজের টাকা পরিশোধের অংকটাও বেশি। ব্যাংক মনে করে, বিদ্যমান মর্টগেজ ঋণ আর কাঙ্ক্ষিত ঋণের অংক মিলে যা দাঁড়াবে, তার পর আর আমার হাতে কিছুই থাকবে না নিজের চলার মতো।

কিন্তু আপনারা আমাকে ঋণ দিলে তা আমি পরিশোধ করবো।

আপনি যদি পরিশোধে ব্যর্থ হন তাহলে কি কেউ আপনার পক্ষে নিশ্চয়তা দেবে? দেখুন, মিস্টার হোম, আমরা দুঃখিত, কিন্তু আমাদের...'

তাহলে এই? আমি কি ওটার সংস্পর্শ হারাবো, ওটার শব্দ, ওটার দৃশ্য? আমি এ চিন্তা মোটেও বহন করতে পারবো না, মিস্টার মর্টন। আমার কাছে ওটা আছে বহুকাল থেকে।

নর্টন।

আমি ভীষণ দুঃখিত। আমি ভীষণ দুঃখিত। ফরম আমার হাতের ভিতর দুমড়ে-মুচড়ে গেছে।

এখন দয়া করে শান্ত হোন, মিস্টার হোম; আপনার সম্পদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যাক। হয়তো আপনার ফ্ল্যাটটা বিক্রির কথা ভাববেন? ইয়ে, একটা আবাসন বিক্রির কোম্পানির সঙ্গে ব্যাংক যুক্ত আছে। ব্যাংক সানন্দে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

আমার একটা জানালা দরকার। কোথায়?

ব্যাংক আপনাকে সচেতন করে দিচ্ছে যে এর সঙ্গে সুনির্দিষ্ট ব্যয় ও কমিশনের বিষয়টিও আছে।

আমাকে তাহলে ওটাই করতে হবে? আর কী সমাধান আছে? এটা কি কম্পিউটারের ক্রুটি? নাকি হেড অফিসের? একজন ম্যানেজারের কক্ষে জানালা থাকবে না কেন? এটা কি একটা গাইড লাইন?

BanglaBook.org

সে আমাকে একাধারে শক্ত ও নরম কাঠ থেকে ক্লোন করবে; সে ওটা ভেনিসের রঞ্জক দিয়ে বার্নিশ করবে; পশুর নাড়িভুড়ি দিয়ে তার বানাবে। এটার ওপর তিনশো বছরের ঘাম ও অশ্রু বৃষ্টি ঝরবে এসিডের, এক দিন যেন একটা বছর, তিনশো বছর সঙ্গীত বাজবে এর সর্পিল মুখ থেকে, এটা আবারও হবে আমার।

অথবা আমি কামরাগুলোয় যেতে পারি পিয়ার্সের সঙ্গে, আর আমার হাত সামনে বাড়াতে পারি— আমি ওটা চাই— অথবা ওটা— অথবা ওটা।

কিন্তু এটা হলো আমার টনোনি যেটাকে আমি চাই, যেটা অতিমাত্রায় প্রিয়। কিন্তু অতো দূর আমার হাত যায় না।

৭.১৬

আমার প্রিয় মাইকেল,

আমি বলেছি তোমার সঙ্গে দেখা করবো, কিন্তু তা পারবো না। আমি এই নিষ্পেশণ আর গ্রহণ করতে পারবো না। আজকাল আমি পিয়ানো বাজাতে পারি না। মনে হয়, বাজাতে গেলে আমার হৃৎপিণ্ড থেমে যায়।

সমস্ত কিছু আমাকে প্রবলভাবে চাপ দিচ্ছে। দয়া করে এই চিঠির কোনও উত্তর দিও না অথবা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসো না অথবা কোনও ব্যাখ্যা চেও না। আমি বলবো না আমি সব সময় তোমাকে ভালোবেসে যাবো। এটা বেশ মিথ্যা শোনাবে। ভালোবাসাটা মিথ্যা নয়— কিন্তু তোমার বা আমার এটা জেনে বা বলে কী লাভ হবে?

আমার মনের মধ্যে আর এই ঘরের মধ্যে নিজেকে বন্দি বলে মনে হয়। তুমি ঘরটা দেখেছো এখন, তাই কল্পনা করতে পারবে আমি ডেস্কে বসে আছি বা পিয়ানোয়। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এখন তুমি এখানে আছো খুব বেশি, যেমনটা আমার জীবনজুড়ে। আমাকে আবার স্থিরতার কথা ভাবতে হবে, আমার নিজের জন্য— এবং লুকের জন্য, জেমসের জন্য, যাকে নিরুদ্দিষ্ট ও ক্লান্ত দেখায়। তোমাকে নিয়ে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি, এবং অনিশ্চিত, শংকিত, অপরাধী, বোকার মতো আনন্দে ও বেদনায় পূর্ণ— এ সবই আমার দোষ, অন্য কারও নয়। আমাকে জিজ্ঞেস করো না কেন অথবা কীভাবে, কারণ আমি নিজেও জানি না। আমি জানি যে তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। এ আর আমি মানিয়ে নিতে পারছি না।

সমস্ত মানুষের মতো, যাদো একটা পূর্ব এবং একটা পরবর্তী আছে, আমারও জানা উচিত ছিলো যে তুমি তোমার অতীত জীবন পুনরায় যাপন করতে পারো না। সেই রাতে ব্যাকস্টেজে আসা আমার উচিত হয়নি। দয়া করে আমাকে মার্জনা করো এবং, যেমন তোমাকে ভুলে যেতে অক্ষম তেমনি তুমিও যদি আমাকে ভুলে যেতে অক্ষম হও, অন্তত প্রতি দিন আর প্রতি বছর আমার কথা কম কম করে ভেবো।

ভালোবাসা— হ্যাঁ, তুমি জানো আমি কেমন অনুভব করি। আমি হয়তো স্থির করতে পারি আবারও—

জুলিয়া

BanglaBook.org

৭.১৭

এ সত্যি নয়। কিন্তু স্লট দিয়ে চিঠিটা আসতে দেখেছি আমি। তার তির্যকভাবে আসা হাতটা দেখেছি এবং খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা খুলেছি।

লিফট। না। থামো। মনে করো এই চিঠি বিলি হয়নি। ডাকে ছাড়া হয়নি, লেখা হয়নি, চিন্তাও করা হয়নি।

জুলিয়া, সমস্ত যন্ত্রণার দোহাই, আর খোদার যাকে তুমি বিশ্বাস করো, আবারও এটা ভাবো। আমি এটার প্রতি বধির হবো, আমি এটা উপেক্ষা করবো। কেমন? আমি এটা আবার পড়বো না, যেমন এখন আবার পড়ছি। আমি শুবার্ট শুনবো। ট্রুট কুইন্টেট। আমি দ্রুত শেভ করি। আমি একটা ডবল-ডেকার বাসে যাত্রা করবো সেই জায়গাটা খুঁজে বের করতে যেখানে একদা তোমাকে দেখেছিলাম রাস্তায়। সার্পেন্টাইনে ছায়া ফেলেছে গ্রীষ্মের পত্রাবলী। তুমি আমার উদ্ভিদটাকে বাঁচতে দেবে, তোমার যত্নে ছিলো যেটা? এ ব্যাপারে তুমি একটা কথাও বলোনি।

তোমার ঠিকানা আমার জানা, সুতরাং এই উজ্জ্বল দিনে আমি তোমার দরোজায়।

জুলিয়া দাঁড়িয়ে আমার সামনে, তার পাশে তার ছেলে। আমি তার কণ্ঠস্বরের মান শুনি। কিছু পরোয়া করি না।

লুক আমাকে সম্ভাষণ জানায় আর আমি মৃদু হাসি। 'তোমার না স্কুলে থাকার কথা?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'ছুটি।'

'আমি তোমার মাকে কিছুক্ষণের জন্য নিয়ে যাচ্ছি, লুক। আমাদের মিউজিক নিয়ে আলাপ আছে। তোমার দাদী আছেন ঘরে? ভালো। আমি তোমার মাকে পৌঁছে দিয়ে যাবো।'

'আমিও আসতে পারি না?' সে আবেদন জানায়।

আমি মাথা নাড়ি। 'না। লুক, আমাদের বিষয়টা খুব একঘেয়ে। স্কেলের চেয়েও বাজে। কিন্তু অত্যন্ত জরুরি।'

'আমি বুজবির সঙ্গে খেলবো।'

'ডালিং, ওটা ভালো আইডিয়া নয়,' জুলিয়া বলে।

'আমার বাইরে যাওয়ার কথা মনে ছিলো না। তাড়াতাড়ি চলে আসবো। ওহ, মাইকেল, আমি ভুলে গেছি। তোমার রেকর্ডটা এখনও আমার কাছে।'

'পরে দিলেও চলবে।'

'না। এখনই ভালো, আমি মনে করি,' সে হালকাভাবে বলে। লুকের প্রতি দ্রুত একটু হাসি। আধ মিনিটের প্রত্যাবর্তন। হাতে বিটোফেনের স্ট্রিং কুইন্টেটের এলপি।

BanglaBook.org

'জুলিয়া, ওটা রেখে দাও।' না, এতে কাজ হবে না।

'না, মাইকেল, আমি রাখবো না,' সে লে। আমার হাতে ধরিয়ে দেয় সজোরে।

লুককে উৎকণ্ঠিত দেখায়। 'তাড়াতাড়ি মানে কতো তাড়াতাড়ি?' সে জানতে চায়।

'মাত্র এক ঘণ্টা, ডার্লিং,' জুলিয়া বলে।

আমরা একটা টিলায় উঠি। তারপর নেমে আসি একটা পার্কে। জাপানি বাগানে বসি, যেখানে অন্য মানুষেরাও বসে। একটা ঝরনার পাশে।

'কিছু বলো, জুলিয়া।'

সে মাথা ঝাঁকায়।

'কিছু বলো। যে-কোনও কথা। তুমি কীভাবে এটা করতে পারলে?'

'তুমি কীভাবে এটা করতে পারলে?'

'আমি তোমাকে দেখেছি।'

আবার সে মাথা ঝাঁকায়।

'তুমি প্র্যাকটিসে সক্ষম হয়েছো?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'মাইকেল, আমি আর কখনও তোমাকে দেখতে চাই না।'

'কানের ভোঁ ভোঁ শব্দের কী অবস্থা?'

'আমার কথা শুনতে পাওনি?'

'তুমি আমার কথা শুনতে পাওনি? কানের ভোঁ-ভোঁ শব্দের কী অবস্থা? কেমন? তুমি ভালো শুনতে পাচ্ছো নাকি আরও খারাপ? তুমি আবার আমার সঙ্গে বাজাবে? টনোনি নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছে, জুলিয়া— আমার সবকিছু নতুন করে ভাবা প্রয়োজন।'

'মাইকেল, আমি পারবো না, তোমার একগুচ্ছ সমস্যার কারণে, লোকজনকে জোর খাটওগে বাজানোর জন্য।'

'লোকজনকে?'

'যে কাউকে। আমাকে নয়, আমি নই, আমি আর কখনই কারও সঙ্গে বাজাবো না।'

'সে তোমার কাছে কী? আমি যা সে কি তাই?'

'মাইকেল, চুপ করো।'

'আমাদের কী ঘটছে?'

'আমাদের? আমাদের? কিসের আমাদের?'

'জুলিয়া।'

আমি চোখ বন্ধ করি। মাথা নামাই। কানের মধ্যে শাঁ শাঁ আওয়াজ। 'আমি তোমাকে কারও কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছি না,' অবশেষে আমি বলি। 'আমি শুধু যুক্ত'

'আমরা এক মাসের জন্য বোস্টন যাচ্ছি,' সে বলে।

আমি হাতের তালু দিয়ে ঘাস ছুঁই। 'সে জানে তা তুমি বুঝলে কীভাবে?'

'সে মর্মাহত। আমি দেখতে পাই, আর আমি তা সহ্য করতে পারি না। সবচেয়ে খারাপ দিনগুলোয়, যখন আমি আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেকেই চিনতে পারতাম না, আমি তার চোখে নিজেকে দেখে নিজেকে চিনতে পারতাম। সে সব সময় আমাকে সাহায্য করেছে। আমি তাকে পড়তে পারি, মাইকেল।

BanglaBook.org

'সে কীভাবে জানলো?'

'মাইকেল, তুমি বুঝতে পারো না— এটা এমনিতেই ধারণা করা যায়। হয়তো কেউ কিছুই বলেনি। বছরের পর বছর এক সঙ্গে জীবন যাপন করলে এমনিতেই বোঝা যায় এসব ব্যাপার। হয়তো সে আমার কণ্ঠস্বরের মিথ্যাচারিতা ধরতে পেরেছে।'

'তার কণ্ঠস্বরের মিথ্যাচারিতা তুমি ধরতে পারো?'

'মাইকেল!'

'তুমি আমাকে ছাড়া চলতে পারবে, জুলিয়া। আমি পারবো না তোমাকে ছাড়া।'

'মাইকেল, সবকিছু আরও কঠিন করে তুলো না।'

'তুমি কখনও তার সঙ্গে নাচে অংশ নিয়েছো?'

'নাচ? এ কী ধরনের প্রশ্ন? তুমি নাচের কথা বলছো?'

'তুমি তাকে ভালোবাসো?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। অবশ্যই ভালোবাসি।'

'কিন্তু তাকে বিয়ে করেছো— ' আমি থেমে যাই।

'প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে?'

'আমি তা বলছি না।'

'তাই বলছো। অন্তত বাক্যটা সেভাবেই সাজিয়েছো। কথাটা শুধু আংশিক সত্যি। আমি শুরু থেকেই তাকে পছন্দ করি। সে উদ্বায়ী নয়— আমার মতো। সে মেজাজি নয়— আমার মতো। সে উদ্ভট প্রশ্ন করে না। সে আমাকে আশ্বস্ত করে। সে আমাকে সুখী করেছে। সে আমাকে প্রকৃতিস্থ রেখেছে। সে আমাসে সাহস জুগিয়েছে।'

'এবং আমি কিছুই করিনি?'

'আমি এখন তাকে ভালোবাসি। আমি তাকে ছাড়া বাঁচবো না। এসব বিষয় ব্যাখ্যা করার কী আছে? আর লুক। আমি কীভাবে অমন বোকা হতে পারলাম— বোকার চেয়েও খারাপ, এতোটা স্বার্থপর, এতোটা বেপরোয়া। আমি মানতে পারি না, তুমি জানো, মাইকেল। আলো নেভানোর পর লুক ওর মা-বাবার কথা-বার্তা আর শুনতে পায় না। সব বাচ্চাই শোনে। আমার বধিরতাকে আমি ঘৃণা করি। যদি অন্ধ হতাম তাও মানিয়ে নিতে পারতাম। সঙ্গীতটা না থাকলে আমি একটা জঞ্জাল ছাড়া অন্য কিছু হতে পারতাম না।'

আমি তার কথায় মনোযোগ দিতে পারি না। এসব আমাদের দুজনের জীবন থেকে পৃথক এক বিষয়।

'তুমি মা-বাবার একমাত্র সন্তান। আমিও— এও ওটার অংশ,' সে বলে, তার কণ্ঠস্বর একটু শান্ত হয়।

'ওটার অংশ— মানে, তুমি বলছো, সমস্যার অংশ?'

'আমি আরেকটা বাচ্চা নিতে চাই। আমাকে ভাগাভাগি করে নিতে লুকের কাউকে প্রয়োজন, নইলে ও আমারই মতো স্বার্থপর হয়ে উঠবে।'

BanglaBook.org

'এ ধরনের যুক্তি জেমসের বেলায় প্রযোজ্য হচ্ছে না কেন? তোমাকে ভাগাভাগি করে নিতে তার কাউকে প্রয়োজন হয় না কেন?'

এ কথার জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করে না জুলিয়া। 'আমাকে যেতে হবে।' সে বলে।

'তাহলে আমাদের আর দেখা হচ্ছে না?'

'না।'

'তুমি আমার জন্য অবশ্যই প্রার্থনা করবে— যেমন করেছিলে তোর্চেল্লোয়।'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ।' সে এখন চিৎকার করছে, কিন্তু কী বলি শোনার জন্য তাকিয়ে আছে এখনও আমার মুখের দিকে।

'বিদঘুটে এক খোদা তোমাকে বধির বানিয়েছে।'

'কী শস্তা আর সহজ কথা।'

'হয়তো। কিন্তু খণ্ডন করা সহজ নয়।'

'এবং নিষ্ঠুর।'

'তুমি নিজেকে কী মনে করেছো? তুমি ভাবছো আমি— আমি একটা পোর্সেলিলেন ব্যাঙ, যখন আগ্রহ শেষ হয়ে যাবে তখন আছাড় মেরে টুকরো টুকরো করে ভাঙবে? তুমি এসব কথা আমাকে একটা চিঠিতে কীভাবে লিখতে পারলে, জুলিয়া? তুমি অন্তত পারতে না—'

'ঘাসের বাইরে। ঘাসের বাইরে, প্লিজ। ঘাসের বাইরে।' এক মহিলা পুলিশের কণ্ঠস্বর, কেউ নির্দেশ অমান্য করছে কিনা তার টহলে বেরিয়েছে সে। আমরা উঠে দাঁড়াই।

'কিন্তু কেন?' আমি মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করি। 'কেন?'

'ওখানে একটা সাইন আছে। ঘাসের বাইরে, প্লিজ।'

ঘাসের সীমানার পর মসৃণ পাথর, পুকুরের কিনারা। আমি তোমাকে ছোঁবো। আমাকে নিয়ে যাও।

'এবং পাথর?' আমি জানতে চাই।

'পাথর?' দেখার জন্য মাথা ঘোরায় পুলিশ।

'পাথরের ওপর বসা নিষেধ বলে কোনও সাইন নেই, আছে কি?'

'মাইকেল,' জুলিয়া বলে, তার হাত আমার বাহুর ওপর। 'তার সঙ্গে তর্ক করো না। প্লিজ। চলো, চলে যাই।'

'ধন্যবাদ, জুলিয়া। এখন আমি নিজের মতো জীবন-যাপন করছি।'

'আমি আপনাকে বলছি, পাথরের বাইরে।'

'যদি আইন না থাকে, তবে আপনার কথায় কী আসে যায়? আমি পাথরের ওপর পা রাখলে কী করবেন আপনি?'

'আমি... আমি... আমি আপনার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবো,' মহিলা পুলিশ বলে, আঙুল তোলে আমার দিকে।

BanglaBook.org

সে চলে যায়। আমরা ধুলো ঝাড়ি এবং মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকি এক মিনিট। আমি তাকে চুমু দেবো না। আমার শান্তি দরকার। আমি পানির কিনারে যাবো এবং মসৃণ গোলাকার পাথর স্পর্শ করবো।

জুলিয়া আবারও রেকর্ডটা বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে। এটা হলো সেই সঙ্গীত যা এক সময় আমরা দুজনেই ভালোবেসেছিলাম। এটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম, তারপর খুঁজে পেয়েছিলাম।

আমি তাকাই ওটার দিকে, এবং ওর দিকে, তারপর শূন্যে ছুড়ে দিই ওটা পুকুরের দিকে।

ওটা ডুবে যায় পানিতে। আমি ওর অভিব্যক্তি দেখার জন্য মুখ ফেরাই না। আমি ওখানেই ওকে পরিত্যাগ করি এবং পা বাড়াই।

৭.১৯

রাস্তা কোলাহলপূর্ণ। আমি জগতের ওপর আমার নীড়ে বসে আছি। জানলার শার্সিতে বাতাস ঝাপটায়, কিন্তু আর কিছু নয়।

আমার দৃষ্টি পড়ে তার বইয়ের ওপর তার পেপার-নাইফের ওপর। না, ওগুলো থাক, এসবের ওপর রাগ করে কী লাভ?

আমার ফোনে কোনও মেসেজ নেই। আমি অ্যানসারিং মেশিন বন্ধ করে দিই। থেকে থেকে ওটা বাজে। আমি উত্তর দিই না। যেই হোক, অপেক্ষায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

আমি বসে থাকি এবং আকাশ ছায়াচ্ছন্ন হতে দেখি।

আকাশ ছাইরঙা। রুমটা এখনও হিম হয়ে যায়নি। আমাকে নীরবে বসে থাকতে দাও। আমার মাথা নুয়ে পড়ুক বুকের ওপর। আমাকে শপথপূর্বক আশা পরিত্যাগ করে শান্তি খুঁজে নিতে দাও।

৭.২০

ফোনটা বাজে পাগলের মতো, পাগল করে তোলার মতো। আমি ওটা বাজতে দিই। বাজতেই থাকে, কুড়ি, পঁচিশবার বাজে, প্রতিবার আমার মস্তিষ্কে বেঁধে। শেষে আমি ফোনটা ধরি।

'হ্যাঁ? হ্যালো।'

এক নারীকণ্ঠ, 'এটা কি লন্ডন বেইট কোম্পানি?'

'কী?'

'আমি বলছি, এটা কি লন্ডন বেইট কোম্পানি? আপনি ফোন ধরছেন না কেন?' দক্ষিণাঞ্চলের উচ্চারণে ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠস্বর।

'আপনি 'বেইট' বলতে কি মাছ ধরার বেইট বোঝাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। অবশ্যই।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, এটা লন্ডন বেইট কোম্পানি। আপনি কী চাইছেন?' আমার কণ্ঠস্বর নিশ্চয় অমার্জিত শোনায়।

'ট্রাউট পেলেট।'

'ট্রাউট পেলেট? আমি ওটা সুপারিশ করবো না।'

'কেন?'

'ট্রাউটকে সুড়সুড়ি দেয়াই ভালো।'

'আমি তোমার উপদেশ চাইনি...'

'আমি এ কাজে নতুন। আপনি নির্দিষ্টভাবে কোন ট্রাউট পেলেট চাইছেন?'

'আমাদের আছে ছোট, মাঝারি ও বড়ো; কফি, চকলেট আর লিকারের স্বাদযুক্ত; পশুকাযুক্ত, বুনট, অতিরিক্ত শক্তি—'

'শুনুন, এটা কি লন্ডন বেইট কোম্পানি নয়?'

'না। কিন্তু যেখান থেকে ফোন এসেছে সেই নম্বর দেখে মনে হয় ওটা হলেও হতে পারে।'

'তোমার কতো স্পর্ধা এভাবে কথা বলছো আমার সঙ্গে? এ তো রীতিমতো হয়রানি।'

'আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ম্যাডাম, ফোন আপনিই করেছেন। তবে সৌজন্যের খাতিরে আমি ১৪৭১ নম্বরে ডায়াল করে আপনার নম্বর নিয়ে প্রত্যেক মাঝরাতে আপনাকে 'Die Forelle' শোনাতে পারি, সেই মন আছে আমার।'

'এ একেবারেই অসহনীয়। আমি তোমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবো তোমার ম্যানেজারের কাছে— পুলিশের কাছে।'

'আপনার যা খুশি ফস্টিনস্টি করতে পারেন, ম্যাডাম। কেবল এই নম্বরে আর ফোন করবেন না। আমার দিনটা খুব কঠিন গেছে, এমন কঠিন যা আমি আপনার জন্যও কামনা করতে পারি না। আমার জীবনের ভালোবাসা আমাকে পরিত্যাগ করে গেছে, আর পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তারের হুমকি দিয়েছে, কাজেই আপনার ভীতি-প্রদর্শনে আমি সন্ত্রস্ত নই। এবং আমি ট্রাউট পেলেট সুপারিশ করছি না, কারণ সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, ম্যাডাম, ১৮৮০ সালে যারা ট্রাউট পেলেট ব্যবহার করেছিলো তাদের ৯৯.৯৩% উত্তরকালে মারা গেছে।'

লাইনের অন্য প্রান্তে শ্বাস নেয়ার আওয়াজ শোনা যায়, তারপর কেটে যায় লাইনটা।

আমি রিঙ্গার বন্ধ কর এবং বসেই থাকি, ঘণ্টা পার হয়ে যায় ঘণ্টার পর, শুনছি না কিছু, অপেক্ষা করছি না কোনও কিছুর জন্য।

BanglaBook.org

অংশ ৮

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

৮.১

কেবল আমার কঠোর নিয়মানুবর্তিতা আমাকে স্বচ্ছ রাখে। আমরা একত্রিত হই, চারটে কণ্ঠস্বর, এবং প্রবেশ করি এক সুরধারায়। আমি এমন বাজাই, দলের অন্যরা ভূয়সি প্রশংসা করে, আর আমি ছড় টানি, ছড় টানি, যেহেতু দুঃখই আমাকে এসব পংক্তির ভিতর দিয়ে নিয়ে যায় পরিষ্কার ভাবে। আমার বেহালা জানে কোথায় আমি শিথিল করছি, আর আমাকে সঠিক পথে থাকতে সাহায্য করে। কতো অল্প কয়েকটা মাস আমরা এক সঙ্গে আছি আর।

সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায়। আমি নিয়মমাফিক প্র্যাকটিস করি, যা আমাকে করতেই হয়। আমরা অনুষ্ঠান করি, এবং পাগল ভক্ত আবারও আবির্ভূত হয়ে আমাদের উপহাস করে ভক্তিভরে। তার ব্যাপারে কিছু করা হবে না? হেলেনের চোখ বন্ধ কিসে? গ্রিন রুমে আমাদের প্রশ্ন করা হয় নানারকম। আমি এসবের সম্পূর্ণ বাইরে।

আমার বেহালা, আমি তোমারই মতো বেদনার্ত, তবুও এই কয়েক মাসের চাঁদকে ধন্যবাদ জানাই। তোমার স্ট্রিংগুলোই সত্যি। চার্টার্ড সার্ভেয়র কিভাবে তোমাকে দেখে হাসবে? রক্ত কতো গাঢ়, কতো আঁশটে।

আমি রাতের বেলা অবশ্যই অন্ধ অক্ষর ব্যবহার করবো। আমার এক হাত কথা বলবে অন্যটার সঙ্গে এবং বুঝবে ওটা কী করছে। Senile, sensate, sensory, sensible, sensitive. আরও দুটো না-বলা শব্দ আমি উদ্ধার করি : sensuous, sensual. এখনও দুটো শব্দ পলাতক আছে— sensive, sensal— এগুলোর অর্থ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই; তাহলে এটার মোট শব্দ হলো নয়টা।

চাঁদ ওঠে, চাঁদ ডোবে। বোস্টনেও এই নিয়মে সপ্তাহগুলো কেটে যায়। গাল্ফ স্ট্রিম লন্ডনের সুয়ারগুলোকে যে ভেজিটেশন উপঢৌকন দেয় তার তালিকা করার দরকার আছে আমার? গোল পুকুরের কাছে ঘাসফুল ফুটেছে অনেক জায়গা নিয়ে। মনে হয়, এই সবকিছু ঘটেছে নতুন চাঁদ থেকে নতুন চাঁদে। কিন্তু আমার পিছনে সাইকামোর গাছের ভিতর বৃষ্টি পড়েছিলো টুপ টুপ করে। আর এখন ভাগ উঠছে, লাইম ফুলের পরাগ মিশ্রিত, ঘাসের ভিতর থেকে উঠে আসছে, ঝুলে থাকছে নিচের ডালপালায়।

৮.২

আমি বলেছিলাম তোমাকে ছাড়া আমি ঘুমাতে পারবো না, কিন্তু আমি ঘুমাচ্ছি।

এখন আমরা ডেনটন'স অকশান হাউজে। আমি এখানে এসেছি পিয়ার্সের বিড দেখতে। পিয়ার্স তার বেহালার ব্যাপারে উদাসীন। কিন্তদু এখন সে পছন্দের একটা পেয়েছে, সেটা ধার নিয়েছিলো ডেনটন'স থেকে এবং আমাদের সঙ্গে দুদিন বাজিয়েছে। ওটার রঙ বার্নিশ করা লাল, ফাটলের কালো দাগযুক্ত। দুঃখের বিষয় ওটার স্ক্রলটা প্রকৃত প্রস্তুত কারকের নয়। তবে এতে পিয়ার্সের সুবিধাই হয়েছে, কেননা মূল্যমান কিছুটা কমেছে। পিয়ার্স ওটা পছন্দ করে ফেলে আকস্মিক এক অনুরাগে। তার সমস্ত সঞ্চয় আর ধারকর্জ মিলিয়ে প্রাক্কলিত মূল্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে। নিলামকারীর ১৫% আরও ছাড়িয়ে যাবে, কিন্তু সে জানে এই জিনিসটা তাকে পেতেই হবে। মূল্য পরিশোধের জন্য সে বছরের পর বছর ব্যয় করবে।

BanglaBook.org

নিলামকারীর ক্যাটালগে ওটাকে পি.. জে. রজারি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ডেনটন'সের বাদ্যযন্ত্র বিভাগের প্রধান হেনরি চিটহ্যাম পাকড়াও করে পিয়ার্সকে।

'ওহ, হ্যাঁ, ডিলাররা বলে আমরা নিলামকারীরা দ্রুত টাকা কামানোর জন্য এটা করে থাকি, কিন্তু আমি কোনও ডিলারকে না-খেয়ে থাকতে দেখিনি, আপনি দেখেছেন? অন্তত আমাদের ক্ষেত্রে সবকিছু স্বচ্ছ। খোলা নিলামে সর্বোচ্চ দরই হলো মূল্য— সেই সঙ্গে আমাদের সামান্য কমিশন, যখন আপনি এ বিষয়টা ভাববেন। বেশ তো, ঠিক আছে, আমরা ক্রেতা আর বিক্রেতাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করি, কিন্তু, আপনি জানেন, মাথার ওপর আরও তো কিছু আছে। তারা যা করে আমরা অবশ্যই সেই রকম দমবাজি করি না। ডিলার! তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তো আমরা ফেরেশতা! ... ঠিক আছে, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক, পিয়ার্স, বুড়ো খোকা, আমি অবশ্যই আশা কর দর থেকে তুমি ছিটকে পড়বে না। গতবার খুব খারাপ গেছে। এটা তুমিই সংরক্ষণ করেছো এ অনুভূতি আমার আছে। কি দারুন পুরনো বেহালা এটা। তোমরা দুজন দুজনের জন্য। আহ, দুই-চল্লিশ। আমাকে নিচে যেতে হবে। তোমার নাম তালিকায় আছে, নাকি? ভালো... ভালো... খুবই ভালো! পিয়ার্স একজন সমর্থক!' সে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমার কাছে বলে। 'সে তোমাকে দড়ির খেলা শেখাবে। নাকি আমার বলা উচিৎ স্ট্রি" হা হা হা!' এবং এই শেষ কথাটা বলে আত্মতৃপ্ত হয়ে সে চলে যায় তার অফিস থেকে, পিয়ার্সকে রেখে যায় উদ্বেগে অসুস্থ।

'বাজি ধরে বলতে পারি হেনরি সবাইকে ওই একই কথা বলছে, দুজন দুজনের জন্য। আমি বাজি ধরে বলতে পারি।'

'আমার ধারণা ওটা তার কাজেরই অংশ।'

'তুমি কার পক্ষে, মাইকেল? শোচনীয় ভীষণ কণ্ঠে পিয়ার্স বলে।

'আরে, এখন ঠান্ডা হও,' ওর কাঁধে হাত রেখে আমি বলি।

'নিলাম শুরু হতে কুড়ি মিনিট বাকি আছে। কিভাবে সময়টা পার করবো?' পিয়ার্স জোর দিয়ে বলে। 'আমি খবরের কাগজে মন বসাতে পারি না, আমি অল্প কথা বলতে চাই না, এবং একটা ড্রিংক নেয়ার সাহসও করি না।'

'কিছুই না করলে কেমন হয়?' আমি পরামর্শ দিই।

'কিছুই না?' পিয়ার্স জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ,' আমি বলি। নিচের তলায় যাই চলো, সেখানে বসে থাকবে, কিছুই করবে না।'

৮.৩

বিকেল ৩টায় নিলামকারী মঞ্চে ওঠে। সে ডান হাত চালিয়ে দেয় ধূসর হয়ে আসা সোনালি চুলের ভিতর, আডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানায়। সবুজ অ্যাপ্রন পরা এক যুবক— দেখতে কসাইয়ের ছেলের মতো, শুরুতেই আমার মনে হয়— মঞ্চের সামনে দাঁড়ানো। যেসব জিনিস নিলামে বিক্রি করা হবে সেগুলো সে তুলে ধরে : প্রথমে কয়েকটা বই, স্ট্রিং বাজনার সঙ্গে যা সংশ্লিষ্ট। তারপর বো : রূপা-মোড়া, সোনায় মোড়া, অস্থি-মোড়া। কসাইয়ের ছেলে সেগুলো তুলে ধরে। নিলামকারীর চোখ দুটো সতর্ক। তার পরিধানের সুট গাঢ় ধূসর এবং ডাবল-ব্রেস্টেড। তার দৃষ্টি দ্রুত ঘুরে যায় আমরা যেখানে বসা সেই ফ্লোর থেকে আমাদের বাম দিকের টেলিফোন ব্যাংক পর্যন্ত।

BanglaBook.org

একটা বোয়ের শুরুর মূল্য ১,৫০০ পাউন্ড থেকে দ্রুত উঠে যায় উপরে, তবে ক্যাটালগে প্রাক্কলিত মূল্যের অর্ধেকের চেয়েও কম।

'দুই হাজার দুই শো এখন... হ্যাঁ, আপনার বিপরীতে, আমার সামনে... দুই হাজার চারশো... টেলিফোনগুলোর একটিতে বসা এক অল্পবয়সী মহিলা মাথা নাড়ে। 'দুই হাজার ছয়শো ... হ্যাঁ। না? না? দুই হাজার ছয়শো এক; দুই,'— লোকটা হালকা ভাবে হাতুড়ি পেটায় লেকটার্নের ওপর— 'দুই হাজার ছয়শো পাউন্ডে বিক্রি করা হলো...'

'ক্রেতার নম্বর দুইশো এগারো, স্যার,' ফোনের মহিলাটি বললো।

'নম্বর দুইশো এগারোর কাছে,' নিলামকারী পুনরাবৃত্তি করে। সে একটু বিরতি দিয়ে এক ঢোক পানি পান করে।

'তুমি সত্যিই এখানে বসে থাকতে চাও?' আমি পিয়ার্সকে জিজ্ঞেস করি।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তুমি বলেছিলে রজারির নিলাম হতে দুই ঘন্টা লাগবে। এসব কি এক ধরনের ভূমিকা নয়?'

'আমি অপেক্ষা করতে চাই। তুমি খাপ খাইয়ে নিতে পারো নিজেকে।'

সে কোনও কিছুর দর হাঁকায় না। সে কিছুই চায় না। সে নিজেকে যন্ত্রণা দেয়। কিন্তু সে দাম লক্ষ্য করে, আমাকে বলে সবকিছু চলছে প্রাক্কলিত মূল্যের নিচে। এটা তার জন্য শুভ লক্ষণ; আমি একমত কিনা? আমি মাথা ঝাঁকাই। আমি জীবনে কখনও এই বিষয়ের মুখোমুখি হইনি।

পিয়ার্স বলে, গোপন বিষয়টা হলো কমিশন ও ট্যাক্স ধরে মোট খরচ হিসেব করো বিডের প্রতিটা পর্যায়ে, সেই মতো সিদ্ধান্ত নাও সর্বাধিক কতো টাকা দর হাঁকতে ইচ্ছুক তুমি, এবং লেগে থাকো। যে অংকের উপরে উঠবে না সে সেগুলোর একটা পেন্সিলের সাহায্যে গোলাকার চিহ্ন দিয়ে রাখে।

সে সামনের দিকে বসা ডিলারদের দেখায়। ডিলার ও নিলামকারীদের মধ্যে ফাঁক থকালেও তারা শত্রুসীমানায় আকাঙ্খিত কোটনাগিরি করতে পেরে খুশি। নিলাম এক ঘন্টা হয়ে গেছে। গাঢ় লিপস্টিক আর মাসকারা লাগানো এক মধ্যবয়সী এক মহিলা মুখে হাসি নিয়ে প্রবেশ করে। একজন অন্যতম ধনবান ডিলারের প্রতিনিধিত্ব করছে সে। সে মাথা নেড়ে নেড়ে কয়েকটা জিনিসের দর হাঁকে, আধ ঘন্টা পর তার সাতটা শপিং ব্যাগ তুলে নেয়, করিডোরের দিকে কিছুটা সময় দৃশ্যমান থাকে, তারপর চলে যায়।

আমাদের চার পাশে এইসব মানুষেরা কারা? আমি এক মহিলাকে চিনতে পারি যে একজন সৌখিন বেহালাবাদক এবং উইগমোর হল ব্যবস্থাপনার অংশীদার। আমি দেখতে পাই হেনরি চিটহ্যাম বসে আছে এক পাশে। আমি এক জোড়া মুখ চিনতে পারি যারা অর্কেস্ট্রা বা সেশনে কাজ করে। কিন্তু লন্ডন হচ্ছে সঙ্গীতের এক মহাবিশ্ব, সুতরাং অন্যদের চিনতে পারি না।

চেলো থেকে ভায়োলা হয়ে বেহালার নিলাম শুরু হয়।

'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়রা,' নিলামকারী বলছে, 'আমি আপনাদের কারও কোনও কথা শুনতে পেয়েছি কিনা যদি সামান্য সন্দেহ হয় তাহলে জোরে সে কথা বলুন। আঙুল অনেক সময় দেখতে ভুল হতে পারে। এবং একবার বন্ধ করে দেয়ার পর বিড আবার শুরু করাও কঠিন। তো, আমি এখানে উপস্থিত ভদ্রজনদের কাছে আমি দুঃখপ্রকাশ করে ওই বিড উনিশ হাজার পাউন্ড থেকে শুরু করবো...'

BanglaBook.org

পিয়ার্সকে অসুস্থ দেখাচ্ছে। নিজেকে শান্ত রাখার জন্য সে ধীরে ধীরে শ্বাস নিচ্ছে। সে যেটা চায় সে রকম একটা বেহালার দাম ওঠে প্রাক্কলিত মূল্যেল সামান্য উপরে, পিয়ার্সের কাঁধ এতে শিথিল হয়। নিলাম একটু আগে চলছিলো ধীরে, কিন্তু হঠাৎ তার গতি বেড়ে যায়। পিয়ার্স নার্ভাস হয়ে পড়ায় ক্যাটালগের ক্রমিক সংখ্যা অনুসরণ করার কথা ভুলে গিয়েছিলো, তাই সে বুঝে ওঠার আগেই রজারি চলে যায় ব্লকে।

তার হাতে ওটা যখন ছিলো তখন মনে হতো ওটার মালিক যেন সেই। কিন্তু এখন ওটা অ্যাপ্রন পরিহিত ছেলেটার হাতে, সে ওটা তুলে ধরেছে আমাদের চোখের সামনে।

মেস্‌র্স ডেনটন অ্যান্ড ডেনটন ওটা বিক্রি করবে যার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, যার টাকার থলি অনেক বড়, যে নিজের ভবিষ্যৎ বন্ধক রাখবে সবচেয়ে বেপরোয়া ভাবে, তার কাছে। এই বেহালাটার প্রাক্কলিত মূল্য হবে ৩৫,০০০ থেকে ৫০,০০০ পাউন্ড। কিন্তু এর মধ্যেই দর উঠেছে ২৮,০০০ পাউন্ড। এই দামেই বিক্রি হয়েছে এর আগের আরেকটা।

একটু বিরতি, তারপর পিয়ার্স দর হাঁকে। নিলামকারীকে আশ্বস্ত দেখায়।

'নতুন একজন বিডার বলেছেন তিরিশ হাজার। মাঝপথে দর উঠছে তিরিশ হাজার। তিরিশ হাজার পাউন্ডের ওপর কেউ আছেন?' আমাদের পিছন দিক থেকে কেউ হাত তোলে, নিলাম কারীর দৃষ্টি সে দিকে সরে গেলে আমরা বুঝতে পারি 'বত্রিশ হাজার। দর উঠেছে বত্রিশ হাজার।' তার চোখ পিয়ার্সের ওপর, পিয়ার্স সামান্য মাথা নাড়ে। 'চৌত্রিশ, দর উঠেছে চৌত্রিশ হাজার।' তার চোখ অবশিষ্ট দুই বিভাগের ওপর পড়ে পালাক্রমে। 'ছত্রিশ... আটত্রিশ... চল্লিশ।'

'আমি পিয়ার্সের বিভ্রান্তির চিহ্ন দেখতে পাই তার হাতে, তার শ্বাস-প্রশ্বাসে। 'আপনার বিপরীতে, স্যার,' নিলামকারী বলছে, পিয়ার্সের দিকে আঙুল নির্দেশ করে। 'আপনার বিপরীতে চল্লিশ হাজার পাউন্ড; আপনি কি বিড করবেন? পিয়ার্স মাথা ঘুরিয়ে তার প্রতিপক্ষকে দেখে না। সে শান্তভাবে সামান্য মাথা নাড়ে।

'বিয়াল্লিশ হাজার,' নিলামকারী বলে। 'চুয়াল্লিশ হাজার। ছেচল্লিশ হাজার। আটচল্লিশ।'

দর হাঁকায় বিরতি আসে নিলামকারী পিয়ার্সের দিকে তাকিয়ে ওর দর শোনার জন্য অপেক্ষা করার কারণে। শেষ পর্যন্ত পিয়ার্স মাথা নাড়ে।

'পঞ্চাশ হাজার,' নিলামকারী বলে। 'বায়ান্নো। চুয়ান্নো। ছাপ্পান্নো। আটান্নো।'

'পিয়ার্স!' স্তম্ভিত হয়ে আমি ফিসফিস করি। যে অংক সে বৃত্ত চিহ্নিত করেছে, সেটার চেয়ে দশ হাজার পাউন্ড বেশি হয়ে গেছে।

'আটান্নোর ওপর কেউ আছেন? পিছনে?' নিলামকারী অপেক্ষা করে। কামরার ভিতর গভীর নীরবতা। এত সময়ে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে এরা ডিলার নয়, দুজন মিউজিশিয়ান, বিড করছে পরস্পরের বিরুদ্ধে, তারা যৌক্তিক দাম ছাড়িয়ে গেছে বহু দূর।

একটা মোবাইল ফোন তীব্রভাবে বেজে ওঠে; ব্লিপ; ব্লিপ; ব্লিপ। সবগুলো ঘোরে শব্দটার উৎসের দিকে। নিলামকারী ভুরু কুঁচকায়। শব্দটা যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিলো তেমনি হঠাৎ থেমে যায়।

'ঠিক আছে, হয়তো আবার শুরু করতে পারি আমরা। আটান্নো। আমি দর পেয়েছি আটান্নো। পিছন থেকে কি ষাট পাচ্ছি? ষাট? ষাট। বাষট্টি?' নিলামকারী তাকায় পিয়ার্সের দিকে।

BanglaBook.org

'আর নয়, পিয়ার্স, আমি ফিসফিস করি। 'পরের নিলামে কিছু আসবে।'

কিন্তু কসাইয়ের ছেলে যেটা ধরে আছে সেটার দিকে তাকায় পিয়ার্স, এবং মাথা নাড়ে আরও একবার।

'বাষট্টি। দর উঠেছে বাষট্টি। চৌষট্টি? চৌষট্টি। ছেষট্টি?'

'পিয়ার্স মাথানাড়ে, মুখ শাদা।

'ছেষট্টি। পিছন থেকে আটসট্টি পাচ্ছি? আটষট্টি।'

'শিট,' পিয়ার্স আপন মনে ফিসফিস করে। তার সামনের মহিলা অর্ধেকটা মাথা ঘুরিয়ে দেখে।

'এটা বাদ দাও, পিয়ার্স,' আমি বলি। সে জ্বলন্ত চোখে তাকায় আমার দিকে।

'আমি দুঃখিত, স্যার, আপনি দর বলেছিলেন? সত্তুর?'

'হ্যাঁ,' শান্তভাবে প্রথমবারের মতো উচ্চ কণ্ঠে বলে পিয়ার্স। সে কি হাল ছেড়ে দিচ্ছে? যদি তাই হয়, ভালো। অন্য বেজন্মাটাই ওটা নিক, পিয়ার্স। নিজেকে ধ্বংস করো না।

'সত্তুর। পিছনে বাহাত্তুর? হ্যাঁ, বাহাত্তুর। চুহাত্তুর?'

আমি কিছুই বলি না। আমি ওকে যথেষ্ট বলেছি। পিয়ার্স নীরব। নিলামকারীর চোখ দুটো ওর ওপর। সে তাড়াহুড়ো করছে না। শেষে, পিয়ার্স আবার মাথা নাড়ে।

'চুহাত্তুর। ছিয়াত্তুর? ছিয়াত্তুর। স্যার?'

'না! না!' আমি ফিসফিস করে বলি পিয়ার্সকে।

এবং শেষ পর্যন্ত মাথা ঝাঁকায় পিয়ার্স, পরাস্ত।

'ছিয়াত্তুর। আর কোনও বিডার? ছিয়াত্তুর এক, ছিয়াত্তুর দুই, ছিয়াত্তুর হাজার পাউন্ডে বিক্রি হলো... একশো এগারো নম্বর ক্রেতার কাছে।'

কামরার মধ্যে নিস্তব্ধতার অবসান ঘটে। পরের বেহালাটা প্রদর্শন করা হয়।

পিয়ার্স বেশ লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে। তার চোখে হতাশার অশ্রু।

'লট নম্বর এক-সাত-এক। আনসেলমো বেল্লোসিওর অত্যন্ত চমৎকার এবং দুর্লভ ভেনিসীয় বেহালা...'

৮.৪

'আজকের বিক্রি এখানেই শেষ।'

রজারি বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর দশ মিনিট অতিক্রান্ত হয়েছে। চার পাশের সব মানুষ উঠে গেলেও পিয়ার্স এখনও বসে আছে।

শেষ পর্যন্ত উঠতে হয় আমাদেরও। দরোজার কাছে দাঁড়ানো এক তরুণী মহিলাকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। যদিও তাকে বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে। এই নারীই নিশ্চয় আমাদের পিছনের সেই অদেখা বিডার। সে পিয়ার্সের দিকে তাকায় আর সান্ত্বনা দেয়ার জন্য যেন মুখ হা করে, কিন্তু শেষে আর কিছু বলে না।

পিয়ার্স তার পাশে থেমে বলে, 'দীর্ঘ সময় ধরে বিডিং করার জন্য আমাকে মাফ করবেন। বেহালাটা আমি খুবই চেয়েছিলাম। আমাকে মাফ করবেন।' মেয়েটা কিছু বলার অথবা সে নিজেই ভেঙে পড়ার আগে, পিয়ার্স করিডোরের দিকে হেঁটে যায়।

'প্রিয় বালক,' হেনরি চিটহ্যাম বলে, আমাদের দিকে আসতে আসছে। 'প্রিয় বালক। আমি কী বলতে পারি? এই তো ব্যাপার। ওই মেয়ে অনুভব করেছে যন্ত্রটা তৈরি

BanglaBook.org

করা হয়েছে তার জন্যই।' সে মেরুন রুঙের একটা পকেট রুমাল বের করে গাল থেকে অদৃশ্য কিছু মোছে। 'সান্ত্বনার বিষয়টা হলো,' সে আরও বলে, 'তুমি আরও দর হাঁকলে সেও আরও বেশি দর ওঠাতো। এ এক রামের জগৎ... দেখা হবে, আশা করি, পরের ... আহ, হেল্লো, সাইমন।'

অকস্মাৎ আমি দেখতে পাই মিসেস ফর্মবির ভ্রাতুষ্পুত্র আমার বেহালাটা রাখছে নিলামকারীর হাতুড়ির নিচে। তার মুখটা গুঁড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে আমার। আমার হৃৎপিন্ড চলছে দ্রুততালে আমার হাত মুঠি পাকিয়ে যায়।

পিয়ার্স কপালে হাত রাখে। 'এখান থেকে বেরিয়ে যাই, চলো।'

'আমার মুত পেয়েছে। আমি এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবো।'

ছত্রভঙ্গ ভীড়ের ভিতর দিয়ে পথ করে এগোই, উইগমোর হলের মেয়েটি যাকে আমি ভীড়ের মধ্যেও খেয়াল করেছিলাম, আমাকে অভিনন্দন জানায়।

'হেল্লো মাইকেল।'

'হেল্লো, লুসি।'

'উত্তেজনাকর, তাই না?'

আমি মাথা নাড়ি। কিন্তু কিছু বলি না।

'পিয়ার্সের জন্য আমি দুঃখিত।'

'হ্যাঁ,' আমি বলি। 'তুমিও কোনও কিছুর জন্য বিডিং করছিলে?'

সে মাথা নাড়ে। 'কোনও কিছুই আওতার মধ্যে ছিলো না।'

'তুমি সেটা নিতে পেরেছো?'

'না। দিনটা আজ আমারও নয়।'

'দুর্ভাগ্য। আমি দুঃখিত, আমাকে লুর দিকে যেতে হবে তড়ি ঘড়ি করে। ওহ, প্রসঙ্গত, লুসি, তুমি যদি আমার হয়ে কিছু করে দিতে পারতে। জুলিয়া হ্যানসেনের কনসার্টের টিকেট বিক্রি শুরু হলে আমার জন্য একটা আলাদা করে রাখতে পারবে? আমি জানি এসব জিনিস কখনও কখনও নিমেষেই উধাও হয়ে যায়।'

'রাখতে পারলে আমিও খুশি হবো।'

'ভুলে যাবে না তো?'

'না। আমি নোট লিখে রাখবো। তুমি তার সঙ্গে ভিয়েনায় বাজিয়েছো, তাই না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। অজস্র ধন্যবাদ, লুসি। দেখা হবে।'

'তুমি জানো না তার প্রোগ্রাম পরিবর্তন করেছে সে?

'পরিবর্তন করেছে? ভালো। শুমানকে সরিয়ে শুবার্ট, সন্দেহ নেই।'

'না। সে বাখ বাজাবে।'

'বাখ?'

'হ্যাঁ।'

'বাখ? তুমি নিশ্চিত?' আমি অপলক চোখে তার দিকে তাকাই।

'অবশ্যই আমি নিশ্চিত। স্টেটস থেকে প্রায় এক সপ্তাহ আগে আমাদের কাছে ফ্যাক্স করেছে। আমি তোমাকে বলতে পারি যে, বিল উৎফুল্ল ছিলো না। তুমি যদি শুমান আর চপিন বাজাতে রাজী গও, তাহলে অকস্মাৎ সেই জায়গায় আমাদের ওপর বাখ চাপাতে পারো না? কিন্তু, ইয়ে, কারণগুলোর সে ব্যাখ্যা দিয়েছে : অক্টোভের পাল্লা খুব ছোট, তার মধ্যে আরও... তুমিও জানো। তাই না?'

BanglaBook.org

আমি ইতস্তত করি, এক সেকেন্ড অনিশ্চয়তায় ভুগি যে তার প্রশ্নটার অর্থ কী? তারপর মাথা নাড়ি। তাকে নির্ভার দেখায়।

'আমার এসব কথা বলা উচিৎ হচ্ছে না,' সে বলে যায়। 'আমি কেবল দারণা করেছিলাম তার সম্পর্কে তুমি জানো, মানে সমস্যাটা সম্পর্কে, যেহেতু তার সঙ্গে বাজিয়েছো। কিন্তু বিষয়টা কঠোরভাবে গোপন রাখা হচ্ছে। তার এজেন্ট বলেছে, আমরা কোনও কিছুই বলতে পারবো না। কিন্তু আমি কি আস্থা নিয়ে তোমার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি? ভিয়েনায় তার বাজাতে কোনও সমস্যা হয়নি, হয়েছিলো, মাইকেল?'

'না। একবারও না।'

'আমাদের কনসার্টের জন্য বিদঘুটে রচনা পছন্দ করা হয়েছে, 'আর্টঅফ ফিউগ,' আমার মনে হয়।

'না— না— 'আর্ট অফ ফিউগ' নয়! ওটা হতে পারে না।'

'শোনো, সব সময় এ জিনিস শোনা যায় না,' সে বলে। বস্তুত আমি মনে করতে পারি না শেষ করে সরাসরি পিয়ানোয় শুনেছিলাম এটা। কিন্তু একেবারে নিশ্চিত হওয়া মুশকিল। এক বছরে ডাবল-বেস কনসার্টে শোনা যায় না, এবং তারপর অকস্মাৎ, প্রেস্টো : এক সপ্তাহে তিনজন পৃথক মিউজিশিয়ানের তিনটে ডাবল-বেজ কনসার্টো। তোমার কী হয়েছে, মাইকেল? তুমি সুস্থ আছো? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ভূত দেখেছো।'

'আমি ভালো আছি,' আমি বলি। 'যথেষ্ট ভালো।'

আমি টয়লেটে ঢুকি। একটা স্টলে বসি, দরোজার দিকে তাকাই। আমার হৃৎপিন্ড দুর্বলভাবে লাফাচ্ছে।

৮.৫

ঘরে এটা আমি প্র্যাকটিসের চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। আমার হাত এর সঙ্গে কাজ করবে না। আঙুলের প্যাড স্ট্রিং স্পর্শ করতে চায় না। আমি ওগুলোর ওপর জোর খাটাই, আমার বো নামিয়ে আনার আগে শব্দ শুনতে পাই। কিছুই বোধগম্য হয় না। আমি 'আর্ট অফ ফিউগ' বাজাতে ভালোবাসি, অথচ কোন অংশই বাজাতে পারছি না।

অন্যদের সঙ্গে আজ রাতে রিহার্সালের সময় বাজাতে গেলেও একই রকম হয়। যে নোট বাজাই তা আমার কাছে অচেনা। ওরা কি শুনতে পায় না? তারপর বিলি আমাদের জানায় কোন ফিউগ আমরা বাজাবো।

আমি স্ট্রিংয়ের নিচের দিকে বাজাতে চেষ্টা করি। এক মিনিট পর অন্যরা আমার দিকে তাকায়। মনে হয় এখন এফ খাদে, এখন অনেক চড়া।

'প্রস্তুত?'

'হ্যাঁ।'

এখন বিলি মাথা নাড়ে। আমার হচ্ছে চায়ের তৃতীয় এন্ট্রি।

'তুমি কী বাজাচ্ছো, মাইকেল?' পিয়ার্স প্রশ্ন করে।

না, না, আমি কিছুই বাজাচ্ছি না, আমি কিছুই বাজাচ্ছি না। আমি শ্বাস নিতে পারি না, আর আমার হাত দুটো বরাবর শিহরণে লোম খাড়া হয়ে যাওয়া অনুভব করি।

'খোদার দোহাই, ব্যাপারটা কী? হেলেন বলে।

সব থেমে গেছে। আমি থামছি না কেন?

'মাইকেল,' পিয়ার্স বলে, 'নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করো।'

BanglaBook.org

চোখ থেকে হাতের সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছিলাম। সাদামাটা একটা কৌশল, আর সোমবারে আমার ক্ষমতার মধ্যেই। বো নয়, হাতুড়ি শব্দ তোলে স্ট্রিংয়ে। আমি সেই নির্দিষ্ট রুমটা দেখি যেখানে আমরা যেমন বাজাই জুলিয়াও বাজায়। কিন্তু না, সে ঘুমায় বোস্টনে, সুগৃহিনীসুলভ।

'আচ্ছা, আবার চেষ্টা করা যাক,' বিলি বলে।

আমি এটা শব্দ করি, কিন্তু সে শব্দ অন্যদের মাঝখানেই থামিয়ে দেয়।

'গড ড্যাম ইট, মাইকেল,' পিয়ার্স বলে, 'এটা ভিয়েনার মতো হবে না, আশা করি।'

'প্রথম ফিউগটা প্রথমে শুরু করবো না কি?' বিলি জিজ্ঞেস করে। 'ওটা অন্তত আমরা খুব ভালো ভাবেই জানি।'

'না, ওই ফিউগ নয়,' আমি বলি। 'আমি দুঃখিত, আমি... দুই-একদিনের মধ্যেই আমি ঠিক হয়ে যাবো।'

ওই ফিউগটাই আমাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছিলো। ওটা তাকে নিয়ে এসেছিলো আমার কাছে, আর সেই রাতে, সে ওটা বাজিয়েছিলো। সে ওটার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো আমাকে এবং প্রতিশ্রুতি ভেঙেছিলো।

'আচ্ছা, আমাদের কী করা উচিৎ?' বিলি বলে। 'আমরা অন্য কিছু অনুশীলন করবো? কিন্তু আমাদের কাছে মিউজিক আছে কি না জানি না। আর এর ওপর অনেক কাজ করতে হবে... এরিকা বলেছে, প্রযোজক এবং হয়তো শব্দ প্রকৌশলীও শীগগিরই আমাদের সঙ্গে বৈঠক করতে চায়। সময় কম। আমাদের মনে হয় সামনে এগিয়ে যাওয়া উচিৎ।'

'আজ আমি এর মধ্যে থাকতে পারবো না,' আমি বলি। 'এই রচনায় আমার খুবই বিরক্তি লাগছে।'

'এটাকে বিরক্তির বিষয় বলবো না আমি,' পিয়ার্স বলে। 'তুমি যদি বিষয়টাকে অভ্যাসে পরিণত করো, তাহলে সেটা সবার জন্যই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

'কী বলছো তুমি?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'আমি মনে করি এই সমস্ত ব্যাপার তোমাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। আমরা 'আর্ট অফ ফিউগ' রেকর্ডিংয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। ম্যাগিওর আজেবাজে কাজ করবে না।'

'চুপ করো, পিয়ার্স,' হেলেন বলে, রাগে লাল হয়ে গেছে। 'বোকার মতো হুমকি দিও না। তুমি মনে করো বিলি— অথবা আমি— অথবা মাইকেল— আমাদের নামে আজে-বাজে জিনিস বাজারে যাক সেটা চাইবো? আমরা এখানে পরশু তিনটেয় একত্রিত হবো— রাজি? একটু ঘুমাওগে, মাইকেল— তোমাকে নিঃশেষিত দেখাচ্ছে। আমি পরে তোমাকে ফোন করবো। আমাদের যদি কিছু করার থাকে তাহলে করতে দিও তোমার জন্য।'

আমি বো সরিয়ে নিই। বেহালা রেখে দিই দূরে। তাড়াতাড়ি ওই জায়গা ছেড়ে চলে আসি। ওদের কারও দিকে তাকাই না। আমার ঘুম প্রয়োজন।

BanglaBook.org

৮.৬

ফোনে হেলেনের কাছ থেকে আসা একটা মেসেজ। আমি উত্তর দিই না। ভার্জিনিয়ের কাছ থেকে একটা কার্ড এসেছে, সে ভ্রমণ করছে বন্ধুদের সঙ্গে। কার্ল কেলের কাছ থেকে একটা চিঠি। খামের মুখ না খুলেই রেখে দিই। সারা জগতের সঙ্গে কেন আমাকে মিলতে হবে?

এ এক পাশবিক স্থান। গোল পুকুরে গতরাতে একটা রাজহাঁস নিহত হয়েছে। ওটার গলা কাটা। অন্যদিকে একটা গ্র্যান্ড পিয়ানোর মতোই একটা গন্ডোলাও সুন্দর। একটা ময়ূরের পুচ্ছ একটা রাজহাঁসের পুচ্ছের মতোই কদাকার।

সে এই স্থানে কেন আমাকে চর্কির মতো ঘোরাবে? এই সমস্ত কিছু আমাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। আমার সুযোগ হচ্ছে : হ্যাঁ, অথবা না। যদি এটা আমি বাজাতে পারি, তাহলে কি থাকবো না? কিন্তু আমি দুটো বার বাজাতে পারবো না।

আমি পার্কে হাঁটবো, তবে অরেঞ্জরির কাছে নয়। পরমবিজ্ঞ উডহাউজ, অস্থির ডান নয়। আমার পথে ব্ল্যাকবার্ড। লার্ক অথবা নাইটিঙ্গেল নয়।

আমি প্রথম কনট্রাপাংটাসের শব্দের মধ্যে ঘুম থেকে জেগে উঠি। সে জোরে জোরে শব্দটা করে, কেননা নিজে শুনতে পায় না কতোটা জোরে হচ্ছে। ছোট ধূসর সুট ফিরে এসেছে, সুতরাং সে ফিরে এসেছে। দিনের পর দিন, সব দিক থেকে— বুদ্ধিবৃত্তিক, শৈল্পিক, সাঙ্গীতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, শারীরিক, নৈতিক— পেমব্রিজ স্কুলের বাচ্চারা সমৃদ্ধ হচ্ছে।

আরও খবর। তারা মিউজিক বের করে আনে দরিদ্র শিশুদের জীবন থেকে। এখন শিশুরা, বলো তোমাদের এল এম এন. লিটারেট, মিউজিকেট, নিউমারেট। এখন আরও একবার : ইল্লিটারেট, ইম্মিউজিকেট, ইন্নিউমারেট। কুড়ি বছরে মধ্যে কোনও কসাইয়ের ছেলে বেহালাবাদক হতে পারবে না, না, মেয়েরাও না।

আমি ওটা বাজাতে পারি না। আমার জীবন ও আমার ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য কী? একটা আমাকে অবদমিত করে, অন্যটা আমাকে চলে যেতে বাধ্য করে। ওহ লুক, ওহ লুক, আমাকে আর কোনও ধাঁধা দিও না। তুমি কেন আমার সন্তান হলে না?

৮.৭

শীত চলে যাবে, এবং চুম্বন না করাই থেমে যাবে অধর-ওষ্ঠ। আর হাত ও কানের কোনও যোগ থাকবে না। কোনও রহস্যই আর থাকবে না। আমি কার্লের চিঠি বের করি খাম খুলে। কী এটা?

হ্যাঁ, এ আর কিছু নয়, আগের চিঠির অনুগামী। সে আমার চিঠি পেয়েছে, যেটা তার মনে হয়েছে দয়ালু কিন্তু অসত্য। সে ভালো করেই জানে তার প্রতি আমার মনোভাবটা কী। সে দুঃখ প্রকাশ করবে না আবারও, কিন্তু বলে সে সিদ্ধান্ত করেছে কোয়ার্টেটই আমার আসল জায়গা। আমি যেখানে আছি সেখানেই যেন থাকি, সে মন্তব্য করে। আমার কোনও সন্দেহ রাখা চলবে না যে ভোল্‌ফ স্পিটজার এখন ট্রাউন কোয়ার্টেটের সদস্য। তার স্বাস্থ্য বা পরিকল্পনার কথা নেই। উত্তর চেয়ে কোনও অনুরোধও নেই। চিঠিটা অমনি শেষ হয়েছে।

অদ্ভুত ক্ষেপণাস্ত্র। এমন একটা সময়ে আসছে যখন কেউ ভাবতে পারছে না। সে সিদ্ধান্ত করেছে; এই সে লিখেছে। ভোলফের ব্যাপারে আমি অবশ্যই খুশি, কিন্তু নিজের ভিতরে আমি এতো পুড়তে থাকি যে এই মানুষটার কল্যাণ কামনার অধিকার আছে?

BanglaBook.org

রাতের গভীরে তৃষ্ণা আমাকে জাগায়। তারপর আমি আর ঘুমাতে পারি না। আমার বিছানার পাশে পড়ে আছে তার লিখে দেয়া বইটা। আমি হাতে পানি নিয়ে বইটার পৃষ্ঠা উল্টাই। আমার গ্লাসের পানি বাদামি হয়ে যায়।

আমি ওদের যখন বলি, প্রথম কথা বলে হেলেন।

'মাইকেল, এক সপ্তাহ ছুটি নিয়ে ঘুরে আসো— তুমি বলতে পারো না আমাদের ছেড়ে যেতে চাও। আমাদের সংহতির তাহলে কী? আমরা তোমাকে ছাড়া করতে পারবো না। আমি পারবো না, আমি জানি। আগামী সপ্তাহে ব্রিস্টলে আমরা কী করবো? ওটার সবকিছু বুক হয়ে গেছে। অন্য কারও সঙ্গে বাজাতে হলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়বো।'

'আমি যা বলেছি তা এমনিই, ড্যাম ইট,' পিয়ার্স বলে। 'তুমি ক্ষেপে গিয়ে ভাবছো আমি সত্যি সত্যিই বলেছি, মাইকেল। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে আমরা খারাপ সিডি তৈরি করতে পারি না। কেবল আমার কথায় তুমি চলে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছো? এমন কি তুমি এই বোমা ফাটানোর আগেই হেলেন আমাকে দোযখে ছুড়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, তোমার একটা সংকট যাচ্ছে। আমাদের মধ্যে এ ক্ষেত্রে তুমিই একমাত্র ব্যক্তি নও। আগেও এমন ঘটেছে। আমরা সামলেছি। আবার সামলাবো। আমরা অতোটা ভঙ্গুর নই।'

কিন্তু আমি আগাগোড়া ভেবেছি। স্ট্র্যাটাসের কথা, ইসোবেলের কথা, আমি ওদের বলি। এই রকম সুযোগ আর কতো আসে? একটা দ্বিতীয় বেহালার ক্ষেত্রে, তোমরা অন্য কাউকে খুঁজে নাও।

বিলি বেদনার্ত। সে বেশি বলে না। অন্য দুজনের চেয়ে সে বেশি পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারে যে কোনও কথায় কাজ হবে না, বুঝতে পারে বিষয়টা অনেক দূর চলে গেছে। 'শেষে আসা, আগে চলে যাওয়া,' সে বলে। 'আমরা তোমাকে মিস করবো, মাইকেল।'

ওরা সবাই আমাকে মিস করবে, কেউ আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে পারে না। আমাদের প্রতি যখন আমি এমন করছি তখন কেনই বা তা করবে? আমরা দফায় দফায় কথা বলি, কিন্তু কিছুই সচল হয় না।

আমি অদরকারি, অকেজো-আঙুল এখন তোমাদের কাছে। আমি এমন কি একটা ইন্টারভ্যালও টিকতে পারবো না। আমাকে ছাড়াই তোমরা কাজ চালিয়ে যাও। এক মিনেটের জন্য হলেও সেই হলে বাজাও যেখানে সে বাজাবে। এটা তীরের নিশানা, এটা আঘাত করেছে সেই নিশানায়। না, এমন কি তাও নয়; এই সব কিছু তার নিশানার সমার্থক। কিন্তু তাকে অবশ্যই তার জীবন রক্ষা করতে হবে, তাই নয় কি?

তাদের বলো যে আমি অসুস্থ। এরিকাকে আমার ভালোবাসা জানিও। যা ক্ষতি হয়েছে তা হয়েছে। আমি ফিউগে ভুগছি। এমন কি আমার এই বেহালাটাও চলে যাবে। দিনে, রাতে, আমি অর্ধেক রক্তমাংস, অর্ধেক কাঠ।

৮.৯

না, এরিকা বলে, এখন সে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে কিভাবে? আমার জন্য তার তরফে কোনও মোয়াহ-মোয়াহ নেই : সে কথা বলছে সর্বাধিক কঠোর সুরে। একটা বোকামিপূর্ণ বিষয়, সয়শোধনের অযোগ্য ক্ষতি, পেশা। তারা কাউকে খুঁজে নেবে, তাদের তা নিতে হবে, তুমি তাদের বাধ্য করেছো, কিন্তু তোমার নিজের ব্যাপারে কী? আমি তোমার অনুরাগী, মাইকেল। তুমি এটা কিভাবে ঘটতে দিলে?

BanglaBook.org

এখন আবার হেলেন ফোন করে। আমার কাজ কী হবে? আমার অ্যাংকর কোথায়? এখনই এটা থামানো হচ্ছে না কেন? কিন্তু আমি নিজেও এইসব যুক্তি ভেবে দেখেছি। এটা সত্যি, ভেনিসে আমি তোমাদের সঙ্গে খাবার খাইনি, কিন্তু আমরা ঘোরাঘুরি করে অগাস্টিনের কুকুর দেখেছি।

ওটা এক সময়ে ছিলো একটা বেড়াল, তুমি জানো, সে বলে বিমর্ষ কণ্ঠে।

একটা কুকুর।

একটা বেড়াল, একদা।

আমি একটা কুকুর দেখেছি। সে একটা কুকুর দেখেছে। ওটা ছিলো একটা কুকুর। আমি এমন কি ওটার অবিকল জীবন্ত প্রতিরূপ দেখেছি এক দিন একটা বার্জের ওপর।

একটা বেড়াল, অরিজিনালি, তার স্কেচে। বিএমে আছে সেটা, আমার মনে হয়।

না, ও কথা সত্যি নয়। আমি আমার কান বন্ধ করে দেবো। প্রিয় হেলেন, আমাকে বলো যে এ কথা সত্যি নয়।

বাস্তবের মুখোমুখি হবে না কেন? এ নিয়ে এখন কেন তর্ক করছো?

৮.১০

বালিশের ওপর বেহালাটা আমার পাশে, আমি ঘুমিয়ে পড়ি এবং জেগে উঠি এবং ঘুমিয়ে পড়ি আবার। বাইরের স্থির গাছগুলোর পরিদায়ী পাখিরা বিশ্রাম নেয়। কার হাতে বাজবে এই বেহালা? আমি এটাকে ছাড়া বাজাবো কিভাবে? এটাই বা কিভাবে? আমি টিউন করি, এটা আবার চমৎকার আওয়াজ করে।

সেই নারী বধির হচ্ছে এবং সে যা বাজাতে পারে আমি তা পারবো না। 'এটা কখনও কারও জন্য বাজাবো না, কিন্তু তোমার জন্য বাজাবো।'

৮.১১

মিসেস ফর্মবি গতকাল মারা গেছেন।

জোয়ান ফুফু ফোন করে আমাকে জানায়। পক্ষকাল আগে তার স্ট্রোক করেছিলো, তাতে তার বাকশক্তি রহিত হয়ে যায়। গতকাল সকালে দ্বিতীয়বার স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়, আর হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যায়।

আমি খুশি যে তাকে মাসের পর মাস অথবা বছরের পর বছর শয্যাশায়ী থাকতে হয়নি এবং জীবনের প্রায় শেষ সময় পর্যন্ত তার চেতনা ছিলো আর কথাও বলতে পারতো। আমার মায়ের মতোই, সমাপ্তি ঘটেছে খুব দ্রুত।

সে অমন অসুস্থ যদি জানতে পারতাম। জোয়ান ফুফু আর আমার বাবাও প্রথম স্ট্রোকের কথা জানতো না। আমি জানতে পারলে শেষবারের মতো দেখা করতে যেতাম। এবং তাকে কিছু বাজিয়ে শোনাতাম। তার জন্য টনোনি বাজতে পারে যে কোনও জায়গায়— বাড়ি, হাসপাতাল কিংবা ব্ল্যাকস্টোন এজ।

তার টনোনি। আমি ওটার জন্য অনুতাপ করি। নিজের জন্যও। কয়েক মাস নয়, এখন কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ওটা আমার কাছ থেকে পুনরায় জিতে নেয়া হবে।

আমি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাবো না— দাহ করা হবে, জোয়ান ফুফু বলে। মিসেস ফর্মবি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অপছন্দ করতো। চার্টার্ড সার্ভেয়ার সেখানে থাকবে, চেশায়ারের এক বেড়াল, ক্রিমের স্বপ্ন দেখছে।

BanglaBook.org

তার হাতে তুলে দিতে হবে আমার প্রিয়তম বেহালা।

আমি বালোবেসেছিলাম মিসেস ফর্মবিকে। সেই আমার মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছিলো সঙ্গীতের আনন্দ। তার চলে যাওয়ায় এর বেদনার স্বাদ পাই আমি।

৮.১২

'দয়া করে আরও মেকানিক্যাল হোন,' কন্ডাক্টর বলে, আমরা মোজার্টের একটা পিয়ানো সনাটা রেকর্ডিং করছি। এটার নাম নিজেই নিজের মায়েস্ত্রো হও। তরুণ পিয়ানোবাদকরা তাদের সনাটা বাজাবে অর্কেস্ট্রা সহযোগে। মোজার্ট ভালোলাগার মতো কিছু রেখে গেছেন। ক্যামেরাটা অ্যাংলিকা বাজাচ্ছে। কিন্তু এসব এখন আমার কাছে মাংস আর মর্টগেজ।

আমি ভেবেছিলাম আরেকটা বেহালা কিনে নেবো। আমার দরোজায় এখন চিঠি এলে ভাবি : ওটার ওপর যেন রচডেলের পোস্টমার্ক না থাকে। এক দিনও অনেক মূল্যবান।

আমি শাদা চুল দেখি। আমার নিত্যনৈমিত্তিক মাথা ধরা আছে। এখন আমি ভাবি : বেড়াল না কুকুর? বেড়াল না কুকুর?

ম্যাগিওর আমাকে বাদ দেয় কিভাবে? তারা কিভাবে চালাচ্ছে? হেলেন এখনও মাঝে মাঝে আমাকে ফোন করে, জানতে চায় কিভাবে মানিয়ে চলছি, কিন্তু ফিরে যেতে বলে না।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রিন্ট রুমে দিনের আলো আসে ছাদের ভিতর দিয়ে। কার্পাচ্চোর বক্স আনা হয়েছে। তার স্কেচ পরিষ্কার।

অগাস্টিনের দাড়ি নেই; সঙ্গীত শূন্য।

আর ওটা বেড়াল। না, এমন কি বেড়ালও নয়, এক রকম বড় আকারের নকুল কিংবা নেউল!

কেন? কেন? কেন? কেন? আমি অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু এটা সীমা পার হয়ে গেছে। বেচারা কুকুরটা কাঁদবে যে তার জন্মের আগে একটা সময় ছিলো। নকুল! নকুল! নকুল!

কোথায় ছিলো সেই কুকুরটা যেটা আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলো? উপরতলায় আমরা চুমু খেয়েছিলাম, জানতাম না আমাদের পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

সা-সা, তুমি মরে গেছো। বৃদ্ধা বিধবা ফর্মবি মারা গেছে। কবরের ওপার থেকে কার্লও কি কথা বলে? প্রিন্ট রুমের বাইরে ভেনিসের একটা ম্যাপ। এটা আর অন্য বিষয়গুলো সম্পর্কে আমি অবশ্যই তাকে জানাবো। সে জানতে চাইবে। অক্সফোর্ড স্ট্রিটের ওপর দিয়ে ভেসে যায় আমাদের গন্ডোলা। সে মুখাবরন সরায়, এবং দ্রুত মিলিয়ে যায়।

৮.১৩

ওহ, এখন ৩ : ৪৫। শিক্ষার্থীরা আবির্ভূত হয় এবং আদরের চুমু বিনিময় করে তাদের নিতে আসা অভিভাবকদের সঙ্গে। কিন্তু লুক কোথায়? ওই যে জুলিয়ার গাড়ি। ওখানে। সে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে আর দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটে। লুককেও এখন দেখা যায়। তাদের মুখই বলে দেয় তাদের সুখের কথা।

BanglaBook.org

সে গাড়ির কাছে পেভমেন্টের ওপর। সে আমাকে দেখে না এবং আমার কথা শুনতে পায় না।

আমি এখন তার দৃষ্টির মধ্যে। সে অবাক। তার সন্ত্রস্ত চোখ দুটো ভীষণ নীল।

'মাইকেল।'

'হাই, জুলিয়া। দেখ, কার্পাচ্চোর ছবির সেই কুকুর—'

'কী?'

'তুমি জানো, ভেনিসে স্কাভোনিতে—'

'ভেনিসে, কোথায়?'

'স্কাভোনিতে—'

'গাড়িতে ওঠো, লুক।'

'কিন্তু মা— মাইকেল এসেছে। আমি—'

'এক্ষুনি গাড়িতে ওঠো।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, পাগল হয়ো না।'

'এসব কিসের জন্য? তুমি আমাদের বিরক্ত করছো কেন?'

'আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে—'

'হ্যাঁ?'

'সেই কুকুরটা মূল ছবিতে ছিলো একটা বেড়াল। অথবা নকুল। কিংবা নেউল। ওটা কুকুর ছিলো না মোটেও। আমি ড্রয়িংটা দেখেছি, শিল্পীর নিজের করা ড্রয়িংটা।'

'মাইকেল, তুমি আসলে ঠিক কী বলতে এসেছো?'

আমার এতো কথা বলার প্রয়োজন যে কিছুই বলতে পারি না। ম্যাগিওর, ফর্মবি, টনোনি, অগাস্টিন... ফোন বুকের নাম, তাতে তার কী আসে যায়?

'আচ্ছা, কী? মুখ বুজে দাঁড়িয়ে থেকো না শুধু শুধু।'

'আমি—'

'মাইকেল, একেবারে হোপলেস।'

'তুমি বলেছিলে আমাকে তুমি সব সময় ভালোবাসবে।'

'আমি জানতাম না এই অবস্থা হবে।'

'জুলিয়া—'

'না। লুক তোমাকে দেখতে পাবে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছো সেখানেই থাকো।'

'কার্লের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি।'

'মাইকেল, আমি দুঃখিত, কথা বলার জন্য আমি দাঁড়াতে পারছি না।'

'বনসাই—'

'হ্যাঁ, সে তিক্ত কণ্ঠে বলে। 'হ্যাঁ। খুব ভালো আছে। খুব, খুব ভালো আছে। বুদ্ধিদীপ্ত উপহার। তোমাকে ধন্যবাদ দেয়া দরকার।'

'তুমি 'আর্ট অফ ফিউগ' বাজাচ্ছো কেন? তুমি কী করার চেষ্টা করছো?'

' 'আর্ট অফ ফিউগ'? কেন? খোদার দোহাই, কেন করবো না। আমি ওটা ভালোবাস। এখন আমাকে যেতে হবে, বিশ্বাস করো। এবং, মাইকেল, তুমি আমাকে বিরক্ত করছো। তুমি বুঝতে পারছো আমার কথা? তুমি আমাকে বিরক্ত করছো। দয়া করে এখানে আমার জন্য আর কখনও দাঁড়িয়ে থেকো না। আমি তোমাকে দেখতে চাই না। চাই না। আমি সত্যিই চাই না। যদি চাই আমি ভেঙে পড়বো... যদি আমাকে বালোবাসো তাহলে সেটা তুমি চাইবে না। এবং তুমি যদি আমাকে ভালো না বাসো, তাহলে যাও, নিজের মতো জীবন যাপন করো।'

BanglaBook.org

সে দুহাতে চোখ ঢাকে। 'না, খোদার দোহাই লাগে আমাকে বলো না কোনটা সত্যি।'

৮.১৪

তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিন সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। আমি মন থেকে একে একে সব কিছু সরিয়ে ফেলছি।

না, এতে আমার কাজ হয় না। সবই থেকে যায় : কামরা, বই, সাক্ষাৎ, তার চোখের পাতা, তার ত্বকের সৌরভ। আমি যদি সব ছেড়ে দিই, আমার বাবা দুঃখ করবে, জোয়ান ফুফু দুঃখ করবে। শরৎ কাল যতো গভীর হয়, ততোই আমার চোখের চারপাশে কালো দাগ ফুটে ওঠে।

আজ শনিবারের সকাল, কিন্তু আমি সাঁতারে যাই না। সেতুর ওপর থেকে দেখতে পাই পানির ওপর খেলা করছে আলো, লিডোর পিছনে ওয়াটার সার্পেন্টিসের কাছাকাছি। আমি সেতুর ওপর সতর্কিকরণ সাইনবোর্ডটা পড়ি : 'বিপজ্জনক। অগভীর পানি। সেতুর ওপর থেকে লাফ দেবেন না।' না, না, আমি একজন সাঁতারু, আর্থ্রাইটিস হওয়া পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকবো।

এটা আমার সবচেয়ে প্রিয় গাছ, প্লেন। কিন্তু এখানে কী দেখছি আমি? আমি কখনই লার্কের বাসা খুঁজে পাইনি।

বধিরতা আছে কয়েকশো রকমের। যতো বেশি আমি পীড়িত হই, ততো কম আমি শুনতে পাই।

কয়েকটা বিষয়ে মনোযোগ দাও : রুটি, কাগজ, দুধ, কিছু সবজি, মাইক্রোওয়েভের জন্য কিছু খাবার, বই যেটা আজ রাতে তুমি পড়বে। শব্দগুলো আবার পড়ো : তোমার কোনও কোয়ার্টেট নেই যেখানে বাজাতে হবে, কোনও মিউজিক নেই দেখার।

তোমার বই জমাও। বাসে চড়ো। হাঁটো। তুমি নিঃসঙ্গভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের দলে। তুমি দেখ চারপাশে কী হচ্ছে। ওই কন্ডাক্টর— ওই স্কুলবালিকা ফিসফিস করছে, 'Fou!'— ওই লোক পুরনো ডায়রি বিক্রি করছে একটা দোকান থেকে— ওই কালো চুলের সেলসগার্লকে ভার্জিনিয়ের মতো লাগছে না?

৮.১৫

'টেবিলের ওপর আছে, টি-শার্টগুলো। বেশি নেই।' সে আমার উদ্দেশ্যে হাসে।

'ওখানে ওই গাঢ় লালচে রঙের যেটা, ওই রকম আর নেই?'

'টেবিলে যা আছে। এই সকালে আমরা স্টকরুম খালি করেছি।'

'আহ...' তার মুখে এমন কিছু আছে যা আমাকে ধরে রাখে এখানে।

'বড় সাইজটা আছে অল্পই,' সে বলে। 'এই মিশ্রটা ঠিক হয়নি। আমরা হেড অফিসে অভিযোগ করবো।'

'আহ, হ্যাঁ। হেড অফিস। ওটা আর কম্পিউটারটা।'

'পাশাপাশি আর কাউকে!' সে হাসছে।

'দুঃখিত। আমার দোষ নয়, কম্পিউটার বন্ধ।'

'দুঃখিত, আমি লাঞ্চের বিরতিতে যাচ্ছি হেড অফিস।'

BanglaBook.org

'আচ্ছা, লালচে না থাকলে আমি কালো নেবো। দুঃখিত, এই পাঁচ-পাউন্ডের নোটটা জাল। কম্পিউটার।'

'তুমি অবাক হবে!' সে বলে, 'এমন এখন গিজগিজ করছে চারপাশে।'

সে চকচকে যে পেনিটা দেয় তাতে আমার সন্দেহ হয়।

'কামড় দিয়ে দেখ,' সে খিকখিক করে হাসে।

'ওটা চকলেট হতে পারে।'

'দুঃখিত, আমরা শনিবারে চকলেট পরিবেশন করি না।'

'হেড অফিস,' আমরা দুজনেই এক সঙ্গে বলে উঠি, তারপর হাসতে থাকি।

'তোমাকে হেড অফিস এই সন্ধ্যায় কখন ছাড়বে বলো তো?'

'আমার একজন বয়ফ্রেন্ড আছে,' সে বলে।

'ওহ—' আমি বলি। 'ওহ।' আমার কণ্ঠস্বর থেকে সব হাসি উটে যায়।

'দেখ,' সে বলে, শীতল কণ্ঠে, 'তোমার এখন চলে যাওয়াই ভালো।'

'আমি দুঃখিত,' আমি বলি। 'আমি দুঃখিত। তুমি খুব সুন্দর। আমি কেবল ভেবেছিলাম—'

'দয়া করে যাও। দয়া করে।'

৮.১৬

রাত ১: ৩০, অস্থির আমি, রিসাইক্লিং বিনের কাছে ফোন-বুথে আসি হাঁটতে হাঁটতে। এমন কি এই সময়েও কিছু মানুষ রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে এখানে ওখানে। আমি নম্বরগুলো চাপি।

'হ্যালো?' একটা কোমল, মিষ্টি কণ্ঠস্বর, সামান্য আইরিশ উচ্চারণ। 'হ্যালো, আমি ট্রিসিয়াকে চাইছি।'

'এটা ট্রিসিয়ার নাম্বার। কী সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

'আমি, মানে— আমি একটা ফোন-বুথে আপনার কার্ড দেখেছি, মানে তার কার্ড, আর ভাবলাম সে যদি ফ্রি হতে পারে শীগগিরই— মানে, পরবর্তী আধ ঘণ্টার মধ্যে...'

'হ্যাঁ, প্রিয় আমার, সে হতে পারবে। তুমি এখন কোথায়, জাদুমনি?'

'বেসওয়াটারে।'

'ওহ, খুব কাছেই। আমি তোমাকে ট্রিসিয়া সম্পর্কে বলছি, শোনো। সে ইংলিশ মেয়ে, লম্বা সোনালি চুল, নীল চোখ, অত্যন্ত সুন্দর পা, পরিষ্কার কামানো, ৩৬-২৪-৩৬।'

'বয়স?'

'ওর বয়স...ছাব্বিশ।'

'আর কতোটা, মানে...'

'চল্লিশ থেকে সত্তুর পাউন্ড, প্রিয়।'

'ওহ। আর ওটার বিনিময়ে থাকবে...'

'শুরুতে ম্যাসাজ, তারপর মুখরতি, এবং পরে সঙ্গম,' সে মিষ্টি কণ্ঠে বলে।

আমি নীরব, তারপর বলি, 'তোমার ঠিকানা পেতে পারি?'

'হ্যাঁ, সোনামনি, বাইশ কার্মার্থেন টেরাস, ফ্ল্যাট তিন। নিচের বুজারটা টিপতে হবে।'

BanglaBook.org

'আমি দুঃখিত, আমি— আমি ঠিক জানি না নিয়মকানুন কী। তোমাকে কি আগে টাকা দিতে হবে?'

'তোমার যেমন ইচ্ছা, সোনামনি,' সে কণ্ঠস্বরে হাসি নিয়ে বলে। 'একটা বিষয় শুধু মনে রেখো, আমরা নিরোধক ব্যবহার করি।'

'তুমি ট্রিসিয়া?'

'হ্যাঁ, আমিই। আমি তোমার জন্য অপেক্ষায় রইলাম তাহলে। ফোন করার জন্য ধন্যবাদ।'

৮.১৭

তার বয়স প্রায় ৩৫। আকর্ষণীয়া, অভিজ্ঞ, মিষ্টি। যা কিছু এতো দিন চেপে রেখেছিলাম সব বেরিয়ে আসে শক্তি দিয়ে। তারপর আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি। সে আমাকে সান্ত্বনা দেয় না, তবে এক কাপ চা এগিয়ে দেয়।

'কউকে তুমি ভালোবাসো, তাই না?'

'আমি জানি না।'

'তোমার কিছুই নেই বলার।'

আমার নেই। তারও নেই। আমরা যথেষ্ট শান্তভাবে চায়ের কাপে চুমুক দিই। ফোন বাজে, এবং সে আমাকে বলে, 'তুমি শাওয়ার নিয়ে পোশাক পরবে, সোনা?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। আমার স্নান প্রয়োজন।'

বাথরুমে আমার বমির ভাব আসে, কিন্তু বমি হয় না। আমি গরম পানিতে স্নান করে আমার চামড়া লাল করে ফেলি।

পোশাক পরেছি। বিড়বিড় করে ধন্যবাদ দিই। এখন চয়ে যাবো।

'তুমি এখনও টাকা দাওনি, প্রিয়।'

আমি মূল্য পরিশোধ করি, এবং বিদায় বলি। আমি অসুস্থ বোধ করি হৃদয়-মনে। এই সময়ে এই কি আমি?

'আমার নম্বর হারিয়ে ফেলো না, প্রিয়। আবার এসো,' সে বলে, এবং সিঁড়ির আলো জ্বেলে দেয়।

৮.১৮

আমার ডাইরি ঠাশা হয়ে থাকে বিভিন্ন কাজের তারিখে : বিজ্ঞাপন কোম্পানির জিঙ্গল, সিনেমার আবহসঙ্গীত। ওয়েম্বলিতে একটা রেকর্ডিং স্টুডিওতে আমি বসি, দাবার ধাঁধা সমাধানের চেষ্টা করি, খবরের কাগজ পড়ি। ম্যাগিওরের খবরটা লোকজন জেনে গেছে, কিন্তু তারা আমাকে বিরক্ত করে না। আমার কানে আসে একবার কেউ জুলিয়া হ্যানসেনের নাম উল্লেখ করেছিলো, কিন্তু বাকিরা হজম করে গেছে।

উইগমোর হল থেকে লুসি ফোন করে জানায়, ৩০ ডিসেম্বর জুলিয়ার অনুষ্ঠানের একটা টিকেট সে আলাদা করে রেখেছে। নাকি আমি দুটো টিকেট চেয়েছিলাম? আমি ওকে ধন্যবাদ দিই, কিন্তু বলি আমি শহরের বাইরে থাকবো। টিকেটটা অন্য কাউকে দিয়ে দিক।

'ওহ, তুমি কোথায় যাচ্ছো?'

BanglaBook.org

'আমি জানি না — রচডেল, মনে হয়, বড়দিনের জন্য।

'আমি দুঃখিত যে তুমি আর ম্যাগিওরে নেই।'

'দেখ, এমনই হয়।'

'আশা করি আমি তোমাকে বিরক্ত করিনি, মাইকেল।'

'না। না। একটুও না।

সে ফোন নামিয়ে রাখে আর আমি জিনিসপত্রের স্টক তুলে নিই হাতে। এই সকালে স্টকরুম খালি করা হয়েছে, নানা ধরনের জিনিসে ধুলো পড়ছিলো অনেক দিন দরে : একটা পোর্সেলিনের ব্যাঙ, একটা মমিকৃত নকুল। আমি নিজেকে আবিষ্কার করি ৭ নম্বর বাসে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পিছনে আছে একটা ছোট ফটোগ্রাফিক ডিপার্টমেন্ট। আমি ড্রয়িংটার দুটো কপি নিই প্রিন্ট করে, একটা পাঠাবো আমাকে, অন্যটা তাকে। বিনোদনের জন্য নিরীক্ষণ করবো মমিকৃত নকুলটাকে।

আমি কার্লকে স্বপ্নে দেখি। কুকুরের খাদ্য নিয়ে একা জিঙ্গলে আমার বাজানো শুনছে। সে আবেগে পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে দিয়েছে। 'স্থিত,' সে বলে, 'সব সময় স্থিত। তোমার বাজানো কখনই আমাকে হতাশ করেনি, আর এখন আমার চোখে পানি আনছে। কিন্তু তুমি জানো, আমি বাখ পছন্দ করি।'

'বিষয়গত মূল্যায়ন,' আমি বলি। 'কিন্তু, যদি আপনার ভালো লাগে, এখানে আপনার জন্য কিছু আছে।'

'ওটা বাখ নয়, ওটা বাখলেইন,' সে গর্জে ওঠে। 'আমাকে শোনাও জোহান সেবাস্টিয়ান।'

'আমার আঙুলে তাকে আনতে পারি না, হের প্রফেসর। জুলিয়া ম্যাকনিকোল তাকে নিয়ে গেছে আমার কাছ থেকে।'

'আমি এটা শুনবো। তোমাকে আমার ক্লাস থেকে বের করে দেবো। তুমি বিশ্রী প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছো আমার চিঠির প্রতি। তুমি এক্ষুনি ভিয়েনা ছেড়ে চলে যাবে—'

'আমি আর কখনই ভিয়েনা ছাড়বো না—'

'খুব ভালো, তাহলে,' সে বেদনার্ত কণ্ঠে বলে। 'আবার কুকুরের খাদ্য অংশটা বাজাও।'

দরোজার ঘণ্টা বাচেজ। রচডেল থেকে আসা রেজিস্টার্ড চিঠি।

আমাকে স্বাক্ষর করতে হয়। কিচেনের কাউন্টারের ওপর চিঠিটা রেখে দিই না খুলেই।

আমি বাক্স থেকে বেহালাটা বের করি। আমার কুঠরির দরোজা বন্ধ করে দিই। অন্ধকারে বাজাতে থাকি ওটা। আর আমি জানি না কী বাজাচ্ছি। এমন কিছু যা আমার অজানা, যা বাজাইনি কোনও দিন। যে শব্দ সৃষ্টি হয় তা বেরিয়ে যেতো না আমার হৃদয় থেকে, তার চেয়ে বেশি ওটার নিজের হৃদয় থেকে। আর এই সুর আমার জন্য নয়।

কিন্তু এখন ওটা লার্গো ভিভালদি বাজাচ্ছে, যা আমি সেই অলৌকিক দিনে বাজিয়েছিলাম, সেই গির্জায়। আমি বাজাই ওটাকে, ওটা বাজায় আমাকে, আর আমার কুঠরি অন্ধকারে আমি জানি পুনরাবৃত্তি আর শুনতে পাবো না, এবং এখন থামার সময়, এবং বিদায়ের।

BanglaBook.org

বিদায়, তাহলে, আমার বেহালা, আমার বন্ধু। আমি তোমাকে ভালোবেসেছি এতো বেশি যা মুখের ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আমরা এক সত্তা, কিন্তু এখন আমাদের বিচ্ছেদ ঘটবে, আর কোনও দিন শুনতে পাবো না আমাদের অভিন্ন ভাষা। আমার আঙুল অথবা আমাদের কণ্ঠস্বর ভুলে যেও না। আমি তোমার শব্দ শুনতে পাবো না, কিন্তু স্মরণ করবো তোমাকে।

৮.২০

আপনি নিশ্চয় জেনেছেন মিসেস জন ফর্মবি (সিসিলিয়া ফর্মবি) সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি জানি আপনারা ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ছিলেন, তাই আমার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে সমবেদনা জানাই।

ভার্মস অ্যান্ড লান অনেক বছর ধরে মিসেস ফর্মবির সলিসিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। তিনি আমাকে ও উইলিয়াম স্টার্লিংকে তার এক্সিকিউটরের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন।

মিসেস ফর্মবির উইল সংশ্লিষ্ট নথিপত্রসহ ডিস্ট্রিক্ট প্রবেট রেজিস্ট্রি দপ্তরে জমা করা হয়েছে দশ দিন আগে।

এই প্রতিষ্ঠান তার নির্দেশে উইলপত্র তৈরি করেছে এবং তিনি তাতে স্বাক্ষর করেছেন মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে, তাতে তিনি আপনাকে দিয়ে গেছেন একটা পুরনো ইতালিয়ান বেহালা (কার্লো টনোনি, তৈরি ১৭২৭) যা সম্পূর্ণ করমুক্ত।

আমি জানি যে বর্তমানে বেহালাটি আপনার সম্পত্তি। এক্সিকিউটরদের পক্ষে আপনি সেটি নিজের হেফাজতে রাখতে পারেন যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ এস্টেট আপনাকে মালিকানা হস্তান্তরের সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে।

আংশিক সমস্যা রয়ে গেছে যে, মিসেস ফর্মবি আপনার যে ঠিকানা ব্যবহার করেছেন সেটার আর অস্তিত্ব নেই।

মিসেস ফর্মবি আপনার জন্য একটা চিরকুটও রেখে গেছেন। সেটি এই সঙ্গে যুক্ত করে পাঠালাম। মৃত্যুর আগে তিনি শারীরিকভাবে অচল হয়ে পড়লেও তার চেতনাশক্তি সম্পূর্ণ অটুট ছিলো। তিনি হাসপাতালে এই চিরকুটের নির্দেশনা দেন আমাকে। যেহেতু তার কথা কিছুটা জাড়িয়ে যেতো তাই সতর্কতার জন্য আমি এই নোট তাকে পড়ে শোনাই যাতে ভুল না হয়। তারপর এটি টাইপ করি এবং তিনি স্বাক্ষর করেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনার কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে, আমি আশা করি আমাদের সঙ্গে যোগযোগ করতে কুণ্ঠিত হবেন না।

আপনার বিশ্বস্ত,
কিথ ভার্মস

সংযুক্ত : মাইকেল হোমকে মিসেস জন ফর্মবির চিঠি

প্রিয় মাইকেল,

আমার বেহালা নিয়ে গত বছর তোমাকে অনেক উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখেছিলাম বলেই আমার ধারণা, এ জন্য আমি দুঃখিত। এ বছরের শুরুতে বিষয়টা নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় তোমার হতাশাও বুঝতে পেরেছিলাম। আমার সিদ্ধান্ত কোনও প্রশ্ন ছাড়াই মেনে নিয়েছিলে, সে জন্য তোমাকে সম্মান করি।

BanglaBook.org

তোমার বয়স যখন ছয় কিংবা সাত, তখন থেকে তুমি আমার সত্যিকারের বন্ধু হয়ে আছো। আর আমরা বালো ও খারাপ দু'রকম সময়ই এক সঙ্গে পার করেছি। যাহোক, আমার বেহালাটা অনেক বছর ধরে তুমি বাজাচ্ছো। সেটা বিক্রি হয়ে অচেনা লোকের হাতে চলে যাবে আমি তা কল্পনা করতেও পারি না।

বিদায়, আমার প্রিয় মাইকেল, খোদা তোমার মঙ্গল করুন।

তোমারই,
[অস্পষ্ট]

৮.২২

আমাকে নয়, বরং খোদা আপনারই মঙ্গল করুন, যদি তার অস্তিত্ব থাকে। আজ রাতে আমি ঘুমাতে পারবো না অস্থিরতায়। আশ্বস্ত হওয়ার জন্য নয়, বরং অবিশ্বাস ভর করেছে আমার ওপর। বেহালাটা আমি আর বাইরে নিয়ে যাই না। এটা সত্যি হতে পারে না, অথচ তাই। ওটা হারিয়ে গিয়েছিলো, এখন খুঁজে পাওয়া গেছে।

আপনার কথাগুলো আমাকে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে আর ঘুম কেড়ে নিয়েছে। প্রথম আলোয় পার্কের গেট খুলে যায়। প্রত্যুষের দৃশ্যপট প্রতিফলিত হয় পুকুরের পানিতে। একটা কাঠবেড়ালের ডাক, ছোট পাতিহাঁসের ডানা ঝাপটানো, একটা ব্ল্যাকবার্ডের আওয়াজ : এই সব। আমি একা দাঁড়িয়ে এসবের মাঝে আনন্দে উদ্বেল।

আপনাকে আমি রিপোর্ট দেবো এখন আমার জগৎ থেকে। আলো ফুটে ওঠে আর দৃশ্য প্রসারিত হয়। গোল পুকুরের ওপর বালি হাঁস চিৎকার করে। নিচুতে উড়ছে ওগুলো। সারসগুলো এখনও ঘুমাচ্ছে পালকের মধ্যে মাথা গুঁজে।

আপনি কি শুধু বেহালাটা আমাকে দিতে চান? নাকি জগৎ থেকে আমাকে কিছু শিক্ষাও নিতে হবে?

৮.২৩

টেলিফোনে কণ্ঠস্বরটা চাপা ক্রোধপুর্ণ শোনায়।

'মাইকেল হোম?'

'হ্যা।'

'আমি ক্রেডিক গ্লোভার। আমার ফুফুর বাড়িতে গত বড়দিনে আমাদের সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ হয়েছিলো— আমার ফুফু মানে মিসেস ফর্মবি।'

'হ্যাঁ। আমার মনে আছে। মিস্টার গ্লোভার, আপনার ফুফুর মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত বেদনাহত...'

'আপনি এখনও? আমি একটু অবাক, কিভাবে আপনি এটা করতে পারলেন ভেবে।'

'মানে—'

'আমার ফুফুর বয়স হয়েছিলো, আর জ্ঞানবুদ্ধিও লোপ পেয়েছিলো। তার জন্য প্রার্থনা করাই ছিলো সহজ।'

'আমি জানতাম না তিনি অসুস্থ— আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাইনি কখনও— এ আমার পরিতাপ।'

BanglaBook.org

'দেখুন, আমার স্ত্রী সর্বক্ষণ সেখানে ছিলো— তার সেবাযত্ন করেছে— আমি বুঝতে পারছি না ফুফু কিভাবে তার সলিসিটরের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা অকৃতজ্ঞতাপূর্ণ উইল করতে পারলো।'

'এর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আপনি কিভাবে আমার নম্বর পেলেন?'

'আমার মেয়েদের পড়াশোনার পথ রুদ্ধ করে দিতে চান আপনি? সত্যিই বিশ্বাস করেন যে আমার ফুফু সেটা চেয়েছিলো?'

'না, আমি—'

'শোভনীয় কাজ হবে যদি আপনি বেহালাটি পরিবারের কাছে ফেরত দেন, তা না হলে আমি আইনের দ্বারস্থ হবো তা নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি।'

'প্লিজ, মিষ্টর গ্লোভার, আমি আপনার ফুফুকে পছন্দ করতাম। আমি তিক্ততার কারণ হতে চাই না—'

'তাহলে আপনাকে দৃঢ়তার সঙ্গে পরামর্শ দেবো যা আপনার নয় তা ধরে রাখার চেষ্টা করবেন না। এটা পরিষ্কার যে শেষের দিনগুলোয় ফুফুর মাথার ঠিক ছিলো না।'

'মিস্টার গ্লোভার, উনি কী রকম অসুস্থ ছিলেন আমি তাও জানি না। উনি আমাকে একটা চিঠি দিয়ে গেছেন। আমি বিশ্বাস করতে চাই কথাগুলো তারই লেখা।'

'হ্যাঁ। আমার তাতে সন্দেহ নেই। ফুফু তাতে স্বাক্ষর করেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, উইলের স্বাক্ষর যদি ঠিক না হয়, তবে আপনি বুঝতে পারবেন কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। ওটা অবুঝ এক শিশুর আঁকিবুকি। তার বুদ্ধি সুদ্ধি এতোই লোপ পেয়েছিলো যে একটা কারপার্ককে ব্যবহার করেছে আপনার ঠিকানা হিসেবে। একটা কারপার্ক!'

'প্লিজ, মিস্টার গ্লোভার, এসব কথা বলবেন না। উনি ছিলেন আমার সুহৃদ। উনি আমাকে যা দিয়েছেন তা আমি কিভাবে আপনাকে দিয়ে দেবো?

'দিয়েছে? দিয়েছে? তার মাথা যখন ঠিক ছিলো তখন তো আপনাকে কিছু দেয়নি? তার ইচ্ছা ছিলো বেহালা বিক্রি করে সেই টাকা আমার ও আমার মেয়েদের জন্য গঠিত একটা ট্রাস্টে দিয়ে দেবে। এ কথা সে তোমাকে বলেওছিলো। আমি যুক্তিবাদী মানুষ, মিস্টার হোম। আমার ফুফু যা করেছে তা আমি অনুমোদন করি না, তার জন্য আমরা যা করেছি সেই বিবেচনায়, কিন্তু আমি তাকে ক্ষমা করে দিই কারণ সে ওই সময়ে জানতো না কী করছে। যাহোক, আপনাকে আমি বলছি, এ ব্যাপারে আমরা যদি কোনও আপোস-মীমাংসায় পৌঁছাতে না পারি তাহলে বেহালাটা তো হারাবেনই, আপনার বিপুল পরিমান অর্থহানীও হবে।'

তার কথা ধমকের চেয়েও বেশি, আর আতংক ঘিরে ধরে আমাকে।

'আপনার পরামর্শ কী তাহলে, মিস্টার গ্লোভার?' আমি শান্তভাবে বলি। 'আমার কী করার আছে?'

'আমি বেহালাটার অর্ধেক-অর্ধেক শেয়ারের একটা চুক্তিপত্র তৈরি করেছি... এতে আপনার স্বাক্ষর লাগবে। তারপর ওটা বিক্রি করে টাকা সমান ভাগে ভাগ করে নেয়া যাবে।'

'কিন্তু আমি ওটা করতে পারবো না— আমার বেহালা আমি বিক্রি করতে পারবো না।'

BanglaBook.org

'আপনার বেহালা। বেশিদিন অন্যের জিনিস দখলে রাখতে পারবেন না।'

'বেহালা। তার বেহালা। যা আপনার খুশি বলুন। আমি জিনিসটা ভালোবাসি। আপনি বুঝতে পারছেন না? টাকার জন্য ওটা বিক্রি করলে আমি মারা যাবো।'

সে কয়েক সেকেন্ড নীরব, তারপর ঠান্ডা সুরে বলে, 'আমার শেষ একটা প্রস্তাব আছে, মিস্টার হোম, আর এটাই শেষ। আপনি বেহালাটার মূল্যের চল্লিশ শতাংশ ফেরত দেবেন যা আপনি নিয়েছেন এই এস্টেট থেকে।'

'মিস্টার গ্লোভার— আমি কিছুই নিইনি—'

'অবশ্যই নিয়েছেন। আর সেটা অনেক টাকার জিনিস। আপনি 'করমুক্ত' শব্দটার অর্থ বোঝেন? এর মানে হলো, এস্টেটের অধিকাংশ জিনিসের ওপর চল্লিশ শতাংশ কর আরোপ করা হলেও আপনাকে কোনও কর দিতে হবে না। কোনও কর দিতে হবে না! অন্য কথায়, আমরা আপনার কর দিচ্ছি। সুতরাং ওই টাকা ফেরত দেয়া আপনার আইনগত ও নৈতিক দায়িত্ব। আমার ফুফু চেয়েছিলেন আমরা আপনার দায়িত্ব নেবো, আপনি কি তাই বিশ্বাস করেন?'

'আমি জানি না— কী বিশ্বাস করতে হবে আমি জানি না। এসব বিষয় সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।'

'ঠিক আছে, আমি বলবো বিষয়টা ভাবেন, তবে দীর্ঘ সময় নেবেন না। আমি কথা বলছি আমার পরলোকগত ফুফুর বাড়ি থেকে। তার ফোন নম্বর আছে আপনার কাছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি আপনি যোগাযোগ না করেন, বিষয়টা আমার সলিসিটরের কাছে হস্তান্তর করবো। বিদায়, মিস্টার হোম।'

আমি হাতের ওপর কপাল রাখি। সাউন্ডপ্রুফ রুমটায় যাই না, বেহালাটা আছে ওখানেই। একটু পর বেডরুমে যাই আর ছাদের দিকে থাকি। আলো খেলা করছে দেয়ালে। হেলিকপ্টার চলে গেল একটা। এক দিক দিয়ে না এক দিক দিয়ে ওটা আমাকে হারাতে হবে। মিসেস ফর্মবি, আপনি আমাকে ভালোবাসেন, বলুন আমি কী করবো।

৮.২৪

আমি ফোন করি ভার্মস অ্যান্ড লানে এবং কথা বলি মিস্টার ভার্মসের সঙ্গে। তার কণ্ঠস্বর আমার ধারণার চেয়েও আনুনাসিক।

'মিসেস ফর্মমি আপনার কথাই ভেবেছিলেন,' সে বলে।

'আপনি হাসপাতালে তাকে দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি কি খুব যন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন— অথবা অসুবিধায়?'

'কিছু অসুবিধায় ছিলেন। তেমন যন্ত্রণা নয়। প্রথম স্ট্রোকের পর দ্রুত বাড়িতে চলে যেতে চেয়েছিলেন। মৃত্যুর সময় বাড়িতেই ছিলেন— অথবা অ্যাম্বুলেন্সে যেটা তাকে আনতে গিয়েছিলো।'

'মিস্টার ভার্মস, কিভাবে বলবো জানি না। আমি একটা ফোন-কল পেয়েছি...'

'হ্যাঁ?'

'তার ভাইয়ের ছেলের কাছথেকে, একজন মিস্টার...'

'গ্লোভার। হ্যাঁ। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।'

'সে ফোন করে আমাকে বললো ওই বাদ্যযন্ত্রটায় আমার কোনও অধিকার নেই। সে আরও অনেক কথা বলেছে...'

BanglaBook.org

'মিস্টার হোম, আমি আগেই অনুমান করেছিলাম সে এই ধরনের কিছু করতে পারে। আমি আপনাকে আবারও নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে তার হুমকি কিংবা দাবি একেবারেই ফাঁপা। উইলে দুজন নিরপেক্ষ সাক্ষীর স্বাক্ষর আছে, যাদের একজন হলেন মিসেস ফর্মবির ডাক্তার। আমি মিস্টার গ্লোভারকে ব্যাখ্যা করে বলেছি, তার কোনও পায়তারায় কাজ হবে না, শুধু শুধু প্রচুর টাকা গচ্চা যাবে। তার কোনও আপত্তিই ধোপে টিকবে না।'

'মিস্টার ভার্মস, এসব বিষয়ে আমার কোনও আইডিয়া ছিলো না। আপনি অত্যন্ত সদাশয়...'

'মোটেও সদাশয় নই। কেবল মিসেস ফর্মবির এক্সিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আপনি কি আর কিছু বলবেন?'

'সে বলেছে আমার অন্তত করের টাকা দেয়া উচিৎ যা সে শোধ করেছে। সে বলেছে এটা আমার আইনগত আর নৈতিক দায়িত্ব...'

'মিস্টার হোম, কোনও আইনগত দায়িত্ব নেই। নৈতিক ব্যাপারে আমি আপনাকে উপদেশ দিতে পারি না। তবে আপনাকে বলছি, এস্টেটটা খুব ছোট ছিলো না। মিস্টার গ্লোভার সুবিধাভোগী হিসেবে বিপুল পরিমান টাকা পাচ্ছে, কর অথবা করমুক্ত; এবং তার কথা থেকে বুঝেছি তিনি রাস্তার ভিখারি নন।'

আমি হাসতে শুরু করি, মিস্টার ভার্মস যোগ দেয় হাসিতে।

'ওহ, আরেকটা কথা বলার ছিলো আপনাকে। পঞ্চাশ শতাংশ বা ষাট শতাংশ।

এইভাবে বেহালার ভাগ দেয়ার ইচ্ছা ছিলো না মিসেস ফর্মবির। তিনি সম্পূর্ণ বেহালাটা আপনাকে দিয়েছেন। মিসেস ফর্মবি উইল করতেও বদ্ধ পরিকর ছিলেন, আর প্রতিটা শব্দের অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন। আমি আশা করি আপনি বেহালাটা বাজানো উপভোগ করবেন।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার ভার্মস। আমি জানি না কী বলবো। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

৮.২

মিসেস ফর্মবি :

আমি জানি আপনি মৃত এবং এটা পড়তে পারবেন না। আমি যদি আনপার স্ট্রোকের কথা জানতে পারতাম।

আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে ভুলে না যাওয়ার জন্য এবং এই ধারণার জন্য যে আমিও আপনাকে ভুলে যাইনি।

আমি প্রতি বছর ঠিক সময়ে গাড়ি চালিয়ে ব্ল্যাকস্টোন এজে যাবো। যখনই উত্তরে আসবো তখনই আপনার বেহালাটা সঙ্গে নেবা।

আমি কখনই আপনার কাছে জানতে চাইনি কোত্থেকে বা কার কাছ থেকে আপনি ওটা কিনেছিলেন। ওই ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটেছে আনপার সঙ্গেই।

আপনার জন্য আমি সামান্য যা করেছিলাম তা মুছে গেছে, কিন্তু আমার জন্য আপনি যা করেছেন তা টিকে থাকবে আমার শেষ দিন পর্যন্ত।

আমার মৃত্যুর সময় ওটা কার হাতে দিয়ে যাবো, যেন আপনার স্মৃতি থেকে তার পরামর্শ খুঁজে পাই।

আপনার সুহৃদ আর বেহালা দুইই আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে— হৃদয় থেকে।

BanglaBook.org

৮.২৬

এক রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল শীতল ঘামের মধ্যে, হৃৎপিন্ড লাফাচ্ছিলো ধড়াশ ধড়াশ করে।

একটা স্বপ্ন দেখেছি। আমি যেন একটা পাতালরেল স্টেশনে, হলবর্ন, সম্ভবত। একটা এস্কেলেটরের গোড়ায় নিচে দাঁড়ানো, টনোনি হাতে। চলন্ত সিঁড়িগুলোয় নানারকম মানুষ, তাদের ভিতর পরিচিতদেরও দেখতে পাচ্ছি। বিলির ছেলে জাঙ্গো মিসেস ফর্মবির হাত ধরে চলে গেল। মিসেস ফর্মবি আমার ক্যাপের ভিতর একটা কয়েন ফেলে গেল। আগেই জানতাম কার্ল আসবে, তাই হলো, সঙ্গে ভার্জিনিয়ে। কার্ল মাথা নাড়লো আর নীলচে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কিছু বললো। ভার্জিনিয়ে বেশ উৎফুল্ল, কিন্তু কথা না বলে চলে যায়।

আমি ওপেন স্ট্রিংয়ে দীর্ঘ প্রলম্বিত কর্ড বাজাচ্ছি। ক্লান্ত হলে চলে যাই আরেকটায়। জুলিয়ার মাকে হল্যান্ড পার্ক মহিলা পুলিশ হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অসংখ্য অচেনা মানুষের মধ্যে তারা জোড়ায় জোড়ায় চলে যায়, আমার উদ্বেগ বাড়ে। আশা আর আতংকের মাঝখানে আটকা পড়ি। কারণ আমি ভাবছি হয়তো স্বয়ং জুলিয়াকেও দেখতে পাবো, এবং আমি জানি না ওর সঙ্গে কাকে দেখবো। অনেককে দেখতে পাই। অনেকে আবির্ভূত হয়ে আবার চয়ে যায়। কিন্তু জুলিয়া আসে না। আমার হৃদয় বিষণ্নতায় ডুবে যায়।

আমি চলমান এস্কেলেটরে উঠে ওকে খুঁজি। এস্কেলেটর উপরে উঘে থামে, তারপর আবার নামে। কিন্তু নিচের দিকে নামার সময় এস্কেলেটরের শ্যাফট সংকীর্ণ আর অন্ধকার হয়ে চেপে আসে এবং সেখানে আমি একা। সবাই উদৃশ্য হয়ে গেছে, আর আমার বেহালার আওয়াজ ছাড়া আর সব নিস্তব্ধ। যেখানে থামার সেখানে না থেমে মাটির গভীরে ঢুকে যায়। আমি কিছুই করতে পারি না ওটাকে থামানোর জন্য। আমি আর তিনটে শান্ত ওপেন কর্ড বাজাচ্ছিলাম না, একটা ভয়ংকর আওয়াজ বের হচ্ছিলো যেটাকে 'আর্ট অফ ফিউগ' বলে চিনতে পারি।

আমি হাসফাস করি, প্রায় চিৎকার করে উঠি। কিন্তু পতন থেকে বাঁচতে পারি না। তারপর আমার ঘুম ভেঙে যায়। বহু নিচে বাস্তবের রাস্তাঘাট দেখে আশ্বস্ত না হলে মনে হতো চিরকালের জন্য আমি পড়ে যাচ্ছি অন্তহীন রাতের ভিতর।

৮.২৭

এটাকে নাটকীয় করো না। এ ভালোবাসা, কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়। এইসব কি তোমার বেহালার সমান মূল্য রাখে? তোমার কাছ থেকে যারা হারিয়ে গেছে, বিবেচনা করে দেখ তাদের সুখ কোথায়। 'খোদার দোহাই লাগে, মাইকেল, তুমি কি ওকে যথেষ্ট কষ্ট দাওনি?'

তোমার দেহ সোজা করো। সাঁতার কাটো। না, এখন, তার মতো, আমি ভিড়ের সঙ্গে মানাতে পারি না। কিন্তু তুমি অর্কেস্ট্রায় অতিরিক্ত বেহালা বাজানোর সময় মানাও, নয় কি? হাঁটলে কেমন হয়? হাঁটো, যখনই পারো হাঁটতে থাকো।

তোমার শিক্ষার্থীদের কথা ভাবো আবার। কিন্তু আমি ভাবি। এলিজাবেথের কবজির কাজ, জেমির আর্পেজ্জো, ক্লাইভের, দক্ষতা। অধৈর্য হওয়ার ইচ্ছা আমার নেই।

BanglaBook.org

'আমি কেন ওই সুন্দর ভদ্রমহিলাকে দেখতে পাবো না, মাইকেল? জেসিকা, হ্যাঁ, দেখ, তার নামও আমার মনে আছে।'

'তুমি জানো, জেমি, ও এখানে প্রতিদিন আসে না।'

'আমাকে এটা টেক্সট লেসন থেকে প্রস্তুত করতে হবে?'

'হ্যাঁ,' আমি বলি, ভাবছি কার্লের কথা। 'অবশ্যই।'

আমি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি, এবং বিস্মিত হয়ে, সেও হাসে।

সেইসব সন্ধ্যায় আমি তখন কাজ করছি না, আমি বই পড়ি। এটা আরেক জীবন, উত্তর-মুখো জানলার এক জীবন।

আমার স্কুল-জীবনে পড়া এই পংক্তিগুলো মনে, সে অন্তত কুড়ি বছর আগের কথা
:

But never either found another
To free the hollow heart from paining—
They stood aloof, the scrars remaining,
Like cliffs which had been rent asunder;
A dreary sea now flows between;—
But neither heat, nor frost, nor thunder,
Shall wholly do away, I ween,
The marks of that which once hath been.

আমি আর ট্রিসিয়ার কাছে যাই না। এক যৌনতাহীন প্রশান্তি : আমি এর মধ্যে জীবন কাটাই।

৮.২৮

গ্রিক গির্জার কাছে গাছগুলো চিরহরিৎ। ভার্জিনিয়ে ওগুলোকে বলে 'অধ্যবসায়ী'।

আর্খাঙ্গেলের বাচ্চারা লিফটের সবগুলো বোতাম টিপেছে। কিচিরমিচির করে। আমার তাড়া নেই দেখে খুশি হয়।

এটিয়েনের মেয়েটা সাহস সঞ্চয় করে আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি সব সময় সাতটা কিনি কেন, তারপর বলে আমার কখনই ক্রস্যান্ট ফ্রিজে রাখা উচিৎ নয়।

বুধবারের লটারিতে দশ পাউন্ড জিতেছে রব, আর সেই টাকা খরচ করে আরও লটারির টিকেট কিনেছে।

মিসেস গোয়েটজ আমাকে বলে, কোনও এক শনিবার রাতে যেদিন আমার কাজ থাকবে না তার সঙ্গে একটা হোমলেস শেল্টারে যেতে পারি।

কুইন্সওয়েতে আমার গায়ের ওপর এসে পড়ে ওয়াটার সার্পেন্ট সদস্য উভো' হেই, মাইক, তুমি উধাও হয়েছো কোথায়?'

কিন্তু আমি উধাও হইনি। আমি এখানেই হাজির আছি সশরীরে। আর আমি জগৎ ও এর কারবার পর্যবেক্ষণ করছি।

এক সকালে ফোন বাজে।

'মাইকেল হোম?'

'বলছি।'

'ফিমার। জাস্টিন ফিমার।'

নাম—কণ্ঠস্বর— এ সেই চটচটে ভক্ত!

'গতকাল খুব বিরক্তিকর গেছে,' সে বলে।

BanglaBook.org

'একেবারে হোপলেস! কিন্তু তাদের বলে লাভ কী? কিন্তু তারা বলে তারা তোমাকে বের করে দেয়নি। একটা তরুণী মহিলা— এবং তারা বলে তুমি অধিকাংশ সময় কাটাচ্ছো ক্যামেরাষ্টা অ্যাংলিকার সঙ্গে। সত্যিই এখন— এমন কি নামটাও, অর্ধেক ইতালিয়ান, অর্ধেক লাতিন!'

'মিষ্টার ফিশার—'

'গতরাতে এমপেরর কোয়ার্টেটে তারা খালি টিউনিং আর রিটিউনিং করেছে, আর তাতে আমার মেজাজ নষ্ট হয়ে যায়। তারা অবশ্যই অস্থির। তুমি একটা আহত আঙুল বা আহত হৃদয় নিয়ে কিভাবে বাজাবে? আমি এক বেহালা প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সেদিন কথা বলেছিলাম, সে বললো তোমার সঙ্গে নাকি তার সাক্ষাৎ হয়েছিলো। তাকে তার মতো থাকতে দাও, সে বললো : বেহালাবাদকের চেয়ে কোয়ার্টেট বেশিদিন টেকে, আর বেহালা টেকে সবকিছুর চেয়ে বেশি। আচ্ছা, যদি বেশিক্ষণ আটকে রাখি তাহলে আমাকে থামিয়ে দাও। তুমি কি হাই তুলছো?'

'মোটেও না। আমি মাত্র—'

'বেশ, আমার বলার ছিলো এই,' সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে। 'আমি আর তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করবো না। কিন্তু আমি যদি তোমাকে আর দেখতে না পাই ম্যাগিওরে, তাহলে আর ম্যাগিওরের বেদীতে কোনও অঞ্জলি দেবো। ফিরে এসো। বিদায়।'

৮.২৯

তাহলে আমি এই রকম দ্বীপবাসী হয়ে গেছি? সময় অতিক্রান্ত হয় : সেকেন্ড, ঘণ্টা, মাস। গত বছর তার ওপর দৃষ্টিপাত করার দিনটা চলে গেছে। এখন ডিসেম্বর। আমি হাঁটি। কিন্তু পাতাহীন ঋতুর দিকে নজর যায় কমই। আর্থাঙ্গেল কোর্টের লবিতে মিসেস গোয়েটজ ক্রিসম্যাস ট্রি সাজিয়েছে।

নিকোলাস স্পেয়ারের পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়ে, আমার নিজেরাই বিস্ময়ের ঘোর লাগে, আমি তা গ্রহণ করি। অন্যরা কেউ সেখানে থাকবে না। পিয়ার্সকে নিশ্চয় আমন্ত্রণ জানানো হবে না। মিন্স-পাইহ আর রেসুরো ক্যারোল আমার জন্য ঠিক আছে। আর মানুষের দল যাদের আমি প্রায় চিনিই না। আমার উত্তরে যাওয়ার আগে এ ভালোই হবে।

যেমন ঠান্ডা পড়ার কথা তেমন ঠান্ডা নয়। আমি এক বা দুই ঘণ্টা বা তারও বেশি আমার বেহালা বাজাই। এতে আমার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়, আমি স্বস্তি পাই, চিন্তা থেকে বাঁচি। কখনও কখনও আমার মনের পর্দায় মুখ ভেসে ওঠে বিভিন্ন মানুষের : আমার মা, আমার প্রথম বেহালা শিক্ষক, স্কেলে অত্যন্ত দক্ষ্য ছিলো সেই যুবক।

আমি প্রতিবেশীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি লবিতে, এবং ভাবি : হাসি মাখা ওই মুখগুলোর আড়ালে কি রকম বেদনা লুকিয়ে আছে? শোকার্ত ওই মুখটার আড়ালে আছে কোন সুখ?

৮.৩০

নিকোলাস স্পেয়ার গত বছরের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা করে দিয়েছে পিয়ার্সকে, তা না হলে সে এখানে আসে কিভাবে? এবং নিকোলাসের ভয়াবহ ট্রুট বিরোধিতাও ক্ষমা করে দিয়েছে পিয়ার্স।

BanglaBook.org

এ বছর রেড ফ্রুট-পাঞ্চের পরিবর্তে হোয়াইট ওয়াইন পরিবেশন করা হয়। আমি কিছু বলার আগেই সে আমাকে প্রায় গেঁথে ফেলে দেয়ালের সঙ্গে।

'মাইকেল!'

'প্রিয় বালক!' আমি বিড়বিড় করি।

'এখন, এখন, আমাদের হোস্টকে নিয়ে কোনও মজা করছি না। সে এ বছর বিষণ্নতা অনুভব করছে, আগ্রাসী নয়।'

'ওহ, কেন?'

'সে ভালোবাসা খুঁজে পায় না, এমন কি হ্যাম্পস্টেড হিথেও।'

'আহ, গুরুতর ব্যাপার,' আমি বলি। 'আর তোমার কেমন চলছে? সবাই কেমন আছে?'

'মাইকেল, ফিরে এসো।'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি, আমার ওয়াইন গিলে ফেলি।

'আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে,' পিয়ার্স বলতে থাকে। 'আমি এ মুহূর্তে কিছুই বলবো না। কিন্তু তোমার যাচ্ছে কেমন? তোমার কতো যুগ কেউই দেখতে পায়নি। কেউ জানে না তুমি জীবিত আছো না মারা গেছো। তুমি দূরে পালিয়ে আছো কেন? অন্তত আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ তো করতে পারো? হেলেন মন মরা। তোমাকে মিস করে। আমরা সবাই মিস করি। তুমি তার মেসেজের উত্তর দেয়া বন্ধ করায় হেলেন ফোন করা থামিয়েছে। আচ্ছা, তোমার খবর কী?

'ভালো খবর? না খারাপ?'

'ভালো। খারাপটা রেখে দাও পরের সাক্ষাতের সময়ের জন্য।'

'আমি একটা বেহালা পেয়েছি।'

'ওহ, বিস্ময়কর। কী সেটা?'

'টনোনি।'

'কার্লো?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও একটা বেহালা পেয়েছি। অন্তত তাই মনে হয় আমার।'

'সেটা কী?'

'একটা এবেলে। ব্যতিক্রমী সুন্দর জিনিসটা।'

'আচ্ছা, তো নতুন দ্বিতীয় বেহালার কী অবস্থা কোয়ার্টেটে?' আমি আলগোছে জানতে চাই।

পিয়ার্স গভীর শ্বাস নেয়। 'আমরা বেশ কয়েক জনকে পরীক্ষা করেছি; পুরুষের চেয়ে নারীই বেশি। যেমন হয় আর কি। আমি ভেবেছিলাম হেলেন ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে দেবে না, কিন্তু সে অত্যন্ত ব্যাগ্র হয়ে পড়ে। তোমার জায়গায় অন্য কাউকে চায় না সে। আমার সঙ্গে হম্বিতম্বি করে। এমন কি হুগোর সঙ্গেও সম্পর্ক ভেঙে দিয়েছে। ভালো, এ জন্য খোদাকে শুকরিয়া। ও এখনও খুব বিষন্ন... অবশ্য, রেকর্ডিংয়ের কারণে, ভায়োলায় ভালো হাত আছে এমন লোকদেরই কেবল পরীক্ষা নিতে পারি আমরা।'

'আর স্ট্র্যাটাস?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'ওরা চুক্তি বহাল রেখেছে,' পিয়ার্স বলে। 'কিন্তু আর্ট অফ ফিউগে' আমি তোমার সহযোগী, মাইকেল। আমরা সবাই তাই। তুমি আশ্চর্য এক বাদক শুধু তাই নয়, তুমি আমাদের অংশও। তোমাকে ছাড়া আমরা কী করবো খোদাই জানেন।'

BanglaBook.org

আমি অনুভব করি আমার চোখের কোণে অশ্রু চিকচিক করে উঠছে।

পিয়ার্স আবার বিশাল অঙ্গভঙ্গি করে, ওর পাত্র থেকে ওয়াইন ছলকে পড়ে। 'হেই, মাইকেল, স্থির হও, আমি এক সন্ধ্যায় দুইবার তোমার মন খারাপ করে দিতে চাই না।'

আমি এক মুহূর্তের জন্য অন্য দিকে তাকাই।

'তুমি একটা স্বার্থপর বেজন্মা,' পিয়ার্স হঠাৎ বলে।

আমি কিছু বলি না। আমি ওদের কেমন নামিয়ে দিয়েছি। যদি 'আর্ট অফ ফিউগ' ব্যর্থ হয়, হেলেন কি আমাকে ক্ষমা করবে?

'কয়েক সপ্তাহ আগে বিলির ছেলের মেনিনজাইটিস হয়েছিলো,' পিয়ার্স বলে।

'কী? জ্যাঙ্গোর? মেনিনজাইটিস?'

পিয়ার্স মাথা নাড়ে।

'ওহ না। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। ও কি— ও কি সুস্থ এখন?'

'দেখ, জগতের সঙ্গে তোমার দীর্ঘদিন যোগাযোগ নেই, তুমি কিভাবে জানবে যে কি বিশ্বাস করতে হবে আর কি হবে না? কিন্তু হ্যাঁ, এখন সুস্থ। একদিন ভালো থাকে, আরেক দিন মরার দশা। বিলি আর লিডিয়ার অবস্থা তো খারাপ। তবে ক্ষুদেটা এখন বেশ ভালো আছে। যেন এমন কিছু ঘটেনি।'

'পিয়ার্স, আমি এখান থেকে বেরোচ্ছি। আমার হাঁটা আর টাটকা বাতাস প্রয়োজন। আমি ক্যারল সইতে পারবো বলে মনে হয় না।'

'কে পারে!'

'আমি একটা স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক বেজন্মা।'

'স্বার্থপর? স্বার্থপর কেন?' পিয়ার্সকে নির্দোষ বিস্মিত দেখায়। কিন্তু সে কি এক মিনিট আগেই আমাকে এ কথা বলেনি?

'আমি— দেখ, আমি তোমাদের সবাইকে মিস করি। এমন কি আমাদের আঠালো ভক্তকেও। তোমাদের পরবর্তী কনসার্ট কবে? না, তোমাদের পরের কনসার্টটা নয়— আমি রচডেলে যাচ্ছি তিরিশ তারিখ পর্যন্ত— ওটার পরের কনসার্টটা।'

'জানুয়ারির দুই তারিখে— স্থান পার্সেল রুম। কিন্তু তিরিশ তারিখে কি—'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তুমি তার অনুষ্ঠানে যাচ্ছো না?'

'না।'

'তিরিশ তারিখে রচডেলে কী হবে?'

'কিছুই না।'

'না, কাউকে বোঝার জন্য ছয় বছর হয়তো যথেষ্ট সময় নয়,' পিয়ার্স বলে, আমাদের দিকে চেয়ে আছে উৎকণ্ঠা নিয়ে।

৮.৩১

পপলারের বনে বাতাস বয়ে যায় শব্দ করে। রাজ হাঁসগুলো আমাকে তেড়ে আসে হিস হিস করে। গোল পুকুরের বরফখণ্ডের মাঝে সেগুলো সাঁতার কাটে। আর আকাশ গ্রীষ্মের মতো নীল।

বরফের কপাট, ধোঁয়াটে ও স্বচ্ছ : বাতাস ওগুলো ঠেলে নিয়ে যায় দক্ষিণ তীরে। ওগুলো পিছলে যায় একটার ওপর দিয়ে একটা। সাত স্তর পুরো সেগুলো পরিষ্কার কাচের মতো পড়ে থাকে, ফাটে, পানির তোড়ে ভেসে ওঠে।

BanglaBook.org

না, একটা তেল না দেয়া দরোজার মতো। একটা পরিশ্রান্ত নৌকার মতো অনেকটা। কিন্তু না, এটা তা নয়, এটা মোটেও তা নয়। আমি যদি এই উপরিতল না পড়তাম তাহলে কি ওগুলোর আওয়াজ অনুবাদ করতে পারতাম?

এই স্থানেই আমি জেনেছিলাম সে কানে শুনতে পাবে না। আমি এক টুকরো বরফ ভেঙে মুঠোয় নিই, সেটা গলে যায় আমার তালুর মধ্যে। তার সঙ্গে শীতে দেখা হয়েছে, এবং সে হারিয়ে গেছে আরে শীত আসার আগেই।

না, সেই দিন, আমি এখানে থাকবো না, শব্দের আওতার মধ্যে।

৮.৩২

ইউস্টন থেকে আমি উত্তরে যাচ্ছি আবারও।

ভ্রমণপথের অধিকাংশ সময় আমি ঘুমিয়ে কাটাই। ট্রেন যেখানে গিয়ে থামবে সেটাই আমার গন্তব্য।

শীতল সকাল, বড়দিনের আর তিন দিন বাকি। একটা দিন ম্যানচেস্টারে কাটাবো, আর আজ রাতে গাড়ি চালিয়ে রচডেলে চলে যাবো।

আমি মিউজিক ফেরত দিয়ে আসি লাইব্রেরিতে। লন্ডনে আমি পড়ে আছি কিসের জন্য? বাড়িতে ফিরে আসি না কেন?

আমার হৃদয়ের জন্য অপরিহার্য কিছু এখানে নেই আর যে আমাকে লন্ডনে থাকতে হবে। সেই সব মানুষ যারা আমাকে ভালোবাসে তারা হয় মারা গেছে অথবা অত্যন্ত বৃদ্ধ। বাবা আর জোয়ান ফুফু আছে রচডেলে। আমার কলেজ জীবনের আগে ম্যানচেস্টারে আসতাম। আমি যদি ম্যানচেস্টারে বাস করতাম, অথবা লিডসে, এমন কি শেফিল্ডেও, তাহলে তাদের কাছে যেতে পাতাম ঘন ঘন আর এক সঙ্গে অনেক সময় কাটাতে পারতাম— এক সপ্তাহ, এক মাস, এমন কি আরও বেশি হয়তো। আমার ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে এখানে শস্তার মধ্যে একটা কিনতে পারি। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে রচডেলেই থাকি না কেন?

না, এই রচডেলে নয়, যেখানে গড়ে উঠেছে মেকানো গিল্ড, ড্রাইস্টোন, দেয়াল, ব্যাডিমন্টিন, জার্মান ছাঁটাচুলের পয়েন্টার ক্লাব। এই রচডেলে নয়, যার হৃদয় ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে, গড়ে উঠেছে মার্কেট, খুন হয়ে গেছে আমার শৈশবের সড়ক।

৮.৩৩

কোলাহলমুক্ত বড়দিন। তুষার ঝরছে। যে বাগানে সে ঘুরে বেড়াতো সেখানেই শুয়ে আছে সা-সা। আমার বাবা এই উদ্বিগ্ন, এই-প্রফুল্ল। আমার ভাড়া করা শাদা গাড়িতে শপিংয়ে যাই এবং একটা অ-খৃষ্টীয় পার্কিং টিকেট পাই। জোয়ান ফুফু অতীত সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে যায়। আমরা এটা-ওটা নিয়ে কথা বলি। আমি স্থান বদলের কথা ভাবছি তা বলি না।

এরপর, তুষারপাতের মধ্যে আমি গাড়ি চালাই।

কবরখানা শাদা বরফে ঢাকা পড়েছে। কবর, পাথরের ফলক, ফুল সব শাদা হয়ে আছে। আমার মায়ের কবরে আমি একটা শাদা গোলাপ দিই।

বরফে কয়েকটা রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ব্ল্যাকস্টোন এজের রাস্তা চালু আছে। আমি মিসেস ফর্মবির বাড়ির সামনে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাই। একটা নোটিশ দেখতে পাই : বিক্রি হবে বাড়িটা।

BanglaBook.org

ব্ল্যাকস্টোন এজে আমি ফয়েলে মোড়ানো কিছু বড়দিনের পুডিং বরফের ওপর রেখে দিই। লার্ক পাখিরা কয়েক মাস আগেই এ অঞ্চল ছেড়ে গেছে। তুষারপাত বন্ধ হয়েছে। অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দৃশ্য দেখা যায়। এখনও পর্যন্ত আমি একটা দাঁড়কাক দেখতে পাইনি।

আমি গাড়ি থেকে বেহালা বের করে আনি। 'দ্য লার্ক অ্যাসেন্ডিং' থেকে কিছুটা বাজাই। তারপর সর্বনিম্ন স্ট্রিংয়ে এফ টিউন করি।

আমার হাত ঠান্ডা নয়, আমার মনও বিশৃঙ্খল নয়। আমি অন্ধকার কোনও সুড়ঙ্গে নয়, আছি উন্মুক্ত প্রান্তরে। আমি 'আর্ট অফ ফিউগ' থেকে মহান অসমাপ্ত ফিউগটা বাজাই তার জন্য। আমার অংশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাজাই; এবং শুনি হেলেনও যে পর্যন্ত না বাজানো থামিয়েছে।

৮.৩৪

তিরিশ তারিখে আমি লন্ডনগামী একটা ট্রেন ধরি। ছোঁড়াখোঁড়া মেঘ ছাড়া আবহাওয়া পরিস্কার। ইউস্টনে যখন পৌছাই তখন রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। আমার কোনও লাগেজ নেই, এমন কি বেহালাও।

আমি সোজা আসি উইগমোর হোটেলে। সন্ধ্যার কনসার্টের টিকেট সব বিক্রি হয়ে গেছে।

বক্স অফিসের তরুণ কর্মীটা বলে সে বিস্মিত। অনুষ্ঠানের প্রকৃতি একটা কারণ, তাছাড়া আরেক কারণ আছে বলে সে মনে করে। ' 'বধির পিয়ানোবাদিকার কনসার্ট,' আপনি জানেন, এই রকম লেখা হয়েছে। কেউ কেউ তার নামও জানে না। তাতী কী। সব টিকেট বিক্রি হয়ে গেছে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

'যদি কেউ ফেরৎ দেয়...'

'আমাদের কাছে কয়েকটা সাধারণত থাকে, কিন্তু পুরোটাই নির্ভর করে কনসার্টের ওপর। আমি সত্যিই কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারি না। কিউ এদিকে।'

'কোনও টিকেট কি আলাদা করে রাখেননি? মানে পৃষ্ঠপোষক বা ওই ধরনের লোকদের জন্য?'

'না, আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, না, আমরা দাপ্তরিক ভাবে ওই ধরনের কিছু করতে পারি না।'

'আমি আগে এখানে বাজিয়েছি। আমি— আমি ম্যাগিওর কোয়ার্টেটের সদস্য।'

'আমি চেষ্টা করবো,' সে বলে, কাঁধ ঝাঁকায়।

এক ঘন্টা পর শুরু হবে কনসার্ট। কিউতে আমার অবস্থান ষষ্ঠ। কিন্তু কনসার্ট শুরুর পনেরো মিনিট আগে মাত্র একটা টিকেট ফিরে আসে। লবি ভরে গেছে মানুষের ভিড়ে। আমি তাদের মুখে বারবার শুনতে পাই একটা শব্দ 'বধির', 'বধির' বার বার।

আমার আতংক শুরু হয়। আমি কিউ ছেড়ে দিয়ে বাইরে দাঁড়াই। রাতই ঝোড়ো আর কনকনে ঠান্ডা। আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করি একটা অতিরিক্ত টিকেট হবে কিনা কারও কাছে।

কনসার্ট শুরুর দুই মিনিট আগে আমি আর নিজের মধ্যে থাকি না। দুটো ঘন্টা পড়ে গেছে এর মধ্যে— আর এখন তৃতীয়।

'ওহ, হেল্লো, মাইকেল, তাহলে তুমি এলে। পিয়ার্স বললো..'

BanglaBook.org

'ওহ, বিলি, বিলি— আমি এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি— আমি— ওহ, বিলি— আমি জ্যাঙ্গোর অসুস্থতার কথা শুনে ভীষণ দুঃখিত।'

'হ্যাঁ। ও আমাদের বেশ ভয় দেখিয়ে গেল। লিডিয়া কনসার্টে আসতে চেয়েছিলো, কিন্তু জ্যাঙ্গোর সঙ্গেই রয়ে গেল। এতে সেই বেশি আহত হয়েছে। আমাদের এখন ভিতরে ঢুকে পড়া দরকার।'

'ওহ টিকেট। তোমার কাছে অতিরিক্ত টিকেট আছে? বিলি?

'না। ওরটা কয়েক দিন আগে ফেরৎ দিয়েছি। মানে তোমার কাছে টিকেট নেই?'

'না।'

'ধরো এটা।'

'কিন্তু বিলি—'

'এটা নাও। তর্ক করো না, মাইকেল, নইলে দুজনের কেউই ঢুকতে পারবো না। আধ মিনিটের মধ্যে তারা দরোজা বন্ধ করে দেবে। লবি প্রায় খালি হয়ে গেছে। তর্ক করো না, মাইকেল। এটা নিয়ে ভিতরে যাও। যাও।'

৮.৩৫

আমি ব্যালকনির সামনের সারিতে। হল পূর্ণ হয়ে আছে গুঞ্জনে। আমি নিচের দিকে তাকিয়ে অসংখ্য দর্শক-শ্রোতার মাথা দেখতে পাই। পঞ্চম সারিতে ছোট্ট একটা ছেলেকে দেখতে পাই, আমি ভাবতে পারি এখানে সে একজনই, আর পাশের লোকটা তার বাবা।

সে প্রবেশ করে, তাদের দিকে তাকায় এবং মৃদু হাসে। এক মুহূর্তের জন্য, মাত্র এক মুহূর্তের জন্য সে চারদিকে দৃষ্টিপাত করে, অনুসন্ধান করছে, তারপর বসে পিয়ানোয়।

সে মিউজিক ছাড়াই বাজায়, তার চোখ কোনও কোনও সময় তার হাতের ওপর, কখনও বা বন্ধ। সে কী শোনে, সে কী কল্পনা করে আমি জানি না।

তার বাজানোয় জোর করে চাপানো কোনও কিছু নেই। এ এক কল্পনা ছাড়ানো সৌন্দর্য— পরিস্কার, মনোহর, স্তবকের পর স্তবক, স্তরকের প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি, অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত 'আর্ট অফ ফিউগ'। এ এক সমান সঙ্গীত।

বৃষ্টি শুরু হয়। স্কাইলাইটে তা আকাস করে।

এগারতম কন্ট্রাপাংটাসের পর দেয়া হয় বিরতি।

আমি ভিড়াক্রান্ত লবি থেকে বেরিয়ে আসি বৃষ্টির ভিতর। আমি অনেক ক্ষণ হাঁটি, রাস্তা দিয়ে, পার্কের অন্ধকার দিয়ে। আমি আরও একবার দাঁড়াই সার্পেন্টাইনের পাশে। বৃষ্টি ধুয়ে দিয়ে গেছে আমার আগের সব অশ্রু।

সঙ্গীত, এমন ধরনের সঙ্গীত, বড় উপঢৌকন। সুখের জন্য কেন ব্যকুলতা; দুঃখ না করার আশা করা হয় না কেন? এইই যথেষ্ট, এই রকম সঙ্গীত শোনার জন্য এক দিন থেকে আরেক দিন পর্যন্ত এই বেঁচে থাকা— এক সময় থেকে আরেক সময় পর্যন্ত।

- সমাপ্ত -

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org